গৌরাঙ্গলীলা-রহস্য

দ্বিতীয় খণ্ড।

হিন্দু বিবাহ-সমালোচনা, বিধবা-বিবাহ, হিন্দুকন্যার বিবাহ সংস্কার কোন্
সময়ে হওয়া শাস্ত্র সম্মত, বৈদ্যজাতিতত্ত্ব, মদিরা,
কৃষ্ণাবতার-রহস্য প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র বিরচিত।

কলিকাতা

বঙ্গাব্দ ১৩৩৪

সমস্ত স্বত্বরক্ষিত] [মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম খণ্ড গৌরাঙ্গ লীলার প্রথম পরিচ্ছেদের ভ্রম সংশোধন।

গৌরাঙ্গের জন্ম খ্রীঃ অব্দ ১৫১০।১৭ জানুয়ারির স্থলে ১৪৮৫ খ্রীঃ অব্দ হইবে।

সূচী।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়—

প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে দ্বাদশ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত ... ১—২৪৮ পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় অধ্যায়—

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ও চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ ... ২৪৯—২৬৩ পৃষ্ঠা

শুদ্ধি পত্র।

দ্বিতীয় খণ্ডের বহু ভুল মুদ্রাকরপ্রমাদ মূলের গদ্যে পরিণতির এবং উভয় খণ্ডের প্রতিবাদ হওয়া সম্ভব। এই সকলের ভ্রম সংশোধন গ্রন্থকারের স্থবিরতাবশতঃ অসম্ভব। সেজন্য সহৃদয় পাঠকদিগের উপরে প্রতিবাদ ও তাহার উত্তরের ভার ন্যস্ত রহিল।

গৌরাঙ্গলীলা-রহস্য।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[গৌরাঙ্গ হিষ্টিরিয়ার আবেশে সন্ন্যাসগ্রহণার্থ কাটোয়ায় কেশবভারতীর নিকট কয়েকজন অন্তরঙ্গ অনুচর সহ উপস্থিত হইয়া 'কৃষ্ণ-দাস্য' প্রাপ্তির প্রার্থনা জানাইতে জানাইতে তাঁহায় সহসা ঐ রোগের ক্রন্দন, হুঙ্কার ও নৃত্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কেশব ভারতী তাঁহার নিরতিশয় সৌন্দর্য্য এবং তাঁহাতে অলৌকিক ভক্তিলক্ষণ প্রকাশিত লক্ষ্য করিয়া প্রথমে তাঁহাকে ঈশ্বরবোধে উপদেশ দিতে সঙ্কোচ প্রকাশ করেন, তৎপরে গৌরাঙ্গের বিশেষ অনুরোধে দীক্ষা দিতে স্বীকৃত হন। ইহাতে গৌরাঙ্গ আনন্দে নৃত্য করেন, এবং ভাবী গুরু ও অনুচরগণের সহিত কৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গে তথায় সমস্ত রাত্রি যাপন করেন। পরদিন প্রাতঃকাল হইতে দিবাবসান পর্য্যন্ত মস্তক মুণ্ডন উপলক্ষে হিষ্টিরিয়ার বিভিন্ন আক্রমণের অধীন হইয়া অতি-ক্রন্দন ও অত্যন্ত অস্থিরতা প্রকাশ করায় তাঁহার ভক্ত ও সমাগত দর্শকবৃন্দকে (বিশেষ করিয়া রমণীগণকে) করুণভাবে উদ্দীপিত করায় তাঁহারা নানাবিধ খেদোক্তি ও ক্রন্দন করিয়াছিলেন। তদনন্তর কোন-রূপে ক্ষৌর কার্য্য সম্পাদিত হইলে তিনি গঙ্গাস্নান পূর্ব্বক দীক্ষা গ্রহণার্থ কেশবভারতীর নিকট উপস্থিত হন। তাঁহাকে ঐন্দ্রজালিক প্রেরণার অধীন করিয়া স্বীয় মনঃকল্পিত মন্ত্র কৌশলে অগ্রে তাঁহার কর্ণে দিয়া পশ্চাৎ উহাই তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ এবং কৃষ্ণচৈতন্য নাম লাভ করেন। পরে সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ গ্রহণ, সর্ব্বগাত্রে চন্দন লেপন এবং মাল্যধারণ করতঃ অনুচরগণের সহিত নৃত্যগীতে প্রবৃত্ত হন, ভারতীও উহাতে যোগ দেন। গৌরাঙ্গ পাক দিয়া নৃত্য করিতে করিতে স্বীয় গুরু ভারতীকে ধরিয়া আলিঙ্গন ব্যপদেশে স্বীয় মোহিনী শক্তি (hypnotic power) তাহাতে সঞ্চারিত করিয়া তাঁহাকে স্বীয় আচরণানুকরণে প্রবৃত্ত করেন, এবং তাঁহাকে ও অনুচরবর্গকে লইয়া প্রায় সমস্ত রাত্রি নৃত্য ও সঙ্কীর্ত্তন করিয়া কাটাইয়া দেন। পরদিন প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া গুরুর নিকট বিদায় লইতে গিয়া গৌরাঙ্গ অতঃপর বনে কৃষ্ণান্বেষণে প্রবিষ্ট হইবেন, ইহা বলায় গুরু তাঁহার সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে অগ্রে অগ্রে করিয়া নৃত্য করিতে করিতে পশ্চিমাভিমুখে চলিলেন। তৎপূর্ব্বে চন্দ্রশেখরকে কোলে লইয়া কান্দিতে

কান্দিতে বলিয়াছিলেন—তুমি এক্ষণে আমার বন গমন সংবাদ নদীয়ার সকল বৈষ্ণবকে শুনাওগে। গৌরাঙ্গ তাহার পরে বক্রেশ্বরের নিকট পর্য্যন্ত গিয়া তথা হইতে সহসা ফিরিলেন এবং অট্ট হাসিয়া সঙ্গীদিগকে বলিলেন,—অতঃপর জগন্নাথের শীঘ্র নীলাচলে যাইবার আদেশে আমি তথায় চলিলাম।]

বিশ্বম্ভর প্রোক্তরূপে সন্ন্যাসগ্রহণ মানসে গৃহত্যাগ করিয়া একাকী গঙ্গাপার হইয়া সেই দিনেই কণ্টক নগরে (বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়ায়) উপনীত হইলেন। পূর্ব্বে যাঁহাকে যাঁহাকে (নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর ও ব্রহ্মানন্দ) তথায় আসিতে বলিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে ক্রমে ক্রমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরে গৌরাঙ্গ তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া মত্ত সিংহের ন্যায় গতিতে কেশব ভারতীর নিকটস্থ হইলেন। ভারতী তাঁহার "অদ্ভুত দেহের জ্যোতিঃ দেখিয়া" উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বিশ্বম্ভর তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া করযোড়ে এইরূপ স্তুতিসহ প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, যথা :—

"অনুগ্রহ তুমি মোরে কর' মহাশয়।
পতিত পাবন তুমি মহাকৃপাময়॥
তুমি যে দিবারে পার' কৃষ্ণপ্রাণনাথ।
নিরবধি কৃষ্ণচন্দ্র বসয়ে তোমা'ত॥
কৃষ্ণ-দাস্য বই যেন মোর নহে আন।
হেন উপদেশ তুমি মোরে দেহ' দান॥"

ইহা বলিতে বলিতে বিশ্বম্ভরের চক্ষের জলে অঙ্গ ভাসিয়া গেল, শেষে হুঙ্কার করিয়া তিনি নাচিতে লাগিলেন, মুরারি প্রভৃতি ভক্তগণ গাইতে লাগিল। এই সময়ে কে জানে কোথা হইতে 'অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ' লোক আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং সকলে বিশ্বম্ভরের "পরম সুন্দর" রূপ একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল। গৌরাঙ্গের নয়নে অকস্মাৎ অদ্ভুত ধারা বহিতেছিল, যাহা পাকদিয়া নৃত্য কালে দর্শকবর্গের বস্ত্র ভিজাইয়া দিয়াছিল। স্ত্রী পুরুষ বাল বৃদ্ধ সকলে হরিধ্বনি করিয়াছিল। এই সময়ে বিশ্বম্ভরের অবস্থা যেরূপ ঘটিয়াছিল, তাহা জীবনী লেখক এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন,—

"ক্ষণে কম্প ক্ষণে স্বেদ ক্ষণে মূর্চ্ছা যায়।
আছাড় দেখিতে সর্ব্বলোক ভয় পায়॥

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডনাথ নিজ-দাস্ত ভাবে।
দন্তে তৃণ করি সভা' স্থানে ভক্তি মাগে ॥"

উপস্থিত স্ত্রীগণ বিশ্বম্ভরকে সন্ন্যাস গ্রহণোদ্যত দেখিয়া তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া নানাবিধ ক্ষোভ এবং তাঁহার জননী ও পত্নীর দুঃখ ভাবিয়া কান্দিতে লাগিল। বিশ্বম্ভর ক্ষণকালের জন্ম নৃত্য সম্বরণ করিয়া বসিলেন, তখন অনুচরবর্গ তাঁহার চতুর্দ্দিক্ ঘেরিয়া বসিল। কেশব ভারতী বিশ্বম্ভরের ভক্তি দেখিয়া আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়া স্তুতি করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,

"যে ভক্তি তোমার আমি দেখিনু নয়নে।
এ শক্তি অন্যের নহে ঈশ্বরের বিনে॥
তুমি যে জগৎগুরু জানিনু নিশ্চয়।
তোমার গুরুর যোগ্য কেহ কভু নয়॥
তভু তুমি লোক শিক্ষা নিমিত্ত কারণে।
করিবে আমারে গুরু হেন লয় মনে॥"

ইহা শুনিয়া বিশ্বম্ভর বলিলেন,—

"প্রভু বলে মায়া মোরে না কর প্রকাশ।
হেন দীক্ষা দেহ যেন হও কৃষ্ণদাস॥"

ইহার পরে তিনি কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে সকলের সহিত তথায় রাত্রিযাপন করিলেন। প্রাতঃকালে চন্দ্রশেখরের প্রতি এইরূপ আদেশ করিলেন,

"বিধি যোগ্য যত কর্ম্ম সব কর তুমি।
তোমারেই প্রতিনিধি করিলাম আমি॥"

তখন চন্দ্রশেখর 'বিধিযোগ্য' কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নানা গ্রাম হইতে নানাবিধ বিস্তর উপঢৌকন আসিতে লাগিল। যেমন,—

"দধি দুগ্ধ ঘৃত (মধু) তাম্বূল চন্দন।
পুষ্প যজ্ঞসূত্র, বস্ত্র আনে সর্ব্বজন॥"

আর আর ভক্ষ্য দ্রব্য কে কোথা হইতে আনিল তাহা জানা যায় নাই। সকল প্রকার লোকের মুখে তখন হরিধ্বনি হইতেছিল। বিশ্বম্ভর যখন 'শ্রীশিখার

অন্তর্দ্ধান' করিতে অর্থাৎ নেড়া হইতে বসিলেন তখন উপস্থিত স্ত্রীপুরুষ, এমন কি, নাপিত পর্য্যন্ত ক্ষুর হাতে করিয়া কান্দিয়া আকুল হইয়াছিল। স্ত্রীগণ সন্ন্যাস-সৃজন কারণ বিধিকে নিন্দা করতঃ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল। নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ ভূমিতে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এই স্থলে বৃন্দাবন দাস বিশ্বম্ভরের তাৎকালিক অবস্থা এবং সুদীর্ঘকাল ক্ষৌরকার্য্যে যে রূপে ব্যয়িত হইয়াছিল, তাহা সুন্দর রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা:—

"প্রেমরসে পরম চঞ্চল গৌরচন্দ্র।
স্থির নহে নিরবধি ভাব অশ্রু কম্প॥
'বোল বোল' করি প্রভু উঠে বিশ্বম্ভর।
গায়েন মুকুন্দ, প্রভু নাচে মনোহর॥
বসিলেও প্রভু স্থির হইতে না পারে।
প্রেম রসে মহাকম্প বহে অশ্রুধারে॥
'বোল বোল' করি প্রভু করেন হুঙ্কার।
ক্ষৌর কর্ম্ম নাপিত না পারে করিবার॥
কথং কথমপি সর্ব্ব দিন অবশেষে।
ক্ষৌর কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইল প্রেমরসে॥"

তদনন্তর গৌরচন্দ্র সকলের সহিত গঙ্গাস্নান করিয়া যেখানে 'সন্ন্যাসের স্থান' নির্দ্দিষ্ট ছিল, তথায় আসিয়া বসিলেন। তৎপরে তিনি কেশবভারতীকে ছল করিয়া বলিলেন কোন মহাত্মা রাত্রিকালে স্বপ্নে আমার কর্ণে মন্ত্র বলিয়াছেন, তাহা ঠিক হয় কিনা বুঝ দেখি, এই বলিয়া তাঁহার কর্ণে ঐ মন্ত্র বলিলেন। উহা শুনিয়া ভারতীর 'মহা বিস্ময়' জন্মিল। তিনি বলিলেন এই মন্ত্র উৎকৃষ্ট, (ভারতী বলেন এই মহা-মন্ত্রবর। কৃষ্ণের প্রসাদে কি তোমার অগোচর॥) পরে সেই মন্ত্রই বিশ্বম্ভরকে কহিলেন, চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনি হইল, তখন বিশ্বম্ভর 'অরুণ বসন' পরিধান ও হস্তে দণ্ডকমণ্ডলু ধারণ করিলেন। মস্তক শুদ্ধ সর্ব্বাঙ্গ চন্দনে লেপিত এবং দেহ মালায় সুশোভিত হইল। তিনি নিরবধি নিজ প্রেম-আনন্দে কীর্ত্তন, প্রেম ধারায় দুই চক্ষু পূর্ণ, হওয়ায় তাঁহার অপূর্ব্ব সন্ন্যাসি-রূপ প্রকাশিত হইয়াছিল। বৃন্দাবন দাস এই স্থানে বলিয়াছেন,—

"সহস্র নামেতে যে কহিল বেদব্যাস।
কোন অবতারে প্রভু করেন সন্ন্যাস॥
এই তাহা সত্য করিলেন দ্বিজরাজ।
এই মর্ম্ম জানয়ে সভ বৈষ্ণব সমাজ॥"

এই বাক্য সমর্থনের জন্য তিনি সহস্র নাম স্তোত্র হইতে এই প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—

"সন্ন্যাসকৃৎ শমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিঃ পরায়ণঃ"॥

বিশ্বম্ভরের প্রোক্তরূপ সন্ন্যাসগ্রহণের পরে কেশব ভারতী অনেক চিন্তা ও বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে স্বীয় শিষ্যোপযোগী ভারতীপদ্ধতি-সংযুক্ত নাম না দিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম দিলেন। ইহা শুনিয়া ভক্তগণ আনন্দে চারিদিকে হরি নামের কোলাহল করিয়া উঠিলেন-এবং সকলে ভারতী ও বিশ্বম্ভরকে প্রণাম করিলেন। বিশ্বম্ভরও আত্মনামে সন্তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণ করিলেন।

বিশ্বম্ভর সন্ন্যাস গ্রহণ করিবা মাত্র মুকুন্দকে কীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা করিলেন এবং 'বোল বোল' বলিয়া স্বয়ং নৃত্য আরম্ভ করিলেন, চতুর্দ্দিকে ভক্ত সেবকেরা গাইতে লাগিল। তখন বিশ্বম্ভরের (যেমন বৃন্দাবন দাস বর্ণনা করিয়াছেন)—

"শ্বাস হাস স্বেদ কম্প পুলক হুঙ্কার।
না জানি কতেক হয় অনন্ত বিকার॥
কোটি সিংহ প্রায় যেন বিশাল গর্জ্জন।
আছাড় দেখিতে ভয় পায় সর্ব্বজন॥
কোন্ দিকে দণ্ড কমণ্ডলু বা পড়িল।
নিজ প্রেমে বৈকুণ্ঠের পতি মত্ত হইল॥
নাচিতে নাচিতে প্রভু গুরুরে ধরিয়া।
আলিঙ্গন করিলেন বড় তুষ্ট হৈয়া॥

তাহার ফলে গুরুর কি হইল ?

"পাইয়া প্রভুর অনুগ্রহ আলিঙ্গন।
ভারতীর বিষ্ণুভক্তি হইল তখন॥
পাক দিয়া দণ্ডকমণ্ডলু দূরে ফেলি।
সুকৃতি ভারতী নাচে 'হরি হরি' বলি॥
বাহ্যদূরে গেল ভারতীর প্রেমরসে।
গড়াগড়ি যায় বস্ত্র না থাকয়ে শেষে॥

ভারতীর এতাদৃশ অবস্থা দেখিয়া সকলে উচ্চৈঃস্বরে (ডাকিয়া ডাকিয়া) হরিধ্বনি করিয়া উঠিল, এবং গুরুর সহিত শিষ্য (বিশ্বম্ভর) আনন্দে নাচিতেছেন, ইহাতে ভৃত্যেরা পরমসুখে গাইতে লাগিল। বিশ্বম্ভর গুরুর সহিত সমস্ত রাত্রি এইরূপ নৃত্য করিয়া প্রভাতে বাহ্য লাভ করিলেন, তখন তাঁহার স্থানে বিদায় লইতে গিয়া বলিলেন,—

"অরণ্যে প্রবিষ্ঠ মুঞি হইমু সর্ব্বথা।
প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাঙ যথা॥"

তখন গুরুও বলিলেন,—

"গুরু বোলে" আমি হ চলিব তোমা সঙ্গে।
থাকিব তোমার সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে॥"

তদনন্তর বিশ্বম্ভর গুরুকে অগ্রে করিয়া বনে চলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এমন সময়ে চন্দ্রশেখরকে কোলে করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন "তুমি ঘরে গিয়া তথায় সর্ব্ববৈষ্ণবের নিকট বলিবে যে, আমি বনে চলিলাম। তুমি কিছু দুঃখ করিওনা, আমি তোমার হৃদয়ে সর্ব্বদা বন্দী আছি, তুমি আমার পিতা, আমি তোমার পুত্র, জন্ম জন্ম তুমি আমার 'প্রেমের সংহতি",—ইহা বলিয়া বিশ্বম্ভর চলিয়া গেলেন। এদিকে চন্দ্রশেখর মূর্চ্ছাগত হইয়া পড়িলেন। তৎপরে তিনি চৈতন্য লাভ করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া সকলকে বলিলেন 'প্রভু বনে গিয়াছেন'। ইহা শুনিয়া ভক্তগণ অত্যন্ত আর্ত্তনাদ ও ক্রন্দন করিতে লাগিল, অদ্বৈতাচার্য্য শুনিবা মাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া মৃতের ন্যায় ভূমিতে পড়িলেন, শচীদেবী কৃত্রিম পুত্তলীর ন্যায় 'জড়' হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন,

ভক্তপত্নীরা ভূমিতে পড়িয়া ক্রন্দন ও অত্যন্ত বিলাপ করিয়াছিলেন। মূর্চ্ছা-ভঙ্গে অদ্বৈতাচার্য্য উঠিয়া বলিলেন "আর কি কার্য্য জীবনে। সে হেন ঠাকুর মোর ছাড়িল যখনে॥" আজ গঙ্গায় প্রবিষ্ট হইব ; দিনে প্রবেশ করিলে লোকে ধরিবে অতএব রাত্রেই উহা করিব। এইরূপ অন্যান্য ভক্তের চিত্ত উচাটন এবং স্বাস্থ্যবিহীন হইল, কেহ কাহাকে স্থির করিতে পারিল না। যখন উহারা দেহ ত্যাগের স্থির সঙ্কল্প করিল তখন এইরূপ আকাশবাণী হইয়াছিল। যথা—

"দুঃখ না ভাবিহ অদ্বৈতাদি ভক্তগণ।
সবে সুখে কর কৃষ্ণচন্দ্র আরাধন॥
সেই প্রভু এই দিন দুই চারি ব্যাজে।
আসিয়া মিলিবে তোমা সভার সমাজে॥
দেহত্যাগ কেহ কিছু না ভাবিহ মনে।
পূর্ব্ববৎ সভে বিহরিবা প্রভু সনে॥"

এই আকাশবাণী শুনিয়া ভক্তগণ দেহত্যাগ করিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া প্রভুর গুণগান করিতে লাগিলেন এবং সর্ব্বদা শচীদেবীকে বেড়িয়া রহিলেন।

এদিকে গৌরাঙ্গ হরিধ্বনি করিতে করিতে পশ্চিমমুখে নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দকে সঙ্গে করতঃ গোবিন্দকে পশ্চাৎ এবং কেশবভারতীকে অগ্রে করিয়া মত্তসিংহের ন্যায় চলিলেন। বিস্তর লোক কান্দিয়া কান্দিয়া পাছে পাছে চলিল। সকলকে প্রভু কৃপা করিয়া বলিলেন,—'তোমরা সবে ঘরে যাও, হরিনাম লও, কৃষ্ণমন্ত্র সকলের ধনপ্রাণ হউক।' ইহার পরে গৌরচন্দ্র রাঢ় দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় চতুর্দ্দিকে অশ্বত্থ বৃক্ষমণ্ডল বিরাজ করিতেছে ও স্বভাবসুন্দর স্থলে গাভীগণ বিচরণ করিতেছে, ইহা দেখিয়া গৌরাঙ্গ 'আবিষ্ট হইয়া' নৃত্য আরম্ভ করিলেন। চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ গাইতে লাগিল, তখন তিনি হুঙ্কার ও গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এইরূপ 'নৃত্যাবেশে' চলিতে চলিতে প্রভু বলিলেন, 'বক্রেশ্বর যে বনে আছেন তথায় আমি যাইব, গিয়া নির্জ্জনে থাকিব।' নিত্যানন্দ প্রভৃতি পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। গৌরাঙ্গের অদ্ভুত নৃত্য ও অদ্ভুত কীর্ত্তনের কথা শুনিয়া অনেকে ছুটিয়া তথায় আসিল, তাহার মধ্যে কেহ কেহ বলিল 'প্রভু এত কেন কান্দেন বিস্তর।' যাহা হউক এইরূপ ভক্তবৃন্দের সঙ্গে গৌরাঙ্গ চলিতে চলিতে

দিবাবসানে এক ব্রাহ্মণের বাটীতে ভিক্ষা গ্রহণ করতঃ শয়ন করিলেন, ভক্তগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক বেড়িয়া শয়ন করিল। এক প্রহর রাত্রি থাকিতে গৌরাঙ্গ সকলকে ছাড়িয়া কতক দূরে পলাইয়া গিয়াছিলেন। ভক্তগণ নিদ্রাভঙ্গে তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া ক্রন্দন করিলেন, তৎপরে গ্রাম খুজিয়া প্রান্তরে গিয়া দূর হইতে শুনিতে পাইলেন,—

"কৃষ্ণরে প্রভুরে আরে কৃষ্ণ মোর বাপ্।"

এই বলিয়া কে ক্রন্দন করিতেছে। ক্রন্দনের শব্দ 'অনুসরণ' করিয়া ভক্তগণ গিয়া দেখেন গৌরাঙ্গ উচ্চৈঃস্বরে ঐরূপ ক্রন্দন করিতেছেন। তখন ভক্তগণও ঐ সঙ্গে কান্দিতে আরম্ভ করিল, মুকুন্দ কীর্ত্তন করিতে লাগিল। ইহা শুনিয়া গৌরাঙ্গ নাচিতে লাগিলেন, চতুর্দ্দিকে সকলে গাইতে লাগিল। এইরূপ নাচিতে নাচিতে গৌরাঙ্গ পশ্চিম মুখে চলিলেন, বক্রেশ্বর পৌছিতে মোটে ৪ক্রোশ বাকি আছে, সহসা পূর্ব্বমুখ হইয়া নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন, অন্তরে আনন্দ অনুভব করিয়া অট্ট অট্ট হাসিতে লাগিলেন এবং—

"বাহ্য প্রকাশিয়া প্রভু নিজ কুতূহলে।
বলিলেন আমি চলিলাঙ নীলাচলে॥
জগন্নাথ প্রভুর হইল আজ্ঞা মোরে।
নীলাচলে তুমি ঝাট আইস সত্বরে॥"

এই বলিয়া পূর্ব্বমুখে চলিলেন, ভক্তগণ সকলে পরমানন্দ সুখ পাইলেন। গ্রন্থকার এই স্থলে বলিতেছেন,—

"তান ইচ্ছা তিহোঁ সে জানেন সবে মাত্র।
তান অনুগ্রহে জানে তান কৃপা পাত্র॥
কি ইচ্ছায় চলিলা বা বক্রেশ্বর প্রতি।
কেনে বা না গেলা, বুঝে কাহার শকতি॥
হেন বুঝি, কথি প্রভু বক্রেশ্বর ব্যাজ।
ধন্য করিলেন সর্ব্ব রাঢ়ের সমাজ॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য খণ্ডের শেষাংশ হইতে অন্ত্যখণ্ডের প্রথমাংশের কিয়দংশ)

মন্তব্য।

এই পরিচ্ছেদীয় বিষয়ের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদের বিষয় পাঠকদিগকে কথঞ্চিৎ স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক। পাঠকগণ বিগত মন্তব্য (১ম খণ্ড, ২৩ প, ম,) পাঠে অবগত আছেন, গৌরাঙ্গ জনৈক পড়ুয়াকে লগুড় হস্তে মারিবার জন্য ধাবিত হইলে ঐ পড়ুয়া প্রাণ ভয়ে পড়ুয়া-সমাজে অনুযোগ করে, তাহাতে গৌরাঙ্গ পুনরায় সেরূপ অত্যাচার করিলে পড়ুয়াগণ তাঁহাকে প্রহার করিবার মন্ত্রণা করে; ইহা শুনিয়া গৌরাঙ্গ তৎপ্রতীকারার্থ এইরূপ মনন করেন যে, যদি তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পড়ুয়াদের নিকটে যান তাহা হইলে তাহারা তাঁহাকে সন্ন্যাসী দেখিলে মারিবে না, সুতরাং তাঁহার ভক্তি-প্রচার কার্য্যেরও কোন ব্যাঘাত হইবে না। এই সঙ্কল্প তিনি ভক্তমণ্ডলীতে ব্যক্ত করেন, এবং ইহার কিছুদিন পরে মাতা ও কয়েকজন অন্তরঙ্গের সনির্ব্বন্ধ যুক্তিপূর্ণ নিবারণ বাক্য না শুনিয়া সন্ন্যাস গ্রহণার্থ গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। পাঠকগণ বিবেচনা করুন, যে তুচ্ছ কারণ গৌরাঙ্গের পড়ুয়াদের সহিত ভবিষ্যৎ সদ্ব্যবহার দ্বারা অনায়াসে দূরীভূত হইতে পারিত, তজ্জন্য গৌরাঙ্গের গৃহত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন কি সঙ্গত বা প্রয়োজনীয় হইতে পারে? পড়ুয়াদের প্রতিকূল বাক্যে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া আর মারিতে না গেলেই ত সব মিটিয়া যাইত, ভক্তি-প্রচার কার্য্যও পূর্ব্বে যেমন চলিতেছিল, তাহারই বা বিঘ্ন কেন হইত? অতএব ইহা অনুমেয় যে, গৌরাঙ্গের গৃহত্যাগের অন্য কোন নিগূঢ় কারণ বিদ্যমান ছিল, যাহা তিনি পৃথিবীর কাহাকেও প্রকাশ করিতে পারেন নাই, সুতরাং সন্ন্যাসগ্রহণ তাঁহার একটা ছল মাত্র।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিবে (প্রথম খণ্ডের ২য় প, ৪২, ৪৩পৃঃ দ্রষ্টব্য) গৌরাঙ্গের পিচিউটরি গ্লাণ্ডের অগ্রভাগের অস্বাভাবিক স্রাব-বাহুল্য নিবন্ধন তাঁহার দৈহিক গঠন ও মানসিক ক্রিয়া অসাধারণরূপে বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছিল, উহার ফলে বাল্যেই অর্থাৎ তাঁহার জননেন্দ্রিয় সম্যক্ বিকশিত হইবার পূর্ব্বেই কামপ্রবৃত্তি উন্মেষিত হওয়ায় স্নানকারিণী বালিকাদিগের সহিত অশিষ্টোচিত আচরণ ও স্বীয়

বিবাহ প্রস্তাব করিতে, তথা অকালে মাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহিত হইবার আগ্রহ প্রকাশ এবং দ্বিতীয়বার সমারোহ সহ বিবাহে অত্যধিক উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এদিকে আবার তাঁহার জননেন্দ্রিয়ের বাহ্-বিকাশ এবং ক্রিয়াযোগ্যতা উপস্থিত হইলেও অনুকূল সুযোগের অভাবে (অর্থাৎ বালিকা স্ত্রীতে) তাঁহার প্রবল কামবাসনা তৃপ্তি লাভ করিতে পায় নাই, সেজন্য তাঁহার পক্ষে উহাকে অগত্যা বলপূর্ব্বক দমন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ক্রিয়া নিরুদ্ধ রাখা (repression) ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। প্রথমোক্ত কারণে গৌরাঙ্গের যেরূপ পূর্ব্বোক্ত তীব্র হিষ্টিরিয়া ও তদানুষঙ্গিক অন্যান্য বায়ুরোগ উদ্ভূত হইয়াছিল, সেইরূপ আবার শেষোক্ত কারণে তাঁহার কামবাসনা অতৃপ্তাবস্থায় থাকিয়া ক্রমে ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হইয়া অকালেই তিরোহিত হইয়া থাকিবে। * অথবা তাঁহার সতত অতিরিক্ত পঠন-পাঠন এবং ভক্তিপ্রচারকার্য্যে মানসিক চিন্তা তৎসহ দীর্ঘকালব্যাপী নৃত্য-ব্যাপারে নিরতিশয় পেশী-কার্য্য সম্পাদনের পরে স্বীয় অবতারত্ব ও ভক্তিপ্রচারের প্রগাঢ় চিন্তা লইয়া অধিক রাত্রে শয়নকক্ষে গেলে স্ত্রী-সম্ভোগেচ্ছা হওয়া ততটা সম্ভব ছিল না ; বরং জানা যায়, কখন কখন তাঁহার শয্যাতেই হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ উপস্থিত হইত (অমিয় নিমাই চরিতের উদ্ধৃত জয়ানন্দের কড়চা দেখুন)। এমন অবস্থায় কাহারও মনে স্ত্রীসেবার ইচ্ছা উদ্দীপিত হওয়া সম্ভাব্য নহে। † গৌরাঙ্গের সম্বন্ধে বা ইহার বিপর্য্যয়

---

* প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের মন্তব্য, ৩৫ ও ৩৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

† এ বিষয়ে পাশ্চাত্য প্রসিদ্ধ জনন-তত্ত্বজ্ঞের নির্দ্দেশ এইরূপ,—

Nature has wisely ordained that the secretion of the tastes may be temporarily arrested. Whenever the brain is over-taxed or any prolonged mascular exertion is taken, sexual desire may cease, but it 'is quite certain if the reproductive organs are healthy and have not been abused, sexual feelings and powers will return as soon as the over-taxed brain or muscles are allowed to ragain their normal condition.

See Functions and Disorders of the Reproductive organs, by William Acton M.R.C.S. Fifth edition,—page 109.

কেন ঘটিবে? তথাপি নবযৌবনসম্পন্না সুন্দরী বিষ্ণুপ্রিয়ার সান্নিধ্য লাভে কদাচিৎ তাঁহার তাদৃশী ইচ্ছা উদ্দীপিত হইলেও রতিকার্য্য নিষ্পাদনে অসমর্থতা উপলব্ধি হওয়াই সুসম্ভব। এই অবস্থাকে পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদে প্রায়শঃ অস্থায়ী অতিরঞ্জিত এবং কখন বা কাল্পনিক ষণ্ডত্ব বলে। * গৌরাঙ্গের ষণ্ডত্বের প্রথমোক্ত কারণে যদি কাহার সংশয় হয় তবে শেষোক্ত কারণের বিদ্যমানতায় কাহারও সংশয় হইতে পারিবে না। এই দ্বিবিধ কারণের মধ্যে একতর কারণ হইতেই গৌরাঙ্গের অস্থায়ী বা কাল্পনিক ষণ্ডত্ব উদ্ভূত হওয়া নিতান্ত সম্ভব মনে করিতে হয়। বাস্তবিক দুর্ভাগ্যক্রমে কাহার এরূপ দুরবস্থা উপস্থিত হইলে তাহার একদিকে স্ত্রীসম্ভোগে অসমর্থতা প্রযুক্ত আপনাকে যেরূপ ইন্দ্রিয়ভোগে চিরকালের জন্য বঞ্চিত বোধে ক্ষুব্ধ ও ক্লিষ্ট হইতে হয়, পক্ষান্তরে সেইরূপ স্ত্রীর ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি-সাধনের তথা সন্তান লাভের অযোগ্য হওয়ায় তাহার নিকট আপনাকে অকর্ম্মণ্য সুতরাং ঘৃণ্য হইবার ভয়ে ভীত হওয়াও সুসম্ভব হয়। আমাদের গৌরাঙ্গকে এইরূপ শোচনীয় অবস্থার বিষয়ীভূত হইয়া যে সময়ে সময়ে (অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ অবস্থায়) বিষণ্ণ ও দুশ্চিন্তাকুলিত হইতে হইত, তাহাতে সন্দেহ অল্পই হয়। কেন না, দেখা-যায়, তাঁহার এই মনোভাব গোপনে দমন রাখিবার জন্য বিষ্ণুপ্রিয়াকে আপনা হইতে দূরে অর্থাৎ শ্বশুরালয়ে রাখার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অপিচ আপনার পুরুষভাব ভুলিবার জন্য স্ত্রীভাবে (গোপীভাবে) ভাবিত হইয়া কৃষ্ণপ্রেমের সাধনায় আপনাকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। পরন্তু তাঁহার এরূপ চেষ্টায় সুফল হয় নাই বরং তাঁহার মনের অশান্তি ও কষ্টের আবেগ উপশমিত না হইয়া বর্দ্ধিতই হইতেছিল। বোধ হয় ক্রমে উহা অসহ্য হওয়ায় গৌরাঙ্গ গৃহত্যাগ পূর্ব্বক স্ত্রীবর্জ্জন তাঁহার পক্ষে শ্রেয়স্কর বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন। অথচ তিনি এই নিগূঢ় রহস্য স্বীয় মানসিক দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত পৃথিবীর কাহারও, এমন কি, নিতান্ত

---

* Impotence—By impotence is meant the incapacity for coitus. The causes are best divided into two heads; those which are physical and often permanent, and those which are psychical,—these latter being often temporary, frequently exaggerated, and sometimes imaginary altogether.
Green's Cyclopoedia of Medicine and Surgery—Vol: IX. Page 107.

অন্তরঙ্গেরও নিকট প্রকাশ করিতে পারেন নাই। এই সময়ে দৈবাৎ পড়ুয়াদের সঙ্গে তাঁহার গোপীভাবের সাধনা লইয়া একটা কলহ উপস্থিত হয়। তিনি এই সামান্য কারণ উপলক্ষেই সন্ন্যাস-গ্রহণার্থ গৃহত্যাগের সঙ্কল্প করেন এবং তাহা মাতা ও কয়েকজন অন্তরঙ্গের নিকট প্রকাশও করিয়াছিলেন। তদনন্তর তিনি সন্ন্যাসগ্রহণের কথা যেন ভুলিয়া গিয়াছেন, ইহা স্বকীয় আচার ব্যবহার দ্বারা সকলকে বিশ্বাস করিতে দিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই সময়ে তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগী হইতে হইলে স্নেহময়ী জননীর ইচ্ছা ও সদুপদেশের বিরুদ্ধে তথা অন্তরঙ্গগণের অনভিমতে কার্য্য করিতে এবং তৎসঙ্গে মাতাকে পরিত্যাগ করিতে হয়, এই চিন্তা ভিতরে ভিতরে তদীয় মনে গূঢ়ভাবে কার্য্য করিতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিছুদিন মনে মনে এই বিষয়ের বিচার ও তোলাপাড়া করিয়া তিনি অবশেষে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকিবেন যে, বরং বৃদ্ধা জননীকে এবং অন্তরঙ্গদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যে মনঃকষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে তাহা অনায়াসে সহ্য করিতে পারিবেন, কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া-সহ গৃহে বাস (পূর্ব্বোক্ত কারণে) দ্বারা সতত দুঃসহ গূঢ় মনোবেদনার যন্ত্রণা তিনি কদাচ সহিতে পারিবেন না। অতএব তিনি সন্ন্যাসগ্রহণের ব্যপদেশে গৃহত্যাগ করাই শেষ কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছিলেন। সুধী পাঠকগণ! এক্ষণে এইরূপ মনোবৃত্তি বিশ্লেষণ সহায়ে আমাদের বিকৃতমনা বিশিষ্টভাব-প্রবণ গৌরাঙ্গের পূর্ব্বোক্ত চরিতাংশের আলোচনায় যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহা সপ্রমাণিত হইলে তাঁহার বর্ত্তমান আচরণ অসাধারণ, অতি গুরুতর, জটিল এবং চাতুরীপূর্ণ বলিয়া প্রতীত হইবে। অথচ অনেক লোকের মনে তিনি সর্ব্বত্যাগী ও সন্ন্যাসী-বর বলিয়া একটা ধারণা দৃঢ়বদ্ধ হইয়া আছে, সুতরাং আশঙ্কার বিষয়, ঐ সকল কথা সাধারণের গ্রাহ্য যোগ্য না হইতে পারে; অতএব লেখক তাঁহাদের প্রতীতির জন্য মনোবিজ্ঞান ও অন্য দুই দিক্ দিয়া গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসগ্রহণার্থ গৃহত্যাগ বিষয়ের যথাসাধ্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছেন, আশা করেন ধৈর্য্যশীল পাঠকগণ তাঁহার অনুসরণ করিবেন।

(ক) মনোবিজ্ঞানের দিক্। (Psycho-analysis)

(খ) শাস্ত্রীয় দিক্।

(গ) লোক শিক্ষার দিক্।

(ক) গত পরিচ্ছেদের মন্তব্যে গৌরাঙ্গের রোগধর্ম্মে মানসিক দৌর্ব্বল্য-বশাৎ অসংযত মনোবৃত্তির যেরূপ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে তাহা অপেক্ষা আরও অধিক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে; সার কথা এই, আমরা গৌরাঙ্গচরিত আলোচনায় যতই অগ্রসর হইতেছি ততই তাঁহার ক্রমশঃ উৎকর্ষ-প্রাপ্ত দ্বন্দ্বজ মানসিক রোগের লক্ষণের সহিত পরিচিত হইতেছি। পরন্তু ক্ষোভ ও কৌতুকের বিষয়, জীবনী-লেখকেরা তাঁহার অনেক অসঙ্গত কৃত্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া নানারূপ বৈয়র্থ ঘটাইয়া আপনাদের স্বকপোলকল্পিত ভ্রান্ত-মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাহার ফলে দেখা যায় ভাবপ্রবণ ভক্তমণ্ডলী তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন করতঃ চলিয়া আসিতেছেন। যাহা হউক আমরা এই মন্তব্যংশে গৌরাঙ্গের বর্ত্তমান সন্ন্যাসাচরণের মধ্যে তাঁহার মানসিক দৌর্ব্বল্যরোগের স্বভাব যেরূপ নানাভাবে ক্রিয়া করিয়াছিল, তাহা নিম্নে দেখাইবার যত্ন করিব।

প্রথমতঃ দেখা যায়, বিশ্বম্ভর সন্ন্যাস গ্রহণ উদ্দেশ্যে নবদ্বীপ হইতে কাটোয়াতে এক দিনেই উপনীত হইয়াছিলেন। গঙ্গাপার হইয়া হাটাপথে প্রায় পনর ক্রোশ পথ যখন তাঁহাকে যাইতে হইয়াছিল তখন অবশ্য দ্রুত গমন ব্যতীত সে কার্য্য সাধিত হয় নাই। সেজন্য অন্তরঙ্গ সঙ্গীরা কিছুকাল পরে আসিয়া কাটোয়ায় তাঁহার সহিত মিলিতে পারিয়াছিলেন। তৎপরে উহাদিগকে লইয়া গৌরাঙ্গ মত্ত-সিংহের গতিতে কেশব ভারতীর সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পাঠক জানেন, বিশ্বম্ভরের রোগ ধর্ম্মে (আবেশে) চলনটা সময়ে সময়ে উন্মত্তের ন্যায় একপ্রকার অস্বাভাবিক আকারের হইত। তাই এই স্থলে ভাবীগুরুর সমীপে যাইতে তাঁহার সেইরূপ আবেগের গতি উপস্থিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ জানা যায়, বিশ্বম্ভর পথে আসিতে আসিতে তাঁহার বাহ্য-উদ্দেশ্য যে সন্ন্যাসগ্রহণ তাহা ভুলিয়া গিয়া কেশব ভারতীকে কৌশলে স্বীয় যাদু-শক্তির অধীনে আনিবার চেষ্টা করিবেন এরূপ ভাব মনে উদিত হইয়া থাকিবে। কেননা দেখা যায়, তিনি ভাবী গুরুর সমীপে আসিয়া অতি আগ্রহের সহিত সাধারণ দাস্য-ভক্তি দীক্ষার প্রার্থনাই জানাইয়া ছিলেন। ইতঃ পূর্ব্বে তিনি গয়াধামে ঈশ্বর পুরীর নিকট যেরূপ 'মধুরবচনে' কৃষ্ণে 'প্রেম' লাভের প্রার্থনা

করিয়াছিলেন, এখানেও ভারতীর নিকট সেইরূপ উপদেশের আকাঙ্ক্ষা বিনীতভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তবে বিশেষের মধ্যে এই, তখন কৃষ্ণে কেবল প্রেম বা ভক্তির প্রার্থনা, ইদানীং কৃষ্ণে দাস্য-ভক্তি লাভের আকিঞ্চন। অপিচ, তখন ঈশ্বরপুরী উপদেশ দানোত্তর গৌরাঙ্গকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, এস্থলে গৌরাঙ্গই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভারতীকে সহসা আলিঙ্গন করেন। বিশ্বম্ভর স্বয়ং যে কৃষ্ণ হইয়াছেন তাহা সময়ে সময়ে মনে করিতেন, (কেন না তিনি নিজেই ইতিপূর্ব্বে ব্যক্ত করিয়াছেন—"কলিতে আমিই কৃষ্ণ, আমি বিষ্ণু আমি নারায়ণ") সে কথা সন্ন্যাসগ্রহণ সঙ্কল্পের কিছু পূর্ব্বে ভুলিয়া গিয়া সময়ে সময়ে কৃষ্ণপ্রেম-বিহ্বলা গোপীর ভাবে ভাবিত হইতেন। ইদানীং আবার দেখা যাইতেছে কাটোয়ার পথে আসিতে আসিতে সেই চরম মধুরভাবের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণ দাস্যভাবে ভাবিত হইয়াছেন। ইহা তাঁহার নিজের উক্তিতেই প্রমাণিত হয় ('কৃষ্ণ-দাস্য বই যেন মোর নহে আন')। পাঠক! এরূপ মনোভাবের পরিবর্ত্তন অর্থাৎ পূর্ব্বভাব ভুলিয়া গিয়া নূতন ভাবে ভাবিত হওয়া হিষ্টিরিয়া রোগের যে বিশিষ্ট লক্ষণ তাহা এস্থলে গৌরাঙ্গে স্পষ্টরূপে প্রকটিত দেখা যাইতেছে। বিশ্বম্ভর সন্ন্যাস গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রথমতঃ গৃহত্যাগী হইয়া কেশব ভারতীর নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি উপদেশ প্রার্থনাকালে কি তৎপরেও, সন্ন্যাস গ্রহণের প্রস্তাব বা কথা একবারও মুখে ব্যক্ত করেন নাই। ইহার কারণ তাঁহার রোগধর্ম্মের ভ্রান্তি-স্বভাবপ্রযুক্ত স্বীয় মনোভাবের পরিবর্ত্তন-শীলতা। কৌতুকের বিষয়, তিনি ভারতীর নিকট দাস্যভক্তি প্রাপ্তির আশায় দীক্ষা প্রার্থনা করিলেও তাঁহার নিকট হইতে কোন মন্ত্র গ্রহণ করেন নাই, বরং বৃন্দাবন-দাসের কথায় আস্থা স্থাপন করিলে মন্ত্রগ্রহণের ভাণ করিয়া নিজেই ভারতীর কর্ণে স্বকপোল কল্পিত—সম্ভবতঃ সেই দশাক্ষরী—কৃষ্ণমন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। সে-যাহা হউক, বিশ্বম্ভরের তথা-কথিত সন্ন্যাসগ্রহণের পরেও ঐ ভাব পরিবর্ত্তন বা ভ্রান্তির আচরণ তাঁহাতে চলিয়াছিল।—যেমন বিদায়কালে বনে প্রবেশ করিয়া নির্জ্জনবাসের সঙ্কল্প, সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইতে না হইতেই তাহা ত্যাগ করিয়া বা ভুলিয়া গিয়া নীলাচল গমনের অন্য সঙ্কল্প করা; ইত্যাদি—বিশ্বম্ভরের চিত্তবিভ্রম (Amnesia) বশতঃ প্রোক্তরূপ এবং বক্ষ্যমাণ আরও বহু ভাব-পরিবর্ত্তনের একমাত্র মূলীভূত কারণ যে হিষ্টিরিয়া রোগ, তাহা বুঝিতে কোন

কষ্ট পাইতে হয় না। * দেখা যায় তিনি ভারতীর নিকট পূর্ব্বোক্তরূপে দীক্ষার প্রস্তাব করিতে করিতে হিষ্টিরিয়ার এক আক্রমণের বিষয়ীভূত হইয়া নয়নজলে স্বীয় দেহ সিক্ত করিয়া হুঙ্কার পূর্ব্বক নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পাঠক! ইহা কি কোন সুস্থমনা সন্ন্যাস-প্রার্থী লোকের পক্ষে স্বাভাবিক বা সঙ্গত কার্য্য হইতে পারে? বুঝিতে গেলে জীবনীলেখক বৃন্দাবন দাস এস্থলে গৌরাঙ্গের হিষ্টিরিয়ার আবেশ ও আক্রমণেরই পরিচয় দিয়াছেন। যথা—

"প্রেমজলে অঙ্গ ভাসে প্রভুর কহিতে।
হুঙ্কার করয়ে শেষে লাগিলা নাচিতে॥
গাইতে লাগিলা মুকুন্দাদি ভক্তগণ।
নিজাবেশে মত্ত নাচে শ্রীশচীনন্দন॥"

ভাল, এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই, গৌরাঙ্গ যে নিজাবেশে মত্ত হইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন সে কিসের আবেশে? কৃষ্ণ ভাবের, না গোপী ভাবের?

বোধহয়, বৃন্দাবন দাস এস্থলে গৌরাঙ্গের গোপীভাবেরই আবেশ মনে করিয়াছেন, কেন না তাহাতে মধুর ভাবেই প্রেমজলে অঙ্গভাসার সম্ভাবনা অধিক। পরন্তু উহা যে হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। কেননা দেখা যায়, পরক্ষণেই গৌরাঙ্গের এরূপ এক হিষ্টিরিয়ার তীব্র আক্রমণ উপস্থিত হইয়াছিল, যাহাতে তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করতঃ অদ্ভুত ক্রন্দনের নেত্রবারি দ্বারা চতুর্দ্দিকস্থ দর্শকদিগের বস্ত্র ভিজাইয়া দিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার কম্প, স্বেদ, মূর্চ্ছা এবং সকলের ভীতিপ্রদ আছাড় খাওয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তদনন্তর আক্রমণের পর মূর্চ্ছাভঙ্গে যেমন ঐ রোগে প্রলাপ হইয়া থাকে গৌরাঙ্গেরও এস্থলে তাহাই হইয়াছিল। তিনি উপস্থিত সকলের নিকট অতি

---

* ডাক্তার জেলিফ হিষ্টিরিয়া গ্রস্ত ব্যক্তির ভ্রান্তি সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন। যথা—

The hysteric in an access of delirium lives through fancied experiences about which he knows nothing when he "comes to," He has an amnesia for all of these events. The hysterical amnesia does not confine its manifestations to such conditions, but invade the details of life.

See—Article—Hysteria, by Smith Ely Jalliffe M. D., in A System of Medicine. Edited by Sir William Oster, M.D., F.R.S., assisted by Thomas Macrae, M.D., F.R.C.P. (London) 1915. See page 656.

বিনীত ভাবে দাস্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন ('দন্তে তৃণ করি সভা স্থানে দাস্য মাগে')। সুধী পাঠক! বিবেচনা করুন, যে ব্যক্তি অব্যবহিত-পূর্ব্বে কেশব ভারতীকে দাস্যভক্তির পরম উপদেষ্টা বুঝিয়া তাঁহার নিকট নির্ব্বন্ধানুনয় জানাইয়া দীক্ষা লইয়াছিলেন তাঁহারই এক্ষণে উপস্থিত বৈষ্ণবদিগের নিকট সহসা দাস্যভক্তি প্রার্থনা উন্মাদের ন্যায় একেবারে যে অসঙ্গত ও প্রলপিতের ব্যাপার, তাহাতে কি সন্দেহ হইতে পারে? পরন্তু গৌরাঙ্গের মত মানস-ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে উহা আদৌ অসঙ্গত বা আশ্চর্য্যজনক নহে। আবার, তিনি যে স্বীয় রোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ করিয়া নিকটস্থ সকলকে চমৎকৃত, দুঃখিত এবং বিশেষতঃ স্ত্রীদিগকে সমবেদনায় অভিভূত করিতে পারিয়াছিলেন,

('এই মত নারীগণ দুঃখ ভাবি কাঁদে।
সর্ব্বলোক পড়িলেন চৈতন্যের ফাঁদে ॥')

ইহা তাঁহার হিষ্টিরিয়া রোগেরই প্রকৃতি ব্যক্ত করিতেছে। পাঠক! নিকটস্থ আত্মীয় স্বজন ও অন্যকে বিস্মিত করা এবং তাহাদিগের নিকট হইতে সহানুভূতি লাভের প্রচেষ্টা তাঁহার রোগধর্ম্মসুলভ বিকৃত-মনস্কতারই পরিচায়ক। (প্রথম খণ্ড, উদ্বোধন নোট, ১৮০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

তৃতীয়তঃ, কেশব ভারতী বিশ্বম্ভরের পূর্ব্বোক্ত অদ্ভুত আচরণ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তাহা অলৌকিক মনে করিয়াছিলেন। তদনুসারে বিশ্বম্ভরের উপদেশের প্রস্তাবোত্তরে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তোমার গুরুর যোগ্য কেহ কভু নহে।" ইহা শুনিয়া বিশ্বম্ভর বলিয়াছিলেন।—

"প্রভু বোলে' মায়া মোরে না কর প্রকাশ।
হেন দীক্ষা দেহ যেন হঙ কৃষ্ণদাস ॥"

পাঠক! দেখুন বিশ্বম্ভরের মনে এখনও সেই দীক্ষা গ্রহণ এবং কৃষ্ণ-দাস্য-ভক্তির আকাঙ্ক্ষাভাব জাগরিত। কৈ, সন্ন্যাস গ্রহণের ভাব ত প্রকাশ করিলেন না? আবার পরদিন প্রাতে যখন চন্দ্রশেখরকে বলিলেন—'বিধি-বিহিত সকল কর্ম্ম কর, তোমাকে প্রতিনিধি করিলাম।' তখনও সন্ন্যাসের স্পষ্ট উল্লেখ করেন নাই। তৎপরে যখন মস্তক মুণ্ডনের কাল উপস্থিত হইল তখনও তাঁহার এই দীক্ষায় সন্ন্যাসের কল্পনা বলিয়া ঠিক বুঝা গেল না, কেননা উক্ত উভয় অনুষ্ঠানেই পূর্ব্বকৃত্য মস্তক-মুণ্ডন। এস্থলে দেখা যায়, গৌরাঙ্গের

মাথা মুড়াইবার উদ্যোগে পুনঃ পুনঃ হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এতদূর অস্থির করিয়া ফেলিয়াছিল যে, সমস্ত দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় ক্ষৌরকার্য্য সমাধা করা নাপিতের সাধ্যায়ত্ত হয় নাই। পরে সন্ধ্যার সময়ে 'যেন তেন প্রকারেণ' গৌরাঙ্গের 'শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান' কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছিল। পাঠক! যে ব্যক্তি শিখা সূত্র ত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস-গ্রহণ-সঙ্কল্পে তাদৃশ ব্যাকুলিত হইয়া মাতৃ আজ্ঞা ও অন্তঃরঙ্গগণের হিতোপদেশ উল্লঙ্ঘন এবং গৃহাদি সর্ব্বস্ব ত্যাগ স্বীকার করিয়া গুরুর সমীপে ধাবিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহার মস্তক মুণ্ডন কালে মনের এমন কি ভাবোত্তেজনা উপস্থিত হইয়াছিল, যাহার ফলে তিনি এতাদৃশ শারীরিক চাঞ্চল্য ও মানসিক ইতস্ততঃ-ভাব প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই? বাস্তবিক তাঁহার যে মনের কি ভাব বা ভাব-সমূহ (Emotion-complex) তৎকালের উদ্দীপিত হইয়া ক্রিয়াপর হইয়াছিল তাহা অনুমান করা সহজ কথা নহে। সম্ভবতঃ এস্থলে গৌরাঙ্গের স্বকীয় ভাব প্রেরণা এবং উপস্থিত স্ত্রীগণের নানাবিধ খেদোক্তি সহ সহানুভূতি-রূপ বাহ্য-প্রেরণা, এই উভয়বিধ ভাব-প্রেরণা ভাবোত্তেজনার কার্য্য করিয়াছিল। সেজন্য তিনি কখন মনে করিয়া থাকিবেন—তাঁহার এত সাধের শোভাপ্রদ ও অন্যের (বিশেষতঃ ভক্ত ও স্ত্রীদিগের) চিত্তরঞ্জক কেশপাশ চিরকালের জন্য বিদায় দিতে হইবে এবং তদ্দ্বারা স্বীয় সৌন্দর্য্যেরও বিশেষ হানি হইতে পারে। কখন বা এরূপ হয়ত তাঁহার মনে উদয় হইতেছিল যে, তিনি স্নেহময়ী বৃদ্ধা জননীর আজ্ঞা হেলন করিয়া তাঁহার স্নেহপাশ চিরতরে ছেদন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, কখন আবার হয়তঃ ভাবিতেছিলেন সাধ্বী বালিকা স্ত্রীর মনে বিনাপরাধে সধবাবস্থায় চির-বৈধব্য-ক্লেশ প্রদান করিতেছেন; পরক্ষণে হয়তঃ ইহাও মনে হওয়া সম্ভব যে, তিনি জন্মের মত বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখাবলোকনে বঞ্চিত হইতেছেন এবং গৃহত্যাগের পূর্ব্বে তাঁহাকে দুইটা প্রবোধবাক্যও বলা হয় নাই। বিশেষতঃ সন্ন্যাসের পূর্ব্বকৃত্য—এই যে মাথা মুড়াইবার কার্য্য, তাহা একবার নিষ্পন্ন হইয়া গেলে আর কোন কারণে বা কালে তিনি গৃহে ফিরিতে পারিবেন না—এই দারুণ চিন্তা তাঁহার বৈরাগ্যবিহীন মনকে এই সময়ে যে উদ্বেলিত ও ক্লিষ্ট করিতেছিল, তাহা নিতান্ত সম্ভব মনে হয়। অতএব এই সকল বিভিন্ন ভাবোত্তেজনা তাদৃশ দুর্ব্বল

সুতরাং অসংযত মনা গৌরাঙ্গকে পর্য্যাকুলিত করিয়া তাঁহার এই মস্তকমুণ্ডন-কার্য্যে তাদৃশ দীর্ঘকালব্যাপী হিষ্টিরিয়ার আবেশ ও আক্রমণ আনিয়া যে পুনঃ পুনঃ বাধা প্রদান করিবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি ?

চতুর্থতঃ, ইহার পরে মন্ত্রগ্রহণের সময় উপস্থিত হইলে গৌরাঙ্গ ভারতীর সমীপস্থ হইয়া ছল করতঃ নিজের স্বপ্নপ্রাপ্ত একটী মন্ত্র (বোধ হয় ইহা ঈশ্বরপুরীর প্রদত্ত সেই দীক্ষার মন্ত্রই হইবে) তাঁহার উপযোগী হইবে কিনা জানিতে চাহিয়া ভারতীর কর্ণে বলিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বিস্মিত হইয়া সেই মন্ত্রই উৎকৃষ্ট বলিয়া অনুমোদন করেন এবং তাহাই গৌরাঙ্গকে গ্রহণ করাইয়াছিলেন। বাস্তবপক্ষে গৌরাঙ্গের আদৌ সন্ন্যাসের পদ্ধতি অনুসারে কোন মন্ত্র ভারতীর নিকট হইতে যে প্রাপ্ত হন নাই, ইহা বলিতেই হইবে। এই ব্যাপারের পরে গৌরাঙ্গ গুরু ভারতীর নিকট 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' এই নাম প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তখন উপস্থিত বৈষ্ণব সকল আনন্দে জয় ও হরিধ্বনি করিয়া ভারতী ও গৌরাঙ্গকে প্রণাম করিয়াছিল। গৌরাঙ্গ কিন্তু তথাকথিত মন্ত্রগ্রহণান্তে গুরু ভারতীকে প্রদক্ষিণ বা প্রণাম করেন নাই। ইহা যে ভুল ক্রমে হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় না, যেহেতু তিনি মনে মনে জানিতেন যে, তিনি ভারতীকে প্রকৃত প্রস্তাবে গুরু করেন নাই, সুতরাং গুরু-ভক্তিও তাঁহার মনে স্থানই পায় নাই। কেননা দেখাও যায়, গৌরাঙ্গ কথিত রূপে সন্ন্যাসগ্রহণ করিবা মাত্র গুরু ভারতীর অনুমতি বা সম্মতি না লইয়াই মুকুন্দকে কীর্ত্তন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। (তখন অন্যান্য সকলেও চারিদিকে গাইতে লাগিল।) এই সময়ে, বোধ হয়, কার্য্যসিদ্ধি-জনিত আনন্দে গৌরাঙ্গের এক তীব্র হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ উপস্থিত হইয়াছিল। হইবারই কথা, উহাতে তাঁহার শ্বাস, হাস, পুলক, হুঙ্কারাদি বহু লক্ষণ (যাহাকে বৃন্দাবন দাস "না জানি কতেক হয় অনন্ত বিকার" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন) দেখা দিয়াছিল। গর্জ্জন ও হুঙ্কারের ত সীমা ছিল না। বৃন্দাবন দাস ইহাকে এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"কোটীসিংহ প্রায় যেন বিশাল গর্জ্জন।
আছাড় দেখিয়া ভয় পায় সর্ব্বজন॥"

তৎপরে আরও বলিয়াছেন,—

কোন্ দিকে দণ্ড কমণ্ডলু বা পড়িলা।
নিজ প্রেমে বৈকুণ্ঠের পতি মত্ত হৈলা॥”

পাঠক! দেখিয়াছেন ত? ভক্ত জীবনীলেখক এস্থলে কেমন ‘প্রেম’ শব্দ ব্যবহারে গৌরাঙ্গের বিকৃত মনোভাব নিচয়ের উপরে একটা আবরণ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন! বাস্তবিক পূর্ব্বোক্ত বাহ্য-লক্ষণ সকল যদি তথাকথিত বৈকুণ্ঠপতি-গৌরাঙ্গের নিজ প্রেমের চিহ্ন বলিয়া ধরা হয়, তবে ভূতোন্মাদের (Hysteria) লক্ষণের সহিত উহাদের কিরূপে প্রভেদ করা যাইবে?

ইহার পরে গৌরাঙ্গ নাচিতে নাচিতে গুরুকে ধরিয়া আলিঙ্গনও করিয়াছিলেন। ইহা অবশ্য ব্যবহার বিরুদ্ধ। এস্থলে বৃন্দাবন দাস কিন্তু বলিয়াছেন ইহাতে গুরুর ‘প্রেমভক্তি হইল’—তাৎপর্য্য এই গৌরাঙ্গের রূপ (Personality) এবং তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের অব্যবহিত পূর্ব্বের অদ্ভুত আচরণ দৃষ্টে প্রথমে ভারতী বিস্মিত মাত্র হইয়াছিলেন, কিন্তু ইদানীং তাঁহার আলিঙ্গন জনিত অঙ্গ-সংস্পর্শ প্রাপ্ত হইয়া হিষ্টিরিয়া রোগের বিষয়ীভূত হইয়া পড়িলেন; তখন ঐ রোগ তাঁহাতে সংক্রামিত হওয়ায় তিনিও গৌরাঙ্গের ঠিক অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন।—

“পাক দিয়া দণ্ড কমণ্ডলু দূরে ফেলি।
সুকৃতি ভারতী নাচে হরি হরি বলি॥”

কেবল ইহাই নহে, ভারতীর ‘বাহ্য দূরে গেল’ তিনি মাটীতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। শেষে পরিহিত বস্ত্র পর্য্যন্তও সম্বরণ করিতে পারেন নাই। স্থূল-কথা গৌরাঙ্গের বিশিষ্ট রোগলক্ষণ তাঁহাতে আশ্চর্য্যরূপে সঞ্চারিত হইয়া অভিব্যক্ত হইয়াছিল। ফলতঃ ইহা অসম্ভবও নহে যে, এই সময়ে গৌরাঙ্গের ঐন্দ্রজালিক শক্তির প্রভাবও (Hypnotic suggestion) ভারতীতে অনেকটা কার্য্য করিয়াছিল। ইহা তাঁহার পরবর্ত্তী ব্যবহারে পরিচয় পাওয়া যায়। যাহা-হউক ভারতীতে উপরি উক্ত পরিবর্ত্তিত ভাব দেখিয়া সকলে বিস্ময়ে উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিয়া উঠিয়াছিলেন। পাঠক! ইহা ভিন্ন ভক্ত বৈষ্ণবেরা আর অধিক কি করিবেন? কিন্তু অন্য বুদ্ধিমান্ দর্শকেরা হয়ত হাস্য সম্বরণ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। এ দিকে বৃন্দাবন দাস প্রকৃত তথ্য না বুঝিয়া ‘ভারতীর প্রতি অতুল কৃপা হইল’ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। পরন্তু বিশেষ প্রণিধান

করিয়া দেখিলে ভারতীর নিকট হইতে গৌরাঙ্গের মন্ত্র পাওয়া একটা ব্যপদেশ মাত্র, প্রত্যুত: চাতুরী পূর্ব্বক তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া স্ববশে আনিয়া স্বীয় ভক্ত-শ্রেণীভুক্ত (Convert) করা তাঁহার অন্যতম গূঢ় অভিসন্ধিই ছিল, প্রতীত হয়। তদনন্তর বিশ্বম্ভর গুরু ভারতীর সহিত সমস্ত রাত্রি নাচিয়া ছিলেন, বলা বাহুল্য উভয়েই হিষ্টিরিয়া আবেশে ঐরূপ পেশী কার্য্যে দীর্ঘকাল অক্লান্তে ব্যাপৃত ছিলেন। পাঠক ! সেরূপ আবেশে না হইলে কোন সুস্থমনা ব্যক্তি কি সারা রাত্রি নৃত্যকার্য্যে আপনাকে নিযুক্ত রাখিতে সমর্থ হয় ? বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের মতে ভক্তের যে নৃত্য তাহা ভক্তি-ভাব অভিব্যক্তির বিশিষ্ট চিহ্ন। সম্ভবতঃ সেইজন্য বৈষ্ণবসমাজে গৌরাঙ্গের (তথা অন্যান্য ভক্তেরও) কখন মনোহর, কখন তাণ্ডব, কখন দাস্য, কখন বা গোপী ভাবের নৃত্যকে ভক্তি ও ভাবাবেশের নৃত্যরূপে পরিগৃহীত হইয়া আসিয়াছে। এস্থলে গৌরাঙ্গ কেশব ভারতীর নিকট "কৃষ্ণ দাস্য" প্রদানের প্রস্তাব করিয়াই নৃত্য করিয়াছিলেন, তৎপরে তথা-কথিত সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সমস্ত রাত্রি গুরুর সহিত (সম্ভবতঃ নানা ভাবের) নৃত্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

(এই মত সর্ব্বরাত্রি গুরুর সংহতি।
নৃত্য করিলেন বৈকুণ্ঠের অধিপতি ॥)

পরদিন প্রাতঃকালে 'বাহ্য' হইলেও তিনি গুরু ও অনুচরগণের সহিত রাঢ় দেশের পথে নৃত্য করিতে করিতে চলিয়াছিলেন ("সর্ব্ব পথে চলিলেন করি নৃত্যাবেশ")।

এই যে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া নানা ভাবে নৃত্য করা এবং পরদিন প্রভাতে স্বল্প-কালের জন্য সংজ্ঞালাভ করিয়াই পুনরায় সেই নৃত্য করিতে করিতে বক্রেশ্বরের পথে বহুদূর পর্য্যন্ত চলা, ইহা গৌরাঙ্গের হিষ্টিরিয়ার আবেশের অবস্থায়ই ঘটিয়াছিল, বিবেচনা করিতে হইবে। * বৃন্দাবন দাস এই দীর্ঘকালব্যাপী নৃত্যের অবস্থাকে কেবল 'নৃত্যাবেশ' শব্দে অভিহিত করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। পরন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া নর্ত্তন যে কেবল অসাধারণ এবং বিশিষ্ট হিষ্টিরিয়া রোগের আক্রমণ লক্ষণ, তাহা নহে, বস্তুতঃ ঐরূপ নৃত্যে রোগীর নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী প্রযুক্ত বিশিষ্ট শ্রমসাধ্য পেশীকার্য্য সম্পাদিত হওয়ায় তদীয় উৎকট ভাবোত্তেজনার আবেগ স্বতঃই

* উদ্বোধন, ৶০, ।০, ১৲ পৃষ্ঠা।

প্রশমিত হইয়া থাকে। † এস্থলে সন্ন্যাস ব্যাপার উপলক্ষে যেরূপ গৌরাঙ্গের নৃত্যাধিক্য ঘটিয়াছিল এবং তাহার ফলে তাঁহার উপস্থিত তীব্র ভাবোত্তেজনা যথাকালে প্রশমিত হইয়াছিল, ইহাই প্রতীত হয়। অন্যদিকে নৃত্যে চির অনভ্যস্ত কেশবভারতীর সহসা স্বীয় নব-শিষ্য গৌরাঙ্গের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী যে নৃত্য ঘটিয়াছিল, তাহাও হিষ্টিরিয়ার ধর্ম্মে এবং তৎসহ ঐন্দ্রজালিক প্রেরণা-প্রভব আবেগের নৃত্য বলিয়াও ধরা যাইতে পারে।

তদনন্তর, দেখা যায় প্রভাত হইলে বিশ্বম্ভরের চৈতন্য লাভ হইয়াছিল, ("প্রভাত হইলে প্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।") তখন তিনি গুরুর নিকট বিদায় লইতে গিয়া বলিলেন।—

"অরণ্যে প্রবিষ্ট মুঞি হইমু সর্ব্বথা।
প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাঙ যথা॥"

ইহা অবশ্য বিশ্বম্ভরের হিষ্টিরিয়ার আক্রমণোত্তর প্রলাপ বাক্য। বোধ হয়, (পুরাণোক্ত) কোন সময়ে কৃষ্ণ বৃন্দাবনে গোপীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে যখন প্রধানা গোপীকে লইয়া সহসা বনমধ্যে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন তখন অন্যান্য গোপীরা তাঁহাকে পুনঃ প্রাপ্তির আশায় যে ব্যাকুলিত হইয়া বনমধ্যে ইতস্ততঃ তাঁহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সম্ভবতঃ সেই ভাব তখন গৌরাঙ্গের মনে উদিত হওয়ায় তিনি গুরুসমীপে কৃষ্ণান্বেষণে বনে নিশ্চয় যাইবার প্রস্তাব করিয়া থাকিবেন;

---

† I am sure I have seen decided benefit in hysteria from dancing reels and these would probably be much more, if time were better marked and kept."

See Ecstacy—by Thomas King Chambers, M. D., F. R. C. P.

Reynold's System of Medicine. Vol. IV. Page 98.

প্রাসঙ্গিক বিধায় পাশ্চাত্যদেশীয় নৃত্যপীড়া (Dancing, disease or Tarantism—যাহা ১৫০০ হইতে ১৭০০ শকাব্দ মধ্যে ফ্রান্স ও জার্ম্মেনিতে সংক্রামক আকারে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল) ও তাহার কারণ এবং উপশমের কথা এস্থলে উল্লেখযোগ্য হইতে পারে।—See above article and the following,—Tarantism—a nervous hysterical affection begining in a state of lethargy and depression which, it was supposed, could only be cured by inordinate dancing.— New standard Dictionary, Vol. IV. Page 2466.

নতুবা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বিদায় কালে গুরুর নিকট কোথায় সন্ন্যাস-আশ্রমের উপযোগী আচার ব্যবহারের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া লইবেন, তাহা না করিয়া তাঁহার কেবল বনে (ভক্তগণসহ) প্রবেশের কথা উত্থাপন করা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? কেননা কৃষ্ণ যে বনে নিয়ত বাস করিয়া থাকেন এবং নূতন সন্ন্যাসী তথায় গেলে তিনি তাহাকে দেখা দেন, ইহাই বা কিরূপে সম্ভাব্য হইবে? অতএব গৌরাঙ্গের এই কৃষ্ণপ্রাপ্তির আশায় বনে প্রবেশ করিবার কথাটা আবেশাবস্থার প্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না, এবং এই প্রলাপোৎপাদক ভাবের বশবর্ত্তী হইয়াই গৌরাঙ্গ চন্দ্রশেখরকে দিয়া নবদ্বীপে স্বীয় সন্ন্যাস গ্রহণানন্তর বনযাত্রার সংবাদ পাঠাইবার কালে তাহার প্রতি নানারূপ ব্যবহারাধিক অপূর্ব্ব মনোভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদনন্তর আবার, রাত্রে জাগ্রত স্বপ্নাবস্থায় তিনি সঙ্গীগণকে ফেলিয়া একাকী এক সুদূর প্রান্তরে গিয়া (sumnumbulism) তথায় অতি উচ্চৈঃস্বরে (ডুকুরিয়া) ক্রন্দন করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন বক্রেশ্বরে যাওয়ার অল্প পথ বাকী থাকিতে পূর্ব্ব-সঙ্কল্প (বনগমন) সহসা ত্যাগ (উদ্বোধন ১৲ পৃঃ) করিয়া জগন্নাথ দেবের প্রত্যাদেশের ভাণ করতঃ নীলাচলে যাওয়ার সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার পরে পথে চলিতে চলিতে মাঠে গরুর পাল চরিতে দেখিয়া সম্ভবতঃ বৃন্দাবনে কৃষ্ণের গোচারণের ভাব মনে উদয় হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি হিষ্টিরিয়ার এক তীব্র আক্রমণের বশীভূত হইয়া পড়েন। তখন উঁহার বিবিধ বাহ্য-লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। সুবুদ্ধি পাঠকগণ! বিবেচনা করিয়া দেখিলে গৌরাঙ্গের এই সকল মানস-বিকারের বিচিত্র বাহ্য-লক্ষণ-পরম্পরা যে তাঁহার হিষ্টিরিয়া রোগ-সমুদ্ভূত, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ থাকে না।

দেখা যায়, ভক্ত বৃন্দাবন দাস গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণানন্তর বন গমন করিতে করিতে সহসা উহা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হওয়ার কারণ কিছু না বুঝিতে পারিয়া নিজের অনুমান-সিদ্ধান্ত এইরূপে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন,—

"কি ইচ্ছায় চলিলেন বক্রেশ্বর প্রতি।
কেনে বা, বনে গেলা বুঝে কাহার শকতি॥
হেন বুঝি, করি প্রভু বক্রেশ্বর ব্যাজ।
ধন্য করিলেন সর্ব্ব রাঢ়ের সমাজ॥"

বাস্তবিক ইহার প্রকৃত কারণ বুঝা নিতান্ত দুরূহ। কেননা, বক্রেশ্বরে উপনীত হইতে স্বল্প পথ বাকি থাকা কালে গৌরাঙ্গের মনে এমন কি ভাবের উদয় হইয়াছিল, যাহাতে তিনি বনমধ্যস্থ বক্রেশ্বরের সান্নিধ্যে নির্জ্জনবাসের দৃঢ় ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া সুদূর নীলাচলে যাইবার অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহা অসম্ভব নহে যে,গৌরাঙ্গ দ্রুতগমন এবং হয়ত নানাভাবে নৃত্য করিতে করিতে অনেক পথ অতিক্রম করায় তাঁহার শ্রান্তি উপস্থিত হইলে বনগমনের উত্তেজনার আবেগ অনেকটা পরিব্যয়িত হইয়াছিল, তখন তিনি কথঞ্চিৎ সুস্থমনে এইরূপ চিন্তা করিয়া থাকিবেন যে, বক্রেশ্বরের বন ত মথুরা বা বৃন্দাবনের বন নহে যে, তাঁহার অন্বিষ্যমান কৃষ্ণ তথায় বিরাজ করিবেন ও দেখা দিবেন; অতএব এই বনে আর যাওয়ার প্রয়োজন নাই। ইহার পরেই হয়ত মনে হইল কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার গয়া হইতে বাটী প্রত্যাগমন পথে যে দৈববাণী হইয়াছিল তাহাতে স্বয়ং কৃষ্ণ তাঁহাকে ভক্তি প্রচার করিবার জন্য নদীয়ায় যাইতে বলিয়াছিলেন, পরন্তু এক্ষণে যখন সন্ন্যাস গ্রহণ দ্বারা গৃহত্যাগ করা হইয়াছে, তখন নদীয়ায় ত আর যাওয়া উচিত হইবে না তবে অন্য কোথায় যাওয়া যাইবে? এরূপ চিন্তার ফলে তখন মনে ইহা উদয় হওয়া বিচিত্র নহে যে, তবে নীলাচলে (পুরীতে) যাওয়া যাউক, তথায় গেলে কৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি (দারু-ব্রহ্ম) দেখা ত হইবে, তথায় গৌড় ও অন্যান্য অনেক দেশের লোকেরও সমাগম হইয়া থাকে অতএব ভক্তি প্রচারেরও বেশ সুবিধা হইতে পারিবে, তাহা ছাড়া বিশেষতঃ নদীয়ার যে বেদান্তী সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তথায় আছেন তাঁহাকেও ভারতীর ন্যায় স্বমতে আনিবার চেষ্টারও সুযোগ হইতে পারিবে। এইরূপ চিন্তা (auto-suggestion and meditation) করিতে করিতে তাঁহার মনে জগন্নাথের (কল্পিত) প্রত্যাদেশ—উদিত ও শ্রুত হওয়া (hallucination) কিছুমাত্র বিচিত্র হয় নাই। অতএব ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, এই পরিচ্ছেদীয় গৌরাঙ্গের আচরিত যাবৎ কার্য্যে তাঁহার হিষ্টিরিয়া-জনিত বিকৃত-মানসিক ভাব-বৈচিত্র্যের বিবিধ অভিব্যক্তিরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

(খ) শাস্ত্রীয় দিক্।—

উপরে আয়ুর্বিজ্ঞান সহ মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রণালী সহায়ে গৌরাঙ্গের

তথা-কথিত সন্ন্যাস গ্রহণ ও তৎসংস্পৃষ্ট আচরণ পর্য্যালোচনায় যেরূপ জানা গেল তাহাতে তিনি যে, মানসিক পীড়ার আবেশাবস্থায় সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে গিয়া চিত্ত-বিভ্রমতা প্রযুক্ত প্রকৃত সন্ন্যাস গ্রহণের স্থলে যে কৃষ্ণদাস্য-ভক্তির দীক্ষা (পুনরায়) গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইয়াছে। তাহার উপরে আবার শাস্ত্রীয় প্রমাণ আহরণ করিয়া দেখান নিষ্প্রয়োজন মনে হইতে পারে; পরন্তু হিন্দু সমাজের যাঁহারা আয়ুর্ব্বৈজ্ঞানিক প্রমাণ অপেক্ষা বেদাদি শাস্ত্রীয় প্রমাণের উপরে অধিকতর আস্থা স্থাপন করেন, অথবা যাঁহারা শাস্ত্রের সহিত বিশেষ পরিচিত না থাকিলেও প্রাচীন আচার ব্যবহার সম্মান করিয়া অনেকটা চলেন, অপিচ যাঁহারা অন্ধ-বিশ্বাসী হইয়া গৌরাঙ্গাদি সম্প্রদায়-ভুক্ত ও গতানুগতিক ভাবে ধর্ম্ম-সাধনায় প্রবৃত্ত আছেন, অপরঞ্চ, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী এবং আজকালকার শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে কতকটা অনুসন্ধিৎসা পোষণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সকলের মনস্তুষ্টি ও প্রবোধন জন্য গ্রন্থকার আর্য্যশাস্ত্রীয় সন্ন্যাস বিষয়ক প্রমাণ (অর্থাৎ বিধিনিষেধ) প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইতেছেন। তবে পাঠকগণ ইহা বুঝিবেন যে, এস্থলে তিনি সংক্ষেপে স্বীয় সাধ্যানুযায়ী ঐ শাস্ত্রীয় প্রমাণ আহরণ ও প্রদর্শনের চেষ্টা করিবেন মাত্র। অতএব তিনি আশা করেন, সুধীপাঠকগণ তজ্জন্য কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া তাঁহাকে এ বিষয়ে প্রশ্রয় দিবেন।

ইহা পুরাতন কথা সুতরাং অনেকে জানেন যে, আর্য্যজাতির ধর্ম্ম নির্ণয় বিষয়ে শ্রুতি অর্থাৎ বেদই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রমাণ। * তৎপরে স্মৃতি, তাহার পরে মহাভারত ও পুরাণাদি প্রমাণরূপে গণ্য হইয়া থাকে। মহর্ষি ব্যাস বলিয়াছেন, প্রমাণ বিষয়ে বেদ ও স্মৃতির মধ্যে যে স্থলে পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হইবে তথায় বেদই প্রমাণ। আর স্মৃতি ও পুরাণের মধ্যে ঐরূপ বিরোধ পরিদৃষ্ট হইলে স্মৃতির প্রমাণই বলবত্তর নির্ণয় করিতে হইবে। ১ তাৎপর্য্য

---

* ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ। মনু, ২অ, ১৩,

১ শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা॥ ব্যাস সংহিতা

এই, আমাদের তাবৎ ধর্ম্মের মূলই বেদ। ১ বেদ অবলম্বনে পরবর্ত্তী বিভিন্ন কালে সমাজের প্রয়োজনানুরূপ স্মৃতি বা ধর্ম্মশাস্ত্র এবং পুরাণাদি অন্যান্য শাস্ত্র-সকল প্রণীত ও প্রচারিত হইয়াছে। স্মৃতি সকল ধর্ম্মশাস্ত্র নামে অভিহিত। ২ মনু যাহার যে কিছু ধর্ম্ম বলিয়াছন বেদে তৎসমুদয় তদ্রূপই কথিত আছে। ৩ ছান্দোগ্য-ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে, মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা ঔষধ তুল্য। ৪ ঐরূপ মহর্ষি বৃহস্পতি ও বলিয়াছেন মনুস্মৃতিতে বেদার্থ সঙ্কলিত হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ বিষয়ে উহার প্রাধান্য স্বীকৃত হয়, আর মনুর অভিপ্রায়ের বিপরীতার্থ বোধক যে স্মৃতি, তাহা প্রশস্ত বলিয়া গ্রাহ্য নহে। ৫

অতএব জানা গেল যে, ধর্ম্ম নির্ণয়বিষয়ে বেদের প্রমাণ শ্রেষ্ঠতম, তৎপরে স্মৃতি, তন্মধ্যে মানব-স্মৃতির প্রমাণ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। আর বেদানুকূল পুরাণ, মহাভারত ও তন্ত্রাদিও প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে। এস্থলে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম আলোচনায় বেদাদির প্রমাণ যথাক্রমে উদ্ধৃত হইতেছে।—

(১) বেদে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস বা প্রব্রজ্যা এই চতুরাশ্রমের ক্রম-বিধান পরিদৃষ্ট হয়। মনুষ্য মুক্তি লাভ কামনায় পূর্ব্ব তিন আশ্রমোচিত ধর্ম্ম ক্রমান্বয়ে সম্যক অনুপালন করিয়া শেষে সন্ন্যাসরূপ চতুর্থ আশ্রম অবলম্বন করিবে। ঋগ্বেদীয় কঠোপনিষদে উক্ত আছে:—যে ব্যক্তি অনুক্রম নিয়মে সন্ন্যাস করেন তিনিই সন্ন্যাসী হন। * পরন্তু দেখা যায় শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয় জাবালোপনিষদে প্রথমতঃ পূর্ব্বোক্ত ক্রম-নিয়মে তিন আশ্রমের,

---

১ বেদোঽখিলং ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্। ১৩

২ শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ো ধর্ম্মশাস্ত্রন্তু বৈ স্মৃতিঃ।
তে সর্ব্বার্থেষ্বমীমাংস্যে তাভ্যাং ধর্ম্মো হি নির্ব্বভৌ ॥ ১০

৩ যঃ কশ্চিৎ কস্যচিদ্ধর্ম্মো মনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ।
স সর্ব্বোঽভিহিতো বেদে সর্ব্বজ্ঞানময়ো হি সঃ ॥ ৭ মনু ২অ,

৪ মনু র্বৈ যৎ কিঞ্চিদবদৎ তদ্ভেষজম্।

৫ বেদার্থোপনিবদ্ধত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতেঃ।
মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে ॥

* যোঽনুক্রমেণ সন্ন্যসতি স সন্ন্যস্তো ভবতি।

তৎপরে সন্ন্যাসের ব্যবস্থা আছে, তদনন্তর উক্ত ক্রম-ভঙ্গেও সন্ন্যাসের গৌণ-ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। * এস্থলে প্রথম-কল্পিক শ্রুতি যে মুখ্যও বলবত্তর, সুতরাং প্রশস্ততর তাহা বুঝিতে হয়। তথাপি আমরা এবিষয়ে গৌণ শ্রুতির বিরল স্থলও সম্মানের সহিত এখানে বিচার করিয়া দেখিতে প্রস্তুত আছি। যথা—

জাবাল ঋষি বলিয়াছেন, এমন কি যেদিন বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে সেই দিনেই ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম হইতেই, অথবা গার্হস্থ্য কিম্বা বানপ্রস্থাশ্রম হইতেই মনুষ্য প্রব্রজ্যাশ্রম অবলম্বন করিতে পারে। তাৎপর্য্য এই, সাধারণতঃ ব্রহ্মচর্য্যাদি ক্রমে আশ্রম ত্রিতয়ের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম পরিসমাপন করিতে করিতে আত্মজ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান) ও বৈরাগ্য জন্মিলে লোকের মোক্ষসহায়ক সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণের অধিকার হয়। আর, কাহারও যদি পূর্ব্ব বা ইহ জন্মেরই সুকৃতি বলে অচিরেই আত্মজ্ঞান ও বৈরাগ্যের উদয় হয়, তবে সে যে কোন আশ্রমস্থ থাকুক, সেই আশ্রম হইতেই তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাস গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করে। *

বোধ হয় জাবালশ্রুতির এই গৌণ বা বিকল্পাংশ দুর্ব্বল বিধায় অথবা উহার স্থল বিরল প্রযুক্ত মন্বাদি ঋষিগণ কর্ত্তৃক উহা তাদৃশ আদৃত হয় নাই (ইহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইতেছে)।

এই ত গেল সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণের বৈদিক বিধানের কথা। অতঃপর উক্ত আশ্রমের অবলম্বন-প্রণালী এবং অনুষ্ঠেয় আচার সম্বন্ধে বৈদিক আদেশ কিরূপ, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

(ক) সন্ন্যাস আশ্রমের প্রণালী,—"যে ব্রহ্মচর্য্যাদি নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া দ্বারা আপনাকে সুগুপ্ত (নিষ্কলুষ) করে, সে সন্ন্যাস সময়ে জনক-জননী, পুত্র, পত্নী, সুহৃদ্ ও বন্ধু প্রভৃতির প্রীতিসাধন পূর্ব্বক পুরোহিতদিগকে বরণ করিয়া বৈশ্বানর দেবতার যজ্ঞ করিবে। পুরোহিতগণকে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা অর্পণ করিবে। তৎপরে ঋত্বিক্‌গণ যজমানের হস্ত, মুখ, নাসাদি সকল অঙ্গ যথাযোগ্য পাত্রে সমারোপ করিবে। ইহার পরে আহবনীয় অর্থাৎ পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে প্রাণ, গার্হপত্য অর্থাৎ পশ্চিমদিগ্‌ভাগে অপান, অন্নাহার্য্যপচন অর্থাৎ দক্ষিণদিগ্‌ভাগে

---

* ব্রহ্মচর্য্যং পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ, বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ। যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বা। যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ॥ ৮।৯॥ জাবালোপনিষৎ।

ব্যান, আর উত্তরদিগ্‌ভাগে সভ্য ও অবসথ্য অগ্নিতে উদান এবং সমান নামক বায়ুর সমারোপ করিতে হয়। এই প্রকারের সর্ব্ব অগ্নিতে সর্ব্ব প্রাণ সমারোপ করিলেই যতিগণ বিশুদ্ধ হইতে পারে।" *

তদনন্তর যতি শিখাসমন্বিত সমস্ত কেশ মুণ্ডন পূর্ব্বক জলে যজ্ঞোপবীত বিসর্জ্জন করিয়া পূর্ব্ব দিকে বা উত্তর দিকে গমনোপক্রম করিবে, তৎকালে পুত্রকে দর্শন পূর্ব্বক বলিবে,—তুমি ব্রহ্ম, তুমি যজ্ঞ এবং তুমিই সর্ব্বস্ব। সাধক অপুত্রক হইলে "আমিই ব্রহ্ম, আমিই যজ্ঞ, আমিই সর্ব্বস্ব," এই প্রকার ধ্যান করিয়া পূর্ব্ব দিকে বা উত্তরদিকে গমন করিবে। চারি বর্ণের নিকটেই ভিক্ষাচরণ করা সন্ন্যাসীর অধিকার। তাহারা হস্ত-পাত্রেই আহার করিবে, ঔষধবৎ অর্থাৎ ভোজনে প্রীতিশূন্য হইয়া দেহ রক্ষার্থ ভোজন করিবে, যথাপ্রাপ্ত ভোজন করাই তাহাদের কর্ত্তব্য। আহারীয় বস্তু সংগ্রহার্থ ব্যস্ত হইবে না। প্রাণ ধারণার্থ আহার করিবে, যাহাতে মেদো বৃদ্ধি না হয়, এই ভাবে সাবধান হইয়া আহার করিবে। †

এইরূপ আচরণে যতিরা 'কৃশ হইয়া গ্রামে এক রাত্রি এবং নগরে পঞ্চরাত্রি অবস্থান করিবে। এই প্রকারে বর্ষা ঋতুর চারিমাস গ্রাম কিংবা নগরে থাকিবে এবং জীর্ণ বস্ত্র বা বল্কল পরিধান করিবে। নূতন বা অধিক বস্ত্রাদি গ্রহণ করা সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য নহে। যদি কেহ বস্ত্র পরিত্যাগে অক্ষম হয়, তবে সে বস্ত্রমাত্র গ্রহণ করিতে পারে, যে ক্লেশ বোধ না করিবে সে তপস্যা করিবে। ‡

---

* য আত্মানং ক্রিয়াভিঃ স্বগুপ্তং করোতি, মাতরং পিতরং ভার্য্যাং পুত্রান্ সুহৃদো বন্ধূনমু-মোদয়িত্বা যে চাস্যর্ত্বিজস্তান্ সর্ব্বাংশ্চ পূর্ব্ববৎ বৃণীত্বা বৈশ্বানরীমগ্নিং কুর্য্যাৎ সর্ব্বস্বং দদ্যাৎ যজমানস্যাঙ্গান্ ঋত্বিজঃ সর্ব্বৈঃ পাত্রৈঃ সমারোপ্য যদাহবনীয়ে গার্হপত্যে অন্নাহার্য্যপচনে সভ্যা-বসথ্যয়োশ্চ প্রাণাপানব্যানোদানসমানানান সর্ব্বান্ সর্ব্বেষু সমারোপয়েৎ, সর্ব্বান্ সর্ব্বেষু সমারোপয়েৎ। ২। ৩ কণ্ঠঃ ১ম খণ্ড।

† সশিখান্ কেশান্ নিষ্কৃত্য বিসৃজ্য যজ্ঞোপবীতং নিষ্ক্রম্য পুত্রং দৃষ্ট্বা ত্বং ব্রহ্ম ত্বং যজ্ঞস্ত্বং সর্ব্বমিত্যনুমন্ত্রয়েৎ। যদ্যপুত্রো ভবতি আত্মানমেবং ধ্যাত্বানপেক্ষমাণং প্রাচীমুদীচীং বা দিশং প্রব্রজেৎ চতুর্ষু বর্ণেষু ভৈক্ষ্যচর্য্যাং চরেৎ, পাণিপাত্রেণাশনং কুর্য্যাৎ, ঔষধবৎ প্রাশ্নীয়াৎ, যথালাভমাশ্নীয়াৎ প্রাণরক্ষার্থং যথা মেদোবৃদ্ধির্ন জায়তে। ১ কণ্ঠঃ, ১ অঃ।

‡ কৃশী ভূত্বা গ্রামে একরাত্রং নগরে পঞ্চরাত্রং চতুরো মাসান্ বার্ষিকান্ গ্রামে বা নগরে বাপি বসেৎ, বিশীর্ণবস্ত্রং বল্কলং বা প্রতিগৃহ্ণমানো নত্যেৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ। যদ্যশক্তো ভবতি যো ন ক্লেশঃ স তপ্যতে তপ ইতি। কণ্ঠ ২, অঃ ২।

অপিচ, জাবালোপনিষদে শেষে একস্থলে উক্ত হইয়াছে—সন্ন্যাসীরা "গৈরিকাদি দ্বারা কষায়িত বসন ধারণ পূর্ব্বক মস্তক মুণ্ডন করিয়া অপরিগ্রহ হইবে (স্ত্রী পুত্রাদির সংসর্গ বিসর্জ্জন করিবে) পরে বাহ্য ও অন্তঃশুদ্ধি সাধন পূর্ব্বক গৃহ বর্জ্জন করিলে "ভৈক্ষর্ণ" হইয়া এবং সতত লোকসমাগম শূন্য হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিলে ব্রহ্ম লাভের যোগ্য হয়েন। যদি কেহ আতুর হয় তবে সে বাক্য ও মন দ্বারা সন্ন্যাসাচরণ করিবে"।*

সুধী পাঠকগণ অবগত আছেন, উপনিষদে বেদের জ্ঞানকাণ্ড সুব্যক্ত, সুতরাং পরিণামে যে জ্ঞান নিষ্ঠায় মোক্ষলাভ এবং তদুপযোগী সন্ন্যাস আশ্রমের ও তদাশ্রমের কর্ত্তব্যাদির নির্দ্দেশ,তাহা প্রায় সকল বেদের উপনিষদে তুল্য দেখা যায়। সেজন্য আমরা সন্ন্যাস সম্বন্ধে সুপ্রাচীন ও প্রামাণিক দুইখানি মাত্র উপনিষদের প্রমাণ এস্থলে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট মনে করিলাম।

(২) অতঃপর সন্ন্যাস বা প্রব্রজ্যা সম্বন্ধে মানব স্মৃতির প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে। ভৃগুপ্রোক্ত মনুসংহিতায় দৃষ্টিপাত করিলে জানা যায়, মনু মনুষ্যের পরমায়ু একশত বর্ষ নির্দ্ধারণ করিয়া (শতায়ুর্বৈ পুরুষ ইতি শ্রুতিঃ) তাহাকে চারিভাগে বিভক্ত করতঃ উহার এক একভাগে মনুষ্যের-প্রয়োজনীয় ব্রহ্মচর্য্যাদি চতুরাশ্রমের বিধান করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম চতুর্থ ভাগ (২৫ বৎসর পর্য্যন্ত) গুরুগৃহে বাস করতঃ বেদাভ্যাস ও ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিবে, তদনন্তর আয়ুর দ্বিতীয় ভাগ (সাধারণতঃ ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত) কৃতদার হইয়া গৃহে বাস করতঃ পুত্রোৎপাদন ও অন্যান্য গার্হস্থ্য নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মাদি পালন করিবে। পরে আয়ুর তৃতীয় ভাগে অর্থাৎ যে সময়ে পুত্রের পুত্র ও স্বীয় দেহের বলিপলিত অবস্থা দেখিবে তখন অরণ্যে গমন করিবে, তৎপরে জীবনের শেষ চতুর্থাংশ সমাগত হইলে অসঙ্গ হইয়া সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করিবে। †

---

* অথ পরিব্রাড্ বিবর্ণবাসা মুণ্ডোঽপরিগ্রহঃ শুচিরদ্রোহী ভৈক্ষর্ণো ব্রহ্ম ভূয়ায় ভবতীতি। যদ্যাতুরঃ স্যান্মনসা বাচা সন্ন্যসেৎ। কণ্ঠ, ১৫ ২ অ।

† প্রথমমায়ুযো ভাগমুষিত্বাদ্যং গুরৌ দ্বিজঃ। দ্বিতীয়মায়ুষো ভাগং কৃতদারো গৃহে বসেৎ ॥ ১,৪ অঃ
গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্বলিপলিতমাত্মনঃ। অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ ॥ ২
বনেষু তু বিহৃত্যৈবং তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ। চতুর্থমায়ুষো ভাগং ত্যক্ত্বা সঙ্গান্ পরিব্রজেৎ ॥ ৩

অপিচ মনু বলিয়াছেন, "গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ আশ্রমের কর্ত্তব্য—অগ্নিহোত্রাদি হোম সমাধান করিয়া জিতেন্দ্রিয়ত্ব লাভ করতঃ ভিক্ষা দান বা বলিদানাদি কার্য্যে শ্রান্ত হইলে পরে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ দ্বারা পরলোকে পরম-অভ্যুদয় (মুক্তি) লাভ করা যায়। ঋষিঋণ, দেবঋণ ও পিতৃঋণ, এই ঋণত্রয় পরিশোধ করিয়া পরে মোক্ষ ধর্ম্মে মনোনিবেশ করা উচিত। কিন্তু এই ঋণ সকল পরিশোধ না করিয়া কেহ মোক্ষধর্ম্মের সেবা করিলে তাহার নরক প্রাপ্তি হয়। বিধানানুসারে বেদাধ্যয়ন করিয়া, ধর্ম্মানুসারে পুত্রোৎপাদন করিয়া, শক্তি অনুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া তবে মোক্ষে মনোনিবেশ করিবে। সন্তানোৎপাদন না করিয়া এবং যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া যদি কেহ মোক্ষ ইচ্ছা করেন তবে তিনি অধোগতি (নরক) প্রাপ্ত হন। প্রজাপতিযাগ সমাধা করিয়া সর্ব্বস্ব দক্ষিণান্ত করিয়া আত্মাতে আত্মসমাধান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ গৃহ হইতে প্রব্রজ্যা অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিবেন। * * * গৃহ নিষ্ক্রান্ত হইয়া পবিত্র দণ্ড কমণ্ডলু প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া বিশেষ বিষয় উপস্থিত থাকিলেও তাহাতে আস্থাশূন্য হইয়া মুমুক্ষু হইয়া প্রব্রজ্যা ধর্ম্মের আচরণ করিবে। তখন আত্মসিদ্ধির জন্য অসহায় অবস্থায় নিত্য একাকী বিচরণ করিবে। * * * * সন্ন্যাস আশ্রমে অগ্নিহীন, বাসহীন, ব্যাধি প্রতিকারে উপেক্ষা, স্থিরমতি এবং সদা ব্রহ্মভাবে সমাহিত হইয়া অরণ্যে যাপন করিবে। কেবল ভিক্ষার জন্য গ্রামের আশ্রয় লইবে। মৃন্ময় শরাবাদি ভিক্ষাপাত্র, বাসের জন্য বৃক্ষমূল, জীর্ণ কৌপীনাদি বসন, অসহায় ভাবে একাকী অবস্থান, সর্ব্বত্রই সমদৃষ্টি, এই সকল মুক্তের লক্ষণ। এতদ্ভিন্ন, মহর্ষি মনু সন্ন্যাসাশ্রমের অনেকানেক কঠোর নিয়ম ও অনুষ্ঠান অনুপালনের কথা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে সে সকল এস্থলে উল্লিখিত হইল না। কেবল সন্ন্যাসীর শেষ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটী সার কথা পাঠকদিগের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে, যথা :—'যোগের দ্বারা পরমাত্মার অন্তর্য্যামিত্ব নিরবয়বাদি সূক্ষ্ম স্বরূপের উপলব্ধি করিবে এবং কি উত্তম, কি অধম, সর্ব্ব দেহে যে তাঁহার অধিষ্ঠান আছে, ইহা অনুচিন্তন করিবে। লোকে যে কোন আশ্রমস্থিত থাকুক না কেন, অথবা তত্তৎ আশ্রমাদি ভ্রষ্ট হউক না কেন, তথাপি সর্ব্বভূতে সমদর্শী থাকিলে বর্ণাশ্রম ত্যাগাদির জন্য তাহার ধর্ম্মে অনধিকারিত্ব অথবা প্রায়শ্চিত্তান্তর আশ্রয় করিতে

হইবে না। (বোধ হয় এইস্থানে জাবাল শ্রুতির গৌণ বা বিশেষ স্থল অনুস্মৃত হইয়াছে।) বর্ণাশ্রমাদির চিহ্ন ধারণ ধর্ম্মের প্রতি কারণ নহে।" *

এক্ষণে দেখা গেল, মহর্ষি মনু স্বীয় সংহিতায় সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ ও তদাশ্রমের অনুপালনীয় নিয়ম-ধর্ম্মের ব্যবস্থা বেদানুসরণ করিয়াই প্রদান করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণ সন্ন্যাস বিধান সম্বন্ধে বেদ ও মনুর অনুসরণ করিয়াই বিধান দিয়াছেন, সে জন্য তাঁহাদের প্রণীত স্মৃতির প্রমাণ প্রদর্শন বাহুল্য বিবেচনায় এস্থলে উদ্ধৃত হইল না।

(৩) অতঃপর আমরা মহাভারতের কথা বলিব, ফলতঃ যখন মহাভারত ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসাবিষয়ে বেদকেই শ্রেষ্ঠতম প্রমাণ রূপে স্বীকার পূর্ব্বক তাহার পরে

---

* আশ্রমাদাশ্রমং গত্বা হুতহোমজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ভিক্ষাবলিপরিশ্রান্তঃ প্রব্রজন্ প্রেত্য বর্দ্ধতে॥ ৩৪
ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।
অনপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ॥ ৩৫
অধীত্য বিধিবদ্‌বেদান্ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধর্ম্মতঃ।
ইষ্ট্বা চ শক্তিতো যজ্ঞৈর্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ॥ ৩৬
অনধীত্য দ্বিজোবেদাননুৎপাদ্য তথা সুতান্।
অনিষ্ট্বা চৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ॥ ৩৭ ৬ষ্ঠধ্যায়।
প্রাজাপত্যং নিরূপ্যেষ্টিং সর্ব্ববেদসদক্ষিণাম্।
আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্ গৃহাৎ॥ ৩৮
আগারাদভি নিষ্ক্রান্তঃ পবিত্রোপচিতো মুনিঃ। সমুপোঢ়েষু কামেষু নিরপেক্ষঃ পরিব্রজেৎ॥ ৪১
এক এব চরেন্নিত্যং সিদ্ধ্যর্থমসহায়বান্। সিদ্ধিমেকস্য সংপশ্যন্ ন জাহাতি ন হীয়তে॥ ৪২
অনগ্নিরনিকেতঃ স্যাদ্‌গ্রামমন্নার্থমাশ্রয়েৎ।
উপেক্ষকোঽসঙ্কো মুক্তো মুনির্ভাব সমাহিতঃ॥ ৪৩
কপালং বৃক্ষমূলানি কুচেলমসহায়তা।
সমতা চৈব সর্ব্বস্মিন্নেতন্মুক্তস্য লক্ষণম্॥ ৪৪
সূক্ষ্মতাঞ্চান্ববেক্ষেত যোগেন পরমাত্মনঃ।
দেহেষু চ সমুৎপত্তি মুত্তমেষধমেষু চ॥ ৬৫
দূষিতোঽপি চরেদ্ধর্ম্মং যত্রতত্রাশ্রমে রতঃ।
সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু ন লিঙ্গং ধর্ম্মকারণম্॥ ৬৬, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

স্মৃতিকে দ্বিতীয় স্থানীয় প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, ১ তখন সন্ন্যাস ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভারতের মতও যে বেদ ও বেদ-নিঃসৃত মন্বাদি প্রণীত স্মৃতির অনুরূপই হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি উহার গীতাংশে সন্ন্যাস সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে সকল উপাদেয় উপদেশ দিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকদিগকে উপহার দেওয়া উচিত বোধ হইতে পারে। গীতা উপনিষদ্ সকলের সার বিধায় স্মৃতিরূপেও পরিগণিত হয়।

গীতায় অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "সকল কাম্যকর্ম্ম ত্যাগের নাম সন্ন্যাস এবং সর্ব্ব কর্ম্মের ফল ত্যাগকে বিচক্ষণেরা ত্যাগ বলিয়া বলিয়াছেন।" ২ ঐ অধ্যায়ে অন্যত্র বলিয়াছেন "যাহার বুদ্ধি সর্ব্বত্র আসক্তি রহিত যিনি সর্ব্ব বিষয়ে আসক্তি-বুদ্ধিহীন, বুদ্ধিমান্, জিতমানস এবং বিগত-স্পৃহ তিনি সন্ন্যাস দ্বারা নৈষ্কর্ম্ম লাভ করেন।" ৩ তৎপরে তাঁহার ব্রহ্মলাভ কিরূপে হয় তাহা বলিয়াছেন, "সেই বিশুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি ধৈর্য্য দ্বারা মনকে সংযত করিয়া শব্দাদি বিষয় ভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাগদ্বেষ-রহিত হইবে। নির্জ্জন প্রদেশে বাস, লঘু ভোজন, কায়মনোবাক্য সংযত, সদা ধ্যানযোগ-পরায়ণ (অর্থাৎ আত্মচিন্তন) এবং বৈরাগ্যকে সম্পূর্ণ আশ্রয় করিবে। অহঙ্কার, বল,

---

১ ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ।
দ্বিতীয়ং ধর্ম্মশাস্ত্রন্তু তৃতীয়ং লোকসংগ্রহঃ॥ মহাভারত, অনুশাসনপর্ব্ব।

২ কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥ ২

৩ তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, যাঁহার আত্মাতেই রতি, আত্মাতেই তৃপ্তি এবং আত্মাতেই সন্তুষ্টি তাঁহার আর কোন কর্ম্ম থাকে না। অর্থাৎ তখন উহার নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধি হইয়াছে। * এই অধ্যায়ে ঐ কথারই প্রতিধ্বনি করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

---

* যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদ্ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্ট স্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥ ১৭

দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ, মমতাশূন্য এবং শান্ত হইয়া ব্রহ্ম লাভের যোগ্য হইবে। * ইত্যাদি।

(৪) অতঃপর পুরাণের কথা—স্মৃতির পরে পুরাণের প্রসঙ্গ স্বতঃই উপস্থিত হয়। দেখা যায়, কোন কোন পুরাণে বেদ ও স্মৃতির অনুসরণেই সন্ন্যাসের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে, যেমন বামন পুরাণ, কূর্ম্ম পুরাণ প্রভৃতি। † আবার কোন কোন পুরাণে কিছু পরিবর্ত্তিত ব্যবস্থাও দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বোক্ত বেদ ও স্মৃতিসম্মত পুরাণ কোন্ সময়ে প্রচারিত হইয়া কতকাল ধরিয়া সমাজে

---

* অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯
সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ৫১
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগ পরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩ গীতা ১৮ অধ্যায়।

† সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগো ব্রহ্মচর্য্যসমন্বিতঃ।
জিতেন্দ্রিয়স্তথাবাসে নৈকস্মিন্ বসতি শিবম্ ॥
অনারম্ভস্তথাহারে ভিক্ষা বিশেষনিন্দিতে।
আত্মজ্ঞান বিবেকশ্চ হ্যাত্মাববোধনম্।
চতুর্থে আশ্রমে হ্যস্মাভিস্তে প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ বামন পুঃ ১৪ অঃ।
এবং বর্ণাশ্রমে স্থিত্বা তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ ॥
চতুর্থমায়ুষো ভাগং সন্ন্যাসেন নয়েৎ ক্রমাৎ ॥
অগ্নীনাত্মনি সংস্থাপ্য দ্বিজো প্রব্রজিতো ভবেৎ।
যোগাভ্যাসরতঃ শান্তো ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণঃ ॥
যদা মনসি সম্পন্নং বৈতৃষ্ণং সর্ব্ববস্তুষু।
তদা সন্ন্যাসমিচ্ছেত্ত পতিত স্যাদ্বিপর্য্যয়ে ॥ কূর্ম্মপুরাণ, উপবিংশ ২৬ অঃ।

আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, তাহা বলা কঠিন। * আবার স্কন্দপুরাণের উক্তিমতে জানা যায়, বৃত্তিভেদে সন্ন্যাসীরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—

* বোধ হয়, এই বেদ ও স্মৃতি সম্মত পুরাণ সকল প্রচারিত থাকা কালে শঙ্করাচার্য্য উদিত হইয়া (খৃঃ অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে) বৈদিক ও স্মার্ত্ত বিধানানুরূপ সন্ন্যাসধর্ম্ম সুপ্রচারের জন্য চারিজন শিষ্য সহায়ে ভারতের চারি প্রান্তে—যেমন বদরিকাশ্রমে জ্যোষী, দ্বারকায় সারদা, পুরুষোত্তমে গোবর্দ্ধন এবং সেতুবন্ধ রামেশ্বরে শৃঙ্গেরী এই,—চারি মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং অদ্বৈত-মতাবলম্বী হইলেও তিনি সম্ভবতঃ কোন নিগূঢ় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিভিন্ন দেবদেবী এবং শিবলিঙ্গ সংস্থাপিত ঐ সকল মঠে তত্ত্বজ্ঞানী মোহান্ত নিয়োগ করিয়া চারি বেদের মহাবাক্য সহ ব্রহ্মবিদ্যা ও অদ্বৈতবাদ-ধর্ম্ম প্রচারের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তদবধি এই সকল মঠধারী মোহান্তের নিকট হইতে সন্ন্যাসাধিকারী ব্যক্তিরা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তত্তৎ আশ্রম নির্দ্ধারিত নাম ও উপাধি—(পুরী, গিরি, ভারতী, সরস্বতী প্রভৃতি দশ নাম *) গ্রহণ করতঃ বিভিন্ন শাখা সম্প্রদায়ে সংজ্ঞিত হইয়াছেন। ইহা সকলের বিদিত বিষয় যে, অনেক মঠে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশীয় মঠে বেদ-বেদান্তাদি তত্ত্বশাস্ত্রের চর্চ্চা বহুকাল পূর্ব্ব হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, ইদানীং প্রায়শঃ ঐ সকল মঠে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ ও অন্যান্য দেবতার পূজাদির আচরণ মাত্র প্রচলিত দেখা যায়। ক্ষোভের বিষয় অনেক মঠ ও আখড়াদির মোহান্তগণ তত্ত্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও সাধ্বাচারী নহেন, সেজন্য ঐ সকল স্থানে ব্রহ্মবিদ্যার চর্চ্চাও প্রাচীন সন্ন্যাসাচারের পরিবর্ত্তে ভজনাদির আবৃত্তি এবং যথেষ্ট ভ্রষ্টাচার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা সুসম্ভব যে, গৌরাঙ্গ দেবের প্রথম গুরু ঈশ্বরপুরী এবং দ্বিতীয় গুরু কেশব ভারতী (ঐরূপ অদ্বৈতাচার্য্যের গুরু মাধবপুরীও) নামে মাত্র শঙ্কর-প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী হইয়াও বস্তুতঃ বেদ-বেদান্ত জ্ঞান-বিহীন ছিলেন। সেইহেতু তৎসম্প্রদায় নির্দ্দিষ্ট গুণেরও পরিচয় † তাঁহাদের কার্য্যে পাওয়া যায় না। তাই দেখা যায়, তাঁহারা অবৈদিক ভাগবদ্ধর্ম্মের (অন্য কথায় উপধর্ম্মের) পক্ষপাতী থাকিয়া তদ্ধর্ম্মের যাজকতা করিয়াছিলেন এবং এই ভারতী ও পুরী উভয়ের গৌরাঙ্গকে স্ব স্ব সম্প্রদায়-বহির্ভূত সাধন ও সন্ন্যাস নাম দেওয়ায় তাহাই প্রমাণিত হইতেছে।

* তীর্থাশ্রমবনারণ্যগিরিপর্ব্বতসাগরাঃ। সরস্বতী ভারতী চ পুরীতি দশ কীর্ত্তিতাঃ॥

† বিদ্যাভারেণ সম্পূর্ণঃ সর্ব্বভাবং পরিত্যজেৎ। দুঃখভারং ন জানাতি ভারতী পরিকীর্ত্তিতঃ।
জ্ঞানতত্ত্বেন সম্পূর্ণঃ পূর্ণতত্ত্বপদে স্থিতঃ। পরব্রহ্মরতো নিত্যং পুরী নামা স উচ্যতে॥

বৃহচ্ছঙ্কর বিজয়।

কুটীচর, বহূদক, হংস এবং পরমহংস *। ইহাদিগের আচরণে উল্লিখিত বেদ, স্মৃতি এবং পুরাণোক্ত সন্ন্যাস বিধান হইতে কতকটা প্রভেদ পরিদৃষ্ট হয়।

আবার, পুরাণান্তরে (যেমন আদিত্য বৃহন্নারদীয়, আদি, পদ্মপুরাণ ইত্যাদি) কলিকালের লোকের জন্য সন্ন্যাস, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য এবং দণ্ডকমণ্ডলু ধারণাদি নিষিদ্ধ দৃষ্ট হয়। এই নিষেধাজ্ঞা সমাজের 'বিচক্ষণ' ও 'মনীষী' ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়া পুরাণ বিশেষে স্থান পাইয়াছে। † যাহা হউক, সন্ন্যাস সম্বন্ধে পৌরাণিক বিধি নিষেধ উভয় প্রকার ব্যবস্থাই অসঙ্গত বোধ হয় না; কেননা কাল পরিবর্ত্তনের সহিত সামাজিকদিগের প্রবৃত্তি ও শক্তি সর্ব্বত্র একরূপ থাকা সম্ভব ছিল না, সেজন্য দেখাও যায় কলিকাল-নিষিদ্ধ কোন কোন আচার সমাজে কোথাও গৃহীত হইয়াছে, আবার কোথাও কোন কোন আচার, (যেমন সন্ন্যাস, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য) পূর্ব্ববৎ অক্ষুন্ন ভাবেই আচরিত হইয়া আসিয়াছে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন শিরোমণি সন্ন্যাস আশ্রম সম্বন্ধে শেষোক্ত পৌরাণিক নিষেধ ব্রাহ্মণেতর বর্ণের পক্ষে প্রয়োজ্য বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। (মলমাস-তত্ত্ব দ্রষ্টব্য) ফলতঃ এরূপ সিদ্ধান্ত সাধু বা বিতর্কবহির্ভূত নহে। প্রথমতঃ বেদ ও স্মৃতি সম্মত বিধান

* আমাদের শ্রদ্ধাভাজন ভক্তশ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণ দেব এইরূপ কোন পৌরাণিক সম্প্রদায়ের পরমহংস ছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে তাঁহার কিছুমাত্র শাস্ত্রাধ্যয়ন বা আনুষঙ্গিক ব্রহ্মচর্য্য না থাকায় পরমহংস হইবার কোন উপযোগিতাও ছিল না, তবে থাকিবার মধ্যে তাঁহাতে ভক্তিভাবের আতিশয্য, ভাবাবেশে কখন কখন মূর্চ্ছিত হওয়া, সময়ান্তরে ভক্তিপূর্ণ শ্যামা-বিষয়ক গীত গাওয়া এবং সহাস্যবদনে সাধারণ জনগণের হৃদয়গ্রাহী সাধারণ জ্ঞানোদ্ভাবিত "টোটকা" উপদেশ দান। তাঁহার অজ্ঞ ভক্তগণ সম্ভবতঃ ঐ সকল গুণে মুগ্ধ হইয়া লোকসমাজে তাঁহাকে অতি গৌরবান্বিত করিবার অভিপ্রায়ে তদীয় পিতৃদত্ত নামোত্তর পরমহংস এই উচ্চ উপাধি সংযোজিত করিয়া থাকিবেন। (কোন কোন ভক্ত আবার তাঁহাকে অবতার পদবীতে উন্নীত করিতেও সঙ্কোচ বোধ করেন নাই) পরন্তু রামকৃষ্ণ-ভক্তগণ তাঁহাকে যদৃচ্ছাক্রমে তাদৃশ উপাধিতে ভূষিত করিয়া যে কেবল প্রাচীন একটা সাম্প্রদায়িক উচ্চ উপাধির অপব্যবহার করিয়াছেন তাহা নহে, প্রত্যুত আপনাদের বিশেষতঃ বিবেকানন্দ ও আপনাদের ভক্ত বা শিষ্যগণের নাম ও উপাধি পরিবর্ত্তনে অদ্বৈত সম্প্রদায়ের অনুকরণে অমুক স্বামী, অমুক আনন্দ প্রভৃতি নাম ও পদ্ধতির অপব্যবহার করিয়া বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে একটা অসাধু প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতেছেন, বলিতে হইবে। ইহাদের আচার ব্যবহারের কথা অন্যত্র উক্ত হইল।

† দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ।
* * * *
এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ॥ উদ্বাহতত্ত্বধৃত আদিত্যপুরাণ।

কোন্ পৌরাণিক প্রমাণ দ্বারা বাধিত হয় না, দ্বিতীয়তঃ উক্ত অর্ব্বাচীন পুরাণ (ও উপপুরাণ) প্রচারের পূর্ব্ব হইতে সন্ন্যাসআশ্রম গ্রহণের প্রথা সমাজস্থ (ব্রহ্মচর্য্যাধিকারী) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিনবর্ণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, ইহা সূচিত হয়; কেননা কোন আচারের প্রসক্তি না থাকিলে তাহার নিষেধের প্রয়োজন কদাচ সম্ভব হয় না। যাহা হউক ইহা ভাবা যাইতে পারে যে, স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের মতে কলিকালে অন্ততঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদ, স্মৃতি এবং বামনাদি পুরাণোক্ত সন্ন্যাসধর্ম্ম অনুপাল্য হইতেছে। এই হিসাবে ব্রাহ্মণ সন্তান গৌরাঙ্গের না হয় সন্ন্যাস আশ্রমে অধিকারই ছিল,ইহা স্বীকার্য্য; কিন্তু তাহা হইলেও তদ্‌গ্রহণপক্ষে তাঁহার শাস্ত্রোক্ত অন্যান্য উপযোগিতা যে ছিল না তাহা অবশ্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

৫। শেষে তন্ত্রের কথা। পাঠক অবশ্য অবগত আছেন যে, বর্ত্তমান বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের আচরিত ধর্ম্মকর্ম্ম দেবার্চ্চনা, সন্ধ্যা, শিক্ষা দীক্ষা প্রভৃতি অনেক স্থলে বৈদিক ও তান্ত্রিক মিশ্রিত বিধানানুসারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে অতএব সন্ন্যাস ধর্ম্ম সম্বন্ধে তন্ত্রের বিধান কিরূপ তাহার সংক্ষেপালোচনা এস্থলে অপ্রয়োজনীয় মনে হয় না। সকলেই স্বীকার করেন, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র তন্ত্রমধ্যে একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। সেজন্য উক্ত গ্রন্থ হইতে সন্ন্যাসাশ্রম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ প্রমাণ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

সদাশিব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন:—"কলিকালসম্ভূত মনুষ্যগণের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তপস্যা ও বেদপাঠ-বিহীন, অল্পায়ু; ক্লেশ ও প্রয়াসে অশক্ত মনুষ্যগণের কায়িক পরিশ্রম অসম্ভব। হে প্রিয়ে! কলিযুগে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নাই, বানপ্রস্থও নাই, গার্হস্থ্য ও ভৈক্ষুক এই দুই আশ্রম।" ১

পাঠক, ইহা বলা দুরূহ যে, এই মহানির্ব্বাণতন্ত্র পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাস-নিষেধক পুরাণ ও উপপুরাণ প্রচারের পূর্ব্বে কি পরে সমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। দেখা যায় এই তন্ত্রে বৈদিক ও স্মার্ত্ত সন্ন্যাসের নামান্তর 'অবধূত'—আশ্রম

---

(১) পুরৈব কথিতং তাবৎ কলিসম্ভবচেষ্টিতম্।
তপঃস্বাধ্যায়হীনানাং নৃণামল্পায়ুষামপি॥
ক্লেশপ্রয়াসাশক্তানাং কুতো দেহপরিশ্রমঃ॥ ৭
ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমো নাস্তি বানপ্রস্থোঽপি ন প্রিয়ে!।
গার্হস্থ্যো ভিক্ষুকশ্চৈব আশ্রমৌ দ্বৌ কলৌ যুগে॥ ৮

গ্রহণের বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। এই তান্ত্রিক ভৈক্ষুক বা অবধূত আশ্রমের প্রণালী ও আচার বৈদিক সন্ন্যাসের নিয়ম ও আচার হইতে কতকাংশে বিভিন্ন লক্ষিত হইলেও অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়, উহাতে বৈদিক ও স্মার্ত্ত সন্ন্যাস-বিধানের মূলতত্ত্ব অর্থাৎ মূল-সারাংশ সংরক্ষিত হইয়াছে। ঐ তন্ত্রে এই প্রসঙ্গে মহাদেব পার্ব্বতীকে একস্থলে বলিয়াছেন, "হে ভদ্রে! কলিকালে শৈব-সংস্কার বিধি অনুসারে অবধূত আশ্রম ধারণ—তাহাই সন্ন্যাসগ্রহণ নামে কথিত হইয়া থাকে। হে দেবি, কলিযুগ প্রবল হইলে ব্রাহ্মণও অন্য সকল বর্ণেরই এই উভয় আশ্রমে অধিকার থাকিবে। * * * হে মহেশ্বরি! মানব জন্মমাত্রই গৃহস্থ হয়, অনন্তর সংস্কার বলে আশ্রমী হয়। প্রথমেই যথাবিধি গার্হস্থ্যাশ্রম করিবে। তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ সংসারে নিয়ত দুঃখাদির জ্ঞান সমুৎপন্ন হইলে যখন বৈরাগ্য জন্মিবে তখন সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করিবে। বাল্যকালে বিদ্যোপার্জ্জন, যৌবনাবস্থায় ধনোপার্জ্জন ও বিবাহ এবং প্রৌঢ়াবস্থায় ধর্ম্মজনক কর্ম্ম করিবে; পরে সুধী অর্থাৎ ক্ষণভঙ্গুর সংসারের প্রকৃত মর্ম্মজ্ঞ হইয়া চতুর্থাবস্থায় অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থায় সন্ন্যাস আশ্রয় করিবে। বৃদ্ধ পিতামাতা ভার্য্যা ও শিশুতনয় পরিত্যাগ করিয়া অবধূতাশ্রম প্রাপ্ত হইবে না। যে ব্যক্তি পিতামাতা, শিশুপুত্র, পত্নী, স্বজন, জ্ঞাতিবর্গ ও বন্ধুবান্ধব, ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা করে, সে মহা-পাপী হয়। যে ব্যক্তি স্বীয় পিত্রাদির তৃপ্তি উৎপাদন না করিয়া ভিক্ষুকাশ্রমে গমন করিবে সে মাতৃহন্তা, পিতৃহন্তা, স্ত্রীহন্তা এবং ব্রহ্মঘাতক অর্থাৎ এই সমস্ত কার্য্যে যাদৃশ পাপ হয়, সে ব্যক্তি তাদৃশ পাপে কলুষিত।" ২

ইহার পরে পার্ব্বতীর সন্ন্যাস-বিহিত ধর্ম্ম কিরূপ? এই প্রশ্নের উত্তরে সদাশিব

---

(২) শৈবসংস্কারবিধিনাবধূতাশ্রমধারণম্।
তদেব কথিতং ভদ্রে সন্ন্যাস গ্রহণং কলৌ॥ ১১
* * * *
বিপ্রাণামিতরেষাঞ্চ বর্ণানাং প্রবলে কলৌ।
উভয়ত্রাশ্রমে দেবি সর্ব্বেষামধিকারিতা॥ ১২
* * * *
জাতমাত্রো গৃহস্থঃ স্যাৎ সংস্কারাদাশ্রমী ভবেৎ।
গার্হস্থ্যং প্রথমং কুর্য্যাদ্ যথাবিধি মহেশ্বরি॥ ১৪

বলিলেন—"হে দেবি! তাহা অবধূতাশ্রমই সন্ন্যাস বলিয়া কথিত। যে বিধি দ্বারা সন্ন্যাসাশ্রম কর্ত্তব্য এক্ষণে শ্রবণ কর,—"ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে, সর্ব্বকাম্য কর্ম্ম রহিত হইলে, অধ্যাত্ম বিদ্যা-বিশারদ ব্যক্তি সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিবেন। বৃদ্ধ পিতামাতা, শিশুপুত্র পতিব্রতা ভার্য্যা, অসমর্থ বন্ধুবর্গ, এ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া যিনি প্রব্রজ্যা করিবেন তিনি নরকে গমন করিবেন। (৩) ....সাধক গৃহস্থোচিত কর্ম্মসম্পাদন করিয়া, আত্মীয় স্বজন সকলকেই পরিতুষ্ট করিয়া মমতাশূন্য, কামনাশূন্য ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইবে। গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া গমন করিতে অভিলাষী ব্যক্তি আত্মীয় স্বজন, বন্ধু ও প্রতিবেশিগণকে ও গ্রামস্থ জনগণকে ডাকিয়া প্রীতিপূর্ণ-মনে অনুমতি প্রার্থনা করিবে। পরে সকলের অনুমতি গ্রহণানন্তর অভীষ্ট দেবতাকে প্রণামপূর্ব্বক গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া নিরপেক্ষ হৃদয়ে গৃহ হইতে বহির্গত হইবে।" ইহার পরে মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ব্যবস্থা দিয়াছেন সন্ন্যাস গ্রহণার্থ কোন কুলাবধূত ব্রহ্মজ্ঞের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিবে। 'হে পর ব্রহ্মন্! গৃহাশ্রমে আমার এই

তত্ত্বজ্ঞানে সমুৎপন্নে বৈরাগ্যং জায়তে যদা।
তদা সর্ব্বং পরিত্যজ্য সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রয়েৎ ॥ ১৫
বিদ্যামুপার্জ্জয়েদ্‌বাল্যে ধনং দারাংশ্চ যৌবনে।
প্রৌঢ়ে ধর্ম্ম্যাণিকর্ম্মাণি চতুর্থে প্রব্রজেৎ সুধীঃ ॥ ১৬
মাতরং পিতরং বৃদ্ধং ভার্য্যাঞ্চৈব পতিব্রতাম্।
শিশুঞ্চ তনয়ং হিত্বা নাবধূতাশ্রমং ব্রজেৎ ॥ ১৭
মাতৄঃ পিতৄন্ শিশূন্ দারান্ স্বজনান্ বান্ধবানপি।
যঃ প্রব্রজতি হিত্বৈতান্ স মহাপাতকী ভবেৎ ॥ ১৮
মাতৃহা পিতৃহা স স্যাৎ স্ত্রীবধী ব্রহ্মঘাতকঃ।
অসন্তর্প্য স্বপিত্রাদীন্ যো গচ্ছেদ্ ভিক্ষুকাশ্রমে ॥ ১৯

(৩) অবধূতাশ্রমো দেবি! কলৌ সন্ন্যাস উচ্যতে।
বিধিনা যেন কর্ত্তব্যস্তং সর্ব্বং শৃণু সাম্প্রতম্ ॥ ২২২
ব্রহ্মজ্ঞানে সমুৎপন্নে বিরতে সর্ব্বকর্ম্মণি।
অধ্যাত্মবিদ্যানিপুণঃ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রয়েৎ ॥ ২২৩
বিহায় বৃদ্ধৌ পিতরৌ শিশুং ভার্য্যাং পতিব্রতাম্।
ত্যক্ত্বাঽসমর্থান্ বন্ধূংশ্চ প্রব্রজন্ নারকী ভবেৎ ॥ ২২৪

বয়স কাটিয়া গিয়াছে। হে নাথ! আমি এক্ষণে সন্ন্যাস গ্রহণের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।' গুরু বিচার করিয়া নিবৃত্ত গৃহকর্ম্মা সেই ব্যক্তিকে শান্ত ও বিবেকযুক্ত দেখিয়া দ্বিতীয়াশ্রম আদেশ করিবেন।" (৪)

তদনন্তর শিষ্যের যে সকল আচরণ অনুপাল্য তাহা বর্ণিত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, উহাতে সন্ন্যাসের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে গুরুতর উপদেশাবলীতে শ্রুতি-স্মৃতির উপদেশই অনেকটা অনুসৃত দেখা যায়। তন্মধ্যে বাহুল্যভয়ে এস্থলে কেবল তিনটী সার কথা উদ্ধৃত করিতেছি,—

(ক) অনন্তর শিষ্য সুখ দুঃখাদিরূপ দ্বন্দ্ব রহিত, কামনা রহিত, স্থিরচিত্ত সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় হইয়া ভূতলে স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করিবেন। তিনি ব্রহ্ম হইতে

---

(৪) সম্পাদ্য গৃহকর্ম্মাণি পরিত্যজ্য পরানপি।
নির্ম্মমো নিলয়াদ্‌গচ্ছেন্নিষ্কামো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ২২৬
আহূয় স্বজনান্ বন্ধূন্ গ্রামস্থান্ প্রতিবাসিনঃ।
প্রীত্যানুমতিমন্বিচ্ছেদ্ গৃহান্নির্জিগমিষুর্জনঃ॥ ২২৭
তেষামনুজ্ঞামাদায় প্রণম্য পরদেবতাম্।
গ্রামং প্রদক্ষিণীকৃত্য নিরপেক্ষো গৃহাদিয়াৎ॥ ২২৮
মুক্তঃ সংসারপাশেভ্যঃ পরমানন্দনির্বৃতঃ।
কুলাবধূতং ব্রহ্মজ্ঞং গত্বা সংপ্রার্থয়েদিদম্॥ ২২৯
গৃহাশ্রমে পরব্রহ্মন্নমৈতদ্বিগতংবয়ঃ।
প্রসাদং কুরু মে নাথ! সন্ন্যাসগ্রহণং প্রতি॥ ২৩০
নির্বৃত্তগৃহকর্ম্মাণং বিচার্য্য বিধিবদ্‌গুরুঃ।
শান্তং বিবেকিনং বীক্ষ্য দ্বিতীয়মাশ্রমমাদিশেৎ॥ ২৩১

৫ (ক) ততো নির্দ্বন্দ্বরূপোঽসৌ নিষ্কামঃ স্থিরমানসঃ।
বিহরেৎ স্বেচ্ছয়া শিষ্যঃ সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মময়ো ভুবি॥ ২৬৯
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং সদ্রূপেণ বিভাবয়ন্।
বিস্মরেন্নামরূপাণি ধ্যায়ন্নাত্মানমাত্মনি॥ ২৭০
অনিকেতঃ ক্ষমাবৃত্তো নিঃশঙ্কঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সন্ন্যাসী বিহরেৎ ক্ষিতৌ॥ ২৭১
মুক্তো বিধিনিষেধেভ্যো নির্য্যোগক্ষেম আত্মবিৎ।
সুখদুঃখসমো ধীরো জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ॥ ২৭২ ইত্যাদি

স্তম্ব—অর্থাৎ তৃণগুচ্ছ পর্য্যন্ত সমুদায় বিশ্ব সৎস্বরূপ চিন্তা করিবেন। নামরূপ বিস্মৃত হইয়া আত্মাতে আত্মার ধ্যান করতঃ আবাসশূন্য, ক্ষমাশীল, নিঃশঙ্ক-হৃদয়, সংসর্গশূন্য, মমতাশূন্য, অহঙ্কারশূন্য ও সন্ন্যাসী হইয়া ভূমণ্ডলে বিচরণ করিবেন। ইত্যাদি

(খ) অবধূত ব্যক্তি স্বেচ্ছাচার পরায়ণ হইয়াও বেদান্ত প্রভৃতি অধ্যাত্ম-শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং সর্ব্বদা আত্মতত্ত্ব বিচার দ্বারা সময় অতিপাত করিবেন।

(গ) হে দেবি, ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে শতজন্ম ব্যাপিয়া কর্ম্ম করিলেও কোন জন মুক্তিভাগী হইতে পারিবে না।" ৫

সুধী পাঠকগণ! উপরে বেদাদি শাস্ত্রীয় প্রমাণ যেরূপ প্রদর্শিত হইল তাহাতে ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয় যে, গৌরাঙ্গের শাস্ত্রোক্ত বিধানানুরূপ সন্ন্যাস-গ্রহণে আদৌ কোন অধিকার ছিল না। কি বেদ, কি স্মৃতি, কি গীতা, কি পুরাণ অথবা তন্ত্র, সকল শাস্ত্রীয় বিধানেই সন্ন্যাস গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে তত্ত্বজ্ঞান ও বৈরাগ্য সঞ্জাত হওয়ার অবশ্য-প্রয়োজনীয়তা কীর্ত্তিত হইয়াছে। পরন্তু জানা যায়, আমাদের গৌরাঙ্গে সন্ন্যাস গ্রহণোপযোগী উক্ত দুইটীই মৌলিক বা প্রধান উপকরণ বিদ্যমান ছিল না। বরং সন্ন্যাস-ধর্ম্মপালনের প্রতিকূল ব্যবহার—যেমন কর্ম্মাসক্তি, সম্যক্ আত্মজ্ঞানানভিজ্ঞতা, তাঁহাতে বর্ত্তমান ছিল। সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গত্যাগ অবশ্যকর্ত্তব্য, ইহা ছোট হরিদাসের ভিক্ষা উপলক্ষে গৌরাঙ্গ ভাগবত স্মরণে (১১ স্ক, ১৪ পঃ) নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু এদিকে তিনি নিজেই একেবারে স্ত্রীসঙ্গ (কেবল স্বীয় স্ত্রী ব্যতীত) এবং স্ত্রীসঙ্গীর-সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহার সন্ন্যাস অবলম্বন ও তৎপালন কারণ গার্হস্থ্যধর্ম্ম ত্যাগ একেবারেই অশাস্ত্রীয় ও স্বেচ্ছাচার প্রণোদিত-ভ্রষ্টাচার বলিতে হইবে। অতএব তিনি যে এই শাস্ত্র বিগর্হিত কার্য্য করিয়া আশ্রম-ভ্রষ্টতা-দোষ-জনিত প্রত্যবায় ভাগী হইয়াছিলেন, তাহাতে আর্য্যশাস্ত্রজ্ঞ

(খ) অধ্যাত্মশাস্ত্রাধ্যয়নৈঃ সদা তত্ত্ববিচারণৈঃ।
অবধূতো নয়েৎ কালং স্বেচ্ছাচারপরায়ণঃ॥ ২৮২

(গ) ব্রহ্মজ্ঞানাদৃতে দেবি! কর্ম্মসন্ন্যাসনং বিনা।
কুর্ব্বন্ কল্পশতং কর্ম্ম ন ভবেন্মুক্তিভাগ্জনঃ॥ ২৮৭

মহানির্ব্বাণতন্ত্র ৮ম উল্লাস।

কোনও ব্যক্তিরই সন্দেহ হইবে না। তবে এস্থলে অন্ধবিশ্বাসী গৌরাঙ্গ-ভক্তগণ যদি বলেন যে,তাঁহাদের গৌরাঙ্গ স্বয়ং যখন কৃষ্ণ অর্থাৎ ঈশ্বর ছিলেন,তখন তাঁহার পক্ষে আচার সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ পালনের কথা কি ? তদুত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, অগ্রে কৃষ্ণকে ঈশ্বর বা পরমেশ্বর এবং পরে গৌরাঙ্গকে কৃষ্ণ বলিয়া ত প্রতিপন্ন করা চাহি তবে ওরূপ আপত্তি উত্থাপন করা সঙ্গত হইবে ; নতুবা তাঁহাকে মনুষ্য-বিশেষ বলিয়াই স্বীকার করা সর্ব্বথা উচিত হইবে। (গ্রন্থকারের কৃষ্ণাবতার রহস্য দেখুন।) যদিও গৌরাঙ্গ স্বীয় মানসিক-রোগ-ধর্ম্মের আবেশাবস্থায় আপনাকে কখন কখন 'মুঞি সেই' 'মুঞি সেই' এবং "কলিকালে আমি বিষ্ণু,আমি কৃষ্ণ,আমি নারায়ণ"ইত্যাদি বলিয়া প্রকাশ করিতেন,আবার পরক্ষণেই ঐ আবেশ অপগত হইয়া প্রকৃতিস্থতা লাভ বা আবেশান্তর উপস্থিত হইলে আপনাকে 'কৃষ্ণ-দাস ও কৃষ্ণভক্ত' ভিন্ন আর কেহই নহে, ইহাও ভক্ত বৈষ্ণবদিগকে দৃঢ়ভাবে জানাইতেন এবং তদনুরূপ আচরণেও প্রবৃত্ত হইতেন, তদ্ভিন্ন আবার সময়ান্তরে নৃসিংহ,মহাদেব,রাম, বলরাম,প্রভৃতির ভাবেও আবিষ্ট হইতেন ; পরন্তু এদিকে যখন গীতা প্রমাণে জানা যায় স্বয়ং কৃষ্ণই লোক সংগ্রহ বা শিক্ষার জন্য আদর্শরূপে কার্য্য করিয়াছেন (৩য় অধ্যায়, ২৩,২৪,২৫ শ্লোঃ) এবং অর্জ্জুনকে কামচারী না হইয়া সকল কার্য্য শাস্ত্রীয় বিধানুরূপই করিতে উপদেশ দিয়াছেন (১৬শ অ, *) তখন তর্কানুরোধে যদি গৌরাঙ্গকে কৃষ্ণ স্বরূপ বা কৃষ্ণাবতার বলিয়াই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও তাঁহার এই সন্ন্যাস গ্রহণ কার্য্য সম্পূর্ণ শাস্ত্রানুশাসন ও লোক ব্যবহার বহির্ভূত সুতরাং স্বেচ্ছাচার প্রণোদিত ভিন্ন কদাচ সঙ্গত বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য হইতে পারে না।

পক্ষান্তরে ইহা সকলেই জানেন যে, কোন কার্য্য বিনা কারণে সিদ্ধ হয় না, অতএব গৌরাঙ্গকৃত এই অসঙ্গত কার্য্যেরও একটা কারণ অবশ্য বিদ্যমান ছিল। সে কারণ কি তাহা নির্দ্দেশ করিতে লেখককে অতি-প্রয়াস পাইতে হইবে না। পাঠক যদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রদর্শিত গৌরাঙ্গ চরিত-তত্ত্ব স্মরণ রাখিয়া থাকেন তবে

* যঃ শাস্ত্র বিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামরতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাংগতিম্ ॥ ২৩
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তু মিহার্হসি ॥ ২৪

তাঁহার বর্ত্তমান পরিচ্ছেদোক্ত চরিত আলোচনা করিলেই বুঝিবেন যে, উপরি উক্ত কার্য্যনিচয়ের মূল ও অবান্তর কারণও তাঁহার সেই মানসিক রোগ-সঞ্জাত-স্বভাব। জানা যায়, তিনি কেশব ভারতীকে গুরু করিতে গিয়া পথে যাইতে যাইতে স্বীয় রোগ-ধর্ম্মে পূর্ব্ব সঙ্কল্পিত সন্ন্যাস গ্রহণের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কেন না, কোথায় তিনি ভারতীর নিকট উপস্থিত হইয়া স্বীয় তাদৃশ দৃঢ়সঙ্কল্পিত সন্ন্যাস গ্রহণের প্রার্থনা জানাইবেন, তাহা না করিয়া কৃষ্ণ-ভক্তি-প্রদানের জন্য তাঁহার নিকট উপদেশ ভিক্ষা করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন তথাকথিত সন্ন্যাস-অবলম্বনাবধি জীবনের শেষ কাল পর্য্যন্ত গৌরাঙ্গ এক দিনের জন্যও শাস্ত্রোক্ত সন্ন্যাসাশ্রমোচিত নিয়ম বা আচরণ পালন করেন নাই। এদিকে, ভক্ত-কবি জীবনী-লেখক এই পরিচ্ছদের স্থানে স্থানে গৌরাঙ্গের বিশেষণে 'ন্যাসী', 'ন্যাসীবর', 'সন্ন্যাসীর চূড়ামণি' এবং 'প্রভু' ও 'ঈশ্বর' এই সকল শব্দ বিন্যাস করিয়াছেন; আবার তিনি স্বীয় ভ্রান্ত ধারণা সমর্থনের জন্য ইহাও বলিয়াছেন যে, গৌরাঙ্গ এই অবতারে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুর সহস্র নামান্তর্গত "সন্ন্যাসকৃৎ" এই উক্তির সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। ফলতঃ, ইত্যগ্রে যেরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণ আদৌ শাস্ত্র ও ব্যবহার সম্মত হইতেছে না। পাঠক! ইহাতেও কি এরূপ সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত হইবে যে, তিনি অবিহিত কারণ-সন্নিপাতের প্রেরণায় স্বীয় রোগ-স্বভাবে অজ্ঞলোকের চক্ষে ধূলি দিবার অভিপ্রায়ে গৃহত্যাগার্থ সন্ন্যাসের ভাণ করিয়া সন্ন্যাসীর বাহ্যপরিচ্ছদ মাত্র ধারণ করিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় অন্ধবিশ্বাসী গৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ের লোক এবং সাধারণ জনগণ তাঁহাকে যতই 'ন্যাসী' ও 'সন্ন্যাসী' বলিয়া বিশ্বাস ও ঘোষণা করুন না কেন, তাহা বিদ্বৎসমাজে আরোপিত এবং আকাশকুসুমবৎ অলীক বলিয়াই পরিগণনীয় হইবে। বিশেষতঃ তিনি যখন স্বয়ংই একসময়ে পুরীর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে স্বীয় ঐন্দ্রজালিক ফাঁদে ফেলিবার অভিপ্রায়ে অথবা আবেশাবস্থায় তাঁহার নিকট দৃঢ়তার সহিত স্বীয় সন্ন্যাস গ্রহণের কথা অস্বীকার করিয়াছিলেন, * তখনও কি গৌরাঙ্গের ভণ্ড-সন্ন্যাস-বিষয়ে কাহারও

---

* প্রভু কহে "শুন সার্ব্বভৌম মহাশয়।
"সন্ন্যাসী" আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয়॥
কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া।
বাহির হইনু শিখাসূত্র মুড়াইয়া॥
চৈঃ ভাঃ অন্ত্যখণ্ড, ৩য় অঃ।

সন্দেহ থাকিতে পারে ? না থাকাই উচিত ? তবে তিনি যে আপনাকে সময়ে সময়ে সন্ন্যাসী ও মুনিবৃত্ত বলিয়া পরিচয় দিতেন, অন্য কথায়, তদ্দ্বারা যে তিনি আত্ম-বঞ্চনার বিষয়ীভূত হইতেন এবং আত্মীয় ও অন্যান্য সমাজস্থ লোককে প্রতারিত করিতেন, তাহাও তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত মানসিক-দৌর্ব্বল্য-রোগ-স্বভাবের বিশিষ্ট পরিচয় ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না।

(গ) অতঃপর লোক-শিক্ষা—আমরা গৌরাঙ্গের তথা কথিত সন্ন্যাসগ্রহণ-ব্যাপারে কিরূপ লোকশিক্ষার বিষয় বিদ্যমান, তাহার অনুশীলন করিব।

(১) ইহা অনেকে অবগত থাকিতে পারেন যে, গৌরাঙ্গের অভ্যুদয়ের বহুপূর্ব্ব হইতে বঙ্গদেশে বেদাধ্যয়ন ও তদঙ্গীভূত ব্রহ্মচর্য্য-পালন তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। নবদ্বীপ যে এত বড় বিদ্যাপীঠ বলিয়া প্রখ্যাত, সেখানেও ন্যায়শাস্ত্র ব্যতীত অন্য কোন দর্শনশাস্ত্রের চর্চ্চা যে প্রচলিত ছিল, তাহা জানা যায় না। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, গৌরাঙ্গের উদয়কালে নদীয়ায় ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, সাধারণভাবে প্রাচীন ও নব্য-স্মৃতি, বিশেষ করিয়া নব্য-ন্যায় এবং পুরাণাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা প্রচুর প্রচলিত ছিল। কথিত আছে (১ম খণ্ডের ২৭ পৃঃ দেখুন) গৌরাঙ্গ কেবল ব্যাকরণশাস্ত্রে কৃতশ্রম হইয়াই 'নিমাই পণ্ডিত' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালে নদীয়া-সমাজে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে অনেক লোক উপরি উক্ত শাস্ত্রাদিতে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া পূর্ব্বপ্রচলিত বৈদিক, স্মার্ত্ত ও পৌরাণিক, কোথায় কোথায় বা তান্ত্রিক বিধান ও আচারানুসারে যথাসম্ভব বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মপালনে নিরত ছিলেন। নিম্নশ্রেণীর লোকগণ (যেমন সর্ব্বত্র হইয়া থাকে) অজ্ঞান, কুসংস্কারাপন্ন এবং ভ্রষ্টাচারে লিপ্ত ছিল। অবশিষ্ট অল্পসংখ্যক ভাবপ্রবণ-লোক ভাগবতাদি পুরাণশাস্ত্রের চর্চ্চায় রত থাকিয়া ভাগবত অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ছিলেন।

নদীয়া-সমাজের ঈদৃশ অবস্থায় নিমাই পণ্ডিত ব্যাকরণের অধ্যাপনা করিতে করিতে কৃষ্ণ-দাস্য-ভক্তির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া মধ্যে মধ্যে ভক্তমণ্ডলীতে বায়ুরোগের আবেশাবস্থায় আপনাকে কৃষ্ণ, বিষ্ণু ও নারায়ণ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। তৎপরে মাতা ও দুইপাঁচ-জন অন্তরঙ্গ ভিন্ন নদীয়ার আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া সন্ন্যাস গ্রহণার্থ গোপনে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন।

ইহাতে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের লোক কেন, নদীয়াবাসী সাধারণ লোকও বিস্মিত এবং দুঃখিত হইয়াছিলেন; বৈষ্ণব ভক্তগণের ত অবশ্য শোকে আকুলিত হইবারই কথা। পরন্তু সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকদিগের গৌরাঙ্গের তাদৃশ শাস্ত্র ও ব্যবহার বিরুদ্ধ আচরণে তাঁহার প্রতি তাঁহাদের পূর্ব্ব-সঞ্জাত বিদ্বেষ এবং উপেক্ষাযুক্ত ঘৃণ্য-ভাব যেরূপ বিদ্যমান ছিল তাহা ইদানীং প্রবলতর হওয়ার সম্ভাবনা হইয়া থাকিবে।

(ইহা সুসম্ভব যে, এই কারণ এবং পূর্ব্বের পড়ুয়া ভীতি গৌরাঙ্গের মনে পুনরুদ্দীপিত হওয়ায় তিনি সন্ন্যাসী হইয়া নদীয়া নগরে তিষ্ঠিয়া ভক্তিপ্রচার কার্য্যের উন্নতি করিতে পারিবেন না ইহা ভাবিয়া থাকিবেন, এবং সেজন্য সম্ভবতঃ কল্পনাবশে ভক্তদিগের নিকট জগন্নাথের আদেশের ভাণ করিয়া শীঘ্র পুরী যাওয়ার আবশ্যকতা প্রকাশ করতঃ কয়েকজন অন্তরঙ্গ সহ সুদূর নীলাচল প্রদেশে প্রস্থান করিয়াছিলেন।)

তদ্ভিন্ন গৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ ও বৃদ্ধামাতার যুক্তিপূর্ণ হিতোপদেশ অবহেলন পূর্ব্বক তথাকথিত সন্ন্যাসগ্রহণ করায় সেই স্নেহময়ী বৃদ্ধামাতাকে অসহায়াবস্থায় এবং বালিকা বা নবযুবতী * সাধ্বী পত্নীকে আপনাকর্ত্তৃক অরক্ষিতাবস্থায় পরিত্যাগ দ্বারা তিনি যে গৃহস্থের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট অবশ্য কর্ত্তব্য হেলন করিয়া প্রত্যবায় ভাগী হইয়াছিলেন, তাহাতে কোনও বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিই সন্দেহ করিবেন না। অতএব গৌরাঙ্গের ঈদৃশ যথেচ্ছা প্রণোদিত অনুপযুক্ত কারণে (ভক্তিসাধন ও ভক্তি-প্রচারার্থ) সন্ন্যাস গ্রহণ, তাহাও নামে মাত্র, কদাচ লোকশিক্ষার বিষয় হইতে পারে না। বরং ইহা বলা সঙ্গত হইবে, তাঁহার এই অসাধু দৃষ্টান্তের ফলে সমাজে ঘোরতর অনিষ্টপাতই হইয়াছিল এবং এখনও হইতেছে। এস্থলে তাহার দুইটী মাত্র স্থল প্রদর্শিত হইতেছে।

(১) নিমাই পণ্ডিতকে গৃহত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইতে দেখিয়াই অজ্ঞ

---

* বিষ্ণুপ্রিয়া তখন ১৪ বৎসরের বালিকা হইলেও তৎপূর্ব্বে ঋতুলাভ সম্ভব। সেজন্য এস্থলে তাঁহাকে নবযুবতী বলিয়া আখ্যাত করা হইল। পাশ্চাত্য ভাষায় নারীর রজোদর্শন না হইলে তাহাকে যুবতী বলা যায় না।

বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব অনেক লোক সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিল। * তাহারা সামাজিকদিগের দ্বারে দ্বারে নাম করিয়া ভিক্ষা করা অবশ্য ভাল কার্য্যই বিবেচনা করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা ইহা জানিত না যে, ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তির পক্ষে ঐরূপ ভিক্ষাবৃত্তি শাস্ত্রবিহিত নহে। তদনুসারে জাতিনির্ব্বিশেষে অনেক সুস্থকায় শ্রমক্ষম ব্যক্তি গৃহত্যাগী হইয়া আলস্য-প্রশ্রায়ক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেও সঙ্কোচ বোধ করিল না। † বলা বাহুল্য, ইহারা বোধ হয়

* যখন শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হইল।
তখন অদ্ভুত তরঙ্গ উঠিল॥
যত গৌড়বাসী কান্দিতে লাগিল।
সেই কালে কত সন্ন্যাসী হইল॥

বলরাম দাসের পদ
শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত-উদ্ধৃত।

† কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে কতকগুলি নূতন ধরণের বৈরাগী ও সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় উদিত হইয়া ধর্ম্ম প্রচার উপলক্ষে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক সমাজের বক্ষে পরাঙ্গপুষ্টবৎ স্বচ্ছন্দে সম্বর্দ্ধিত ও বিরাজিত আছেন। (ক) বাহুল্য ভয়ে এস্থলে কেবল রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ প্রবর্ত্তিত সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথমোক্ত সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক রামকৃষ্ণ দেবের 'পরমহংস' উপাধি সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে (২খ, ৩৪) পৃষ্ঠার নোট দেখুন) কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছি। পাঠকগণ তদীয় জীবনচরিত তথ্য তাঁহার শিষ্য ও ভক্তগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত জীবনী ও পুস্তকাদি যেমন 'রামকৃষ্ণ কথামৃত', 'রামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ' এবং তাহার বাদপ্রতিবাদাদি সংবলিত প্রবন্ধাদি (তন্মধ্যে বিশেষ করিয়া মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত 'রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ') হইতে অবগত হইবেন। এস্থলে তাঁহার বিচিত্র চরিতের সর্ব্ববাদি সম্মত ২।৪টা সার কথার উল্লেখ আবশ্যক।

রামকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়াও কোন শাস্ত্রাধ্যয়নে যত্ন করেন নাই এবং ব্রহ্মচর্য্যানুকূল আহার্য্যের নিয়মও কখন পালন করেন নাই, বরং তিনি অতি-ভোজনে অভ্যস্ত ছিলেন। ১৮ বৎসর বয়সে ৫ম বর্ষীয়া বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়া পরে তাহাকে ত্যাগ করেন। তিনি আবাল্য সরল-স্বভাব, ভক্তিপ্রবণ এবং সৎসঙ্গে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরের কালী বাড়ীতে কালী মূর্ত্তির নিত্যপূজক রূপে নিযুক্ত থাকিয়া তথায় সমাগত সন্ন্যাসীদের উপদেশ শ্রবণ এবং ভক্তি সাধনা করিতেন। পরে ভক্তির প্রভাবে তিনি মধ্যে মধ্যে ধ্যানস্থ বা আবিষ্ট এবং মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইতেন, সময়ান্তরে তিনি প্রস্তরময়ী

(ক) প্রাচীন শঙ্করাচার্য্য প্রবর্ত্তিত মঠ ও সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের এবং তদনুরূপ রামরাজাতলায় ইদানীং প্রতিষ্ঠিত মঠ ও তাঁহার সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের কথা এস্থলে ধর্ত্তব্য নহে।

কিছুকাল পরে উহাদের মধ্যে কতকগুলি লোক একটী দল বান্ধিয়া পূর্ব্বপ্রচলিত হরিনামের পরিবর্ত্তে 'গৌর-নিতাই' বা 'গৌর-হরি' নাম গ্রহণ করতঃ ভিক্ষা

কালীমূর্ত্তিতে যেন জীবন্ত কালী দেবীর আবির্ভাব দর্শন করিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতেন। তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য ভক্তিকাহিনী চারিদিকে প্রচারিত হইলে ধর্ম্মজ্ঞানহীন এবং বিভিন্ন ধর্ম্মবিশ্বাসী গণ্যমান্য বহু লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিত। তিনি সহাস্যবদনে সমাগত লোক সকলকে স্বীয় সহজজ্ঞানসম্ভূত অনেক ভাল কথা, হৃদয়গ্রাহী উপদেশ (টোট্‌কা) এবং ভক্তি উদ্দীপক শ্যামা বিষয়ক গান শুনাইয়া চিত্ত হরণ করিতেন। সম্ভ্রান্ত পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক লোকের বাটীতেও তিনি দেখা করিতে যাইতেন। ক্রমে তাঁহার মন্ত্র শিষ্যও কতক হইল, ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে অবতার মনে করিয়া প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইল। এদিকে তিনিও ক্রমশঃ আপনাতে কতকটা ঐ কাল্পনিক অবতার-ভাবের অস্তিত্বে ভ্রান্তবুদ্ধি হইলেন। তাহার ফলে তাঁহার অভ্যস্ত সাধনমার্গ হইতে অবনতি ঘটিল (ইহা তিনি পণ্ডিত শশধর চূড়ামণির নিকট স্বীকারই করিয়াছিলেন) বলা বাহুল্য ইদানীং তাঁহার পূর্ব্ব তীব্রভাব-গ্রহণ প্রবণতা অবস্থা ক্রমে চিত্তবিকৃতির অবস্থায় পরিণত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা তাঁহার তাৎকালিক বিবেকহীন বিবিধকৃত কার্য্যের দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে এস্থলে কয়েকটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইলেই যথেষ্ট হইতে পারিবে।

১। রামকৃষ্ণ প্রকৃত প্রস্তাবে পরমহংস না থাকিলেও স্বীয় ভক্তদিগের মধ্য হইতে যে কতকগুলি লোককে মন্ত্রশিষ্য করিয়াছিলেন তন্মধ্যে কলিকাতার কায়স্থবংশীয় অসংযত চরিত্র, বারনারী-সাহচর্য্যে নাট্যাভিনয়ে নিরত বিখ্যাত গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং আবাল্য খাদ্য সম্বন্ধে বিচার-বিহীন ইংরেজী শিক্ষিত এবং ব্রাহ্ম সমাজের ফেরৎ নব্য যুবক নরেন্দ্র দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য। তাৎকালিক শিষ্ট সমাজে ইহাদের আচার ব্যবহারের যথেষ্ট অপ্রশংসা থাকিলেও রামকৃষ্ণ তাহাতে কোন দোষ দেখিতে পাইতেন না বরং সর্ব্ব সমক্ষে তাহাদিগকে আপনার প্রিয় শিষ্যরূপে ব্যক্ত করিয়া তাহাদের কার্য্যে প্রকারান্তরে প্রশ্রয় দানই করিয়াছিলেন।

২। একদিন রামকৃষ্ণ নরেন্দ্র প্রভৃতি কয়েক শিষ্যকে ডাকিয়া ভিক্ষা করিতে বলায় তাহারা নিকটস্থ পল্লী হইতে ভিক্ষা করিয়া আনিয়া সেই অন্ন পাক করিয়া গুরুকে নিবেদন করিলে ঐ রন্ধিত অন্নাদি উহাদের সহিত তিনি একত্রে ভোজন করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করেন। এই কার্য্যে ঐ শিষ্যদিগের বৈরাগ্য এবং নিরহঙ্কারের যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়া উহাদিগকে গেরুয়াবস্ত্র পরাইয়া সন্ন্যাসী করেন। (পরন্তু তৎসঙ্গে উহাদিগের নাম পরিবর্ত্তন বা কোন উপাধিদানের প্রসঙ্গ শুনা যায় না।)

৩। তিনি ভবিষ্যতে নিজের ও অন্যান্য শিষ্য ও ভক্তদিগের যে বহু অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা তাহা আদৌ বুঝিতে না পারিয়া পূর্ব্বোক্ত স্বকৃত ক্ষুদ্র সন্ন্যাসীদলকে অন্য শিষ্য ও ভক্তগণের সংসর্গে রাখিয়া ছিলেন।

করিতে প্রবৃত্ত আছে। সম্প্রতি আবার কতকগুলি লোক সন্ন্যাসী বেশ ধারণ করত কলিকাতায় 'গৌড়ীয় মঠ' নামে একটী মঠ স্থাপন করিয়া গৌরাঙ্গ"

এরূপ ঘটনার অল্পদিন পরে তিনি ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হইয়া অনতিবিলম্বে জীবন-লীলা সংবরণ করেন। * শ্রুত হওয়া যায়, ইহার কিছুদিন পরে রামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী ও অন্য ভক্তবৃন্দ তাহাদের ভ্রষ্টাচার দোষে রাণী রাসমণির আজ্ঞায় দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী হইতে বিতাড়িত হইয়া বেলুড়ের দাঁ বাবুদিগের পূজাবাড়ীতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

অতঃপর কথিত রামকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্যদ্বয় বিভিন্ন কার্য্যক্ষেত্রে স্ব স্ব প্রকৃতি শিক্ষা এবং যোগ্যতানুসারে যেরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন তাহা সকলের বিদিত বিষয়। তাঁহাদের কার্য্যকলাপ ও আদর্শ হিন্দু সমাজে যেরূপ ইষ্টানিষ্ট ফলপ্রসব করিয়াছে তাহাও অনেকে জানেন। পরন্তু ইষ্ট ফলের তুলনায় অনিষ্ট ফলের মাত্রা অধিক হওয়ায় সমাজ যে তদ্দারা বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া আসিতেছে তাহা কে অস্বীকার করিবে? এস্থলে তদ্বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা অসম্ভব, এবং অবান্তরও বটে। কিন্তু বিষয়টা অত্যন্ত গুরুতর বিধায় এস্থলে অতি সংক্ষেপে দুই চারিটী কথা বলিতেছি।

প্রথম, গিরিশচন্দ্রের কৃত কার্য্যের কথা।

ইনি স্বীয় গুরু কর্ত্তৃক অযথা প্রশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া অচিরকাল মধ্যে বহু নাট্যগ্রন্থ রচনা এবং উহার অভিনয় সৌকর্য্যে সমাজস্থ অনেক লোককে মুগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তদ্দারা বিশেষতঃ ধর্ম্মশিক্ষা-বিবর্জ্জিত ইংরেজী শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী এবং অশিক্ষিত যুবকবৃন্দের নাট্যাভিনয় দর্শনে অভিনব প্রবৃত্তি ও কৌতুহল উদ্দীপিত হওয়ায় তাহাদের মধ্যে অনেকের "পরকাল খাওয়া" হইয়া গিয়াছে। ক্রমে সমাজের অনেক নাটক নভেল-

---

* শুনা যায় আমাদের রামকৃষ্ণদেব লুচি কচুরি ও অধিক পরিমাণে মিষ্টান্ন দ্রব্য খাইতে অভ্যস্ত ছিলেন। লোকের বাড়ীতে দেখা করিতে গেলে তিনি এরূপ দ্রব্য দ্বারা সমাদৃত হইতেন এবং ঠাকুর বাড়ীতেও এরূপ দ্রব্য যথেষ্ট সুলভ ছিল। বোধ হয় ইহাই তাঁহার ক্যান্সারের কারণ হইয়া থাকিবে। সম্প্রতি প্রসিদ্ধ খাদ্য তত্ত্বজ্ঞ ডাক্তার বলিতেছেন, যে সকল দ্রব্যে B. Vitamine খাদ্যের ভাগ খুব কম তাহা বেশী খাইতে খাইতে Cancer রোগ জন্মে।—

"The use of white bread, white flour, and other white cereals, and of too much sugar, upset the balance of vitamin B. This diet is constipating, and, there is reason to believe, cancer producing."

R. H. A. Plimmer, D. Sc.

See—The Practitioner, March, 1926.

page 241.

প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের সারতত্ত্ব প্রচার করিতে যত্নবান্ দেখা যাইতেছে। ইহারা ভ্রষ্টাচারী গৌরাঙ্গ সম্প্রদায় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়া আপনাদের পরিচয়

পাত্রী নরনারীও নাট্যশালায় আকৃষ্ট হইয়া আনন্দ উপভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, ইহাতে লোকের রুচি বিগড়াইয়া ত গেলই তৎসঙ্গে দরিদ্র সমাজের অর্থব্যয়ের একটা নূতন পথ উন্মুক্ত হইয়া পড়িল। পরিতাপের বিষয় ইদানীন্তন সামাজিকদিগের রুচি এতটা অবনতির পথে অগ্রসর হইয়াছে যে, অনেকেই আপনার স্ত্রীপুত্র কন্যা (অনূঢ়া, বিবাহিত এবং বিধবা) এবং ভ্রাতা সঙ্গে করিয়া প্রণয়ঘটিত মিলন বা বিয়োগান্ত নাট্যাভিনয় দর্শনে যাইতে কুণ্ঠাবোধ করিতেছে না। পক্ষান্তরে অনেক যুবক গীতবাদ্যনিপুণা অতি সুন্দরী অথচ যুবতী কন্যা তৎসঙ্গে বহু অর্থ না পাইলে বিবাহ করিতে সম্মত হইতেছে না। ইহার এইরূপ ফল দাঁড়াইয়াছে যে, সমাজের অনেক মেয়ে অনূঢ়াবস্থায় 'বুড়াইয়া যাইতেছে, আর ওদিকে ব্রহ্মচর্য্যানুকূল আহার-বিহার-বিহীন বিবাহযোগ্য যুবকগণ স্ত্রীগ্রহণের উপযুক্ত কাল অতিক্রান্ত করায় তাহাদের চরিত্র যে অক্ষুণ্ণ রহিতেছে, ইহা কি মনে হইতে পারে? যাহা হউক, এইরূপ বিবিধ অনিষ্টের জন্য সমাজের অর্থে সম্পুষ্ট নাট্যাচার্য্যগণ ও তাহাদের প্রশ্রয়দাতারা (তন্মধ্যে পরমহংস দেব শ্রেষ্ঠতম) যে দায়ী, তাহাতে সন্দেহ করার কারণ নাই।

দ্বিতীয়তঃ, নরেন্দ্রনাথের কৃতকার্য্যের উল্লেখ করিতেছি।

নরেন্দ্র স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ইংরেজীশিক্ষিত, বাগ্মিতা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষাসম্পন্ন যুবক ছিলেন। পূর্ব্বোক্তরূপে গুরু রামকৃষ্ণের নিকট হইতে দীক্ষা, পরে সন্ন্যাসচিহ্ন গেরুয়াবসন লাভ করিয়া বেলুড়ে বা কলিকাতায় অবস্থান এবং ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ ও বক্তৃতা দানই যে যথেষ্ট, তাহা মনে করিতে পারিতেছিলেন না। ইত্যবসরে আমেরিকার চিকাগো সহরে (১৮৯৩ খৃঃ অঃ) মহাধর্ম্মসভা আহূত হয়। তিনি তথায় গিয়া ভারতীয় বেদান্ত ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য সমুৎসুক হন, এবং গুরুভাই ও অন্যান্য ভক্তদিগের নিকট হইতে পাথেয়াদির ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক তথায় উপনীত হইয়া ঐ সভায় হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে এবং স্বামীর উপাধিক-সন্ন্যাসী পরিচয়ে যে সকল ওজস্বিনী বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহাতে তিনি বিশিষ্ট খ্যাতি লাভ করেন। তৎপরে আমেরিকার অন্যান্য স্থানেও ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া তথাকার উদার প্রকৃতিক অথচ ধর্ম্মালোচনায় পশ্চাৎপদ কতকগুলি নর-নারীকে স্বমতে আনয়ন করিয়া বেদান্ত-ধর্ম্ম চর্চ্চার জন্য তথায় ক্লাস ও সমিতি স্থাপন করিতে সমর্থ হন। তৎপরে ইংলণ্ডে আসিয়াও কিছুদিন হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা দিয়া তত্রত্য নরনারীর চিত্ত চমৎকৃত করণানন্তর স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন।

খৃষ্টধর্ম্মানুশাসিত শীতপ্রধান দেশে ধর্ম্মযাজকদিগের খাদ্যাখাদ্যের কোন নিয়ম পালন করিতে হয় না, সেজন্য ভক্ষ্যাভক্ষ্য নিয়ম বিহীন আমাদের নরেন্দ্র-স্বামীরও তথায় কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই, বরং তাঁহার পূর্ব্ব খাদ্যনির্ব্বিচারত্বের পুষ্টিলাভই ঘটিয়া থাকিবে। তদ্ভিন্ন আমেরিকা ও ইংলণ্ডে বাস কালীন তথাকার নরনারীগণের স্বাধীন চিত্তের ভাব পরিদর্শন করিয়া এবং তাহাদিগের সহিত

দিতেছেন। পরন্তু বলা বাহুল্য, ইহারাও পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন ও নব্য বৈরাগী ও সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় শ্রমসাধ্য উপায়ে অর্থোপার্জ্জনে বিমুখ থাকিয়া সমাজ-

---

ঘনিষ্ঠ সংসর্গে আসিয়া স্বদেশের হীনাবস্থা নিরাকরণের ইচ্ছা স্বতঃই তাঁহার চিত্তে স্থান পাইয়াছিল, ইহা সম্ভব মনে হয়। কেননা দেখা যায়, তাঁহার ঐ সকল সঞ্চিত মনোভাব তদীয় পরবর্ত্তী-কার্য্যে স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল। তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া যেমন নানা দেশ ভ্রমণ করতঃ বেদান্ত ধর্ম্ম প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, ঐরূপ বৈঠকী আলাপে হিন্দুর বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ-ভাবও যথেষ্ট প্রকাশ করিয়াছিলেন, এমন কি, হিন্দু সমাজের খাদ্যাখাদ্য বিচার প্রথাকে 'হাঁড়ি ধর্ম্ম' স্পৃশ্যা-স্পৃশ্য আচারকে 'ছুৎমার্গ', এবং ব্রাহ্মণদিগকে 'দুষ্ট পুরুত' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। তদ্ভিন্ন জাতি-নির্ব্বিশেষের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য (যেমন মৎস্য মাংস ডিম্ব প্রভৃতি) ভোজনের পরামর্শ দিতেন। অভিপ্রায় এই, আত্মরক্ষা এবং দেশ রক্ষার উপযোগী হইতে হইলে জাতি সাধারণ্যের বলিষ্ঠ হওয়া প্রার্থনীয়। ইত্যাকার উপদেশের সহিত স্বকীয় খাদ্যাখাদ্যে ও স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিষয়ে বিচার-বিহীনতার সাক্ষাৎ আদর্শও সকলের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। ফলতঃ বিবেকানন্দের এই রাজনৈতিক উন্নতি ব্যপদেশে খাদ্যাখাদ্য বিচার বর্জ্জনের উপদেশ ও স্বীয় অনাচারের তাদৃশ আদর্শ সমাজের অপরিণামদর্শী বালক ও যুবার চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার মূল বা প্রধান যে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা—ভারতে একটা ধর্ম্ম-বিপ্লব ঘটাইয়া আপনি একজন কৃষ্ণ, বিষ্ণু বা বুদ্ধরূপে প্রখ্যাত হইবেন—তাহা একেবারে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল।

পাঠক! ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন, বিবেকানন্দ আমেরিকা ও ইংলণ্ডে অসংযত আহার বিহার সহ বিলাস-আচরণ এবং স্ত্রীজাতি সংস্রবে প্রবৃত্ত থাকিয়া ভারতীয় অপূর্ব্ব বেদান্ত ধর্ম্মের আভাস মাত্র প্রচার দ্বারা যেরূপ লোক বিমোহন করতঃ যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন ভারতে সেরূপ কৃতকার্য্যতা লাভের সম্ভাবনা হইতে পারে নাই। তাহার কারণ এই (ক) তাঁহার আহারাদি বিষয়ে ভ্রষ্টাচার সহ গেরুয়া বস্ত্র ধারণে কল্পিত সন্ন্যাসীর পরিচয়ে অধিকার-নির্ব্বিচারে বেদান্তধর্ম্মের প্রচার। (খ) সমাজের শীর্ষ স্থানীয় ব্রাহ্মণকুলের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ এবং চিরন্তন প্রচলিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উচ্ছেদক উপদেশ দান। ইহার ফলে তিনি সমাজের প্রাচীনতন্ত্রী জনগণের (যাহাদের সংখ্যা অন্যের তুলনায় অনেক অধিক) সহানুভূতি বা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে অসমর্থ হন, তদ্ভিন্ন তাঁহার বেদান্ত ব্যাখ্যাও ভারতীয় বেদান্তবিদ্‌গণের নিকট সাধু বলিয়া গৃহীত হয় নাই। এইহেতু বেদান্ত ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচারে ভগ্নোৎসাহ হইয়া বিবেকানন্দ ভারতের নানাস্থানে ব্রাহ্ম ও খৃষ্টিয়ানদিগের অনুকরণে রামকৃষ্ণ-মিশন স্থাপন করেন। বেলুড়ে উহাদের কেন্দ্র স্বরূপ রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের মঠ স্থাপিত হইয়াছে, ঐ সকল মিশনে অসহায় পীড়িত লোকের আশ্রয় এবং সাধারণভাবে ঔষধ দান কার্য্য প্রবর্ত্তিত হয়। পরবর্ত্তী কালে বিবেকানন্দের শিষ্য সেবক—তথাকথিত সন্ন্যাসিগণের দ্বারা ঐরূপ মঠের সংখ্যা বর্দ্ধিত এবং বহু আড়ম্বরের সহিত উহার পরিচালন কার্য্য সম্পাদিত এবং দেশের কোথায় কখন দুর্ভিক্ষ, বন্যা ও মড়ক হইলে তথায়

দেহে পরাঙ্গ-পুষ্টবৎ আপনাদের ভরণ পোষণের ভার ন্যস্ত করিয়া সচ্ছন্দে বিরাজ করিতেছে। ইহাতে উহারা একপক্ষে যেমন সমাজস্থ আতুর ও বিকলাঙ্গ ভিক্ষোপজীবীদিগের অন্নে বাধক হইয়া তাহাদের অনিষ্ট সাধন

অন্যান্য সাহায্যকারীদলের সহিত মিলিয়া ঔষধঅন্নবস্ত্রাদি দ্বারা আংশিকভাবে সাহায্য দান কার্য্য-নির্ব্বাহিত হয়। পরন্তু এই সকল কার্য্য সমাজ হইতে ভিক্ষাদিলব্ধ অর্থ হইতেই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। তথাপি রামকৃষ্ণ-মিশনের কার্য্য দ্বারা সমাজের যে কিছুই হিতসাধিত হইতেছে না তাহা নহে, ফলতঃ ইহা পর-ধনের দ্বারা ধর্ম্মার্জ্জনের মত (যেমন গরুমেরে জুতা দান) ধর্ম্ম-কার্য্য করা হইতেছে।

সম্প্রতি পরমহংসও বিবেকানন্দের শিষ্যসেবকগণ (ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আমেরিকাতে ১৫।২০ বৎসর বেদান্ত সমিতি পরিচালনে নিরত থাকিয়া, জানি না কিরূপে কোথা হইতে পরিবর্ত্তিত নাম ও 'আনন্দ' 'স্বামী' প্রভৃতি উপাধি পাইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক) এখানকার রামকৃষ্ণ মিশন ও সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহে তৎপর আছেন। ইহারাও বিবেকানন্দের ন্যায় সন্ন্যাসিবেশে যথেচ্ছ-ভোজন এবং ভিক্ষা কার্য্যে সুদক্ষ। অপিচ ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দ্বারা বেদান্ত, গীতা ও যোগশাস্ত্র প্রচারে নিযুক্ত আছেন। সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দ্বারা সদস্য আহ্বান করিয়া বক্তৃতা দিয়া থাকেন, অথচ উহাদের অধিকারের বিষয়ে কোন খবর রাখেন না। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে স্ত্রীলোক-দিগের বসিবার জন্যও পর্দ্দার অন্তরালে স্থান নির্দ্দিষ্ট রাখেন। সুবুদ্ধি পাঠক! যে গভীর বেদান্ত, গীতা প্রভৃতি তত্ত্বশাস্ত্রের ব্যাখ্যায় বহুতর ভাষা, টীকা টিপ্পনীর প্রয়োজন হইয়াছে, সেই দুর্ব্বোধ্য শাস্ত্রার্থ কি 'সরল' বাংলা বা ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা দ্বারা সাধারণ লোকদিগের বোধগম্য করান যাইতে পারে? ইঁহাদের ঐ অদ্ভুত অধ্যবসায়কে দুঃসাহসিকতা ও বিড়ম্বনার নামান্তর বলা কি অসঙ্গত হইবে? ইহাতে যে কোনরূপ সুফল না হইয়া বরং অনেক অনিষ্ট উদ্ভূত হইতেছে, তাহাতে অল্পই সন্দেহ হয়। বিশেষতঃ যে গীতা তাঁহারা ব্যাখ্যা করেন তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে গীতার্থ তত্ত্বের কথা অযোগ্য পাত্রের নিকট বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। * যদি তাঁহারা ঐ উপাদেয় উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিতেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে কি সমাজস্থ বিজ্ঞজনের নিকট এরূপ অশ্রদ্ধেয় ও উপহাসাস্পদ হইতে হইত?

অপিচ, দেখা যায়, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্প্রদায়ের তথাকথিত সন্ন্যাসীরা আপন আপন পিতামাতা ও আত্মীয়বর্গকে (তাহার মধ্যে অনেকে আবার বৃদ্ধ ও অসহায়) অযথা পরিত্যাগ করিয়া আশ্রমের আশ্রয়ে প্রচুর ভোজনে ও আলস্যে অনুরক্ত থাকিয়া, হায়! শুভ মুক্তিমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বর্ত্তমান সমাজ-বক্ষে বিরাজ করিতেছেন। বিবেকানন্দ স্বীয় গুরু রামকৃষ্ণের উপদেশের বহির্ভূত ও বিপরীত অনেক কার্য্য (বিশেষতঃ কামিনীকাঞ্চন অবর্জ্জন) ত' করিয়াছিলেন, তাঁহার শিষ্যগণ আবার আপনাদের

---

* ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥ ১৭ গীঃ ১৮ অঃ।

করিতেছে, পক্ষান্তরে সেইরূপ সমাজের দারিদ্র্যবৃদ্ধিরও অন্যতম কারণ হইয়া আসিতেছে। বলিতে গেলে সমাজে এই অনিষ্টপাতের জন্য গৌরাঙ্গের অযথা সন্ন্যাস-অবলম্বনের আদর্শ যে অনেকটা দায়ী,তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

(২) সমাজ চরিত্রজ্ঞ প্রবীণ লোকেরা বলেন, গৌরাঙ্গের উপদেশ ও আদর্শে নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী স্থানের কতকগুলি লোক সময়ে সময়ে উদিত হইয়া শাস্ত্রোক্ত সন্ন্যাসগ্রহণের বিধান ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের শাসন (জাতি অন্নাদির বিচার) না মানিয়া গৃহপাঠ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রচার উপলক্ষে আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়ানেড়ী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক হইয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ পুরীধামে অবস্থানকালে আউল বাউল সম্প্রদায়ের উন্নতির কথা জানিয়াই গিয়াছিলেন। (যথাস্থানে তাহার আলোচনা হইবে)। প্রথমে ঐ ঐ

গুরু-বিবেকানন্দের ধারাও অনেক অতিক্রম করিয়া চলিতেছেন; ইঁহারা আত্মমর্য্যাদা হারাইয়া সতত ভিক্ষা ও ঐ ভিক্ষালব্ধ অর্থে প্রচুর ভোজন ও বিলাসিতা উপভোগে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করিতেছে না। ইহারা যদি আপন শরীর খাটাইয়া স্বয়ংতঃ অর্থোপার্জ্জন করতঃ অবশ্যপোষ্যদিগের ভরণ পোষণ এবং অবিবাহিতেরা বিবাহ করিয়া সদ্‌গৃহস্থ হইতেন তাহা হইলে নিজেদের ও বর্ত্তমান দুঃস্থ সমাজের কতই না হিতসাধিত হইতে পারিত! কথায় না বলে 'charity begins at home'। বস্তুতঃ ইঁহারা বেদান্তোক্ত মুক্তিপ্রদ প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া রামকৃষ্ণমিশনের সেবাদি কর্ম্মানুপালনকেই জীবনের সার অবলম্বন বুঝিয়াছেন। অথচ ইহাদিগের আদি গুরু পরমহংস দেব এই প্রসঙ্গে শম্ভু মল্লিককে এইরূপ বলিয়াছিলেন,—"এটা যেন মনে থাকে যে তোমার মানব জন্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ; হাসপাতাল ডিস্পেন্সারী করা নয়। * * * ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু তাঁহাকে লাভ হইলে, আবার বোধ হয় তিনিই কর্ত্তা আমরা অকর্ত্তা। তবে কেন তাঁকে ছেড়ে নানা কাজ বাড়িয়ে মরি? তাঁকে লাভ হ'লে তাঁর ইচ্ছায় অনেক হাসপাতাল ডিস্পেন্সারী হ'তে পারে।"—কথামৃত ১মভাগ ১২৭পৃঃ। আরও দেখা যায়,বিবেকানন্দ সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহাদিগের মঠ ও সমিতিতে পরম-গুরু রামকৃষ্ণ,তাঁহার পরিত্যক্তা পত্নী এবং বিবেকানন্দের প্রতিমূর্ত্তি (ফটো) রক্ষা করিয়া সোপচারে উহাদের নিত্য-সেবা, জন্মতিথি উপলক্ষে উৎসব এবং তাহাতে সমারোহের সহিত "দরিদ্রনারায়ণগণ" (বোধহয় ইহা একটা ফাঁকাল অর্থশূন্য গঠিত শব্দ (coined) কে প্রচুর ভোজন করান হয়। এই সকল কার্য্য (অবশ্য সেই পরের অর্থেই) নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, কথিত রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণ যে, ঐ মনুষ্যবিশেষের প্রতিমূর্ত্তির পূজার্চ্চনাদি কার্য্য সম্পাদন করেন তাহাতে কি তাঁহাদের মূল উদ্দিষ্ট বেদান্ত-ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যের সহায়তা হয়? না পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় প্রদান করা হয়? ইহা সমাজের সুধীগণ বিবেচনা করিবেন।

সম্প্রদায়ে প্রবর্ত্তকেরা ধর্ম্মসাধনের নিয়ম ও আচরণ প্রণালী গৌরাঙ্গ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মসাধন নিয়ম ও আচরণ পদ্ধতি অপেক্ষাও কোন কোন অংশে মার্জ্জিত বা উন্নত করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে তাঁহাদের শিষ্য, প্রশিষ্য ও তচ্ছিষ্য দ্বারা ঐ সকল সম্প্রদায়ের পুষ্টিসাধনে আরও নূতন সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহাতে ধর্ম্মের নামে স্ত্রীপুরুষের একত্র বসবাস ও একত্রে সাধন ভজনের রীতি প্রবর্ত্তিত হওয়ায় ঐ ঐ সম্প্রদায়ে বিবিধ ভ্রষ্টাচার সম্প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এই সকল দলের লোকেরা বৈরাগী ও বৈরাগিণী সাজিয়া ভিক্ষোপলক্ষে সামাজিকদিগের দ্বারে দ্বারে ও অন্তঃপুরে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তিত মত ও নাম গান করিয়া প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে। ইহারা ঐরূপে অনায়াসে আপনাদের উপজীবিকা অর্জ্জনে রত থাকিয়া সমাজের ভাবপ্রবণ দুর্ব্বলমনা কত লোককে (স্ত্রীপুরুষ) বিমোহিত করতঃ অবাধে আপনাদের দলপুষ্ট করিয়া চলিয়াছে। অথচ, পরিতাপের বিষয়, তাহাদিগের ঐ অপকর্ম্মের জন্য কোনরূপ বাধা দিবার বা শাসন করিবার জন্য সমাজের কেহ মস্তক উত্তোলন করিতেছেন না।

এই পরিচ্ছেদের মন্তব্য কথায় কথায় সুদীর্ঘ হইয়া পড়িল, কিন্তু গৌরাঙ্গের তথা কথিত সন্ন্যাস গ্রহণ সম্বন্ধীয় বিবক্ষা এখনও সম্যক্ তৃপ্তিলাভ করিল না। সেজন্য পাঠকদিগের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কা না করিয়াও আরও কিঞ্চিৎ বলিতে সাহসী হইতেছি। তদ্‌যথা—

এই পরিচ্ছেদের মনস্তত্ত্বানুসন্ধায়ী পাঠকগণ হয়ত এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন যে, গৌরাঙ্গের স্বীয় পূর্ব্বোক্ত নিগূঢ় কারণে যদি স্ত্রীর সহিত একত্রে বাস দুঃসহনীয়ই হইয়াছিল, তবে তৎপ্রতীকারার্থ ছলপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ দ্বারা জন্মের মত বিষম মনঃকষ্টের সহিত গৃহত্যাগী না হইয়া বরং আত্মহননরূপ উপায়ও অবলম্বন করা তাঁহার পক্ষে খুব সম্ভব ছিল। * কেন না তিনি ইতিপূর্ব্বে ও পরে স্বীয়রোগ-ধর্ম্মে কয়েকবার অল্প তুচ্ছ কারণে আত্মহননের ইচ্ছা প্রকাশ এবং সত্য সত্য চেষ্টাও করিয়াছিলেন। অতএব এস্থলে তিনি সে উপায় অবলম্বন

---

* গ্রন্থকার স্বীয় চিকিৎসাক্ষেত্রে এক ব্যবহারাজীব যুবককে তদীয় কোন গুহ্যপীড়া বশতঃ ধ্বজভঙ্গ অবস্থা ঘটিলে তাহার চিকিৎসা করিতেছিলেন, রোগী উহা হইতে আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা নাই বুঝিতে পারিয়া সহসা একদিন আফিং খাইয়া স্বীয় পত্নীর বৈধব্য আনয়ন করিয়াছিলেন।

করেন নাই কেন? এই সমস্যার উত্তরে গ্রন্থকার মনোবৃত্তি-বিশ্লেষণ উপায় সহায়ে যেরূপ বলা যাইতে পারে তাহা উপস্থিত করিতেছেন।—

আমাদের মানসিক ভাবসঙ্ঘের (group of emotions) মধ্যে কোন ভাবোত্তেজনার আবেগ বলপূর্ব্বক দমন করিয়া উহা মনের নিম্নস্তরে (subconscious mind) আবদ্ধ রাখিবার কালে আমরা অন্য এক বা ততোধিক ভাবকে উদ্দীপিত করিয়া বাহ্যে ক্রিয়াকর করিতে পারি। গৌরাঙ্গের এই সময়ে এইরূপ মনোভাব পরিবর্ত্তনের অবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকিবে। কেননা তিনি পূর্ব্ব হইতে স্বীয় কাম-বাসনার উত্তেজনাবেগ এবং সম্প্রতি স্ত্রীসঙ্গ-ভীতি অসম্বিন্ মানস গোপনে বহু কষ্টে দমন (repress) করিয়া রাখিতেছিলেন। এমতাবস্থায় গৌরাঙ্গের মনে সমাজের অজ্ঞ ও দীন লোকের পক্ষে উপযোগী ও হিতকর হইবে ভাবিয়া ভক্তি-সাধন এবং স্বকীয় অবতারত্ব প্রচারের ভাবোত্তেজনা উপস্থিত হওয়া সম্ভব হইয়াছিল।* ইহার ফলে তাঁহার পূর্ব্বের ভাবোত্তেজনা-দমন-জনিত কষ্টও উপশমিত হইয়াছিল। এবং সেই হেতু তাঁহার আত্মহননের উৎকট উপায়ের চিন্তার ভাব ও মনে উদিত হইবার অবসর পায় নাই। তবে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে গৃহাদি-সহ স্ত্রী ত্যাগ ঘটিবে এই সহজ উপায়টা তাঁহার মনে উদয় ও অবলম্বন শ্রেয়স্কর বিবেচিত হইয়া থাকিবে। পরন্তু তখন তাঁহার রোগ-ধর্ম্মের আবেশাবস্থা চলিতেছিল বলিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে তাঁহার পক্ষে বিহিত এবং লোক ব্যবহারের অনুমোদন-যোগ্য হইবে কিনা ইহা বিচারপূর্ব্বক নির্দ্ধারণ করার সামার্থ্য তাঁহাতে আদৌ বিদ্যমান ছিল না। কাজেই গৌরাঙ্গ পূর্ব্ব ভাবের আবেশাবস্থায় ও নূতন ভাবের উদ্দীপনায় চালিত হইয়া গৃহত্যাগ পূর্ব্বক কথিতরূপে সন্ন্যাসের বেশ মাত্র অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহাই গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসের মনোবিজ্ঞান-সঙ্গত সমাধান। ক্ষোভের বিষয়, ইদানীং এই তথা-কথিত 'নিমাই সন্ন্যাস' আদর্শ-

* "Here we must deal with the processes termed repression and sublimation—both of which play a prominent part in our daily existence. By repression we are able to subjugate those apparently, incompatible and useless forces whose expression has been suppressed, and these in the deeper layers of mind constitute "unconscious mental life." On the other hand, by the procees of sublimation we are able to transfer the activities of repressed energies to new and more suitable fields of interest.—See Article—"The Etiological aspect of nervous and mental disorder." by J. G. Porter phillips M. D., F. R. C. P. in "The Pracfitioner,". October, 1925.

সন্ন্যাসরূপে গৃহীত এবং নাট্যশালায় অভিনীত হইয়া সমাজের অজ্ঞ লোকদিগকে বিমোহিত করিতেছে!

পরিশেষে বক্তব্য—এই পরিচ্ছেদীয় বিবরণে প্রগাঢ় গৌরাঙ্গচরিতের যতটুকু আলোচিত হইল তাহাতে তাঁহার গৃহ ত্যাগের কারণ (যথা—পড়ুয়াভীতি, স্ত্রীভীতি, স্বীয় কাল্পনিক অবতারত্ব এবং কৃষ্ণদাস্য-ভক্তিভাব লোক মধ্যে বিশিষ্টরূপে প্রচার দ্বারা যশোলাভের স্পৃহা, তথা—সম্প্রতি স্বীয় দাস্যভাবের পরিবর্ত্তে মধুর বা গোপীভাবের সাধনা মনোরাজ্য যে অধিকার করিয়াছিল, তাহার বর্দ্ধন এবং সকল ভাবের একত্র স্ফুরণ-লিপ্সা ইত্যাদি) সমূহ মধ্যে পাঠকগণ যাঁহার যেটী বা ততোধিক বলিয়া লইতে ইচ্ছা হইবে তিনি তাহাই লইবেন। পরন্তু এই সর্ব্বশাস্ত্রীয় বিধি-বিরুদ্ধ ও তাৎকালিক দেশাচার বহির্ভূত নামমাত্র সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন যে, তাঁহার বায়ু রোগের আবেশের অবস্থায় ভাবসজ্বের তীব্র প্রেরণার ফলে ঘটিয়াছিল, তাহা সিদ্ধান্ত না করিয়া থাকা যায় না। গৌরাঙ্গের পরবর্ত্তী চরিত্র আলোচনায়ও আমাদের এই সিদ্ধান্ত আরও সমর্থিত ও স্পষ্টীকৃত হইতে পারিবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[অতঃপর বিশ্বম্ভর নিরবধি প্রেমের আবেশে গঙ্গামুখ হইয়া চলিলেন। ৩।৪ দিন কোন স্থানে কীর্ত্তন বা কৃষ্ণ নাম না শুনিতে পাইয়া অনুতাপ করতঃ জীবন ত্যাগের সংকল্প করিলেন। এই সময়ে সহসা এক রাখাল শিশুর মুখে হরিধ্বনি শুনিয়া আনন্দিত হইয়া বিচার করিয়া বুঝিলেন নিকটে গঙ্গা থাকায় তাঁহার বাতাসে এইরূপ ঘটিয়াছে। তখন গঙ্গার মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া দ্রুতবেগে এক প্রহরের পথ আসিয়া সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরে উপনীত হন, তদনন্তর গঙ্গাস্নান করিয়া 'গঙ্গা গঙ্গা' বলিয়া বহু ক্রন্দন ও উদর পূর্ণ করিয়া গঙ্গাজল পান করেন এবং পুনঃ পুনঃ প্রণাম ও স্তুতি দ্বারা অপার গঙ্গা-মহিমা কীর্ত্তন করেন।

নিত্যানন্দ ভিন্ন আর কেহই তাঁহার সঙ্গে আসিতে পারে নাই। তৎপরে উভয়ে নিকটস্থ এক পুণ্যবন্তের বাটীতে রাত্রি যাপন করেন। পর দিন কতকক্ষণে অপর সঙ্গিগণ আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিল। তখন তিনি পুনরায় 'রঙ্গে' চলিলেন; এই সময়ে নিত্যানন্দকে বলিলেন—শুন, তুমি নদীয়ায় গিয়া শ্রীবাসাদি বৈষ্ণবগণকে আমার বন গমন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক নীলাচল যাত্রার কথা বলিয়া তাহাদিগের দুঃখ মোচন কর গে। ফুলিয়া হইয়া অদ্বৈতাচার্য্যের বাটীতে গিয়া অপেক্ষা করিতেছি, তুমি উহাদিগকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইবে। নিত্যানন্দ ইহাতে আনন্দিত হইয়া সত্বরে নদীয়ায় গিয়া বৈষ্ণব সকলকে এবং শচীমাতাকে এই সংবাদ জানাইলেন। শচী মাতা তখন গৌরাঙ্গ বিরহে শোক-বিহ্বলা হইয়া দ্বাদশ দিন উপবাস করতঃ উন্মাদিনীর ন্যায় কাল-যাপন করিতে ছিলেন। নিত্যানন্দের মুখে গৌরাঙ্গের আচার্য্য-গৃহে আগমন সংবাদ পাইয়া প্রথমে যশোদার ন্যায় কৃষ্ণ বিরহোচ্ছ্বাসে প্রলাপ বকিলেন, পরে নিত্যানন্দের প্রবোধ ও আশ্বাস বাক্যে কতকটা প্রবোধিত ও উৎসাহিত হইয়া স্বীয় উপবাস ভঙ্গ করেন। তৎপরে নিত্যানন্দ তাঁহাকে ও বৈষ্ণব মণ্ডলীকে লইয়া আচার্য্য-গৃহে উপস্থিত হন। গৌরাঙ্গ তৎপূর্ব্বেই তথায় পৌঁছিয়া সমাদৃত ও অভিনন্দিত হইয়া আনন্দে সংকীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে ছিলেন, এই সময়ে নদীয়াবাসী বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব বহুলোক অদ্বৈতগৃহে উপস্থিত হন। তৎপরে গৌরাঙ্গ নৃত্যাবেশে সহসা বিষ্ণুখট্টার উপরে বসিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের বিভিন্ন অবতার কাহিনী স্বকীয় বোধে সমাগত সকলের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ইহার পরে তিনি হাসিয়া ভোজন করিয়া তথায় রাত্রে ভক্তগণের সহিত আলাপ করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে ভক্ত ও সমাগত দর্শকগণকে সম্প্রতি পুরী যাত্রা করিতেছেন, পরে পুনরায় আসিয়া সকলের সঙ্গে মিলিবেন বলিয়া আশ্বাস ও উপদেশ দিয়া নীলাচল অভিমুখে দ্রুত গমনে প্রস্থান করিলেন।]

তাহার পর, গৌরাঙ্গ গঙ্গামুখ হইয়া ক্রমাগত নিজ প্রেমাবেশে চলিলেন। কতক দূর গিয়া তাঁহার বোধ হইল,—'সর্ব্বদেশ ভক্তিশূন্য, কেহ কীর্ত্তন করে না, কাহার মুখে কৃষ্ণ নামের উচ্চারণ নাই।' তখন ক্ষোভ করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন,—'এই দেশে কেন আইলাম, আমি আর এ দেহ রাখিব না, প্রাণত্যাগ করিব।—

"কেনে হেন দেশে মুঞি করিলুঁ প্রয়াণ।
না রাখিমু দেহ মুঞি ছাড়োঁ এই প্রাণ॥"

এমন সময়ে গৌরাঙ্গ দেখিলেন তথায় কতকগুলি শিশু গরু চরাইতেছে। তন্মধ্যে একজন সহসা হরিধ্বনি করিতে লাগিল। শিশুমুখে হরিধ্বনি শুনিয়া গৌরাঙ্গ বড়ই আনন্দিত হইলেন, এবং এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন,—তিন চারি দিন ধরিয়া কত গ্রাম দেখিলাম, কাহারও মুখে হরিধ্বনি শুনিলাম না, কি হেতু আচম্বিতে শিশুমুখে হেথায় হরিধ্বনি শুনিলাম? ভক্তগণকে ইহার কারণ বলিতে বলিয়া পরে নিজেই জিজ্ঞাসা করিলেন,—এখান হইতে গঙ্গা কত দূর? সকলে বলিল, এক প্রহরের পথ। তখন গৌরাঙ্গ বলিলেন 'এ কেবল গঙ্গার মহিমায় এখানে হরিনামের সঞ্চার, গঙ্গার বাতাস এখানে লাগিয়াছে বলিয়া হরিগুণ-গাথা শুনিলাম।' এইরূপ গঙ্গার মহিমা ব্যাখ্যা করিতে করিতে গৌরাঙ্গের গঙ্গার প্রতি প্রচুর অনুরাগ বাড়িল, তখন তিনি বলিলেন 'আজ আমি গঙ্গায় মজ্জন করিব।' ইহা বলিয়া মত্ত সিংহের ন্যায় চলিতে লাগিলেন। যত ভক্তগণ সঙ্গে চলিল বটে, কিন্তু একা নিত্যানন্দই গৌরাঙ্গের সহিত সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া গঙ্গায় মজ্জন করিলেন। গৌরাঙ্গ তখন 'গঙ্গা গঙ্গা' বলিয়া ক্রন্দন করিলেন এবং এক পেট গঙ্গাজল পান ও পুনঃ পুনঃ গঙ্গার স্তুতি করিয়া গঙ্গাকে প্রণাম করিলেন। তদনন্তর তথায় এক 'পুণ্যবন্তের' বাটীতে নিত্যানন্দের সহিত অবস্থান করিয়া রাত্রি যাপন করেন। ভক্তগণ তৎপর দিন কতক্ষণে গৌরাঙ্গের সহিত মিলিত হইলেন। ইহার পরে সকলে মিলিয়া নীলাচলের প্রতি সানন্দ-গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার মধ্যে নিত্যানন্দকে গৌরাঙ্গ বলিলেন, 'শুন তুমি সত্বরে নবদ্বীপে গমন কর, তথায় গিয়া শ্রীবাসাদি যত ভক্ত আছে সকলের দুঃখ মোচন কর, আমি নীলাচল চন্দ্রকে দেখিতে যাইব।

শান্তিপুরে গিয়া অদ্বৈতের ঘরে অপেক্ষা করিয়া থাকিব, তুমি সকলকে সঙ্গে লইয়া তথায় আসিবে। আমি সম্প্রতি ফুলিয়া নগরে হরিদাসের নিকট চলিলাম।

এদিকে নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গের আদেশে 'মহামত্ত' হইয়া নবদ্বীপে চলিলেন। 'প্রেমরসে মহামত্ত নিত্যানন্দ' সর্ব্বদা হুঙ্কার গর্জ্জন করতঃ বিধিনিষেধের পার হইয়া আনন্দে বিহার করেন। কখন কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়া মোহন বাঁশী বাজান, কখন গোষ্ঠ দেখিয়া গড়াগড়ি যান, আবার বৎসপ্রায় হইয়া গাভীর দুগ্ধ খান, আপনা আপনি সর্ব্ব পথে নৃত্য করেন, বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া আনন্দসাগরে ডুবিয়া থাকেন, কখন পথে বসিয়া রোদন করেন, তাহা শুনিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। কখন বা 'মহা অট্ট হাস' হাসেন, আবার কখন উলঙ্গ হইয়া মাথায় কাপড় বান্ধেন। কখন বা আবার 'স্বানুভাবে অনন্ত-আবেগে' সাপের ন্যায় গঙ্গার স্রোতে ভাসেন। এইরূপে ভাসিতে ভাসিতে নিত্যানন্দ নবদ্বীপের 'প্রভু ঘাটে' আসিয়া উঠিলেন। তদনন্তর প্রথমে গৌরাঙ্গের বাটীতে গেলেন, তথায় দেখিলেন শচীদেবী দ্বাদশ দিন উপবাস করিয়া আছেন—যশোদাভাবে ভাবিত হইয়া নিরবধি প্রেমবারি বিসর্জ্জন করিতেছেন, যারে দেখেন তারে জিজ্ঞাসা করেন—'তোমরা কি মথুরার লোক? রামকৃষ্ণ কেমন আছেন? ইহা বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। কখন আই বলেন—'ওই শুনি শিঙ্গা বাজে। অক্রূর আইল কিবা পুন গোষ্ঠ মাঝে।' আই এইরূপ কৃষ্ণ বিরহ সাগরে ডুবিয়া বাহ্য জ্ঞান হারাইয়াছিলেন। এই সময়ে নিত্যানন্দ আসিয়া শচীর চরণে দণ্ডবৎ করিলেন। নিত্যানন্দকে দেখিয়া সকল ভক্ত উচ্চস্বরে কান্দিতে লাগিল। আই 'বাপ বাপ' বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, অন্যান্য ঐরূপ কে কোথায় পড়িল। নিত্যানন্দ উঁহাদিগকে কোলে লইয়া উঁহাদের দেহে প্রেমজল সেচন করিলেন এবং বলিলেন—'শান্তিপুরে প্রভু আচার্য্যের ঘরে গিয়াছেন, চল তোমরা সকলে সত্বরে গিয়া তাঁহাকে দেখিবে, আমি তোমাদিগকে তথায় লইয়া যাইতে আসিয়াছি। ইহা শুনিয়া ভক্তগণ আনন্দে বিহ্বল হইল। শচী দেবী বিশ্বম্ভরের সন্ন্যাসার্থ গৃহত্যাগের দিন হইতে দশদিন উপবাস করিয়া অতি দুঃখিত অন্তরে কালযাপন করিতেছিলেন, ইহা দেখিয়া নিত্যানন্দ তাঁহাকে মধুরবাক্যে প্রবোধ দিলেন। তিলার্দ্ধেকের জন্য বিষণ্ণ হইতে নিবারণ করিলেন ও বলিলেন—

—'বেদে যারে অনুসন্ধান করে, সেই সর্ব্বজীবন তোমার পুত্র, তিনি ত নিজে বক্ষে হাত দিয়া তোমার সকল ভার লইয়াছেন,—

"ব্যবহার পরমার্থ যতেক তোমার।
মোর 'দায়' প্রভু বলিয়াছে বার বার॥"

অতএব তাঁহাতে দেহ সমর্পণ করিয়া সুখে শীঘ্র গিয়া কৃষ্ণের রন্ধন কর, ভক্তগণ আনন্দিত হউক তোমার হস্তের অন্ন সকলে আশা করে, তোমার উপবাস কৃষ্ণের উপবাস, আর তুমি যে অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন কর তাহা খাইতে আমার একান্ত অভিলাষ হয়। ইহা শুনিয়া শচী চৈতন্যবিরহ ভুলিয়া রান্ধিতে গেলেন। রন্ধিত অন্ন কৃষ্ণে নিবেদনানন্তর অগ্রে নিত্যানন্দকে, তৎপরে বৈষ্ণব-দিগকে সন্তোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া সর্ব্বশেষে বারদিন উপবাসের পরে শচীদেবী ভোজন করিলেন। ভক্তগণ গৌরাঙ্গের অপূর্ব্ব কৃষ্ণ-চৈতন্য নাম হইয়াছে শুনিয়া ধন্য ধন্য বলিল। তিনি সম্প্রতি ফুলিয়া নগরে আছেন শুনিয়া সকলে তাঁহাকে দেখিতে সজ্জিত হইল এবং আবালবৃদ্ধবনিতা বহু লোক আনন্দে দেখিতে চলিল; এমন কি, গৌরাঙ্গের পূর্ব্বনিন্দুকেরাও ঐ সঙ্গে চলিল। সকলে মিলিয়া উচ্চস্বরে হরি হরি বলিয়া ফুলিয়া নগরে আসিয়া পৌঁছিল। গৌরাঙ্গ উচ্চ হরিধ্বনি শুনিয়া বাহির হইলেন, মুখে সর্ব্বদা 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ', চক্ষে আনন্দধারা ঝরিতেছে, চতুর্দ্দিকে লোক দণ্ডবৎ করিতেছে, নানা স্থানের অসংখ্য গ্রাম ও প্রান্তর পরিপূর্ণ লোক গৌরাঙ্গকে দেখিয়া সকলে সন্তুষ্ট হইল, গৌরাঙ্গ তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের ঘরে চলিলেন। তথায় উপস্থিত হইলে আচার্য্য গৌরাঙ্গের পাদপদ্মে পড়িলেন, অপিচ আর্ত্তনাদ করতঃ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; দুই হস্তে তাঁহার পাদপদ্ম ধরিয়া রহিলেন এবং প্রেমাশ্রু দ্বারা উহা অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর তিনি তাঁহার পদতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। গৌরাঙ্গ তখন হস্ত দিয়া তাঁহাকে কোলে তুলিয়া প্রেমজলে সিক্ত করিলেন। ইহার পরে চৈতন্য স্থির হইয়া বসিলে অদ্বৈতের বাটীতে পরম আনন্দের উদয় হইল। এই সময়ে অদ্বৈতের বালক পুত্র অচ্যুতানন্দ ধূলায় ধূসরিতাবস্থায় গৌরাঙ্গর চরণে আসিয়া প্রণাম করিল। গৌরাঙ্গ তাহাকে কোলে তুলিয়া বলিলেন, 'অদ্বৈত আমার পিতা, সে সম্বন্ধে তুমি আমার ভ্রাতা হও।' এই সময়ে নদীয়া হইতে নিত্যানন্দ গ্রামবাসী ভক্তগণ

সঙ্গে লইয়া তথায় উপনীত হইলেন। তাহাদের দেখিয়া গৌরাঙ্গ প্রচুর হরিনাম করিলেন। ভক্তগণ তাঁহার চরণ ধরিয়া ক্রন্দন করিলেন, তিনি সকলকে আলিঙ্গন দিলেন। পরে গৌরাঙ্গ নিজ প্রেমরসে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। ভক্তগণ গাইতে লাগিল, গৌরাঙ্গ ঘনে ঘনে বোল বোল করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ তাঁহাকে ধরিয়া বুলিতে লাগিলেন, অদ্বৈত 'অলক্ষিতে' তাঁহার পদ ধূলি লইলেন, তখন গৌরচন্দ্রের—

"অশ্রু, কম্প, পুলক হুঙ্কার অট্টহাস।
কিবা সে অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গীর প্রকাশ॥
কিবা সে মধুর পদ-চালন ভঙ্গিমা।
কিবা সে শ্রীহস্ত চালনাদির মহিমা॥
কি কহিব সে বা প্রেম রসের মাধুরী।
আনন্দ তুলিয়া বাহু বোলে হরি হরি॥"

ইত্যাদি ভাব-লক্ষণ উপস্থিত হইলে, ভক্তগণ পরমানন্দে তাঁহাকে বেড়িয়া তাঁহার সহিত নৃত্য করিতে লাগিল। কে কাহার গায় পড়ে, কেহ কাহাকে ধরিয়া কান্দে, কে কাহার চরণ ধরিয়া বক্ষে দেয়, আর 'হরিবোল হরিবোল হরি বোল ভাই' ইহা ভিন্ন আর কিছু শুনা যায় নাই। গৌরাঙ্গ সকল বৈষ্ণবকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন, ইহাতে সকলে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত হুঙ্কার সহকারে নৃত্য করিতে লাগিলেন, যে যাহাকে পায় সে তাহার চরণ ধরিতে লাগিল, এইরূপ কতক্ষণের পরে গৌরাঙ্গ বিষ্ণু খট্টার উপরে স্বাসুভাবে স্থির হইয়া বসিয়া 'নিজতত্ত্ব' প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভক্তবৃন্দ চারি ভিতে জোড়করে দাঁড়াইলেন। সে নিজতত্ত্ব কথা এইরূপ,—

"মুঞি কৃষ্ণ মুঞি রাম, মুঞি নারায়ণ।
মুঞি মৎস্য মুঞি কূর্ম্ম বরাহ বামন॥
মুঞি পৃশ্নিগর্ভ হয়গ্রীব মহেশ্বর।
মুঞি বৌদ্ধ, কল্কি, হংস মুঞি হলধর॥
মুঞি নীলাচলচন্দ্র কপিল নৃসিংহ।
দৃশ্যাদৃশ্য সভ মোর চরণের ভৃঙ্গ॥

মোর যশ গুণগ্রাম বোলে সর্ব্ব বেদে।
মোহেরে সে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটি সেবে ॥"

* * * *

"কত মোর অবতার বেদে ও না জানে।
সম্প্রতি আইলুঁ মুঞি কীর্ত্তন কারণে ॥
কীর্ত্তন আরম্ভে প্রেম ভক্তির বিলাস।
অতএব কলিযুগে আমার প্রকাশ ॥"

ইহার পরে নিজের জন্ম জন্ম ভক্তবৎসলতা নানা রূপে ভক্তগণের সমক্ষে ব্যক্ত করিলে তাঁহারা উহা শুনিয়া 'উর্দ্ধরায়ে' কান্দিয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ দণ্ড-প্রণাম এবং নানা ভাবে কাকু ও ক্রন্দন করিয়াছিলেন। ইহার পরে 'মহামত্ত' গৌরাঙ্গ স্বীয় ঐশ্বর্য্য সংবরণ করিয়া স্থির হইলেন। তৎপরে তিনি সর্ব্বগণের সহিত গঙ্গাস্নানে গমন ও তথায় জলক্রীড়া করিয়া সকলকে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তদনন্তর তুলসীকে প্রদক্ষিণ ও জল দান করিয়া বিষ্ণু-গৃহ প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করতঃ সকলের সহিত ভোজনে বসিলেন। নিত্যানন্দ সহ নিজে মধ্যস্থলে বসিয়া চতুর্দ্দিকে ভক্তগণকে লইয়া একত্রে আনন্দে হাসিতে হাসিতে ভোজন করিলেন। তাঁহার ভোজনান্তে ভব্যভব্য বৃদ্ধ-ভক্তগণ শেষ পাত্র লুটিয়া খাইলেন। ইহার পরেও তিনি আবেশে পুনরায় স্বীয় অবতারৈশ্বর্য্য নির্দ্দেশও ভক্ত বৈষ্ণবগণের সহিত সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। চৈ, ভা, অন্ত্য খণ্ড, ১ অ, শেষাংশ।

মন্তব্য।

পাঠক! পূর্ব্ব পরিচ্ছেদীয় মন্তব্যে গৌরাঙ্গের বিকৃত মনের বিবিধ ভাব-পরিবর্ত্তনশীলতার বহু পরিচয় পাইয়াছেন—(অর্থাৎ গোপী ভাব হইতে সহাধ্যায়ী ও তৎসঙ্গী পাষণ্ডীদিগকে সহজে বশীভূত করতঃ আত্মরক্ষার অভিপ্রায়ে শিখা ও সূত্র ত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প, তদনন্তর সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন ভুলিয়া গিয়া সন্ন্যাসীর বেশ মাত্র ধারণ করিয়া কৃষ্ণের দাস্য ভক্তি ভাবে ভাবিত হওয়া, ইহার পরে বন গমনে প্রবৃত্ত হইয়া বক্রেশ্বর দর্শন ও তথায় নির্জ্জন বাসের সঙ্কল্প, সহসা আবার সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া নীলাচল গমনের সঙ্কল্প করা)। এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত চরিত্রে তাঁহার ঐ মনোভাব পরিবর্ত্তনের অনুবৃত্তি আরও ক্রমান্বয়ে চলিয়াছিল, তাহা জানা যাইবে। তবে নীলাচলে যাইবার সে সংকল্প, তাহা অক্ষুণ্ণভাবেই কার্য্য করিয়াছিল, জানা যায়। মধ্যে মধ্যে তাঁহাব যখন যে ভাব মনে স্থান লাভ করিয়াছিল তখন সেই ভাবের অনুরূপ মানসিক ও শারীরিক কার্য্য হিষ্টিরিয়ার অন্যান্য লক্ষণের সহিত সম্মিলিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। বর্ত্তমান মন্তব্যে তাহার ২।৪টী স্থল মাত্র উল্লিখিত হইতেছে। অপিচ, গৌরাঙ্গ জীবনী লেখক বৃন্দাবন দাস প্রাসঙ্গিক বিধায় শচী দেবী, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের চরিতাংশও কবিত্ব সহকারে অতি বিশদ ভাবে এই পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছেন। লেখক কর্ত্তৃক ঐ স্থলে তাঁহাদের চরিত্র কাহিনীর সহিত গৌরাঙ্গের চরিত্র যেখানে যেখানে বিশেষ ভাবে সংসৃষ্ট ও স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই পাঠকদিগের চিত্ত বিনোদনের জন্য এ স্থলে প্রদর্শিত হইল।

পাঠক! যে গৌরাঙ্গ ইতিপূর্ব্বে সঙ্গিগণের অলক্ষিতে একাকী প্রান্তরে গিয়া 'কৃষ্ণ রে বাপরে' বলিয়া মহা চীৎকার করতঃ কৃষ্ণদাস্য ভাবের প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন, তিনিই এক্ষণে 'প্রেমের আবেগে' গঙ্গার অভিমুখে গমন করিতেছেন। বোধ হয় তিনি অধুনা গোপীভাবে ভাবিত। সম্ভবতঃ নীলাচল-চন্দ্র, অন্য কথায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, তাঁহার মনে স্বকীয় ভাবপ্রেরণার প্রভাবে অধিষ্ঠিত

হইয়াছিলেন। তাহা না হইলে তিনি 'প্রেমের আবেশে' কেন চলিবেন? বস্তুতঃ তাঁহার এই গমন ব্যাপারের যে বিশেষত্ব ছিল তাহা তাঁহার হিষ্টিরিয়া রোগপ্রভাবেই ঘটিয়াছিল। পরন্তু বৃন্দাবন দাস উহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া গৌরাঙ্গের ঐ বিচিত্র গমনকে মত্তসিংহের গতির সহিত তুলনা করিয়াছেন। ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে,বৃন্দাবন দাস স্বয়ং ও তাঁহার তদানীন্তন পাঠক-দিগের মধ্যে কেহই মত্ত সিংহ বা তাহার গতি দেখা দূরে থাকুক সিংহই হয় ত দেখেন নাই। অথচ তাঁহার ঐ অদ্ভুত দৃষ্টান্ত অবতারণার যে একটা অবশ্য অর্থ আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এদিকে কবি এস্থলে গৌরাঙ্গের কীদৃশ গমনকে মত্তসিংহের গতির মত বুঝাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন তাহা সহজবোধ্য নহে। দেখা যায়, গৌরাঙ্গ সঙ্গিগণকে ছাড়িয়া দ্রুত ও দম্ভভরে গমন করিয়াছিলেন, একা নিত্যানন্দ ছাড়া আর কেহই তাঁহার সঙ্গে যাইতে সমর্থ হয় নাই। তাৎপর্য্য এই উভয়েই বীরপুরুষ বিধায় এবং সদৃশ রোগের বিষয়ীভূত থাকায় উভয়েরই গমন ক্রিয়া একরূপই ছিল। এদিকে বৃন্দাবনদাসের যদি কেবল দ্রুতগমন প্রকাশ করা অভিপ্রেত হইত তাহা হইলে তিনি দ্রুত গমনশীল অন্য কোন জন্তুর (যেমন মৃগের)গতির উপমা অনায়াসে আহরণ করিতেন,পরন্তু ঐ দ্রুততার সহিত সম্ভবতঃ বামে দক্ষিণে হেলা দুলা (হস্তপদাদির সঞ্চালন) ও লম্ফ ঝম্প ইত্যাদি মত্ততাব্যঞ্জক লক্ষণ বুঝানও প্রয়োজন ছিল। তাই তিনি কল্পনা বলে মত্তসিংহের গতির সহিত গৌরাঙ্গের এবং নিত্যানন্দের গতির তুলনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ ঐরূপ মত্ততা-ব্যঞ্জক গতির প্রকৃত কারণ কি তিনি নিজেই বুঝিতে পারেন নাই, অন্যকে তাহা কিরূপে বুঝাইবেন? পাঠক জানেন,এই ক্ষেত্রে গৌরাঙ্গ যখন অদ্যই গঙ্গায় 'মজ্জন' করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া চলিয়াছিলেন তখনই তিনি মত্তসিংহের গতি অবলম্বন করিয়াছিলেন ('মত্তসিংহ প্রায় চলিলেন গৌরসিংহ'). ইতিপূর্ব্বে যখন তিনি কেশব ভারতীয় বাটীতে গমন করেন তখনও (পূর্ব্বে ও পরে আরও অনেক বার) তিনি তথাকথিত মত্ত সিংহের ন্যায় গমন করিয়াছিলেন। অতএব বুঝিতে হইবে গৌরাঙ্গ চরিতের এই যে অস্বাভাবিক গমন ব্যাপার, তাহা তাঁহার রোগ ধর্ম্মেই ঘটিয়াছিল। তিনি সময়ে সময়ে সঙ্গিগণকে পশ্চাতে ফেলিয়া গম্যস্থানে একাকী ঐরূপ বিকৃতভাবে ধাবিত হইতেন, তিনি ইচ্ছা করিলেও স্বীয় মনের আবেগ জনিত ঐ বিচিত্রগতি সংবরণ করিতে পারিতেন না। দেখা যায়,

নিত্যানন্দেরও রোগধর্ম্মে ঐরূপ বিকৃত দ্রুতগমন-স্বভাব ছিল। এই পরিচ্ছেদেই বৃন্দাবনদাস তাহার উল্লেখ করিয়াছেন,—

"গঙ্গা দরশনাবেশে প্রভুর গমন।
নাগালি না পায় কেহ কত ভক্তগণ॥
সবে এক নিত্যানন্দ-সিংহ করি সঙ্গে।
সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরে আইলেন রঙ্গে॥"

আবার যখন গৌরাঙ্গের আদেশে নীলাচলের পথ হইতে নিত্যানন্দ নবদ্বীপে ফিরিয়া যান তখনও 'মহামত্তের ন্যায়' চলিয়াছিলেন। পাঠক যদি আশঙ্কা করেন নিত্যানন্দের গমন কার্য্যটা ইহাতে ঠিক কিরূপ ঘটিয়াছিল তাহা জানা যাইতেছে না, তবে আসুন তাঁহার বিকৃত গমনব্যাপার ও তৎকারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করা যাউক। দেখা যায়, আমাদের আধুনিক বৈষ্ণবাচার্য্য খ্যাতনামা শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয় নিত্যানন্দের গমন ব্যাপার এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন 'তিনি (নিত্যানন্দ) চৈতন্যকে দেখিবার জন্য পদব্রজে বৃন্দাবন হইতে নদীয়ায় আগমন করিয়াছিলেন। পথে তিনি কখন বা নাচিতে নাচিতে, কখন বা লাফাইতে লাফাইতে, আবার কখন বা দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়াছিলেন। *

গোস্বামী মহাশয় নিত্যানন্দের গমন-কার্য্য অতি সরল ভাবেই বর্ণন করিয়াছেন। গৌরাঙ্গের গমন সর্ব্বাংশে নিত্যানন্দের তুল্য না হইলেও সদৃশ বটে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। ঈদৃশ অস্বাভাবিক গমনের বিষয় আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র বায়ুরোগ-বিশেষ বর্ণনায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, জানা যাইতেছে। আমরা এস্থলে প্রথমে ভারতীয় প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদের প্রমাণ প্রদর্শন করিব।

১। আমাদের প্রাচীন সুশ্রুতাচার্য্য স্বীয় সংহিতায় অমানুষিক (যাহা মাধবকর কর্ত্তৃক ভূতোন্মাদ নামে আখ্যাত) রোগের প্রকারভেদ—যক্ষগ্রহজুষ্ট রোগের লক্ষণে দ্রুত গমনের উল্লেখ করিয়াছেন, অপিচ পিশাচজুষ্ট (যাহা উদ্বোধনে উদ্ধৃত হয় নাই) ঐ ভূতোন্মাদ রোগের লক্ষণে বিষম-ভাবে ভ্রমণ † নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই উভয়বিধ লক্ষণ গৌরাঙ্গের (তথা নিত্যানন্দের) রোগধর্ম্মেই একাধারে বিদ্যমান ছিল ইহাই উপপন্ন হয়।

* হিন্দু পত্রিকা, চৈত্র সংখ্যা ১৩২৬।

† 'ব্যাচেষ্টন্ ভ্রমতি রুদন্ পিশাচজুষ্টঃ'।

আধুনিক পাশ্চাত্য সমুন্নত আয়ুর্ব্বেদে ঐ রোগের লক্ষণে গমন ব্যাপারে যেরূপ অঙ্গচালন উক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় প্রমাণের স্বত্রার্থ স্পষ্টীকৃত হইবে।

আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ফ্লিণ্ট স্বীয় পুস্তকে কোরিয়া (কম্পরোগ) প্রভৃতি স্নায়ব রোগের লক্ষণ বর্ণনা ব্যপদেশে রোগীর অস্বাভাবিক পেশী-কার্য্য সম্বন্ধে যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,তাহার সমূলানুবাদ এস্থলে প্রদত্ত হইল।† যথা— কোন কোন স্নায়ব (বায়ু-রোগগ্রস্ত ব্যক্তি তাহাদের দৈহিক পেশী-কার্য্য (যাহাকে লোকে ভ্রম বশতঃ কোরিয়া রোগ হইতে উৎপন্ন মনে করে) অস্বাভাবিক ও অসাধারণ রূপে এবং স্বেচ্ছাবিরুদ্ধে সম্পাদন করে। যেমন কেহ সহসা উৎকট লম্ফ প্রদান করে, কেহ বা চেয়ার টেবেলের উপরে সহসা

---

† মূল—Anomalous muscular movements,—

Certain abnormal movements are considered, incorrectly, as denoting varieties of chorea. Persons, sometimes, without motive or purpose, impelled apparently by an irrissistible impulse perform extraordinary acts, one of these leaping suddenly and violently, and sometimes jumping upon chairs or tables. Such movements have been considered as denoting a variety called chorea saltaloria. A patient subject to epilepsy was brought to me for examination, a young man aged 20,who at variable intervals,had paroxysms of jumping vigorously for a few seconds. He declared he was unable to avoid these movements. In other cases, there is a propensity to run, and the patient, unexpectedly, when walking rushes forward with a rapid pass for several minutes. These movements have been considered as denoting another variety, called *chorea Festenaus vel procutsiva.* Rotating and vibrating movements are performed in other cases. Moving the head and body alternately backward and forward constituting what has been called *Salaam-convulsions* belongs in the same category.

These movements, although abnormal, are systematic and regular, and proceed altogether from the action of the will. They denote a species of

লাফাইয়া উঠে। কোন এক মৃগী (epilepsy) রোগগ্রস্ত যুবা (২০ বৎসর বয়স্ক) ডাক্তারের নিকট রোগ দেখাইতে আসিয়া সহসা অল্পক্ষণের জন্য বারংবার উৎকট লম্ফ প্রদান করিয়াছিল। সে সুস্থ অবস্থায় বলিয়াছিল যে, তাহার ঐরূপ আচরণ তাহার পক্ষে অনিবার্য্য হয়। কোন কোন রোগীর দৌড়িবার প্রবৃত্তি এরূপ প্রবল হয় যে, সে চলিতে চলিতে সহসা দুর্দ্দমনীয় বেগের সহিত কতকক্ষণ অগ্রে ছুটিয়া চলিয়া যায়। আবার পাকদিয়া ঘুরা, হেলে দুলে চলা এবং মস্তক বক্ষঃস্থল অগ্র ও পশ্চাদ্‌ভাগে পর্য্যায়ক্রমে সঞ্চালন (যেমন সেলাম করার মত) করাও উক্ত অস্বাভাবিক গতিক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। এই বিবিধ পৈশিক সঞ্চালন কার্য্য অস্বাভাবিক ও প্রায়শঃ স্বেচ্ছাবহির্ভূত হইলেও স্থল-বিশেষে কখন কখন তৎসমস্ত স্বেচ্ছাপরতন্ত্র ও সুব্যবস্থিত দেখা যায়। গ্রন্থকার ডাক্তারের অভিমত এই, উল্লিখিত বিচিত্র পেশীকার্য্য বিকৃত মনের উচ্ছৃঙ্খল-ভাব হইতে সমুৎপন্ন, উহারা হিষ্টিরিয়া রোগের নানাবিধ বিকৃত পেশী কার্য্যের অনুরূপ। যদিও অনেক স্থলে ঐ সকল কার্য্য রোগীর পক্ষে অনিবার্য্য হয়, পরন্তু কোন কোন স্থলে রোগী অন্য লোকের বিস্ময়োৎপাদন এবং আপনার প্রতি তাহাদের চিত্তাকর্ষণ অভিপ্রায়ে এই সমস্ত আচরণে প্রবৃত্ত হয়।

ইহা ত গেল হিষ্টিরিয়া ও তৎসদৃশ বায়ু রোগে পেশী কার্য্যের নানাবিধ বিশৃঙ্খলতা সম্বন্ধে পঞ্চাশোর্দ্ধ বৎসর পূর্ব্বের ডাক্তারের অভিমত। অতঃপর এই হিষ্টিরিয়া পীড়ায় পৈশিক কার্য্যের বিবিধ বিশৃঙ্খলতা বিষয়ে আধুনিক

---

mental aberration. They are manifestations of a delirious volition, resembling in that respect certain of the convulsive movements in hysteria. They are sometimes connected with carebral disease, but in most cases they are purely functional. In some cases it is undoubtedly true that the patients are unable to resist the impulse which impels to the abnormal acts, but a morbid propensity to excite wonder and interest doubtless enters in to the rational in some cases.

A treatise on the Principles and Practice of Medicine, Page 700.

অপেক্ষাকৃত সমুন্নত পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদজ্ঞদের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা কিরূপ তাহাও ক্রমান্বয়ে প্রদর্শিত হইতেছে।

ডাক্তার পল্ সেণ্টন্ হিষ্টিরিয়া রোগের লক্ষণ বর্ণনায় বলিয়াছেন,—এই রোগে কোন কোন রোগীর অধঃশাখার পেশী-কার্য্যের এক প্রকার বিশৃঙ্খলতা ঘটে, যাহাকে তিনি এবষ্টেশিয়া এবেসিয়া (Abstasea Abasia) নামে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি উহার সূত্র নির্দ্দেশ করিয়া যেরূপ স্বীয় মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে এইরূপ,—হিষ্টিরিয়া রোগে কাহারও কাহারও দৈহিক বিশেষতঃ অধঃশাখার পৈশীক কার্য্যে এরূপ বিশৃঙ্খলতা প্রকাশ পায়, যাহাতে রোগী লাফাইতে, দৌড়াইতে কিম্বা যুগ্ম উল্লম্ফন করিতে পারে, অথচ সে সোজা ভাবে দাঁড়াইতে পারে না। এইরূপ গমন-ক্রিয়ার ব্যত্যয় তাহার পুনঃ পুনঃ হইতে পারে। *

অপরন্তু, আধুনিক কালের পাশ্চাত্য সুবিখ্যাত ডাক্তার জেলিফ (Jaliffe) এই Abstasea abasiaর কারণ সম্বন্ধে যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ এ স্থলে প্রদত্ত হইতেছে।—

ইহা এক প্রকার অনিয়মিত ও অসম্যক্ অধঃশাখায় পক্ষাঘাতের পৈশিক বিকৃতির অবস্থা। * * * ইহা নিশ্চয় যে, মানসিক বিকারই ঐরূপ স্থানীয় পেশী-কার্য্যের তাদৃশ অস্বাভাবিকত্বের নিদান। সেইজন্ত মানসিক-দৌর্ব্বল্য

---

* "Abstasea abasia may be defined as the suppression or disorganization of the co-ordinated movements connected in walking or standing upright. As may be inferred from this definition it usually affects the lower limbs. * * * The features are very peculiar. The patient can leap, run or hop, though he can not walk or stand upright. ডাক্তার সাহেব আরও বলেন যে, এই পৈশিক বিকৃতি-কার্য্য দুই ভাবে নিষ্পন্ন হইতে দেখা যায়, যথা—"The one paralytic, in which walking and standing upright is impossible for the legs give way under the patient; the other ataxia, in which the symptoms only appear when the patient wishes to walk and stand upright. Abstasea has a tendency to return."

Paul Sainton M. D. See the general article on Hysteria page 316.

Green's Encyclopoedia of Medicine and Surgery. Vol. IV.

কিংবা উৎকণ্ঠা জনিত পীড়ায় অথবা স্নায়ু-দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি রোগে ইহা হিষ্টিরিয়া-সাঙ্কর্য্য রূপে পরিগণনা করা উচিত। *

পাঠক, বোধহয় উক্ত বিকৃত গমন ব্যাপারটা কিম্ভূত এক্ষণে তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। গৌরাঙ্গ (তথা নিত্যানন্দ) পূর্ব্বাবধি বিবিধ লক্ষণ সমন্বিত হিষ্টিরিয়া রোগের যে বিষয়ীভূত ছিলেন তাহা অবগত আছেন। উক্ত রোগগ্রস্ত কোন কোন ব্যক্তির স্নায়ব বিকারে কখন কখন পেশীকার্য্যের বিশৃঙ্খলতা বশতঃ তাহাদের গতিক্রিয়ার নানারূপ ভঙ্গী ঘটিয়া থাকে। দেখা গেল আমাদের অতি প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদে উন্মাদবিশেষ রোগে দ্রুত ও বিষম গমন লক্ষণ উল্লিখিত আছে। আর আধুনিক সমুন্নত পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদে দ্রুতগমন সহ লম্ফ ঝম্প হেলিয়া দুলিয়া, পাক দেওয়া প্রভৃতি লক্ষণ হিষ্টিরিয়া ও তৎসদৃশ রোগে বিদ্যমান থাকা বর্ণিত হইয়াছে। গৌরাঙ্গের জীবনী-লেখক এই আয়ুর্ব্বেদীয় তথ্য অবগত ছিলেন না, সেজন্য তিনি গৌরাঙ্গের (তথা নিত্যানন্দের) তাদৃশ বিকৃত গমন-কার্য্য কল্পনাবলে মত্তসিংহের গতির সহিত যে তুলনা করিবেন তাহাতে বৈচিত্র্য কি? বরং তাদৃশ তুলনা আয়ুর্ব্বেদ-জ্ঞানহীন ব্যক্তির পক্ষে সঙ্গতই হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে। যাহা হউক গৌরাঙ্গ এবং নিত্যানন্দের তথা কথিত মত্তসিংহের গতি তাঁহাদের রোগধর্ম্মেই যে ঘটিত, তাহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইল। এক্ষণে গৌরাঙ্গের এই পরিচ্ছেদোক্ত অন্যান্য আচরণের আলোচনা করা যাউক।

অপর, গৌরাঙ্গ 'প্রেমাবেশে' নীলাচলের পথে যাইতে যাইতে সহসা তাঁহার মনোভাবের পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়া, এক্ষণে তাঁহার অবতারত্ব প্রচারের ভাব মনে উদিত হইয়াছিল (ইহা তাঁহার বক্ষ্যমাণ আচরণ হইতে প্রতীত হয়)। তিনি নিত্যানন্দকে সহসা বলিলেন, "তুমি নবদ্বীপে গিয়া ভক্তগণের দুঃখ (তাঁহার বিরহজনিত) দূর করিয়া তাহাদিগকে অদ্বৈতের বাটীতে আমার সহিত মিলিবার

* "Abstasea abesia,—This is an irregular incomplete type of Paraphlagic disturbance, * * * It is undoubtedly of Psycho genetive origin, and, hence, should be considered as a hysterical complication of the other Psycho-neurosis. or an anxiety neurosis, Neurasthema &c."

See article Hystria, Page 680. in A system of Medicine. Edited by Sir William Osber, M. D., F. R. S. assisted by Thomas Macrae, M. D., F. R. C. P. 1915 (London).

জন্য সঙ্গে লইয়া আসিবে। আমি ফুলিয়ায় হরিদাসের বাটী হইয়া আচার্য্যের বাটীতে যাইতেছি।" নিত্যানন্দ সত্বরে নদীয়ায় গিয়া এই সংবাদ দিলে ভক্ত, অভক্ত, এমন কি, কোন কোন "পাষণ্ডীরা"ও নুতন সন্ন্যাসী গৌরাঙ্গকে দেখিবার জন্য কৌতুহলী হইয়া প্রথমে ফুলিয়া নগরে পরে শান্তিপুরে গিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ দর্শকবৃন্দকে ফুলিয়াতে দর্শনমাত্র দিয়াই অদ্বৈতের বাটীতে চলিয়া আসিলেন। তথায় অদ্বৈত তাঁহার পাদপদ্ম ধরিয়া ক্রন্দন করিলেন, পশ্চাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া ছিলেন। ইহার কিয়ৎকাল পরে নদীয়া হইতে নিত্যানন্দ শ্রীবাস প্রভৃতি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌরাঙ্গ তাহাদিগকে দেখিয়া প্রচুর হরিধ্বনি করিলেন। তাঁহারা সকলে তাঁহার চরণধূলি লইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন দিলেন। তৎপরেই 'নিজ প্রেমরসে' নৃত্য করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন, পরক্ষণেই তাঁহার অশ্রু, কম্প, পুলক, হুঙ্কার, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নানাবিধ ভঙ্গী ও 'অদ্ভুত রসময় নৃত্য' যুক্ত হিষ্টিরিয়ার এক আক্রমণ উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহার ভক্তগণের 'বাহ্য' (সংজ্ঞা) লোপ পাইয়াছিল। কতকক্ষণ পরে গৌরসুন্দর সুস্থির হইয়া 'স্বানুভাবে' অর্থাৎ অবতার ভাবে ভাবিত হইয়া বিষ্ণুখট্টার উপরে উপবিষ্ট ও যোড়হস্ত পার্ষদ ও ভক্তগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নিজতত্ত্ব (অর্থাৎ স্বীয় অবতারতত্ত্ব) প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পাঠক! গৌরাঙ্গের উপরিউক্ত "নিজ প্রেমরসে নৃত্য আরম্ভ" দ্বারা বুঝিতে হইবে তিনি স্বতঃপ্রেরণা (self-suggestion) দ্বারা অবতারত্ব ভাবের উদ্দীপনা আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহারই বাহ্য প্রকাশ অর্থাৎ হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ লক্ষণ—হুঙ্কার, অশ্রু, কম্প, নানারূপ দৈহিক পেশী সঞ্চালন, হাত তুলিয়া বিশিষ্ট নৃত্য প্রভৃতি পরে বাহ্য লোপ, তদনন্তর আক্রমণোত্তর প্রলাপ কথন। ইহাতে গৌরাঙ্গ পুরাণোক্ত উপন্যাস অতিক্রম করিয়াও স্বীয় অবতারত্বের অতিবাহুল্যরূপে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে এই কলিকালে তাঁহার অবতার হইবার প্রয়োজন যে কীর্ত্তন প্রচার সে কথা বলিতে ভুলেন নাই। তৎসঙ্গে ভক্তি ও ভক্তের অত্যধিক প্রশংসাও করিয়াছিলেন। অতএব ইহা বলা পুনরুক্তি মাত্র যে, গৌরাঙ্গ এই পরিচ্ছেদে যে সকল তথাকথিত লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন তত্তাবৎ তাঁহার মানসিক বিচিত্র রোগ (Hysteria) ধর্ম্মের অব্যর্থবিকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এস্থলে তাঁহার প্রথম জীবনী লেখক বৃন্দাবন

দাসকে তদীয় কবিত্বপূর্ণ অথচ প্রকৃত ঘটনাবোধক গৌরাঙ্গ চরিতের বিশদ-বর্ণনার জন্য লেখক প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

পরিশেষে আমরা প্রসঙ্গক্রমে এই পরিচ্ছেদোক্ত নিত্যানন্দ, শচীদেবী এবং অদ্বৈতাচার্য্যের সংক্ষেপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

১। নিত্যানন্দের কথা।—পাঠক অবগত আছেন নিত্যানন্দ চির হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত। তাঁহাতে ঐ রোগের বিশেষত্ব ছিল বালস্বভাব (childish character) প্রায় সর্ব্বদা ভাবাবিষ্ট, কখন বা বলরাম বা অনন্তদেবের ভাবে ভাবিত এবং কখনও বা বিকৃত-গমনশীল। ইতি পূর্ব্বে এই মন্তব্যে তাঁহার গমন ব্যাপার (মত্তসিংহের ন্যায়) সম্বন্ধে অনেকটা পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। অধুনা বালস্বভাব ও আবেশ ভাবের কিছু পরিচয় প্রদান করিতেছি। নিত্যানন্দ যখন গৌরাঙ্গের নিকট হইতে বিদায় হইয়া নদীয়ায় চলিলেন, তখন তিনি প্রেমরসে মহামত্তের ন্যায় নৃত্য, হুঙ্কার ও গর্জ্জন করিতে করিতে গিয়াছিলেন। তাৎপর্য্য এই, তিনি স্বীয় রোগ ধর্ম্মে বালস্বভাব লইয়া হিষ্টিরিয়ার অন্যান্য কতক লক্ষণ প্রকাশ করিতে করিতে সমস্ত পথ (জলে ও স্থলে) চলিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার বাহ্য ছিল না, ("বাহ্য নাহি জানে ডুবি আনন্দ সাগরে") অর্থাৎ অসম্বিন্ মানসে তিনি যাহা কিছু করিয়াছিলেন, নদীয়ার ঘাটে উঠিলে তাঁহার চৈতন্য লাভ হইয়াছিল। তবে পথে তিনি কিরূপ আচরণ করিয়াছিলেন ? কেন,—নিত্যানন্দ কদম্ব গাছ দেখিয়া তাহাতে উঠিয়া বসেন এবং 'ত্রিভঙ্গমোহন' হইয়া বেণু বাজান, মাঠে গরুর পাল দেখিয়া গড়াগড়ি যান এবং বৎসরূপে গাভীর দুগ্ধ পান করেন, কখন পথে বসিয়া রোদন করেন, কখন বা নৃত্য করিতে করিতে চলেন। আবার কখন বা অট্টহাস্য করেন। সময়ান্তরে উলঙ্গ হইয়া মাথায় কাপড় বান্ধেন, কখন বা গঙ্গাস্রোতে সর্পের ন্যায় ভাসিয়া যান। পাঠক, এই সমস্তই যে, তাঁহার মানসিকরোগ ভূতোন্মাদের (হিষ্টিরিয়ার) বিচিত্র লক্ষণ, বৃন্দাবন দাস মহাশয় তাহা কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া নিত্যানন্দের এইরূপ অর্থশূন্য কাল্পনিক মাহাত্ম্যের উক্তি করতঃ আপনাকে ও অজ্ঞ ভক্তসমাজকে প্রতারিত করিয়াছেন। যথা—

"অচিন্ত্য অগম্য নিত্যানন্দের মহিমা।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় কারুণ্যের সীমা" ॥

এস্থলে নিত্যানন্দের উপরি উক্ত হিষ্টিরিয়া লক্ষণের মধ্যে কেবল দুইটী লক্ষণের আলোচনা করিব।

(ক) উলঙ্গ হওয়া।

এস্থলে নিত্যানন্দের উলঙ্গ হইয়া মাথায় কাপড় বান্ধার কথা আছে। তাঁহার সময়ে সময়ে উলঙ্গ হওয়ার কথা পাঠকগণ পূর্ব্বে হইতে অবগত আছেন। উহা হিষ্টিরিয়ার একটী লক্ষণ, অদ্বৈতাচার্য্যেরও অনিচ্ছায় ঐ লক্ষণ উদিত হইত। আশ্চর্য্যের বিষয়, আমাদের সুপ্রাচীন সুশ্রুতাচার্য্য ভূতোন্মাদের প্রকারভেদ পিশাচজুষ্ট রোগের লক্ষণ বর্ণনায় যে 'উদ্ধস্ত' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার অর্থ উলঙ্গ, নিদান গ্রন্থে ঐ সুশ্রুতীয় প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, টীকাকার বৈদ্যপ্রবর বিজয় রক্ষিত ঐ 'উদ্ধস্ত' শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা—

'উদ্ধস্ত উদ্বাহুঃ উদ্বস্ত্র ইতি পাঠান্তরং ন্যায্যং বিদেহে হপি দিগম্বর পাঠাৎ'।

অর্থাৎ টীকাকারের মতে 'উদ্ধস্ত' শব্দে উর্দ্ধে বাহু তোলা এবং পাঠান্তরে 'উদ্বস্ত্র' অর্থাৎ কিনা উলঙ্গ হওয়া। বাস্তবিক দেখা যায় হিষ্টিরিয়া রোগে এতদ্দেশে উক্ত উভয়বিধ লক্ষণই বিদ্যমান থাকে। নিত্যানন্দ তথা অদ্বৈত ও কেশব ভারতী প্রভৃতিতে বহুবার উলঙ্গ ও উর্দ্ধবাহু হওয়ার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

(খ) নিত্যানন্দের সর্পের ন্যায় গঙ্গায় সন্তরণ।

দেখা যায় সুশ্রুতাচার্য্য ভুজঙ্গ-গ্রহ-জুষ্ট উন্মাদের (ইহাও ভূতোন্মাদের প্রকারান্তর) লক্ষণ বর্ণনায় রোগীর ভূমিতে সর্পের ন্যায় প্রসর্পণের নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"যস্তূর্ব্যাং প্রসরতি সর্পবৎ"

নিদানের টীকাকার ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—উর্ব্যাং 'প্রসরতি সর্পবদিতি উরসা গচ্ছতি' অর্থাৎ সর্পের ন্যায় মাটিতে বুকে চলা।

এস্থলে নিত্যানন্দের মাটীতে বুকে চলার সংবাদ পাওয়া না গেলেও গঙ্গায় সাঁতার দিবার কালে তিনি সর্পের ন্যায় আঁকিয়া বাঁকিয়া বুকে সাঁতার কাটিতেন। বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দের সর্পের ন্যায় সন্তরণ কার্য্যের প্রকৃত কারণ বুঝিতে না পারিয়া কেবল তাহার এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়া তৃপ্ত হইয়াছেন, যথা—

"কখন বা স্বানুভাবে অনন্ত আবেশে।
'সর্পপ্রায় হইয়া গঙ্গার স্রোতে ভাসে' ॥

"অনন্তের ভাবে প্রভু গঙ্গার উপরে।
ভাসিয়া যায়েন অতি দেখি মনোহরে"॥

পাঠক! দেখিলেন বৃন্দাবন দাস আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে কৃতশ্রম না থাকিলেও প্রকৃত ঘটনা বর্ণনায় কেমন সিদ্ধহস্ত ছিলেন!

২। ইহার পরে শচীদেবীর কথা।

পাঠক অবগত আছেন, শচীদেবী পূর্ব্বাবধি হিষ্টিরিয়া রোগে প্রপীড়িতা ছিলেন। সম্প্রতি বিশ্বম্ভর সন্ন্যাসার্থ গৃহত্যাগ কবিবার পরে দ্বাদশ দিন আহার ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই আহার ত্যাগ তৎপ্রতি পুত্রের অপব্যবহার জনিত ক্ষোভ বশতঃ কিম্বা জীবন ত্যাগের অভিপ্রায়ে নহে। প্রত্যুত উহা তাঁহার রোগ ধর্ম্মেই ঘটিয়াছিল। তিনি জ্যেষ্ঠ বিশ্বরূপের ন্যায় গৌরাঙ্গও সন্ন্যাসী হইলেন সুতরাং তাঁহাকেও ইহ জীবনে আর দেখিতে পাইবেন না, এই দুর্ব্বিষহ শোক ও চিন্তায় অভিভূত হওয়ায় গৌরাঙ্গের গৃহত্যাগাবধি তাঁহার হিষ্টিরিয়া রোগের আতিশয্য হইয়াছিল। ইহা তাঁহার নিয়ত রোদন, ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা, প্রলাপ এবং অবাস্তব বিষয় দর্শন ও শ্রবণ ইত্যাদি লক্ষণ দ্বারা সূচিত হইতেছে। বাস্তবিক তিনি অধুনা হিষ্টিরিয়া রোগের উন্মাদ প্রলাপ (Hysteric-hallucination) অবস্থায় বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া কাল যাপন করিতেছিলেন; তাঁহার কি এসময়ে ভোজনস্পৃহা বা ভোজনচেষ্টা সম্ভব হইতে পারে? যদি প্রতিবেশীরা তাঁহাকে আহার করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াও থাকেন তাহাও কোন কার্য্যকর হয় নাই। অতএব ইহা বুঝিতে হইবে যে, শচী দেবী স্বীয় হিষ্টিরিয়া পীড়ার প্রভাবে সতত আবিষ্ট থাকায় তাঁহার ভোজন প্রবৃত্তি উদ্রিক্ত হইতেই পায় নাই, কাজেই অনশনে থাকা তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়াছিল। যদি এই সময়ে নিত্যানন্দ দৈবাৎ গৌরাঙ্গের বাটীতে না আসিয়া শচী দেবীকে নানাবিধ স্তোক বাক্যে প্রবোধিত (persuasion) করিয়া তাঁহার ভোজন বিষয়ের ঔদাসান্য দূর করিতে না পারিতেন তাহা হইলে তাঁহার পরিক্ষীণ জীবনালোক যে অচিরেই নির্ব্বাপিত হইত, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

৩। অদ্বৈতাচার্য্যের কথা।

পাঠকগণ অবগত আছেন, অদ্বৈত নদীয়ায় বৈষ্ণব দলের অভিনেতা, বিশিষ্ট ভাবুক এবং হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত ছিলেন, গৌরাঙ্গ তাঁহাব ভ্রান্ত সংস্কার ও

হিষ্টিরিয়ার আবেশে সর্ব্বপ্রথমে অবতাররূপে স্বীকৃত ও পূজিত এবং পশ্চাৎ 'মহা-প্রকাশ' উপলক্ষে তাঁহাকর্ত্তৃক প্রকাশ্যে সস্ত্রীক সম্পূজিত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি তথাকথিত সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অদ্বৈতের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অদ্বৈত তাঁহাকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে তাঁহার পায় পড়িয়া গেলেন, পা আর ছাড়েন না, আর্ত্তনাদসহ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরে গৌরাঙ্গের প্রেমাশ্রুতে তাঁহার গাত্র সিক্ত হইলে তিনি আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পাঠক! ইহা অদ্বৈতের আনন্দের ভাব অথবা গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণ দ্বারা চিরবিরহজনিত শোকভাবের উত্তেজনায় হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ উপস্থিত হওয়া বুঝিতে হইবে। বাস্তবিক অদ্বৈত গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস অবলম্বন জনিত কোনরূপে পূর্ব্বভাবের পরিবর্ত্তন না দেখিয়া তাঁহাকে স্বীয় সেই 'প্রাণনাথ'কৃষ্ণ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার নৃত্যাবেশে অলক্ষিতে পদধূলিও লইয়াছিলেন এবং অন্যান্য সকল ভক্তের সঙ্গে মিলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় সহুঙ্কার নৃত্যও করিয়াছিলেন। ("উল্লাসে অদ্বৈত নাচে করিয়া হুঙ্কার।") অতএব বলা বাহুল্য যে, গৌরাঙ্গকে দেখিয়া অদ্বৈত যাহা যাহা করিয়াছিলেন তৎসমস্তই হিষ্টিরিয়ার আবেশেই সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[গৌরাঙ্গের অদ্বৈত-ভবন হইতে নীলাচলে গমন। তৎকালে উৎকলদেশে যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতে থাকায় নীলাচলের পথ বিপজ্জনক ও দুর্গম এই কথা অদ্বৈতাচার্য্য ও ভক্তমণ্ডলী এবং ছত্রভোগের জমিদার রামচন্দ্র খানের নিকট শ্রুত হইয়া এবং তাঁহাদিগকর্ত্তৃক ঐ পথে তখন না যাওয়ার উপরোধ ও অনুরোধে কর্ণপাত না করিয়া গৌরাঙ্গের আবেশাবস্থায় ঐ পথেই প্রস্থান। পথে যাইতে যাইতে সমস্ত তীর্থস্থানে আড্ডা লইয়া গঙ্গা, সুবর্ণরেখা, মহানদী প্রভৃতি নদী এবং বিন্দুসরোবরে স্নান, তত্রত্য শিবলিঙ্গাদি দেবতার পূজা ও মাহাত্ম্য নৃত্য ও ক্রন্দনসহ সঙ্কীর্ত্তন করা, এবং নিকটস্থ লোকের (প্রায় ব্রাহ্মণের) বাটীতে অনুচরগণসহ আতিথ্য স্বীকার, কোথায় বা নিজে কোথায় বা অনুচরগণকর্ত্তৃক প্রচুর ভিক্ষা সংগ্রহপূর্ব্বক ভোজন ব্যাপার নির্ব্বাহ করা, রাত্রিকালে সকলে মিলিয়া নৃত্যসহ সঙ্কীর্ত্তন করা, এবং ভাবাবেশে মধ্যে মধ্যে হিষ্টিরিয়া আক্রমণের বিষয়ীভূত হওয়া। অনেক সময়ে সঙ্গীদিগকে ফেলিয়া একাকী "মত্তসিংহের" ন্যায় দ্রুতবেগে জগন্নাথের পথ অগ্রসর হওয়া। জলেশ্বরে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই নিত্যানন্দ কর্ত্তৃক তাঁহার দণ্ড ত্রিখণ্ডে ভগ্ন হয়। সেজন্য তিনি (ক্রোধান্বিত হন নাই) এইরূপ কটক হইয়া কমলপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলে তথা হইতে জগন্নাথের মন্দিরের ধ্বজা দৃষ্টে তিনি প্রেমোন্মত্ত হইয়া মন্দির চূড়ায় শ্রীকৃষ্ণের বালগোবিন্দ মূর্ত্তি দেখেন। পরে তথা হইতে পথে মত্তসিংহ গতিতে এবং দণ্ডবৎ করিতে করিতে একাকী আঠারনালায় উপনীত হন। অনুচরগণ তথায় আসিয়া মিলিত হইলে তৎপরে তথা হইতে পুনরায় একাকী মন্দির প্রবিষ্ট হইয়া জগন্নাথ মূর্ত্তি দর্শন করিবামাত্র আনন্দে বিহ্বল হইয়া সহসা লাফাইয়া ঐ মূর্ত্তি কোলে লইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইত্যবসরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন এবং পূজারিগণ কর্ত্তৃক প্রহৃত হওয়ার উপক্রমে সার্ব্বভৌমের ভবনে আনীত হন, তৎপূর্ব্বে অনুচরবর্গ সিংহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলে স্কন্ধে নীয়মান গৌরাঙ্গের সঙ্গে মিলিত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে যান। গৌরাঙ্গ তথায় পৌঁছিলে সকলের সেবা শুশ্রূষায় এবং হরিসঙ্কীর্ত্তন দ্বারা প্রহরেক পরে তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয়। গৌরাঙ্গ তৎপরে স্বীয় মূর্চ্ছার কারণ সকলকে জানান, সার্ব্বভৌমও পূর্ব্বে যে অনুমানক্রমে তাঁহাকে গৌরাঙ্গ মনে করিয়াছিলেন তাহা এক্ষণে দৃঢ়ীভূত হয় এবং তাঁহাকে ও নিত্যানন্দকে প্রণাম করিলে গৌরাঙ্গ সার্ব্বভৌমকে কোলে করিয়া তাঁহাকে দর্শন করণার্থ তিনি পুরীতে আগমন করিয়াছেন, ইহা জ্ঞাপন করেন।]

গৌরাঙ্গ শান্তিপুরে অদ্বৈতের গৃহে অশেষ রঙ্গে রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন ভক্তবৃন্দকে বলিলেন, (আমি নীলাচলে চলিলাম) তোমরা ঘরে গিয়া কৃষ্ণনাম

কীর্ত্তন করিবে, কোন দুঃখ করিও না, আমি কতকদিন পরে পুনরায় আসিয়া তোমাদের সহিত মিলিব। তখন ভক্তগণ বলিয়াছিল 'তোমার ইচ্ছা কে মিথ্যা করিতে পারে?' তবে এ সময়ে ঐ পথে দুই রাজ্যে মহাযুদ্ধ এবং স্থানে স্থানে দস্যুর উৎপাত হইতেছে, যুদ্ধের উপশম হইলে কিছু দিন পরে গেলে ভাল হইত। প্রভু বলিলেন, 'যে কোন উৎপাত হউক না, অমি অবশ্য যাইব, ইহা নিশ্চয় করিয়াছি।' অদ্বৈত বুঝিলেন গৌরাঙ্গের নীলাচলে যাওয়া অবধারিত, কেহ উহা হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না। তখন জোড় হাত করিয়া বলিলেন, 'যখন নীলাচলে যাইবার ইচ্ছা হইয়াছে, তখন নির্ব্বিঘ্নে ও কুতুহলেই যাওয়া হইবে, বাধা দেয় কাহার সাধ্য?' ইহা শুনিয়া গৌরাঙ্গ সুখী হইলেন ও আনন্দে 'হরি হরি' বলিতে লাগিলেন। সেইক্ষণে 'মত্তসিংহের ন্যায় বেগে নীলাচলের প্রতি চলিলেন, কেহ ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিল না। কতক দূরে গিয়া গৌরাঙ্গ অনুসরণকারী বৈষ্ণবগণকে আশ্বাস দিয়া প্রত্যেককে আলিঙ্গন করিয়া এইরূপ বলিয়া বিদায় করিলেন, 'তোমরা ঘরে গিয়া কৃষ্ণনাম করিবে, আমি দিন কতকের ভিতরে ফিরিয়া আসিব।' প্রভুর নয়নজলে সকলে 'সিঞ্চিত' হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং মাটিতে আছাড় কাছাড় খাইতেও লাগিল। এদিকে গৌরাঙ্গ দক্ষিণমুখে চলিলেন। সঙ্গে নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ, জগদানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ চলিতে লাগিলেন। পথে গৌরাঙ্গ 'কাহার কি সম্বল আছে' জিজ্ঞাসা করিলেন, কে কাহাকে কি সম্বল দিয়াছে তাহা নিষ্কপটে বলিতে বলিলেন। সকলে বলিল 'প্রভু! তোমার আজ্ঞা বিনা কাহার দ্রব্য কে লইতে পারে?' ইহা শুনিয়া গৌরাঙ্গ বড় সন্তুষ্ট হইয়া ঐ তত্ত্ব লক্ষ্য করিয়া ভক্তদিগকে এইরূপ বলিলেন,—

"ভোক্তব্য অদৃষ্টে থাকে যে দিনে লিখন।
অরণ্যেও আসি মিলে অবশ্য তখন॥
প্রভু যারে যে দিনে বা না লিখে আহার।
রাজ-পুত্র হউ তভো উপবাস তার॥
থাকিলেও খাইতে না পারে আজ্ঞা বিনে।
অকস্মাৎ কন্দল করয়ে কারো সনে॥

ক্রোধ করি বলে 'মুঞি না খাইমু ভাত'।
দিব্য করি রহে নিজ শিরে দিয়ে হাত॥
*　　*　　*　　*
ত্রিভুবনে কৃষ্ণ দিয়াছেন অন্নছত্র।
ঈশ্বরের আজ্ঞা থাকে মিলিব সর্ব্বত্র॥"

এইরূপ তত্ত্ব কহিতে কহিতে আটিসারা গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় অনন্তরাম নামে এক ব্যক্তির বাটিতে সকলে ভিক্ষা গ্রহণ করতঃ কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে রাত্রিযাপন করিলেন। পরদিন তথা হইতে ছত্রভোগ গ্রামে (যেখানে গঙ্গা শতমুখী হইয়াছেন এবং 'অম্বুলিঙ্গ ঘাট' আছে) আসিয়া উপনীত হইলেন। ছত্রভোগে শতমুখী গঙ্গা দেখিয়া গৌরাঙ্গ আনন্দে বিহ্বল হইলেন। সেখানে শিবলিঙ্গ জলমগ্ন আছেন, তথাকার ঘাটকে অম্বুলিঙ্গ ঘাট কহে। গৌরাঙ্গ ঐ স্থানে গঙ্গাকে নিকটে দেখিয়া 'হরি হরি' বলিয়া উচ্চস্বরে হুঙ্কার করিয়া আছাড় খাইলেন, তখন নিত্যানন্দ তাঁহাকে কোলে করিল, সকলে জয় দিয়া 'হরি হরি' করিতে লাগিল। ঐ ঘাটে গৌরাঙ্গ স্নান করিয়া সুখী হইলেন। স্নানকালে আবেশে অনেক কৌতুক করিয়াছিলেন'। পরে তীরে উঠিয়া বস্ত্রত্যাগ করিলেন কিন্তু 'যেই বস্ত্র পরে সেই তিতে প্রেমজলে' ভক্তগণ এই অপূর্ব্ব ক্রন্দন দেখিয়া হাসিতে লাগিল। বৃন্দাবন দাস এই স্থানে বলিয়াছেন,—

'পৃথিবীতে বহে এক শতমুখী ধার।
প্রভুর নয়নে বহে শতমুখী আর॥'

ঐ গ্রামের অধিকারী বিষয়ী রামচন্দ্র খানের সহিত গৌরাঙ্গের সাক্ষাৎ হয়। গৌরাঙ্গকে তেজঃপুঞ্জ দেখিয়া রামচন্দ্র ভীত হইয়া দোলা হইতে সসম্ভ্রমে নামিয়া ভক্তিভরে দণ্ডবৎ হইয়া পতিত হইলেন। এদিকে তখন গৌরাঙ্গের 'বাহ্য' নাই, তিনি প্রেমানন্দাশ্রু সহকারে ঘন ঘন 'হা জগন্নাথ হা জগন্নাথ' বলিয়া ভূমিতে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গের এরূপ অবস্থা দেখিয়া রামচন্দ্রের প্রাণ ব্যথিত হইল, 'কিসে ইহার দুঃখ দূর হয়', মনে মনে এই চিন্তা করিয়া কান্দিতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গ কিয়ৎকাল পরে স্থির হইয়া রামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? রামচন্দ্র সসম্ভ্রমে দণ্ডবৎ করিয়া

করজোড়ে বলিলেন, 'আমি তোমার দাসানুদাস'। পরে অন্য সকলে 'ইনি দক্ষিণ রাজ্যের অধিকারী' (জমিদার) বলিয়া পরিচয় দিল। তখন গৌরাঙ্গ বলিলেন, তুমি 'অধিকারী বড় ভাল', নীলাচলে কিরূপে সত্বরে যাইতে পারিব' ইহা বলিতে বলিতে চক্ষে আনন্দধারা বহিল এবং 'নীলাচল চন্দ্র' বলিয়া ভূমিতে পড়িলেন। তখন রামচন্দ্র বলিলেন 'আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, আমি তাহাইনিশ্চয় করিব। তবে এ সময়টা বিষম হইয়াছে। সে দেশে ও এদেশে পথ চলা যায় না, রাজারা স্থানে স্থানে ত্রিশূল পুঁতিয়াছে. পথিক পাইলে জাশু (চর বা গোয়েন্দা) বলিয়া তাহার প্রাণ লয়। 'কোন্ দিক্ দিয়া লুকাইয়া পাঠাইব' সেজন্য ভয় হয়। আমি নস্কর, এ দিকের ভার আমার উপর, জানিতে পারিলে কিন্তু আগে আমার বিপদ, তথাপি তোমার আজ্ঞা নিশ্চয় পালন করিব। যদি আমাকে ভৃত্য বলিয়া মনে করেন, তবে অদ্য স্বগণ সহ আমার এখানে ভিক্ষা হউক। আমার জাতি ধন প্রাণ যদিও যায়, তাহা হইলেও অদ্য রাত্রেই তোমাদের সকলকে পাঠাইব।' গৌরাঙ্গ ইহা শুনিয়া সুখী হইলেন ও ব্রাহ্মণ আশ্রমে গিয়া রহিলেন। বিপ্র রন্ধন করিলেন। গৌরাঙ্গ নামে মাত্র ভক্ষণ করিলেন, কেননা জগন্নাথ যাত্রা করা অবধি তিনি ভক্তিরসে নিমগ্ন থাকিয়া রাত্রিদিন পথ চলিতেন, আহারে তাদৃশ প্রবৃত্তি ছিল না। এখানে প্রিয়বর্গের সহিত ভোজনার্থে গিয়া সামান্য আহার করিয়াই উঠিয়া পড়িলেন। পরে আচমন করিয়া আবিষ্ট হইয়া ঘন ঘন হুঙ্কার করতঃ বলিলেন,—"কত দূরে জগন্নাথ?" তৎপরে মুকুন্দ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন গৌরাঙ্গ নাচিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অশ্রু, কম্প, হুঙ্কার, পুলক, স্তম্ভ. ঘর্ম্ম, তৎসঙ্গে নয়নের প্রেমধারা উপস্থিত হইল। পাক দিয়া নৃত্যকরিতে করিতে তাঁহার চক্ষের জলে নিকটস্থ সকলের স্নান হইয়া গেল। জীবনী লেখক এস্থলে বলিয়াছেন,—

"ইহারে সে কহি প্রেমময় অবতার।
এ শক্তি চৈতন্যচন্দ্র বিনে নাহি আর॥
এই মত গেল রাত্রি তৃতীয় প্রহর।
স্থির হইলেন প্রভু শ্রীগৌর সুন্দর॥
সকল লোকের চিত্তে 'যেন ক্ষণপ্রায়'।
সভার নিস্তার হৈল চৈতন্য কৃপায়॥"

এমন সময়ে রামচন্দ্র খান বলিল 'ঘাটে নৌকা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।' গৌরাঙ্গ তৎক্ষণাৎ হরি বলিয়া নৌকায় গিয়া উঠিলেন। সঙ্গিগণ তাঁহার অনুগমন করিল। মুকুন্দ গৌরাঙ্গের আদেশে কীর্ত্তন করিতে লাগিল। নাবিক আশঙ্কা করিয়া বলিল, 'বুঝিলাম আজ প্রাণ যাইবে, কূলে উঠিলে বাঘে লইবে, জলে পড়িলে কুমীরে খাইবে, তাহা ছাড়া এ নদীতে নিরন্তর ডাকাইত ফেরে, লোক পাইলেই ধন প্রাণ নাশ করিয়া থাকে। অতএব যে পর্য্যন্ত উড়িয়া দেশ না পাই, গোসাঞি সকল! তাবৎ নীরব থাক।' মাঝির কথায় সকলে ক্ষান্ত হইলেন, কিন্তু গৌরাঙ্গ 'নিরবধি' নয়নজলে ভাসিতে লাগিলেন, সহসা হুঙ্কার করিয়া উঠিয়া বলিলেন 'কেন ভয় কর কারে?

"এই না সম্মুখে সুদর্শন চক্র ফিরে।
বৈষ্ণবজনের নিরবধি বিঘ্ন হরে'॥
কিছু চিন্তা নাই 'কর কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন'।
তোরা কিনা দেখ হের ফিরে সুদর্শন॥"

ভক্তগণ উহা শুনিয়া আনন্দে পুনরায় কীর্ত্তন করিতে লাগিল। গৌরাঙ্গ এই উপলক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'সুদর্শন সর্ব্বদা ভক্তকে রক্ষা করে, যে বৈষ্ণবের হিংসা করে সে পাপিষ্ঠ সুদর্শন অগ্নিতে পুড়িয়া মরে'।

ঐরূপ কীর্ত্তন রসে নিমগ্ন থাকিতে থাকিতে গৌরাঙ্গ উৎকল দেশে এবং ক্রমে প্রয়াগ ঘাটে আসিয়া উপনীত হইলেন। তিনি নৌকা হইতে তীরে উঠিয়া স্বগণ সহ নমস্কার করিয়া 'ওড্র' দেশে প্রবেশ করিলেন। তথায় যে এক 'গঙ্গাঘাট' আছে সেই ঘাটে স্নান করিয়া যুধিষ্ঠির-স্থাপিত মহাদেবকে নমস্কার করিলেন, পরে সঙ্গীসকলকে এক দেবালয়ে রাখিয়া স্বয়ং ভিক্ষা করিতে গেলেন। গ্রামের ঘরে ঘরে আঁচল পাতিয়া ভিক্ষা করিয়া তণ্ডুল ও অন্যান্য নানা প্রকার ভক্ষ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া হৃষ্টচিত্তে ভক্তগণের নিকটে আসিলেন। জগদানন্দ রন্ধন করিলেন, গৌরাঙ্গ সকলের সহিত ভোজন করিলেন। সারা রাত্রি ঐ গ্রামে সংকীর্ত্তন করিয়া উষাকালে পুনরায় চলিলেন। কতক দূর গমন করিলে এক 'দানী' (ঘাটীদার?) দান পাইবার জন্য আটক করিল পরে গৌরাঙ্গকে তেজঃপুঞ্জ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'তোমরা কত লোক?'

তদুত্তরে তিনি বলিলেন,—'জগতে আমার কেহ নয়, আমিও কাহার নহি'। আরও বলিলেন,—

"একা আমি দুই নাহি সর্ব্বথা আমার।
কহিতে নয়নে বহে অবিরত ধার॥"

ইহা শুনিয়া দানী তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল, তিনি 'গোবিন্দ' বলিয়া একাই কতক দূর চলিয়া গিয়া বসিলেন। এদিকে ভক্তগণ চিন্তিত হইল 'পাছে প্রভু একা কোথায় চলিয়া যান'। নিত্যানন্দ সকলকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, গোসাঞি আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন না। দানী বলিল 'তোমরা ত সন্ন্যাসীর কেহ নহ, অতএব তোমরা উচিত দান দিলে ছাড়িয়া দিব।' এদিকে গৌরাঙ্গ অনতি-দূরে হেটমাথা করিয়া একাকী বসিয়া কান্দিতেছেন, সে ক্রন্দন শুনিয়া পাষাণও দ্রবীভূত হয়। দানী ইহা দেখিয়া মনে মনে ভাবিল, এ পুরুষ ত কভু মনুষ্য নহে, কেন না "মনুষ্যের নয়নে কি এত ধারা বহে?" তখন দানী সকলকে প্রণাম করিয়া প্রকৃত কথা ভাঙ্গিয়া বলিতে বলিল। তাহাতে সকলে বলিলেন 'যাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য শুনিয়াছ তিনি ঐ ঠাকুর, আমরা সকলে তাঁহার ভৃত্য,' ইহা বলিতে বলিতে সকলের চক্ষে জল বহিল। ইহা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া দানীও চক্ষের জল ফেলিল, শেষে প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ করিয়া আপনার জন্ম জন্ম শুভাদৃষ্টের উল্লেখ করতঃ স্বীয় অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিয়া সকলকে ছাড়িয়া দিল। ইহার পরে সগণ গৌরচন্দ্র চলিতে চলিতে কতক দিনে সুবর্ণরেখা নদীর ধারে আসিয়া উপনীত হইলেন, প্রেমরস পানে বিহ্বল হইয়া পথ বলিয়া জানিতে পারেন নাই। সুবর্ণরেখার জল অতি নির্ম্মল, সকলে উহাতে স্নান করিলেন। স্নানান্তে চলিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ জগদানন্দ অনেক পাছে পড়িয়া গিয়াছিলেন, গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দের অপেক্ষা করিয়া কতক দূরে আসিয়া বসিলেন। এদিকে নিত্যানন্দ চৈতন্যের আবেশে 'মত্ত' ও বিহ্বল হইয়া কখন হুঙ্কার, কখন রোদন, ক্ষণে মহা অট্ট হাস, ক্ষণে বা গর্জ্জন, কখন আবার নদীর মাঝারে গিয়া সন্তরণ, পরক্ষণে তীরে উঠিয়া সর্ব্বাঙ্গে ধূলা লেপন, ক্ষণে এমন আছাড় খাওয়া যাহাতে লোকে মনে করিতে পারে অঙ্গ বুঝি চূর্ণ হইল। কখন আপনা আপনি এমন নৃত্য করিতে থাকেন যে, তাহাতে পৃথিবী টল মল করে। বৃন্দাবন দাস এইস্থলে বলিয়াছেন 'নিত্যানন্দের এই সকল কার্য্য কিছু বিচিত্র

নহে, কেন না তিনি অনন্ত অর্থাৎ বলরামের অবতার, তাহাতে আবার গৌরাঙ্গ তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা বর্ত্তমান'।

একস্থানে জগদানন্দকে রাখিয়া ভিক্ষা অন্বেষণে গিয়াছিলেন। তিনি গৌরাঙ্গের যে দণ্ড বহন করিতেন যাইবার সময় তাহা নিত্যানন্দকে মনোযোগী হইয়া সাবধানে রক্ষা করিবার জন্য বলিয়া গিয়াছিলেন। প্রথমতঃ নিত্যানন্দ 'বিহ্বল অন্তরে' ঐ দণ্ড ধরিয়া বসিলেন, দণ্ড হাতে করিয়া হাসিলেন, উহার সহিত এরূপ কথা কহিতে লাগিলেন। 'অহে দণ্ড! আমি যাঁরে হৃদয়ে বহন করি, সে তোমাকে বহিবেন, ইহা 'যুক্ত' নহে।' ইহা বলিয়া ঐ দণ্ড তিন খণ্ডে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ইহার পরে জগদানন্দ ফিরিয়া আসিয়া দণ্ড ভগ্ন দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত ও চিন্তিত হইলেন। কে দণ্ড ভাঙ্গিয়াছে জিজ্ঞাসা করায় নিত্যানন্দ উত্তর করিলেন, 'যাঁর দণ্ড তিনি ভাঙ্গিয়াছেন,অন্যে কে আর ভাঙ্গিবে?' জগদানন্দ আর কিছু না বলিয়া ভগ্নদণ্ড লইয়া সত্বরে গিয়া গৌরাঙ্গের সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। 'দণ্ড কিরূপে ভাঙ্গিল, পথে কি কাহার সহিত কন্দল করিয়াছিলে', ইহা তিনি জিজ্ঞাসা করায় জগদানন্দ বলিলেন 'নিত্যানন্দ সুবিহ্বলাবস্থায় উহা ভাঙ্গিয়াছেন। তখন গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'দণ্ড কেন ভাঙ্গিয়াছ?' নিত্যানন্দ উত্তর করিলেন,—"বাঁশখানা ত ভাঙ্গিয়াছি। যদি ক্ষমা করিতে না পার তবে যে শাস্তি হয় দাও।' গৌরাঙ্গ ক্রোধভরে বলিলেন,—

"* * সবে দণ্ড মাত্র ছিল সঙ্গে।
তাহো আজি কৃষ্ণের ইচ্ছাতে হৈল ভঙ্গ॥"

অতএব আমার সঙ্গে তোমাদের কা'রও সঙ্গ নাই, তোমরা আগে যাও বা আমি আগে যাই। কেহ দ্বিরুক্তি করিতে পারিল না, শেষে মুকুন্দ বলিল, 'তবে তুমি চল আগে', আমাদের কিছু কৃত্য আছে। গৌরাঙ্গ 'ভাল' বলিয়া মত্তসিংহের মত গতিতে চলিয়া শীঘ্রই জলেশ্বর গ্রামে উপনীত হইলেন। তখন জলেশ্বর দেব-মন্দিরে ব্রাহ্মণেরা গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ মাল্যাদি দিয়া পূজা করিতেছিলেন, নৃত্য গীত ও হইতেছিল। গৌরাঙ্গ ইহা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া ক্রোধ ত্যাগ করিলেন। সেই বাদ্যে পরমানন্দিত হইয়া গৌরাঙ্গ নৃত্য করিতে লাগিলেন। (ইহাতে ভক্তদিগের নিকট শিবের গৌরব দেখান হইল) শিব সেবকগণ ইহা দেখিয়া আরও

গীত বাদ্য করিতে লাগিল, কিন্তু গৌরাঙ্গের তখন তিলার্দ্ধেকও 'বাহ্য' নাই। কতক্ষণ পরে তাঁহার ভক্তসঙ্গী সকল তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। মুকুন্দাদি তৎক্ষণে গাইতে আরম্ভ করিল। গৌরচন্দ্র স্বীয় প্রিয়জনগণকে দেখিয়া আরও আনন্দে অধিক নৃত্য করিতে লাগিলেন, ভক্তগণ তাঁহাকে বেড়িয়া গাইতে লাগিল। গৌরাঙ্গের সে 'বিকার' বর্ণন করিতে কাহার শক্তি আছে? তাঁহার নয়নে সুরধুনীর শতধার বহিতে লাগিল। কিছু কাল পরে স্বীয় গোষ্ঠীগণের সহিত স্থির হইলেন, সকলকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন, নিত্যানন্দকে দেখিয়া তাঁহাকে কোলে লইয়া কিছু কুতূহলে বলিলেন,—

"কোথা তুমি আমারে করিবা সম্বরণ।
যেমতে আমার হয় সন্ন্যাস রক্ষণ॥
আরো আমা' পাগল করিতে তুমি চাও।
আর যদি কর তবে মোর মাথা খাও॥
যেন কর' 'তুমি আমা' তেন আমি হই।
সত্য সত্য এই আমি সভা'স্থানে কই॥"

নিত্যানন্দকে এইরূপ বলিয়া অন্য সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'আমার দেহ অপেক্ষা নিত্যানন্দের দেহ বড়, ইহা সত্য সত্য বলিতেছি, তাঁহার প্রতি যদি কাহারও তিলেক দ্বেষ থাকে তবে সে আমার ভক্ত হইলেও প্রিয় নহে।' নিত্যানন্দ 'আত্মস্তুতি' শুনিয়া লজ্জায় মাথা হেঁঠ করিলেন। ভক্তগণ পরম আনন্দিত হইল।

গৌরাঙ্গ জলেশ্বরে রাত্রিবাস করিয়া উষাকালে তথা হইতে স্বগণসহ চলিলেন, বাঁশদহের পথে এক শাক্ত সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ হইলে তাঁহার মঠে সগণ গৌরাঙ্গ আনন্দ করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। 'আনন্দ করা' শব্দের অর্থ (মদ্যপান) বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে আগে গিয়া সত্বরে 'কাজ' করিতে বলিয়া গৌরাঙ্গ সঙ্গিগণের সহিত রেমুনা গ্রামে উপস্থিত হইলেন। রেমুনায় গোপীনাথ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভক্তগণসহ বিস্তর নৃত্য করিতে লাগিলেন। পরে প্রেমে মত্ত ও আত্ম বিস্মৃত হইয়া অতি করুণভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। সে এরূপ ক্রন্দন যে

তাহা শুনিলে পাষাণ ও কাষ্ঠ দ্রব হয়, কেবল ধর্ম্মধ্বজিগণ দ্রবীভূত হয় না। তথা হইতে কতক দিনে যাজপুরে (এক ব্রাহ্মণ গ্রামে) উপনীত হইলেন। উহা এক তীর্থস্থান, সর্ব্বত্র দেবালয়, বৈতরণী নদীকূলে অবস্থিত। গৌরাঙ্গ তথাকার অশ্বমেধ ঘাটে স্বগণসহ স্নান করিয়া আদি-বরাহ দর্শনে গেলেন। তথায় 'প্রেমরসে' বিস্তর নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন। তাঁহার 'আনন্দাবেশ' 'পুনঃ পুনঃ' বাড়িতে লাগিল। তিনি সহসা একা কোথায় পলাইয়া গেলেন। তাঁহাকে না দেখিয়া সকলে অত্যন্ত ভাবিত হইলেন। এ দিকে তিনি সকল দেবালয় দেখিয়া দেখিয়া বেড়াইতে ছিলেন। নিত্যানন্দ সকলকে বলিলেন 'তোমরা চিত্ত স্থির কর, প্রভু যাজপুর গ্রামের সর্ব্ব দেবালয় নিভৃতে দেখিবেন বলিয়া গিয়াছেন, চল আমরা অদ্য ভিক্ষা করিয়া এখানে থাকি। কল্য এখানেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।' গৌরাঙ্গ পরদিন ভক্তগণের সহিত মিলিলেন, সকলে আনন্দিত হইয়া হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। তৎপরে তিনি তথা হইতে সকলকে লইয়া কটক নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরে সাক্ষীগোপালের স্থানে আসিয়া তাঁহার 'মোহন মূর্ত্তি' দেখিয়া আনন্দে হুঙ্কার ও গর্জ্জন করিয়া স্তব ও নমস্কার করিলেন, প্রেমানন্দে অদ্ভুত ক্রন্দন ও করিলেন। ইহার পরে তিনি ভুবনেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তথায় বিন্দুসরোবরকে শিবপ্রিয় জানিয়া গৌরাঙ্গ তাহাতে স্নান করিয়া পশ্চাৎ শিবমূর্ত্তি দেখিলেন। তথায় চতুর্দ্দিকে শিবধ্বনি হইতেছিল। সে দিবস গৌরাঙ্গ ঐ গ্রামে অবস্থিতি করিলেন, রাত্রে ভক্তগণের নিকট কিরূপে ঐ স্থান শিবের প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল তদ্বিষয়ে স্কন্দ পুরাণোক্ত আখ্যায়িকা বলিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ এইরূপ আনন্দে গ্রাম ও দেবালয় দেখিতে দেখিতে কমলপুর গ্রামে আসিয়া উপনীত হইলেন। তথা হইতে জগন্নাথের মন্দির দেখিবামাত্র গৌরাঙ্গ আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। এই স্থানে জীবনী লেখক বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন,—

"অকথ্য অদ্ভুত প্রভু করেন হুঙ্কার।
বিশাল গর্জ্জন কম্প সর্ব্বদেহ ভার॥
প্রাসাদের দিগে মাত্র চাহিতে চাহিতে।
চলিলেন প্রভু শ্লোক পড়িতে পড়িতে॥"

যথা,—

"প্রাসাদাগ্রে নিবসতি পুরঃ স্মেরবক্ত্রারবিন্দো
মামালোক্য স্মিতসুবদনো বালগোপালমূর্ত্তিঃ।"

অনুবাদ—('দেখ দেখ') যাঁহার বদনারবিন্দ বিকশিত, সেই বালগোপাল মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ আমাকে দেখিয়া মৃদুমধুর হাস্যে শ্রীমুখের সমধিক শোভা বিস্তার করিতে করিতে প্রাসাদের উপরিভাগে আমার সম্মুখে আসিয়া অবস্থান করিতেছেন।'

বৃন্দাবন দাস কিন্তু এই শ্লোকের সংক্ষেপার্থ এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

প্রভু বোলে 'দেখ প্রাসাদের অগ্রমূলে।
হাসেন আমারে দেখি শ্রীবালগোপালে' ॥

গৌরাঙ্গ উক্ত শ্লোক পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে করিতে বাহ্যশূন্য হইয়া অত্যন্ত আছাড় খাইতে ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

"এই শ্লোক পুনঃ পুনঃ পঢ়িয়া পঢ়িয়া।
আছাড় খায়েন প্রভু বিবশ হইয়া॥
সে দিনের যে আছাড় যে আর্ত্তি ক্রন্দন।
অনন্তের জিহ্বায় বা সে হয় বর্ণন॥"

মন্দিরের চক্রপ্রতি দৃষ্টিমাত্র সকলেই ঐ শ্লোক পড়িয়া ভূমিতলে পড়িলেন। পরে গৌরাঙ্গ এই প্রকার 'দণ্ডবৎ হইতে হইতে' সমস্ত পথ চলিতে লাগিলেন, ভক্তগণ তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া চলিল। সকলের নয়ন আনন্দধারার পূর্ণ। এইরূপ প্রেমাবেশে চারিদণ্ডের পথ আসিতে সকলের তিন প্রহর লাগিল। *

* কৃষ্ণদাস কবিরাজ অন্যান্য স্থলের ন্যায় এইস্থলেও গৌরাঙ্গের চরিতাখ্যা কিঞ্চিৎ ব্যত্যয় ও অসংলগ্ন ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা,—

জগন্নাথের দেউল দেখি আবিষ্ট হইলা। দণ্ডবৎ হঞা প্রেমে নাচিতে লাগিলা॥
ভক্তগণ আবিষ্ট হঞা সবে নাচে গায়। প্রেমাবেশে প্রভু সঙ্গে রাজমার্গে যায়॥
হাসে কান্দে নাচে প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন। তিন ক্রোশ পথ হৈল সহস্র যোজন॥
চলিতে চলিতে প্রভু আইলা আঠার নালা। তাহা আসি প্রভু কিছু বাহ্যপ্রকাশিলা॥

মধ্যলীলা, ৫ম, প।

গৌরাঙ্গ আঠারনালায় উপনীত হইয়াই পূর্ব্বের 'সর্ব্বভাব' সম্বরণ করিলেন, তখন স্থির হইয়া ভক্ত সকলকে লইয়া বসিলেন ও তাহাদিগকে বিনয় সহকারে বলিলেন,—'তোমরা বন্ধুর কাজ করিয়া আমাকে জগন্নাথ দেখাইলে, এক্ষণে তোমরা আগে দর্শনে যাইবে ? কি আমি অগ্রে যাইব ?' মুকুন্দ বলিলেন 'তুমি আগে যাও।' তখন গৌরাঙ্গ 'ভাল' বলিয়া—

"মত্তসিংহ-গতি জিনি চলিলা সত্বর। প্রবিষ্ট হইলা আসি পুরীর ভিতর ॥"

দৈবক্রমে এই সময়ে বাসুদেব সার্ব্বভৌম কুতুহলে জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন। গৌরাঙ্গ তথায় আসিয়া জগন্নাথ, সুভদ্রা ও সঙ্কর্ষণ (বলরাম) দেখিবামাত্র আনন্দে বিহ্বল হইয়া উচ্চ হুঙ্কার করতঃ জগন্নাথ মূর্ত্তিকে কোলে করিবার ইচ্ছায় লম্ফ প্রদান করিলেন। ('লাফ দেন মহাপ্রভু আনন্দে বিহ্বল') তখন তাঁহার চক্ষের জল চতুর্দ্দিকে ছুটিল এবং পরক্ষণেই তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এদিকে পড়িহারী (দ্বাররক্ষক ব্রাহ্মণ) সকলে তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইল, তখন সার্ব্বভৌম আস্তে ব্যস্তে তাঁহার পৃষ্ঠে পড়িলেন। (বৃন্দাবন দাস এস্থলে কল্পনাবলে বলিয়াছেন) 'তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, এ শক্তি মনুষ্যের কোন কালে নয়, কেন না, এ হুঙ্কার, এ গর্জ্জন এ প্রেমের ধারা (নয়ন ধারা) যাহা কিছু সব অলৌকিক শক্তির প্রকাশ ; ইঁনি বুঝি কৃষ্ণ-চৈতন্য হইবেন।' সার্ব্বভৌমের নিবারণে পড়িহারিগণ ভীত হইয়া দূরে গিয়া দাঁড়াইল। এ দিকে গৌরাঙ্গ আনন্দে নিমগ্ন (আবিষ্ট) এবং অচেতন-প্রায় থাকিয়া আপনাকে সিংহাসনে 'চতুর্ব্যূহ' (চতুর্ব্বাহু ?) বিষ্ণুরূপে সুখে আপনিই উপবিষ্ট, ইহা ভক্তরূপে দেখিতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে সার্ব্বভৌম যখন দেখিলেন গৌরাঙ্গের 'আনন্দ-মূর্চ্ছা' ভঙ্গ হইল না তখন তিনি তাঁহাকে আপন বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য মনস্থ করিয়া পড়িহারিগণকে বলিলেন 'ভাই-সকল, ইহাকে উঠাইয়া আমার বাটীতে লইয়া চল।' তখন পাণ্ডুবিজয়ের সেবকগণ তাঁহাকে কোলে করিয়া লইয়া চলিল। গৌরাঙ্গকে সিংহ-দ্বারে আনিলে তাঁহার অনুচর ভক্তগণ তথায় আসিয়া মিলিলেন এবং সিংহদ্বারে নমস্কার করিয়া সকলে বাহ্যমান গৌরাঙ্গের পশ্চাতে আনন্দে সার্ব্বভৌমের বাটীতে চলিলেন। গৌরাঙ্গকে তথায় আনয়ন করিলে বাটীর দ্বার রুদ্ধ হইল।

সার্ব্বভৌম তখন ভক্তগণকে দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাদিগের যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিলেন এবং গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ দূর হইল। সার্ব্বভৌম নিত্যানন্দকে দেখিয়া তাঁহার পদধূলি বিনয়ের সহিত লইলেন। তদনন্তর ভক্ত-সকল জগন্নাথ দর্শনে যাইবার অভিলাষ প্রকাশ করিলে উঁহাদিগকে জগন্নাথ দেখাইবার জন্য সঙ্গে লোক দিলেন। পথে যাইতে যাইতে ঐ লোক হাত যোড় করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন 'তোমরা সকলে স্থির হইয়া জগন্নাথ দেখিবে, যেন পূর্ব্ব গোসাঞের মত কেহ করিও না। অধিক কি বলিব, দৈবাৎ বিগ্রহ সিংহাসনে ছিলেন, নতুবা তাঁহার আছাড়ে অন্যের প্রাণ যাইত। অতএব সম্বরণ করিয়া জগন্নাথ দেখিও।' সকলে হাসিয়া 'চিন্তা নাই' বলিয়া জগন্নাথ দর্শনে চলিলেন। তথায় গিয়া জগন্নাথমূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, পরে দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ প্রদক্ষিণ ও স্তব করিয়াছিলেন। পূজক ব্রাহ্মণেরা বিগ্রহের গলার মালা আনিয়া উঁহাদিগকে দিল, মালা পাইয়া উঁহারা আনন্দমনে সার্ব্বভৌমের বাটীতে সত্বরে ফিরিয়া আসিলেন। তখনও গৌরাঙ্গের মূর্চ্ছাভঙ্গ হয় নাই, সার্ব্বভৌম গৌরাঙ্গের পদতলে বসিয়া আছেন, ভক্তগণ তখন গৌরাঙ্গের চতুর্দ্দিকে 'রাম কৃষ্ণ' নাম করিতে লাগিলেন। তিন প্রহরেও (নয় ঘণ্টায়) তাঁহার বাহ্য ছিল না। পরে সহসা উঠিয়া বসিলেন, সকলে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। গৌরাঙ্গ স্থির হইয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আজকার আমার বিবরণ কি বল'। তখন নিত্যানন্দ বলিলেন,—'তুমি জগন্নাথ দেখিবামাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলে, দৈবাৎ সার্ব্বভৌম তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাই তোমাকে ধরাধরি করিয়া নিজ বাটীতে আনিয়াছেন। তুমি আনন্দ আবেশে তিন প্রহরকাল সংজ্ঞাহীন ছিলে, এই সার্ব্বভৌম তোমাকে নমস্কার করিতেছেন।' তখন গৌরাঙ্গ আস্তেব্যস্তে সার্ব্বভৌমকে কোলে লইয়া বলিলেন,—'জগন্নাথ বড় কৃপাময় তাই আমাকে সার্ব্বভৌমের আলয়ে আনিয়াছেন। আমার চিত্তে বড়ই আকাঙ্ক্ষা ছিল কিরূপে তোমার সঙ্গ ঘটিবে, কিন্তু কৃষ্ণ তাহা অনায়াসে 'পূর্ণ' করিলেন'। ইহা বলিয়া সার্ব্বভৌমের প্রতি হাসিয়া চাহিলেন এবং সেদিনকার নিজের আখ্যান এইরূপ বলিলেন। যথা—'শুন, জগন্নাথ দেখিয়াই আমার মনে হইল, উঁহাকে ধরিয়া আনিয়া 'বক্ষ-মাঝে' থুই, উহাকে ধরিতে গেলাম, তাহার পরে কি হইল তাহা আমি

কিছু জানি না; ভাগ্যে সার্ব্বভৌম নিকটে ছিলেন তাই'মহা সঙ্কট' হইতে রক্ষা হইয়াছে। অতএব আজ হইতে জগন্নাথকে গরুড়ের (গরুড়স্তম্ভের) পশ্চাৎ দাঁড়াইয়া দেখিব।' এই সময়ে নিত্যানন্দ বলিলেন, 'আর বেলা নাই, এখন সকলের স্নান করা হউক।' গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দকে বলিলেন, 'তোমাকে আমার দেহ সমর্পণ করিলাম, তুমি আমাকে সম্বরণ (রক্ষা) করিবে'। তদনন্তর গৌরাঙ্গ স্নান করিয়া আসিয়া সকলের সহিত হাস্যমুখে বসিলেন, সার্ব্বভৌম সত্বরে নানাবিধ মহাপ্রসাদ আনিয়া সাক্ষাতে উপস্থিত করিলেন। গৌরাঙ্গ মহাপ্রসাদকে নমস্কার করিয়া সকলকে লইয়া ভোজনার্থ ভূমিতে বসিলেন, এবং বলিলেন 'আমাকে বেশী করিয়া 'লাফরা' (বোধ হয় নিরামিষ ছেঁচড়া) দেহ, পীঠা, পানা ছানাবড়া তোমরা সভে লহ,' ইহার পরে তিনি মহা আনন্দে লাফরা খাইতে লাগিলেন, আর ভক্তগণ তাহা দেখিয়া হাসিতে লাগিল। সার্ব্বভৌম স্বয়ং সোনার থালায় অন্ন আনিয়া দিতেছিলেন এবং গৌরাঙ্গ তাহা ভোজন করিতেছিলেন। চৈ, ভা অন্ত্যখণ্ড ২য় অধ্যায়।

মন্তব্য—

এই পরিচ্ছেদের বিবৃত বিষয় হইতে গৌরাঙ্গের হিষ্টিরিয়া রোগজনিত বিকৃত-মনস্কতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কতকগুলি পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্তব্যে উল্লিখিত হইয়াছে। এস্থলে তাহারই অনুবৃত্তি স্বরূপ সংক্ষেপে পুনরুল্লেখ মাত্র করিয়া পশ্চাৎ এই মন্তব্যের প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে যথা—

(১) প্রেমাবেশে অর্থাৎ ভাব বিশেষের উত্তেজনায় মত্তসিংহের ন্যায় পথ চলা।

(২) সঙ্গীদিগকে ছাড়িয়া মধ্যে মধ্যে সহসা একাকী চলিয়া যাওয়া, কখন বা দ্রুত-গমনে গম্যস্থানের পথে পুনঃ পুনঃ অগ্রগামী হওয়া।

(৩) ভাব-গ্রহণ-প্রবণতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে নানা ভাবে আবিষ্ট হইয়া তত্তৎ ভাবের অনুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া।

(৪) বিষয় বিশেষের সঙ্কল্পের প্রেরণায় কখন কখন এরূপ বশীভূত হওয়া যে, কোনরূপ বাধা বিঘ্ন ভয় ও সদুপদেশ না মানিয়া ঐ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে একান্ত চেষ্টা করা। ইত্যাদি

এই সকল ব্যতীত এই পরিচ্ছেদের আর আর যে কয়েকটী বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাহা আবশ্যক মত ক্রমান্বয়ে নিম্নে আলোচিত হইতেছে।

(ক) গৌরাঙ্গ নীলাচলচন্দ্রের প্রতি যে মূল সঙ্কল্প লইয়া আবেশাবস্থায় শান্তিপুর হইতে জগন্নাথ যাইতেছিলেন তাহা তাঁহার অক্ষুন্ন ছিল, অথচ তিনি পথিমধ্যে সময়ে সময়ে অন্যান্য বহুতর ভাবে আবিষ্ট হইয়া সেই সেই মনোভাবানুরূপ বাহ্য-কার্য্যে প্রকাশ করিয়াছেন, যেমন,—গঙ্গা ও শিবলিঙ্গ দেখিয়া। আবার যখন গোপীনাথ ও সাক্ষীগোপালকে দর্শন করিয়াছিলেন, তখন তিনি বিষ্ণুভাবে ভাবিত হইয়া 'অখণ্ড' আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। স্থূল কথা, তিনি যেভাবে যখন আবিষ্ট হউন না, সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঐ ঐ ভাবোত্তেজনায় মৃদু বা দারুণ হিষ্টিরিয়ার আক্রমণের বিষয়ীভূত হইতেন। তন্মধ্যে আবার ইহাও দেখা যায়, গৌরাঙ্গ এস্থলে বাহ্যভাব-প্রেরণা ব্যতীত স্বতঃ-ভাবপ্রেরণা দ্বারাও সময়ে সময়ে উত্তেজিত হইয়া তীব্র হিষ্টিরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হইতেন। ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত রামচন্দ্র খানে

বাটীতে পাওয়া গিয়াছিল। সেখানে এমন কোন বাহ্যপ্রেরণার বিষয় ছিল না যাহা তাঁহার ভাবোত্তেজনার কারণ হইতে পারিত, সে স্থলে তদীয় আবেশ-প্রণোদিত জগন্নাথ দর্শনের প্রবল ইচ্ছা ইদানীং স্বতঃ-প্রেরণাপ্রভাবে প্রবলতর হওয়ায় উপযুক্ত সংযম শক্তির অভাবে (তদুৎপন্ন আবেগ) হিষ্টিরিয়ার এক তীব্র ও দীর্ঘকাল স্থায়ী আক্রমণ আনয়ন করিয়াছিল। ইহাই সঙ্গত বিবেচিত হইতেছে।

(খ) হিষ্টিরিয়া রোগের আবেশাবস্থা অপগত হইলে রোগী পুনরায় পূর্ব্ব স্বাস্থ্যাবস্থা [ইহাতেও অবশ্য হিষ্টিরিয়া স্বভাব (Status Hystericus) বিদ্যমান থাকে] লাভ করে এবং তখন তদনুরূপ মানসিক ও দৈহিক কার্য্যে তৎপর হয়। এক্ষেত্রে গৌরাঙ্গের আচরণে ইহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। যিনি জগন্নাথ যাত্রার প্রথমে আহারে অপ্রবৃত্ত, ও সঙ্গিগণের আহার হইল কি না তাহাতে উদাসীন ছিলেন, তিনিই সময়ান্তরে স্বীয় সঙ্গীদিগের ভোজনার্থ গ্রাম হইতে ঘর ঘর গিয়া প্রচুর খাদ্যদ্রব্য ভিক্ষা করিয়া আনিয়া সকলে মিলিয়া ভোজন করিয়াছিলেন। যিনি এক সময়ে যে ভক্ত সঙ্গিগণের প্রতি ক্রোধ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, আবার তিনিই সময়ান্তরে তাহাদিগকে পাইয়া আনন্দ প্রকাশ ও তাত্ত্বিক উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ এরূপ ব্যবহার দ্বারা এ স্থলে তাঁহার সাময়িক কথঞ্চিৎ সুস্থাবস্থারও পরিচয় দিয়াছেন।

(গ) এই পরিচ্ছেদে গৌরাঙ্গ স্বীয় রোগধর্ম্মে সময়ে সময়ে যে অবাস্তব দর্শন ও কাল্পনিক মানসিক কার্য্য সত্য ভাবিয়া সম্পাদন করিতেন তাহার নিদর্শনও এস্থলে দেখা যায়। তিনি যখন সঙ্গিগণের সহিত নৌকায় চড়িয়া গমন করিতে-ছিলেন, তখন নাবিক রাজার লোক ও জলদস্যুর অত্যাচারের ভয়ের কথা জানাইয়া সকলকে স্থির হইবার জন্য প্রার্থনা করিলে, গৌরাঙ্গ তাহা স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের বিরুদ্ধ ভাবিয়া উত্তেজিত হইয়া কাল্পনিক সুদর্শন চক্র দেখিতেছিলেন, এবং উহা অপর সকলকে দেখিতে বলিয়া এই চক্র যে বৈষ্ণদিগকে সতত রক্ষা করে তাহা নির্দ্দেশ করতঃ তাহাদিগকে অভয় দিয়াছিলেন, পরন্তু অন্য কেহই ঐ চক্র দেখে নাই ; সকলে কেবল তাঁহার কথা মাত্র শুনিয়াছিল। আবারও যখন কমলপুরে আসিয়া জগন্নাথ মন্দিরের ধ্বজা প্রথম দর্শন করিয়াছিলেন, তখন আনন্দে হিষ্টিরিয়ার এক আক্রমণের বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি দেখি-লেন প্রাসাদের মাথায় বালগোপাল তাঁহাকে দেখিয়া হাসিতেছেন এবং তাহা

সকলকে দেখিতে বলিলেন,আর ঐ বালগোপালের কৃত্য অৰ্দ্ধশ্লোকে বর্ণিত করিয়া তাহাই পড়িতে পড়িতে ও ঐ ধ্বজা দেখিতে দেখিতে মন্দিরাভিমুখে চলিয়াছিলেন। এই শ্লোক কাহার রচিত, তাহা জীবনী লেখক স্পষ্ট নির্দ্দেশ করেন নাই,সম্ভবতঃ উহা গৌরাঙ্গ পূর্ব্ব হইতে মনে মনে রচনা করিয়া সম্পূর্ণ না হইতেই মন্দিরের ধ্বজা দর্শন করেন এবং শ্লোকটী আর পূর্ণতা লাভ করিতে পায় নাই। সুধী পাঠকবৃন্দ! এক্ষণে বিচার্য্য বিষয় এই, গৌরাঙ্গ কি সুদর্শন চক্র এবং বালগোপাল-মূর্ত্তি সত্য সত্য দেখিয়াছিলেন? যখন সঙ্গীরা কেহই উহার মধ্যে একটীও দেখে নাই, তখন ইহা সহজেই অনুমিত হয় যে, উহা তিনি স্বীয় মানসচক্ষে দেখিয়াই ঐরূপ বলিয়াছিলেন। এদিকে গৌরাঙ্গ-সদৃশ ব্যক্তি স্বীয় অন্তরঙ্গ ভক্তদিগকে যে মিথ্যা বলিয়া প্রতারণা করিয়াছিলেন ইহাইবা কিরূপে মনে করা যাইতে পারে? অতএব বুঝিতে হইবে, উহা তাঁহার রোগধর্ম্মে কল্পনাপ্রসূত ভ্রান্তদৃষ্টি (Optical Hallucination)। সুতরাং এই সমস্যার এইরূপ বৈজ্ঞানিক মীমাংসা হওয়া সঙ্গত হইতে পারে; যেমন উন্মাদ ও মদাত্যয় রোগে রোগী অবাস্তব বস্তুকে প্রকৃত বলিয়া দেখে (ও শুনে) হিষ্টিরিয়া রোগেও ঠিক ঐরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এ স্থলে গৌরাঙ্গ স্বীয় রোগধর্ম্মে কল্পনায় সত্য সত্যই যেন সুদর্শন চক্র ও সহাস্য বালগোপাল মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, এবং সেই হেতু তিনি সঙ্গী ও ভক্তদিগকে উহা দৃঢ়তার সহিত দেখিতেও বলিয়াছিলেন। যদি তিনি জানিতে চক্র ও সহাস্যবদন বালগোপাল মূর্ত্তি অলীক, তাহা হইলে তিনি ভক্তগণকে উহা দেখিবার জন্য কদাচ বলিতে পারিতেন না; কেন না তাঁহার কথার প্রতি ভক্তের কোনরূপ অবিশ্বাস জন্মিলে তাঁহার বিশেষ ক্ষতির আশঙ্কা ছিল। অতএব সিদ্ধান্ত হইতেছে, গৌরাঙ্গ হিষ্টিরিয়া রোগের আবেশাবস্থায় যে চক্র ও বালগোপাল দর্শন করিয়াছিলেন ও যাহা অন্যকে দেখিতে বলিয়াছেন তাহা তাঁহার অবাস্তব দর্শন ও প্রলাপ (Hallucination and delirium) মাত্র।

(খ) গৌরাঙ্গ একাকী পুরীর মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া জগন্নাথ মূর্ত্তি দর্শন করিবামাত্র 'আনন্দ বিহ্বল' অর্থাৎ বাহ্যশূন্য হইয়া ঐ মূর্ত্তিকে 'কোলে' করিবার ইচ্ছা করিয়া লম্ফ দিয়া বেদীর উপরে উঠিতেছিলেন। ভাবের আবেগে লম্ফ প্রদান তাঁহার এই নূতন নহে,—(১ম খ, ১১প ৯৬ পৃঃ এবং ১৯প, ৩৩১ পৃঃ দেখ) ইত্যবসরে তিনি তাঁহার হিষ্টিরিয়ার এক তীব্র আক্রমণের বিষয়ীভূত হইয়া

পড়িয়াছিলেন, তখন তিনি অত্যন্ত রোদন করিতে করিতে সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন ও অত্যন্ত হুঙ্কার ও গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। দৈবাৎ সার্ব্বভৌম তথায় জগন্নাথ দর্শনার্থ উপস্থিত ছিলেন, তিনি এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া মনে মনে গৌরাঙ্গে অলৌকিক শক্তির বিকাশ, স্থির করিলেন। তিনি অবশ্য পূর্ব্বে কখন হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিলে তাঁহার গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে ধারণা অন্যরূপ হইত। বৃন্দাবন দাসও গৌরাঙ্গের কথিত অদ্ভুত আচরণের প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিলে তাঁহাতে অযথা ঈশ্বরত্বের আরোপ করিয়া এতটা বাচালতা প্রকাশ করিতে পারিতেন না। যথা—

'ঈশ্বরের চরিত্র বুঝিতে শক্তি কার।' 'আপনেই জগন্নাথ ভাবেন আপনা।'
'হরি' বলি চলিলেন সর্ব্বজীব নাথ।' 'করিতে আছেন নৃত্য জগতজীবন।'
'এই মত ঈশ্বরের অগাধ চরিত্র। 'যার কীর্ত্তিমাত্র সর্ব্ববেদে ব্যাখ্যা করে।
অনায়াসে সে ঈশ্বর আসেন মন্দিরে॥' 'ক্ষণেকে উঠিলা সর্ব্ব-জগতজীবন॥'

ইত্যাদি, ইত্যাদি।

প্রসঙ্গাধীন নিত্যানন্দের কথা এই পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদীয় মন্তব্যে তাঁহার হিষ্টিরিয়াজনিত বিচিত্র লক্ষণের পরিচয় প্রদর্শিত হইয়াছে। এস্থলে তৎকৃত গৌরাঙ্গের দণ্ড-ভঙ্গের ব্যাপারে তিনি বংশদণ্ড ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে উহার সহিত কথা কহিয়াছিলেন। পাঠক! অচেতন পদার্থ বংশদণ্ডের সহিত যুক্তিপ্রদর্শন পূর্ব্বক কথা বলা কদাচ সুস্থমনা লোকের কার্য্য হইতে পারে না। নিত্যানন্দ যে চির হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত বিকৃত-মনা লোক ছিলেন তাহা পাঠক বেশ জানেন। এস্থলে ঐ রোগের যে একতম লক্ষণ—এক বস্তুতে বস্তুন্তরের আরোপ অর্থাৎ অধ্যাস (Elusion) তাহা উপস্থিত হইয়াছিল। কেন না তিনি কাষ্ঠ দণ্ডকে মনুষ্যরূপে গ্রহণ ও তদনুরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গকে সর্ব্বতোভাবে অনিষ্ট হইতে রক্ষা করা ও তাঁহার অসন্তুষ্টিজনক বা ক্রোধোৎপাদক কোন কার্য্য না করা তাঁহার ব্রত বা অভ্যাস ছিল। অথচ এ ক্ষেত্রে তিনি হিষ্টিরিয়ার আবেশে (পরম বিহ্বল) অবস্থায় সহসা তাহা ভুলিয়া গিয়া গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসাশ্রমের প্রকৃষ্ট চিহ্নটী নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। ইহাতে গৌরাঙ্গ ক্রোধ করিয়া দণ্ডমাত্র সঙ্গ ছিল তাহাও গেল, অতএব তিনি একাই জগন্নাথ দর্শনে যাইবেন, এই প্রস্তাব করেন।

অতঃপর গৌরাঙ্গের ভাব-সম্বন্ধীয় বিচিত্র লীলা-রহস্যের কিঞ্চিৎ বিশিষ্ট আলোচনা আবশ্যক। কেন না এস্থলে গৌরাঙ্গে ভাব-সঙ্ঘের যে পারম্পর্য্য উদ্দীপন ও উপশম ঘটিয়াছিল তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ তলাইয়া অনুশীলন না করিলে গৌরাঙ্গের ভাবময় চরিত্রের বৈচিত্র্যাংশ প্রচ্ছন্ন রহিয়া যায়, তাহা বাঞ্ছনীয় নহে।

মূল পাঠে জানা যায়, গৌরাঙ্গ গোপী-সুলভ দাস্যভাবে ভাবিত হইয়া সম্প্রতি মত্তসিংহ গতিতে কমলপুর পর্য্যন্ত আগমন করেন, তথা হইতে জগন্নাথ মন্দিরের চূড়া দেখিবামাত্র মূর্চ্ছান্বিত হইয়া পড়েন। তদনন্তর ঐ চূড়ায় দেখিতে পাইলেন কৃষ্ণ বালগোপাল মূর্ত্তিতে হাস্যমুখে তাঁহাকে দেখা দিলেন। এই সময়ে তাঁহার বাৎসল্য অর্থাৎ দেবকীর ভাব মনে উদিত হওয়ায় তিনি শ্লোকার্দ্ধ রচনা করিয়া পাঠ করেন। পরক্ষণে বালকৃষ্ণ মূর্ত্তি সহসা অদৃশ্য হওয়ায় তাঁহার ঐ বাৎসল্য ভাবের বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহাতে তাঁহার চিত্তে পুত্রবিরহজনিত ক্লেশের ভাব উদিত এবং তাহার বাহ্য অভিব্যক্তি—অতি-ক্রন্দন ও অত্যন্ত আছাড় খাওয়া উপস্থিত হয়, এবং তিনি মন্দিরের চূড়ার প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি এবং ঐ শ্লোকার্দ্ধ পাঠ করিতে করিতে অগ্রসর হন। বলা বাহুল্য এই ভাবান্তর সহসা উপস্থিত হওয়ায় তিনি শ্লোকের শেষার্দ্ধ ভাগ আর পূরণ করিয়া উঠিতে না পারিয়া মন্দিরের চূড়া দেখিতে দেখিতে শ্লোকের ঐ পূর্ব্বার্দ্ধই বারম্বার আবৃত্তি করিয়া চলিয়াছিলেন। এরূপ ভাবও অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না, তখন তাঁহার দেহে অপূর্ব্ব এক জাড্যভাব আশ্রয় করে, তাহার ফলে তিনি নিজ প্রবলিষ্ঠ দেহকে পূর্ব্বের ন্যায় পরিচালনা করিতে সহসা অসমর্থ হইয়া পড়েন। অথচ ভিতর হইতে তাঁহার পূর্ব্বাবলম্বিত বাৎসল্য ভাবের আবেগ তাঁহাকে মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইতে উত্তেজিত করিয়াছিল। এই পরস্পর-বিরুদ্ধ দ্বি-ভাবের যুগপৎ মিশ্রিত কার্য্যে গৌরাঙ্গের গমন-ক্রিয়া এক অপূর্ব্ব আকার ধারণ করিয়াছিল। তিনি দণ্ডবৎ করিতে করিতে আঁকা-বাঁকা ভাবে চলিয়াছিলেন, ভক্তগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিতে করিতে যাওয়ায় আঠারনালা পর্য্যন্ত ৪ দণ্ডের পথ যাইতে তিন প্রহর লাগিয়াছিল। যদি তিনি আঁকা-বাঁকা না গিয়া কেবল সোজা ভাবে দণ্ডবৎ করিতে করিতে যাইতেন তাহা হইলে ভক্তগণকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন অর্থাৎ রক্ষা করিয়া চলার প্রয়োজন হইত না, এবং তত অধিক সময়ও লাগিত না। অতএব উপলব্ধি

হইতেছে গৌরাঙ্গ আঁকাবাঁকা ভাবে বুকে হাটিয়াই কমলপুর হইতে আঠার-নালায় উপনীত হইয়া থাকিবেন। এরূপ অনুমান করিবার কারণ এই, সুশ্রুতোক্ত দ্বিবিধ প্রকার অমানুষিক (নিদানোক্ত ভূতোন্মাদ) রোগের (যাহা হিষ্টিরিয়া বলিয়া আখ্যাত হয়) লক্ষণ (যাহা নিত্যানন্দের প্রসঙ্গে প্রদর্শিত হইবে) সর্পের ন্যায় ভূমিতে বুকে হাটা এবং বিষম গমনের নির্দ্দেশ আছে। এই উভয় ব্যাপার গৌরাঙ্গের বিভিন্ন ভাবাবেশের ফলে এককালিন হইয়াছিল। অপর, জীবনী লেখকেরা বলিয়াছেন তিনি আঠারনালায় উপনীত হইলে তাঁহার 'সর্ব্বভাব' তিরোহিত হইয়া বাহ্য অর্থাৎ সংজ্ঞা হইয়াছিল। এই সর্ব্বভাব যে কি কি এবং তাহাদের পরিচায়ক বাহ্য লক্ষণাদিই বা কিরূপ,তাহা তাঁহারা স্পষ্ট কিছু নির্দ্দেশ করেন নাই। না করিলেও ঐ সর্ব্বভাব যে কথিত ভাবসজ্ঞ তাহা সহজে উপলব্ধ হয়। সম্প্রতি উহা নিবৃত্তক্রিয় হইলে গৌরাঙ্গের সুপ্ত দাস্যভাব পুনরুদ্দীপিত হইয়া ক্রিয়াকর হওয়ায় তিনি পুনরায় মত্তসিংহের ন্যায় গতি লাভ করিয়া জগন্নাথ মন্দিরে গিয়াছিলেন। তৎপরেও তাঁহার উপর্য্যুপরি ভাব-পরিবর্ত্তন ব্যাপার চলিতেছিল, তাহা পশ্চাৎ পরিলক্ষিত হইবে।

বাস্তবিক গৌরাঙ্গ চরিত অগাধ অথবা গহন স্বরূপই বটে, কেন না হিষ্টিরিয়া রোগের আকার ভারতীয় মতে বিবিধ ও পাশ্চাত্য মতে অসংখ্য, এ ক্ষেত্রে গৌরাঙ্গ তিন প্রহরকাল মূর্চ্ছাপন্ন ছিলেন, উহাতে তাঁহার চৈতন্য আদৌ ছিল না, সুতরাং বুঝিতে হইবে এ মূর্চ্ছা হিষ্টিরিয়ার সাধারণ মূর্চ্ছা নহে পরন্তু বিশেষ মূর্চ্ছা। ইহা পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদের ভাষায় Coma of Hysteria-major বলিয়া অভিহিত হয়। গৌরাঙ্গ ঐ মূর্চ্ছাভঙ্গে প্রকৃতিস্থ হইলে সকলের মুখে স্বীয় অবস্থা অবগত হইয়া এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি অতঃপর দূর হইতে জগন্নাথ দর্শন করিবেন, এবং তিনি কার্য্যেও তাহাই করিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হয়, তিনি আর আপনাকে আপনি বিশ্বাস করিতে পারিতেন না।

পরিশেষে হিষ্টিরিয়া রোগের বিশিষ্ট স্বভাবসুলভ আত্ম ও পর-প্রেরণা (auto and hetero-suggestion) পরম্পরাক্রমে যেরূপ আশ্চর্য্যজনক ক্রিয়া প্রকটিত করিয়া থাকে তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এস্থলে গৌরাঙ্গচরিতে দেখা যায়। তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। নিত্যানন্দ ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়া গৌরাঙ্গের দণ্ড (তাঁহার অনুপস্থিতিতে) ভাঙ্গিয়া ফেলেন, ইহা

গৌরাঙ্গ জানিতে পারিয়া তৎপ্রতি ক্রোধান্বিত হইলেও নিত্যানন্দের ক্ষমা প্রার্থনা ও শরণাগতি ব্যঞ্জক বাক্যে বশীভূত হইয়া ভাবান্তরগ্রস্ত হইয়া বলিয়াছিলেন—'একমাত্র সঙ্গ ছিল দণ্ড তাহাও কৃষ্ণ ছাড়াইয়া লইলেন'। তদনন্তর সেই সঙ্গ-ত্যাগ-ভাবের ছলনা অবলম্বন করিয়া স্বীয় সঙ্গিগণের (নিত্যানন্দ উহাদের মধ্যে একজন) নিকট হইতে সময়ে সময়ে অগ্রগামী হওয়া যে চির অভ্যাস, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য নামমাত্র অনুমোদন লইয়া দ্রুতগমনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহার পরে জলেশ্বরে একাকী গিয়া শিবভাবে একান্ত আবিষ্ট ও মূর্চ্ছান্বিত হইয়া বহুক্ষণ থাকার পরে সংজ্ঞা লাভ করিলে তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি তখন ভাবিলেন সঙ্গিগণের, বিশেষতঃ নিত্যানন্দের প্রতি ক্রোধ-ব্যঞ্জক কোন কার্য্য করিলে নিজের ও ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের পক্ষে বিশেষ হানির সম্ভাবনা; অতএব তাঁহাদের প্রতি এক্ষণে আদর ও সন্তোষের ভাব প্রদর্শন করাই উচিত হইবে। এইরূপ চিন্তা করিতেছেন ইত্যবসরে নিত্যানন্দ প্রভৃতি অনুচরবর্গ তথায় আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন। তখন গৌরাঙ্গ উহাদিগকে দেখিয়া আনন্দোৎফুল্ল হইয়া গ্রহণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন এবং নিত্যানন্দকে কোলে করিয়া বিশেষভাবে বলিলেন—'তুমি কোথায় আমার সন্ন্যাসধর্ম্ম সতত রক্ষা করিয়া চলিবে তাহা না করিয়া আমাকে আরও পাগল করিতে চাও! যদি ওরূপ আর কোন কার্য্য কর তবে আমার মাথা খাও।' এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলি, সুবুদ্ধি পাঠক! আমাদের গৌরাঙ্গের বিষ্ণু বা কৃষ্ণের অবতার হইয়াও আপনাকে পাগল বলিয়া অনুভূতি এবং অধিকতর পাগল হইবার আশঙ্কা মনে মনে পোষণ করা কি নিতান্ত বিসদৃশও হাস্যোদ্দীপক নহে?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[সার্ব্বভৌমের সহিত গৌরাঙ্গের নিভৃতে বসিয়া কথোপকথন, সার্ব্বভৌমকে দর্শন করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার তথায় আগমন, তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া এবং তাঁহার নিকট স্বীয় আচার ব্যবহার সম্বন্ধে উপদেশ প্রার্থনা করা। সার্ব্বভৌম তাঁহার পক্ষে সন্ন্যাসাশ্রম শাস্ত্র ও ব্যবহার বিরুদ্ধ, নিষ্প্রয়োজনীয় এবং প্রমাদসম্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পরন্তু তাঁহাতে অত্যন্ত কৃষ্ণভক্তি দেখিয়া তাঁহাকে প্রশংসাও করেন, তাহার উত্তরে গৌরাঙ্গ বলেন তাঁহাকে সন্ন্যাসী বলিয়া মনে না করুন, বস্তুতঃ তিনি কৃষ্ণবিরহে বিক্ষিপ্ত হইয়া শিখাসূত্র ত্যাগ করিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়াছেন। তৎপরে সার্ব্বভৌমের প্রতি হাসিয়া হাসিয়া চাহিয়া তাঁহাকে মুগ্ধ করেন, তখন তিনি গৌরাঙ্গকে আশ্রম হিসাবে বন্দ্য সুতরাং তৎকর্ত্তৃক তাঁহার স্তব করা কর্ত্তব্য নহে বলেন, ইহাতে গৌরাঙ্গ সার্ব্বভৌমকে মায়া ত্যাগ করিতে বলেন এবং সর্ব্বভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হওয়ার কথা জানান। পরে ভাগবতে তাঁহার মনে যে সকল সন্দেহ আছে তাহা ঘুচাইবার জন্য তাঁহার মুখে 'আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ' ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিতে ইচ্ছা করেন। তদনুসারে সার্ব্বভৌম যতদুর সাধ্য ব্যাখ্যা করিয়া কৃষ্ণপদে ভক্তিই সকলের মূল এই সার কথা বলেন, তৎপরে গৌরাঙ্গ ঐ শ্লোকের অতিরিক্ত নুতন ব্যাখ্যা করায় সেই অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা মনুষ্য-শক্তির অতীত বোধে তাঁহাকে 'ঈশ্বর বিহিত' বলিয়া মনে করিলেন। এই সময়ে গৌরাঙ্গ হুঙ্কার করতঃ তাঁহাকে ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া বলেন 'তোমার বিচারে কি আমার সন্ন্যাস গ্রহণের অধিকার নাই? আমাকে সন্ন্যাসী বলিয়া কি তোমার মনে হয় না? বাস্তবিক তোমার জন্য আমি এখানে উদিত হইয়াছি, তুমি বহু জন্ম আমার দাস থাকিয়া জীবন ত্যাগ করিয়াছ, অতএব তোমাকে দর্শন দিলাম' ইত্যাদি বলায় সার্ব্বভৌম মূর্চ্ছা গেলেন, পরে গৌরাঙ্গ তাঁহার মস্তকে হাত দিয়া উঠ উঠ বলেন এবং কিছু সংজ্ঞা হইলে তাঁহার বুকের উপরে পা তুলিয়া দিলে তিনি ঐ পা দৃঢ়রূপে ধরিয়া আর্ত্তনাদ ও রোদন করেন। ঐ সময়ে গৌরাঙ্গ তাঁহাকে বলিলেন, তিনি যে তাঁহার বিভূতি দেখিলেন তাহা যেন তাঁহার পৃথিবীতে থাকা পর্য্যন্ত কাহারও নিকট প্রকাশ না করেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি।]

গৌরসুন্দর কিছুদিন আনন্দে কালযাপন করিতেছেন, দৈবাৎ একদিন সার্ব্বভৌমকে নিভৃতে লইয়া গিয়া বসিলেন এবং বলিলেন 'শুন সার্ব্বভৌম মহাশয়! তোমাকে মনের কথা বলি, আমি যে জগন্নাথ দেখিতে আসিলাম, তাহার মূল উদ্দেশ্য তুমি এখানে আছ। জগন্নাথ কি আমাকে কথা বলিবেন? তুমিই আমার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিবে, কেন না কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি তোমাতে

বিদ্যমান। তুমিই কৃষ্ণ-প্রেম-ভক্তি দিতে পার, সেই হেতু আমি তোমার শরণ লইলাম, যাহা ভাল হয় তাহা কর। আর আমি কি বিধিতে চলিব, কিরূপে থাকিব, এ সংসারকূপে আর না পড়ি, এই সকলের উপদেশ অকপটে দাও, আমি সর্ব্বথা তোমারই জানিবে।' গৌরাঙ্গ এইরূপ বহুবিধ ছলনা করিয়া সার্ব্বভৌমকে বলিলেন। এদিকে সার্ব্বভৌম তাঁহার মর্ম্ম (নিগূঢ় অভিপ্রায়) না বুঝিতে পারিয়া সরল ভাবে ইহা বলিয়াছিলেন। বুঝিলাম 'তুমি যাহা যাহা বলিলে তৎসমস্ত তোমার ভাল। তোমাতে যে ভক্তির উদয় হইয়াছে তাহা অতীব অপূর্ব্ব এবং উহা তোমার উপরে কৃষ্ণের কৃপায় হইয়াছে। তবে তুমি যে একটী কার্য্য করিয়াছ, তাহা ব্যবহার বিরুদ্ধ, তুমি 'পরম সুবুদ্ধি' হইয়া কি জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছ? বিচার করিয়া বুঝ সন্ন্যাসে কি আছে? প্রথমে ত উহা দ্বারা লোক অহঙ্কারে বদ্ধ হয়, দণ্ড ধারণ করিয়া আপনাকে মহাজ্ঞানী মনে করে, সে কাহার কাছে হাত যোড় করে না, যাহার পদধূলি লওয়া 'দেবের বিহিত' তেমন লোক নমস্কার করিলেও ভীত হয় না। অতএব অহঙ্কারজনক সন্ন্যাস-ধর্ম্ম কদাচ ভাল নহে। বুঝ ভাগবত কিরূপ বলিয়াছেন। ব্রাহ্মণাদি চণ্ডাল ও কুকুর পর্য্যন্ত সকলকে সম্মানের সহিত নমস্কার করিবে ইহাই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। যাহারা এরূপ না করে তাহারা ধর্ম্মধ্বজী মাত্র। তাহাদের শিখাসূত্র ত্যাগ করিয়া কেবল এই লাভ হয়—'মহা মহা ভাগেরা নমস্কার করে। আর শুন, ইহাতে কিরূপ বুদ্ধিনাশ ও বুদ্ধি ক্ষয় হয়,—

"জীবের স্বভাব-ধর্ম্ম ঈশ্বরভজন।
তাহা ছাড়ি আপনারে বোলে 'নারায়ণ'॥
গর্ভবাসে যে ঈশ্বর করিলেন রক্ষা।
যাহার প্রসাদে হৈল বুদ্ধি জ্ঞান শিক্ষা॥
যার দাস্য লাগি শেষ অজ ভব রমা।
পাইয়াও নিরবধি করেন কামনা॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যাহার দাসে করে।
লাজো নাহি হেন 'প্রভু' বলে আপনারে॥
নিদ্রা হৈলে আপনাকে ইহাও না জানে।
আপনারে 'নারায়ণ' বলে হেন জনে॥"

আর, শ্রীকৃষ্ণ জগতের পিতা, তাঁহাকে যে ভক্তি করে সে সুপুত্র হয়, যে নিষ্কাম হইয়া কৃষ্ণ ভজন করে, তাহাকে যোগী সন্ন্যাসী বলা যায়, পক্ষান্তরে বিষ্ণুক্রিয়া না করিয়া পরান্ন খাইলে তাহা কিছু নহে, ইহা শাস্ত্র বলেন। যাহাতে ঈশ্বরে প্রীতি জন্মে তাহাকে ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও সদাচার বলা সর্ব্বসম্মত এবং তাহাকেই বিদ্যা মন্ত্র অধ্যয়ন বলি, তাহা কৃষ্ণ পাদপদ্মে মন স্থির করায়। কৃষ্ণ সকলের জীবন ও জনক,যে জন হেন কৃষ্ণ না ভজে তাহার সকল ব্যর্থ হয়।' ইত্যাদি বলিয়া শেষে বলিলেন, সন্ন্যাসী হইয়া মাথা মুড়াইয়া কি ফল? তবে তুমি কেন এ পথে প্রবিষ্ট হইয়াছ? যদি বল 'কৃষ্ণ ভক্তি যোগে' লোক উদ্ধার করিবে তবে শিখাসূত্র ত্যাগ করিয়া কি লাভ? আর যদি বল মাধবেন্দ্র আদি মহাভাগ সকল ঐরূপ করিয়াছেন, কিন্তু তোমার এ সময় উহাতে কিরূপে অধিকার হইল? তাঁহারা 'গ্রাম্যরস' (গার্হস্থ্য সুখ) ভোগ করিয়া যথা সময়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর তুমি সবে যৌবনে প্রবেশ করিয়াছ কিরূপে তোমার সন্ন্যাসে অধিকার হইবে? পরমার্থ বিষয়ে সন্ন্যাস তোমার কি করিবে? তোমার শরীরে যেরূপ ভক্তি হইয়াছে তাহা যোগেন্দ্রাদিরও দুর্লভ 'তবে কেন করিয়াছ এমত প্রমাদ?' তখন গৌরাঙ্গ ইহা শুনিয়া সুখী হইলেন ও বলিলেন,—

'প্রভু বোলে "শুন সার্ব্বভৌম মহাশয়। সন্ন্যাসী আমারে নাহি জানহ নিশ্চয়॥
কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া। বাহির হইনু শিখাসূত্র মুড়াইয়া॥"
সন্ন্যাসী করিয়া জ্ঞান ছাড় মোর প্রতি। কৃপা কর যেন মোর কৃষ্ণে হয় মতি॥'

সার্ব্বভৌমের প্রতি তিনি চাহিয়া চাহিয়া হাসিলেন তখন সার্ব্বভৌম মায়া-মুগ্ধ হইয়া কিছু বুঝিতে পারিলেন না। পরে গৌরাঙ্গকে বলিলেন, 'তুমি আশ্রম হিসাবে আমার অপেক্ষা বড়, সে জন্য তুমি আমার ' বন্দ্য' হইতেছ ; অতএব তুমি যে আমাকে স্তব কর, তাহা যুক্ত নহে, ইহাতে পাছে আমার অপরাধ হয়।' গৌরাঙ্গ বলিলেন, 'তুমি ও সকল 'মায়া' ছাড় আমি সর্ব্বভাবে তোমার 'ছায়া' লইলাম।' এইস্থানে বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন, গৌরাঙ্গের এ লীলা কে বুঝিবে? পরে গৌরাঙ্গ বলিলেন, আমার একটী মনোবাঞ্ছা আছে তাহা এই,—'তোমার শ্রীমুখের ভাগবত শুনা, আমার মনে যত সংশয় আছে, তোমা বিনা কাহার সাধ্য তাহা ঘুচাইবে?' সার্ব্বভৌম বলিলেন, আমি জানি তুমি সর্ব্ববিদ্যায় 'প্রবীণ' ভাগবতের অর্থ তুমি এমন কি জান না যে, তাহা আমি বুঝাইব। তবে সজ্জনের

নিয়ম এই যে, পর পর ভক্তির বিচার করেন। অতএব বল দেখি, ভাগবতের কোন্ স্থানে তোমার সন্দেহ আছে, আমি যথাশক্তি তাহার ব্যাখ্যা করিব।

তখন গৌরাঙ্গ ঈষৎ হাসিয়া ভাগবতের এই শ্লোক উপস্থিত করিলেন,—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ ১।৭।১০

সার্ব্বভৌম এই শ্লোকের ত্রয়োদশ প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়া উহার মর্ম্মার্থ প্রকাশে বলেন যথা—"কৃষ্ণ পদে ভক্তি যে সভার মূলতত্ত্ব" ইত্যাদি। তদনন্তর 'আর শক্তি 'নাই' বলিয়া নিরস্ত হইলেন। তখন গৌরাঙ্গ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, 'তুমি যাহা ব্যাখ্যা করিলে সকলই সত্য' এক্ষণে আমি কিছু ব্যাখ্যা করি, বিচার করিয়া দেখ ঠিক হয় কি না? সার্ব্বভৌম তাঁহার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া মনে করিলেন—মনুষ্যের শক্তিতে কি আরও অর্থ করা সম্ভব? অতএব ভাবিলেন 'ইনি কিবা ঈশ্বর বিদিত?' গৌরাঙ্গ ঐ শ্লোক ব্যাখ্যাকালে হুঙ্কার করিয়া ষড়্‌ভুজ অবতার-মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, সার্ব্বভৌম! তোমার বিচারে আমার কি সন্ন্যাসে অধিকার নাই? আমি যে সন্ন্যাসী, ইহা কি তোমার মনে হয়? বাস্তবিক 'তোর লাগি এথা আমি হইলুঁ উদয়'। আর বহু জন্মে আমার প্রেমের দাস থাকিয়া তুমি জীবন ত্যাগ করিয়াছ, আমি সাধু উদ্ধার ও দুষ্ট বিনাশ করিয়াছি, অতএব তোমাকে দর্শন দিলাম। তোমার কোন চিন্তা নাই, এক্ষণে আমার স্তব পড়। তখন অপূর্ব্ব তেজোময় ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তি দেখিয়া সার্ব্বভৌম মূর্চ্ছা গেলেন। এদিকে গৌরাঙ্গ আনন্দে হুঙ্কার ও গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, পরে উঠ বলিয়া সার্ব্বভৌমের মস্তকে হাত দিলেন, তাহাতে সার্ব্বভৌমের চেতনা হইল বটে, কিন্তু বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না, এই সময়ে গৌরাঙ্গ তাঁহার বুকের উপরে পা তুলিয়া দিলেন, সার্ব্বভৌম ঐ পা দৃঢ় করিয়া ধরিয়া 'কান্দিতে লাগিলেন এবং চিত্ত চোর পাইলাম বলিলেন।—("আজি সে পাইনু চিত্ত চোর বলি কান্দে।") পরে ঐ পা ধরিয়া আর্ত্তনাদ করতঃ রোদন করিতে লাগিলেন ও বলিলেন, তুমি অধমের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তোমার 'অচিন্ত্য শুদ্ধমর্ম্ম' না জানিয়া আমি মহাপাপী তোমাকে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছি, এক্ষণে তুমি তোমার চরণে প্রেমভক্তি আমাকে দাও। এইস্থলে বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন, সার্ব্বভৌম ঐ পা ধরা অবস্থায় শত শ্লোক রচনা করিয়া তাহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করত স্তব করিয়াছিলেন।

ইহার পরে গৌরাঙ্গ হাসিয়া বলিলেন,—'শুন সার্ব্বভৌম! তুমি আমার পার্ষদ বিধায় আ মার এত সম্পদ দেখিলে, তোমার জন্যই এখানে আসা, তুমি আমার যাহা কিছু প্রকাশ অর্থাৎ বিভূতি দেখিলে তাহা আমার পৃথিবীতে থাকা পর্য্যন্ত সংগোপনে রাখিবে। আর নিত্যানন্দকে আমার দ্বিতীয় দেহ বলিয়া জানিবে, তাঁহার পাদদ্বয় ভক্তি পূর্ব্বক সেবা করিও॥' ইহার পরে গৌরাঙ্গ আপন ঐশ্বর্য্য (ষড়্‌ভুজ) সম্বরণ করিয়া রহিলেন। তখন

"চিনি নিজ প্রভু সার্ব্বভৌম মহাশয়।
বাহ্য আর নাহি হৈল পরমানন্দময়॥"

অর্থাৎ সার্ব্বভৌম পুনরায় মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন।

এইরূপে সার্ব্বভৌমকে "উদ্ধার" করিয়া গৌরাঙ্গ নীলাচলে নিরবধি নৃত্যগীত করিয়া কৃষ্ণপ্রেমের আবেশে দিন রাত্রি কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন নীলাচলবাসীরা সকলে এই 'অপূর্ব্ব' দৃশ্য দেখিয়া উচ্চরবে হরি হরি এবং গৌরাঙ্গকে"সচল জগন্নাথ" বলিতে লাগিল। যে দিকে যান সেই দিকে হরিধ্বনি হইতে লাগিল এবং সকলে তাঁহার পায়ে পড়িয়া পায়ের ধূলা লইয়া আনন্দ অনুভব করিল। এই স্থানে বৃন্দাবন দাস গৌরাঙ্গের অবস্থা যেরূপ সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তাহার রূপান্তর না করিয়া অবিকল উদ্ধৃত হইতেছে। যথা—

"কিবা সে বিগ্রহের সৌন্দর্য্যের অনুপম। দেখিতেই সর্ব্বচিত্ত হরে অবিরাম॥
নিরবধি শ্রীআনন্দ-ধারা শ্রীনয়নে। হরেকৃষ্ণ নাম মাত্র শুনি শ্রীবদনে॥
চন্দন মালায় পরিপূর্ণ কলেবর। মত্তসিংহ জিনি গতি মন্থর সুন্দর॥
পথে চলিতেও ঈশ্বরের বাহ্য নাই। ভক্তি রসে বিহরেন চৈতন্য গোসাঞি॥"

কিছুদিন পরে পরমানন্দ পুরী তীর্থ-পর্য্যটন করিয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌরাঙ্গ তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়া সম্ভ্রমে উঠিয়া পরম আনন্দে স্তব করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। বাহু তুলিয়া হরি হরি বলিয়া তাঁহার উদ্দেশে এইরূপ বলিলেন, পরমানন্দ পুরীকে দেখিয়া আজ আমার লোচন ও জন্ম ধন্য হইল, আমার সর্ব্বধর্ম্ম এবং সন্ন্যাস সফল হইল; আজ 'মাধবেন্দ্র' (পুরী) আমার নিকটে প্রকাশিত হইল। ইহা বলিয়া পরমানন্দ পুরীকে কোলে লইয়া তাহার অঙ্গ নয়নজলে সিঞ্চন করিলেন। পরমানন্দ পুরী ও গৌরাঙ্গকে দেখিয়া 'আত্ম-বিস্মৃত' হইয়া রহিলেন। কতকক্ষণ পরে উভয়ে উভয়কে প্রণাম

করিলেন। পরে গৌরাঙ্গ পরমানন্দকে পাইয়া আনন্দে পার্ষদ করিয়া রাখিলেন। তিনিও তাঁহাকে পাইয়া নিজ প্রভু বোধে তাঁহার সেবাপর থাকিলেন।

কতকদিন পরে সঙ্গীতপটু দামোদর স্বরূপ আসিয়া গৌরাঙ্গের সঙ্গ লইলেন। এরূপে ক্রমে ক্রমে বঙ্গীয় ও উৎকলের ভক্তগণ তথায় আসিয়া মিলিলেন এবং সকল ভক্তের সহিত গৌরাঙ্গ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এস্থলে বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দের চরিত কিছু বর্ণন করিয়াছেন, যথা—'মহাবীর নিত্যানন্দ চৈতন্যের রসে পরম উদ্দাম (উন্মত্ত?), একস্থানে স্থির থাকেন না, জগন্নাথ দেখিয়া ধরিতে যান, পড়িহারিগণ তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারে না, একদিন তিনি সুবর্ণ সিংহাসনে উঠিয়া বলরামকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন, উঠিতেই পড়িহারী তাঁহার হাতে ধরেন, তিনি তাহাকে ৫।৭ হাত দূরে ফেলিয়া দিয়া বলরামের গলার মালা আপনার গলায় পরিলেন এবং পরে গজেন্দ্র-গমনে চলিয়া গেলেন। তখন পড়িহারী উঠিয়া ভাবিল এ অবধূতের শক্তি অলৌকিক, কেন না আমি মত্তহস্তী ধরিয়া রাখিতে পারি আমাকে কিনা এ ব্যক্তি তৃণ প্রায় দূরে ফেলিয়া দিল! তদবধি পড়িহারী নিত্যানন্দকে দেখিলেই বিনয় প্রদর্শন করিতেন।

কিছুদিন পরে গৌরাঙ্গ সমুদ্র তীরে এক রম্য স্থানে গিয়া আনন্দে বাস করিলেন। একদিন গৌরাঙ্গ সমুদ্রকূলে জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি, দক্ষিণ পবন, সর্ব্বাঙ্গ ও মস্তক চন্দনে চর্চ্চিত ও বক্ষঃদেশ মালায় শোভিত অবস্থায় বসিয়া সতত হরে কৃষ্ণ নাম করিতেছিলেন, চতুর্দ্দিকে অনুচরগণ বেড়িয়াছিল, সহসা তরঙ্গের প্রতি দৃষ্টি করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—

"গঙ্গা যমুনার যত ভাগ্যের উদয়।
এবে তাহা পাইলেন সিন্ধু মহাশয়॥

পূর্ব্বোক্তরূপে অনুচর সহ তিনি সমুদ্রতীরে বাস এবং পরম বিরলে সমস্ত রাত্রি কীর্ত্তন করেন। 'তাণ্ডব-পণ্ডিত' (নৃত্যকুশল) গৌরাঙ্গ নিজ প্রেমরসে (ভাবাবেশে) নৃত্য করেন, ভক্তগণ ঐরূপ নৃত্য দেখিয়া সুখে ভাসেন। এই সময়ে তাঁহার রোমহর্ষ, অশ্রু, কম্প, হুঙ্কার, গর্জ্জন, স্বেদ এবং দেহে ক্ষণে ক্ষণে বহুবিধ বর্ণ পরিবর্ত্তন হইত, বৃন্দাবন দাস এইস্থলে এইরূপ বলিয়াছেন—

"যত ভক্তি-বিকার সকল একেবারে।
পরিপূর্ণ হয় আসি প্রভুর শরীরে॥

যত ভক্তি বিকার—সভেই মূর্ত্তিমন্ত।
সভেই ঈশ্বরকলা—মহা জ্ঞানবন্ত ॥
আপনে ঈশ্বর নাচে বৈষ্ণব-আবেশে।
জানি সভে নিরবধি থাকে প্রভু-পাশে ॥
অতএব তিলার্দ্ধো বিচ্ছেদ প্রেম-সনে।
নাহিক গৌরাঙ্গসুন্দরের কোনো ক্ষণে ॥" ইত্যাদি ।

গৌরাঙ্গ এইরূপে ভাবাবিষ্ট হইয়া সমস্ত রাত্রি সমুদ্রতীরে 'অতি মনোহর নৃত্য' করেন। গদাধর নিরবধি তাঁহার সঙ্গে থাকেন, কি ভোজনে, কি শয়নে, কি পর্য্যটনে সর্ব্বদা সেবা করেন ও তাঁহার কাছে ভাগবত পাঠ করেন। গৌরাঙ্গ ভাগবত শুনিয়া প্রেমরসে মত্ত হন।

একদিন তিনি পরমানন্দ পুরীর বাটীতে গিয়া তাঁহার নিকট বসিয়া পরস্পর কৃষ্ণকথা আলাপ করিতে করিতে পরমানন্দের কূপের জল ভাল নহে—কাদা ঘোলার মত, এই কথা শুনিয়া গৌরচন্দ্র হায় হায় করিয়া বলিলেন, জগন্নাথের কৃপায় ঐ কূপের জল অপেয় হইয়াছে, কেন না ঐ জলস্পর্শ করিলে লোক সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে। এই বলিয়া উঠিয়া দুই হাত তুলিয়া বলিলেন 'মহাপ্রভু জগন্নাথ! তুমি এই বর দেও যেন তোমার আজ্ঞায় পাতালের ভোগবতী গঙ্গা এই কূপের ভিতর প্রবেশ করেন। ভক্তগণ ইহা শুনিয়া উচ্চ হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে গৌরাঙ্গ বাসায় চলিয়া গেলেন। পরদিন প্রভাতে সকলে দেখিল ঐ কূপ নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ হইয়াছে। ভক্তগণ এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া হরিধ্বনি করিতে লাগিল, পুরী-গোসাঞি ও আনন্দে 'অচেতন' হইলেন। গৌরাঙ্গ ঐ কূপের জল নির্ম্মল হইয়াছে শুনিয়া পরমানন্দের বাটীতে আসিয়া ঐ কূপের মাহাত্ম্য বর্ণন, মহা আনন্দে উহার জলে স্নান ও ঐ জল পান করিলেন। পরে ভক্তগণকে বলিলেন 'পরমানন্দ পুরীর প্রীতিতে আমি পৃথিবীতে আছি, ইহা নিশ্চয় জানিও, তাঁহার সহিত আমার কোন প্রভেদ নাই, তিনি আমাকে বিক্রয় করিলে বিক্রীত হই, যে এই পুরী-গোসাঞিকে একবার দেখে, সে কৃষ্ণের প্রেম-পাত্র হয়।' এইরূপ বলিয়া ভক্তের মান বাড়াইয়া তিনি বাসায় চলিয়া গেলেন।

(চৈতন্য ভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়ের কতকাংশ।

মন্তব্য—

বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে বিবৃত গৌরাঙ্গ-চরিত প্রণিধান পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ এবং মূর্ত্তি-দর্শন অবধি ভাবাবিষ্ট গৌরাঙ্গের মানসিক-রোগ (হিষ্টিরিয়া) যেরূপ শেষ পরিণতির দিকে দ্রুতগতিতে চলিতেছিল, তাঁহার রোগ-সঞ্জাতস্বভাবও (hysterical character) সেইরূপ পরিবর্ত্তিত-পারিপার্শ্বিক অবস্থা লাভে তদীয় ভাবসত্ত্বের উদ্দীপনায় অজ্ঞজনগণের চিত্তমুগ্ধকর বিবিধ নূতন নূতন কার্য্যে তাঁহাকে নিয়োজিত করিয়াছিল। পরন্তু দেখা যায় এই সমস্ত গৌরাঙ্গীয় ব্যাপার বৈজ্ঞানিক-জ্ঞান-বিরহিত অথচ তদীয় অবতারত্বে দৃঢ়বিশ্বাসী সুপ্রসিদ্ধ ভক্ত জীবনী-লেখক দ্বয় স্ব স্ব উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উদ্দেশে গৌরাঙ্গ চরিত এরূপ কবিত্বপূর্ণ মনোমুগ্ধকরী ভাষায় পরিচ্ছদে সমাবৃত করিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, তাহা ভাবপ্রবণ সাধারণ এবং গৌরাঙ্গ-বৈষ্ণব সমাজে গৌরাঙ্গীয় অবতার-লীলা রূপে পরিগৃহীত হইয়া আসিয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকটি স্থল অধুনা এই মন্তব্যে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য মনে করিয়া আমরা প্রধানতঃ সার্ব্বভৌম সহ গৌরাঙ্গের প্রথম মিলন-প্রসঙ্গ এবং অপর দুই একটী বিষয় অবলম্বনে এস্থলে পূর্ব্ববৎ বৈজ্ঞানিক-প্রণালী সহায়ে উপরি উক্ত পরিচ্ছদ যথাসাধ্য অপসারিত করিয়া পাঠকগণকে দেখাইবার চেষ্টা করিব যে আমাদের গৌরাঙ্গচরিত্র প্রকৃত কিরূপ।—

প্রথমতঃ। সর্ব্বভৌম-প্রসঙ্গ। আমরা 'সার্ব্বভৌম' * এই বিদ্যাগৌরবাত্মক

* সার্ব্বভৌমের পূর্ব্বজীবন বৃত্তান্ত আমাদের সকলের পরিজ্ঞাত হওয়া স্পৃহণীয় হইলেও তাহা একণে জানিবার উপায় নাই। ভক্ত বৃন্দাবন দাস (গৌরাঙ্গের আদি জীবনী লেখক) স্বীয় গ্রন্থ চৈতন্য-ভাগবতের মধ্যে তাদৃশ প্রধান ব্যক্তির পিতার নাম—মহেশ্বর বিশারদ, ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি এবং নদীয়ায় দেবেন্দ্র পণ্ডিতের সন্নিকটবাসী-ভিন্ন আর কোন প্রয়োজনীয় পরিচয় প্রদান করেন নাই। এমন কি, তাঁহার পিতৃদত্ত নামটী পর্য্যন্তও লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। তিনি কোন্ সময়ে এবং কি কারণে পিতৃবাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রী-কন্যা লইয়া পুরীধামে আসিয়া বাস করিতেছিলেন এবং তাঁহার বিবাহ কোথায় বা কাহার কন্যার সহিত ঘটিয়াছিল বৃন্দাবন দাস তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। এদিকে বিস্ময়ের বিষয়, পরবর্ত্তী জীবনী লেখক

উচ্চ-উপাধি হইতে অনায়াসে অনুমান করিয়া লইতে পারি যে, তাঁহার একাধিক শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা থাকা সম্ভব ছিল। পরন্তু তিনি ভাগবত শাস্ত্রে যে সমধিক ব্যুৎপন্ন ছিলেন তাহা গৌরাঙ্গ কৃত ভাগবতীয় যে কোন সন্দিগ্ধ স্থানের ব্যাখ্যা করিতে প্রস্তুত থাকায়, বিশেষতঃ বক্ষ্যমাণ 'আত্মারামস্য মুনয়ঃ' ইত্যাদি কঠিন শ্লোকের ত্রয়োদশ প্রকার ব্যাখ্যা অনর্গল প্রকাশ করায় প্রমাণিত হয়। যাহা হউক তিনি যে একজন অদ্বৈতবাদী প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ছিলেন, তাহাও উপলব্ধ হয়। ইহা অসম্ভব নহে যে, সার্ব্বভৌম গৌরাঙ্গচন্দ্রের নাম, আকৃতি, প্রকৃতি এবং নদীয়ায় সম্প্রতি ঐ নামের এক নবীন বৈষ্ণব সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণানন্তর পুরীধামে আগমন করিতেছেন, ইহা লোকপরম্পরায় অবগত ছিলেন। পরন্তু এযাবৎ গৌরাঙ্গীয় অবতারত্বে যে তাঁহার আস্থা জন্মিয়াছিল, ইহার কোন প্রমাণ জানা যায় না। একদিন এই শাস্ত্রাভিজ্ঞ প্রবীণ সার্ব্বভৌম জগন্নাথ-দর্শনার্থ মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন এমন সময়ে পশ্চাৎ পরিচীয়মান এক সুদীর্ঘ-দেহ,সুন্দর এবং প্রিয় দর্শন এক যুবককে সহসা সম্মুখে মূর্চ্ছাপন্ন এবং তদবস্থায় পড়িহারী কর্ত্তৃক প্রহৃত হইবার উপক্রম দেখিয়া তৎক্ষণাৎ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে প্রহার হইতে রক্ষা করেন। তদনন্তর সঙ্গিবিহীন সুতরাং অসহায় ঐ কমনীয় যুবা পুরুষের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইতে বিলম্ব আছে বুঝিয়া কারুণ্য বশাৎ তাঁহাকে নিজ বাটীতে লইয়া গিয়া যথোচিত সেবা শুশ্রূষা করিয়া সংজ্ঞা লাভ করাইয়াছিলেন। এদিকে গৌরচন্দ্র বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া প্রথমে স্বীয় পূর্ব্বাবস্থার কথা নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলেন,পরে যখন নিত্যানন্দ তাঁহাকে বলিলেন 'এই সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তোমাকে 'নমস্কার করিতেছেন' তখন তাহা শুনিবামাত্র গৌরাঙ্গ আস্তে ব্যস্তে সেই প্রাচীন সার্ব্বভৌমকে কোলে করিয়াছিলেন। (আস্তে ব্যস্তে প্রভু সার্ব্বভৌমে কোলে করে।) পাঠক গৌরাঙ্গের

প্রসিদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজও স্বীয় গ্রন্থ—চৈতন্য-চরিতামৃতে সার্ব্বভৌমের সম্বন্ধে তাদৃশ আড়ম্বর-পূর্ণ প্রসঙ্গ বিস্তৃত করিলেও তাঁহার শ্যালক গোপীনাথ আচার্য্য ও পুত্র চন্দনেশ্বরের নামোল্লেখ ভিন্ন তদীয় পূর্ব্বজীবনের বিশেষ কোন বিষয়ের পরিচয় দেন নাই। অল্প দিন গত হইল, ঐ গ্রন্থের আধুনিক টীকাকার অদ্বৈত-বংশোদ্ভব রাধিকানাথ গোস্বামী, জানি না কোন্ প্রমাণ হইতে, সার্ব্বভৌমের পিতৃ দত্ত 'বাসুদেব' নামটী প্রকাশ করিয়াছেন।

(১৩২০ সনের প্রকাশিত চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলা ৬ষ্ঠ প, দ্রষ্টব্য।)

এই বয়োবৃদ্ধ অপরিচিত ব্যক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াই হঠাৎ তাঁহাকে কোলে লওয়া বা আলিঙ্গন করা কি স্বাভাবিক আচরণ মনে করিতে পারেন? কদাচ নহে। বাস্তবিক এরূপ সদ্যঃ-পরিচিত ব্যক্তিকে সুপরিচিত বৈষ্ণব বা আত্মীয় বোধে তাঁহার সহিত সেই ভাবে আলাপ ও তোষমোদজনক বাক্য প্রয়োগ রোগ-ধর্ম্মে গৌরাঙ্গে ইতিপূর্ব্বেও অনেকবার পরিলক্ষিত হইয়াছে। এস্থানে তাহাই পুনরভিনীত হইল মাত্র। অন্য পক্ষে সার্ব্বভৌম এমতাবস্থায় নিত্যানন্দের প্রেরণার অধীন হইয়া গৌরাঙ্গকে যথা-অভ্যাস অগ্রে 'নারায়ণ' বলিয়া অভিবাদন করিয়াছিলেন। আর ইতি পূর্ব্বে শ্রীমন্দিরে মূর্চ্ছিতাবস্থায় গৌরাঙ্গ-দেহে যে পুলকাদি বহুতর ভক্তিবিকার লক্ষণ (এস্থলে সার্ব্বভৌমের আয়ুর্ব্বিদ্যায় তাদৃশ পাণ্ডিত্য না থাকাই সম্ভব মনে করা যাইতে পারে) দেখিয়াছিলেন তাহার সংস্কার তাঁহার মনে এযাবৎ সুপ্তভাবেই রহিয়াছিল। পরে যখন গৌরাঙ্গ স্বীয় সন্ন্যাসাশ্রমের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে উপদেশ জিজ্ঞাসা করেন তখন সার্ব্বভৌম প্রথমে সাধারণভাবে সন্ন্যাসাশ্রম ও সন্ন্যাসীর প্রতি বহু দোষ প্রদর্শন করিয়া পশ্চাৎ ভক্তিমার্গের ও ভক্তিসাধনার প্রশংসা করতঃ, বিশেষ করিয়া গৌরাঙ্গের পক্ষে ঐ সন্ন্যাস অবলম্বন যে নানা কারণে অবৈধ ও প্রমাদের কার্য্য হইয়াছে' তাহা কীর্ত্তন করেন। পরন্তু পরক্ষণে যখন জগন্নাথ মন্দিরে পূর্ব্বদৃষ্ট গৌরাঙ্গ-দেহে উৎকৃষ্ট ভক্তি-লক্ষণের কথা তাঁহার চিত্তে জাগরিত হইয়া উঠিল তখন দৈন্যভাব তাঁহার মনোরাজ্য অধিকার করিয়াছিল, উপলব্ধি হয়; কেন না তিনি এই সময়ে অতর্কিতভাবে গৌরাঙ্গকে বলিয়াছিলেন 'তুমি এক্ষণে সন্ন্যাসী অতএব আমাকে তোমার স্তব স্তুতি করা উচিত হয় নাই, যেহেতু তুমি এক্ষণে উচ্চ আশ্রমী হইয়া আমার 'বন্দ্য' হইতেছ। সেজন্য তোমাকে নিন্দা করায় আমার অপরাধ হইয়াছে' ইত্যাদি। গৌরাঙ্গ সার্ব্বভৌমের এইরূপ উক্তিতে এক নিশ্বাসে দুই পরস্পর ভাব-বিরুদ্ধতা লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু উহার প্রথমাংশের অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ-বিষয়ক তিরস্কারের কোন সদুত্তর দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিলনা বলিয়া তখন তিনি নীরব ছিলেন। পরন্তু তদীয় উক্তির শেষাংশে সার্ব্বভৌমের স্বভাব-সুলভ বিনয়ভাব প্রকাশ এবং তাঁহার প্রতি, আন্তরিক না হইলেও, ব্যবহারিক হিসাবে, সম্মান প্রদর্শন করায় সুচতুর গৌরাঙ্গ বুঝিতে পারিলেন যে, সার্ব্বভৌমের যেরূপ মানসিক দুর্ব্বলতা আছে তাহাতে তিনি তাঁহাকে স্বীয় ঐন্দ্রজালিক শক্তির

অধীনেসহজে আনিয়া আপন সন্ন্যাস-গ্রহণ অবৈধ হইলেও তাহাতে তাঁহাকে আত্মা-রাম্ করিতে পারিবেন। ফলে তাহাই ঘটিয়াছিল,—তিনি একদিন সার্ব্বভৌমকে কৌশলে নিভৃতে লইয়া গিয়া তাঁহার প্রতি চাহিয়া ও হাসিয়া প্রশংসা সূচক বাক্য-বিন্যাস এবং স্বীয় দৈন্য-জ্ঞাপক-উক্তি প্রয়োগ (ভাবপ্রেরণা) করিয়া শেষে বলিলেন, —আমার ভাগবতে অনেক সংশয়স্থল আছে, যাহার সমাধান অন্য কাহারও নিকট হইবার নহে অতএব উহা আপনার নিকটই প্রত্যাশা করি। এই বলিয়া ঐ সন্দেহ-নিরসনের প্রার্থনা করেন। এদিকে সার্ব্বভৌম গৌরাঙ্গের মায়ায় মুগ্ধ হওয়ায় ছল না বুঝিতে পারিয়া তাঁহার সহিত ভক্তি-প্রসঙ্গ হইবে ভাবিয়া ভাগবতের কোথায় কি সংশয় আছে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহাতে যে তিনি গৌরাঙ্গের ভাবপ্রেরণায় অধীনস্থ হইয়াছিলেন, তাহা জানা যায়। তৎপরে গৌরাঙ্গ তাঁহাকে 'আত্মারামস্ত মুনয়ঃ', ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিলেন। সার্ব্বভৌম উহার ত্রয়োদশ প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া কৃষ্ণভক্তিতত্ত্বই শ্লোকের তাৎপর্য্য ইহা বলিয়া আর অধিক ব্যাখ্যার শক্তি নাই বলিয়া নিরস্ত হন। ইহা শুনিয়া গৌরাঙ্গ ভাল হইয়াছে বলিয়াও ঐ শ্লোকের এক অভিনব ব্যাখ্যা করিয়া সার্ব্বভৌমকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে বলিলেন। পাঠক জানেন গৌরাঙ্গ স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, সুচতুর এবং ব্যাকরণের কূটবাদে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, সেজন্য অন্য শাস্ত্র বিচারকালে তিনি ঐ কূট ধরিয়া অতিবড় পণ্ডিতকেও ব্যামোহিত ও পরাস্ত করিতে সমর্থ হইতেন—(যেমন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে)। অতএব এস্থলে সার্ব্বভৌমকে প্রাগুক্ত শ্লোকের একটী নূতন ব্যাখ্যা করিয়া চমৎকৃত করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হয় নাই। ক্ষোভের বিষয়, গৌরাঙ্গ জীবনীলেখক উক্ত শ্লোকের সার্ব্বভৌম কৃত ত্রয়োদশ প্রকার এবং গৌরাঙ্গ কৃত অতিরিক্ত ব্যাখ্যাটি প্রকাশ করেন নাই, তাহা করিলে আমরা বুঝিতে পারিতাম গৌরাঙ্গকৃত ব্যাখ্যায় কি নূতন বিশিষ্টার্থ প্রকাশ সম্ভব হইয়াছিল। যাহা-হউক গৌরাঙ্গ এই অভিনব ব্যাখ্যার ফলে সার্ব্বভৌমের বিস্ময়নিবন্ধন চিত্ত-দৌর্ব্বল্য উপস্থিত দেখিয়া স্বীয় ঐন্দ্রজালিকশক্তি (Hypnotic suggestion) প্রয়োগের উপযুক্ত অবসর বিবেচনা করিয়াছিলেন। তখন তিনি সেই উপায়ে সার্ব্বভৌমকে বিমোহিত করিয়া তথাকথিত এক ষড়্ভুজ মূর্ত্তি তাঁহাকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন—এখন বল দেখি 'তোমার বিচারে কি আমার সন্ন্যাস গ্রহণে অধিকার নাই? আমাকে কি এখন তোমার সন্ন্যাসী বলিয়া

মনে হয় না ?' তৎপরে বলিলেন, 'তোর জন্য আমার এখানে 'উদয়', জন্ম জন্ম তুমি আমার সেবা করিয়া জীবন ত্যাগ করিয়াছ, সে জন্য তোমাকে দর্শন দিলাম।' এতদ্ভিন্ন নিজের অবতারত্বের নানা কথা উল্লেখ করিয়া এক্ষণে সার্ব্বভৌমকে স্তব করিতে বলিলেন। সার্ব্বভৌম গৌরাঙ্গের এতাদৃশ ভাবপ্রেরণায় মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়িলেন। তদনন্তর তাঁহার স্বল্প সংজ্ঞালাভের অর্থাৎ বাহ্যজ্ঞানের কতক উদ্রেক অবস্থায় (Semi-conscious State) যাহা যাহা করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই যে যাদুবিমুগ্ধ ব্যক্তির কৃতকার্য্যের সদৃশ, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। ইতিপূর্ব্বে গৌরাঙ্গ ভাবাবিষ্ট মূর্চ্ছাগত নিত্যানন্দকে ঐরূপ ষড়্ভুজ (চৈ, ভা, ম, খ, ৫ অ) এবং জগাইকে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি (চৈ, ভা, ম, খ, ১৩ অ) দেখাইয়া বিমুগ্ধ করতঃ তাহাদের মনে আপনার তথাকথিত অবতারত্বে বিশ্বাসস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এখানেও ঠিক সেইরূপ ঐন্দ্রজালিক শক্তি প্রয়োগ দ্বারা সার্ব্বভৌমকে প্রথমে বিস্মিত পরে ভাবপ্রেরণায় বিমোহিত করিয়াছিলেন। তৎপরে মস্তকে হস্তপ্রদান পূর্ব্বক উঠ উঠ বলিয়া স্বল্প চেতনার অবস্থায় (তখনও তাঁহার কথা কহিবার শক্তি ফেরে নাই) আনিয়া, পূর্ব্বোক্ত জগাইয়ের বুকের উপরে যেরূপ পা তুলিয়া রাখিয়া স্তব করিতে বলিয়াছিলেন এখানেও ঠিক তাহারই অভিনয় করিয়াছিলেন। এইরূপে সার্ব্বভৌম প্রাচীন ও জ্ঞানী হইয়াও গৌরাঙ্গের চাতুরিপূর্ব্বক ভাবওঐন্দ্রজালক প্রেরণার বশবর্ত্তী ও বিমোহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পাঠক! ইহাতে বিস্ময়ান্বিত হইবার কোন কারণ নাই, কেননা কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ যাহার মানসিক দৌর্ব্বল্য বশতঃ ঐন্দ্রজালিক ভাবপ্রবণতা (Hypnotic Susceptibility or Suggestibility) থাকে সে ব্যক্তি আপন অপেক্ষা বলবত্তর-মনের লোকের যাদু-প্রেরণার অধীন হইয়া বিমোহিত, মূর্চ্ছিত এবং পশ্চাৎ তাহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাকে। সার্ব্বভৌমেরও এই অবস্থাই ঘটিয়াছিল। এদিকে ভক্তমণ্ডলীতে প্রচারিত হইয়াছিল গৌরাঙ্গ সর্ব্বভৌমকে 'উদ্ধার' করিলেন। সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহা অনুমিত হয় যে, সার্ব্বভৌম প্রকৃতিস্থ হইবার পরে গৌরাঙ্গের মোহজনক ব্যাপারে যে তিনি প্রতারিত হইয়াছিলেন তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া তাঁহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহার প্রমাণ এই, যে ব্যক্তি গৌরাঙ্গের পাদপদ্ম সেরূপ সুদৃঢ়ভাবে ধরিয়া 'চিত্তচোর' পাইলাম বলিয়া রোদন

এবং তাঁহাকে 'প্রভু অবতার' বুঝিয়া শত শ্লোকে বিস্তর স্তব করিয়াছিলেন, কোন স্তবে—"অহর্নিশ চিত্ত মোর রহুক তোমা'ত" ইহাও বলিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তি,—সার্ব্বভৌম গৌরাঙ্গকে বাটী হইতে দূরে যাইয়া বাসা করিয়া থাকিতে দিয়াছিলেন, আবার জন্মে জন্মে তিনি গৌরাঙ্গের "শুদ্ধ প্রেমদাস" ছিলেন, ইহা তাঁহার মুখে শুনিয়াও পরবর্ত্তীকালে তাঁহার সঙ্গে থকিতেন না বা তাঁহার সঙ্কীর্ত্তনে যোগও দিতেন না। বাস্তবিক গৌরাঙ্গ কর্ত্তৃক সার্ব্বভৌমের তথা কথিত উদ্ধার ব্যাপারটা যে কিরূপ তাহা সহজে বুঝা কঠিন। এস্থলে ইহা একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে যে, গ্রন্থকার গৌরাঙ্গের অবতারত্ব প্রকারান্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তিনি যে স্বয়ং ভগবান্ হইয়া স্বীয় ভক্তির বাহুল্য প্রচার করেন, এই ভাব প্রকাশ করিবার জন্য এই অদ্ভুত এবং অজ্ঞজনের চিত্তবিমোহন ঘটনা নিজগ্রন্থে উপন্যাসরূপে বর্ণন করিয়াছেন। *

দ্বিতীয়তঃ। পাঠক জানেন গৌরাঙ্গের স্নায়ব-দৌর্ব্বল্য ও হিষ্টিরিয়া রোগধর্ম্মে মিথ্যাকথা বলা এবং অন্যকে প্রতারিত করার কুঅভ্যাস আবাল্যই ছিল, এখনও তাহা তাঁহাকে ছাড়ে নাই। তিনি বক্রেশ্বরের দর্শনে যাইতে যাইতে পথ হইতে

* অন্যত্র, কৃষ্ণদাস স্বীয় গ্রন্থের আদ্যখণ্ডে গৌরাঙ্গ কর্ত্তৃক এক অষ্টভুজ মূর্ত্তি প্রদর্শনের বর্ণনা করিয়াছেন। সেখানে বলিয়াছেন,—শৈশবে নিমাই প্রতিবেশীদিগের বাটী হইতে খাদ্যদ্রব্য (অন্ন পর্য্যন্ত) চুরি করিয়া খাইতে বিশেষ পটু ছিলেন, সে অবস্থায় একদিন রাত্রে পিতৃ-গৃহাগত এক ব্রাহ্মণ অতিথির দুইবার রন্ধিত অন্ন তাঁহার অলক্ষিতে ভক্ষণ করেন, ও তাহা ফেলা যায়। তৃতীয়বার নিমাইয়ের ঐরূপ চেষ্টার অব্যবহিত পূর্ব্বে অতিথি বালককে ধ্যানে (অসম্বিন্ মানসে) দেখিয়া হাহাকার করিলে নিমাই তাঁহাকে তখন অষ্টভুজ-মূর্ত্তি দেখান। তাহাতে তিনি চমৎকৃত ও পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। পরে বালক নিমাই স্বীয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারত্বের উল্লেখ করেন। অতিথি কিন্তু স্বীয় ইষ্টদেব চতুর্ভুজ গোপ গোপী পরিবৃত বৃক্ষতলে বাল-কৃষ্ণ মূর্ত্তিই দেখিয়াছিলেন। কৌতুকের বিষয়, এই উপন্যাসের বিষয়ীভূত অষ্টভুজের বিবরণে সম্ভবতঃ গ্রন্থকার ভাবোচ্ছ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া দশ ভুজের পরিচয় দিয়াছেন। নিমাই দেহে একাধিক অবতারের একত্র সমাবেশ করিতে গিয়া তিনি অতর্কিতভাবে স্বীয় চৈতন্য-ভাগবতে এইরূপ অসংলগ্ন নির্দ্দেশ করিয়া থাকিবেন।—এদিকে আরও বিস্ময়ের কথা এই, বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস নিমাইর এই অষ্টভুজ প্রদর্শনের উপন্যাসটী স্বীয়গ্রন্থ চরিতামৃতে সূত্রমাত্র রূপে লিপিবদ্ধ করিয়া নিরস্ত হইয়াছেন। কেননা উদ্দেশ্য—অতি শৈশবকালীন নিমাই কর্ত্তৃক তাদৃশ অদ্ভুত ও সঙ্গতি-বিহীন ঐশ্বর্য্য প্রকাশের কাহিনীটা তাঁহার পাঠকদিগের নিকট গোপন রাখা।

সহসা জগন্নাথ প্রভুর আদেশে নীলাচলে যাইবেন ইহা অনুচর ভক্তদিগকে বলেন, তখন সার্ব্বভৌমের নামও করেন নাই, পথে জগন্নাথ দর্শনার্থ তাদৃশ ব্যাকুলতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তখনও সার্ব্বভৌমের নাম একবারও উচ্চারণ করেন নাই, কিন্তু এক্ষণে সার্ব্বভৌমকে দৃঢ়বাক্যে বলিয়াছিলেন, তোমার জন্যই আমার জগন্নাথে আসা, ইহা কি তাঁহার সত্যকথা হইল ? আবার গৌরাঙ্গ প্রকৃত সন্ন্যাস গ্রহণ না করিয়াও আপনাকে সন্ন্যাসী বলিয়া অভিমান করিতেন, ইহা ভক্তদিগের নিকট সময়ে সময়ে প্রকাশও করিয়াছেন। অল্পদিন পূর্ব্বে নিত্যানন্দকে তৎকৃত দণ্ডভঙ্গের জন্য বলিয়াছিলেন,—

'কোথা তুমি আমারে করিবা সম্বরণ।
যেমতে আমার রহে সন্ন্যাস রক্ষণ (গ্রহণ) ॥' চৈ, ভা, ২অ।

পরে পুনরায় পরমানন্দ পুরীকে দেখিয়া বলিলেন,—'প্রভু বলে, আজি মোর সফল সন্ন্যাস।' অথচ তিনি সার্ব্বভৌমের নিকট কিরূপে অনুনয়ের সহিত অম্লানবদনে নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া।
বাহির হইনু শিখা সূত্র মুড়াইয়া ॥
সন্ন্যাসী করিয়া জ্ঞান ছাড় মোর প্রতি।

[কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন,—

তাঁহার হইয়া গৌরঙ্গে পুরী হইতে স্বীয় প্রিয়পাত্র জগদানন্দকে প্রতি বৎসর নদীয়ায় (কিছু না না কিছু ভেট সহ) পাঠাইয়া পুত্র-বিরহ-কাতরা মাতা শচীদেবী বিবিধ আশ্বাসবাণী বলিয়া পাঠাইয়া দিতেন। তন্মধ্যে প্রধান বাক্য এইরূপ,—

"তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস।
বাতুল হইয়া আমি কৈল সর্ব্বনাশ ॥"
এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার।
তোমার অধীন আমি তনয় তোমার ॥"

চৈতন্য চরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ১৯ প]

পাঠক, ইহাতেও কি গৌরাঙ্গের প্রতারণা-মূলক সত্য গোপন বা মিথ্যা কথন সিদ্ধ হয় না ? গৌরাঙ্গ নীলাচল-তীর্থস্থানে আসিয়াও মিথ্যা-গল্প রচনা ও লোক

প্রতারণা মূলক কার্য্য হইতে বিরত হন নাই। * বাস্তবিক ইহা যে তাঁহার রোগধর্ম্মে ঘটিয়াছিল, ইহা পাঠকদিগের মনে করা উচিত হইবে।

তৃতীয়তঃ। দেখাযায়, গৌরাঙ্গের সমুদ্রতীরে বাসকালে তদীয় রোগ পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বৃদ্ধির দশাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সম্প্রতি তাঁহার ভক্তগণ নানা স্থান হইতে আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিতও হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া সর্ব্বদা প্রেমের আবেশে সঙ্কীর্ত্তন ও নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, সমুদ্রতীরেও তিনি সারা রাত্রি ঐরূপে কাটাইতেন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহার হিষ্টিরিয়ার আক্রমণও চলিত। বলা বাহুল্য, গৌরাঙ্গের মনে স্বতঃ-প্রেরণা (auto-hypnotism) দ্বারা তাঁহার ভাবসঙ্ঘ (Complex of ideas) উদ্দীপিত এবং বাহ্য-প্রেরণা (ভাগবত ও সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ) দ্বারা সংবর্দ্ধিত হইয়া যে আবেগ উৎপাদন করিত তাহার কতকাংশ নৃত্যগীত কম্প হুঙ্কারাদি দৈহিক, এবং প্রলাপাদি মানসিক কার্য্যে ব্যয়িত হইলে কতকক্ষণের জন্য গৌরাঙ্গ প্রকৃতিস্থ অর্থাৎ পূর্ব্বের স্বাস্থ্য লাভ করিতেন। এই বিরামকালে যদিও তিনি স্বীয় অবতারত্ব ও কৃষ্ণভক্তি প্রচারে আপনাকে নিয়োগ করিতে পারিতেন, কিন্তু তখনও তাঁহার ঐ কার্য্যে হিষ্টিরিয়ার বিশিষ্ট লক্ষণ অল্প বিস্তর বিজড়িত থাকিত। এস্থলে তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধভাব ও তৎকার্য্যের বিষয় আমাদের বিশেষ অনুধাবন-যোগ্য হইতেছে,—এক কৃষ্ণদাস্য, দ্বিতীয় স্বয়ং কৃষ্ণ হওয়া ভাব, এই দুই পরস্পর বিরুদ্ধভাব ও তাহাদের কার্য্য গৌরাঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে পূর্ব্বাবধিই বিদ্যমান ছিল, কিন্তু ইদানীং তাহা বিস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে। এই মানসিক বিকৃতি-ব্যাপার যে হিষ্টিরিয়া রোগধর্ম্মে প্রকটিত হইত, তাহা গৌরাঙ্গের জীবনী-লেখক ও তাঁহার ভক্তগণ কিছুমাত্র না বুঝিয়া গৌরাঙ্গ স্বয়ং ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) হইয়া ছল পূর্ব্বক আত্মভক্তি প্রচার ও ভক্তদিগকে বাড়াইবার জন্য ঐরূপ দ্বিধা

* সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার জেলিফ তাঁহার হিষ্টিরিয়া প্রবন্ধে এক স্থলে বলিয়াছেন.

—"Special attention should be directed to the tendency to confabulation. Originating in day-dreaming, in delight of fancy, poetic fiction gradually passes through the stage of unconscious warfing of truth to deliberate falsification." Page 671. A System of Medicine. Vol V.

Edited by Drs. Osler and Mac Crac.

আচরণে প্রবৃত্ত হইতেন, ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছিলেন, এবং সেই ভ্রান্তসংস্কার গৌরাঙ্গ-লীলা রূপে এ পর্য্যন্ত ভক্তমণ্ডলীতে প্রচলিত দেখা যাইতেছে।

চতুর্থতঃ। এই পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে গৌরাঙ্গের ইচ্ছায় জগন্নাথের আজ্ঞায় পরমানন্দপুরীর কূপে পাতালের ভোগবতী গঙ্গা প্রবিষ্ট হইয়া উহার ঘোলা পঙ্কিল সুতরাং অপেয় জল পরিবর্ত্তিত হইয়া সুনির্ম্মল ও সকলের সুপেয় হইয়াছিল। পাঠক! এই অদ্ভুত ঘটনা কি নিতান্ত অসঙ্গত ও অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয় না? পরন্তু আমরা যদি মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ-প্রণালী (Psycho-analysis) অবলম্বনে ব্যাপারটা অনুশীলন করিয়া দেখি তাহা হইলে সম্ভবতঃ ইহার একটা সঙ্গত সমাধানে উপনীত হইতে পারি। সে অনুশীলন প্রণালী এইরূপ;—

গৌরাঙ্গ ইতি পূর্ব্বে সমুদ্রের জ্যোৎস্নালোক-প্রতিফলিত তরঙ্গমালার শোভা সন্দর্শনে আনন্দে ভাবাবিষ্ট হইয়া ঈষৎ হাসিয়া সমুদ্রকেই বলিয়াছিলেন, তোমার যে এতাদৃশ সৌভাগ্য তাহার কারণ তোমাতে গঙ্গা যমুনার মিলন। তখন হইতে তাঁহার মনে গঙ্গা যমুনার মাহাত্ম্যের ভাব পোষিত ও বর্দ্ধিত হইতেছিল। তন্মধ্যে গঙ্গামাহাত্ম্য-ভাব ক্রমে প্রবল হওয়ায় অধুনা তিনি গঙ্গা দ্বারা স্বীয় ভক্ত পুরী গোসাঞের আবিল ও অব্যবহার্য্য কূপের জলকে পরিষ্কার ও পবিত্র করিবার সঙ্কল্প করিলেন। সেজন্য তিনি একদিন গোসাঞের বাসায় গিয়া জগন্নাথের নামমাত্র লইয়া, অন্য কথায় নিজের কাল্পনিক অবতার-শক্তিপ্রভাবে পাতালের গঙ্গা ভোগবতীকে ঐ কূপে প্রবেশ করিবার আদেশ করিয়া বাসায় চলিয়া আসিয়াছিলেন। পরদিন প্রাতে তাঁহার ইচ্ছা মত কার্য্য হওয়ার সংবাদ শুনিয়াই পুনরায় পুরীর বাটীতে গিয়া ঐ কূপোদকে স্নান ও ঐ জল প্রচুর পান করিয়া উহার পবিত্রতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। পাঠক দেখুন, স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তির যেমন স্বপ্নীয় বিষয়ের অসঙ্গত পরিণতি ঘটে অথচ উহার আদৌ তাহা লক্ষ্য হয় না, গৌরাঙ্গেরও বর্ত্তমান ভাবাবেশ-যুক্ত দশায় (Day dream state) ঠিক সেইরূপ হওয়া সঙ্গত অনুভব হইয়াছিল। এখানে তাঁহার মনে প্রথমে তরঙ্গান্বিত সমুদ্র দর্শনে গঙ্গা যমুনার মাহাত্ম্য-ভাবের উদয় হওয়া, তন্মধ্যে যমুনা ভাব অপেক্ষা গঙ্গা ভাবের প্রবলতায় মর্ত্ত্যগঙ্গার পরিবর্ত্তে পাতালের ভোগবতী

ভাবের উদয় হওয়া, তদনন্তর পুরীর কূপে উহার প্রবেশ প্রবর্ত্তক ভাবে আবিষ্ট হওয়া, এই ভাব-সঙ্ঘের মধ্যে সাঙ্গত্য আছে কিনা গৌরাঙ্গ তাহা বিবেচনা করিতে পারেন নাই। * পরে জানা যাইবে এই গঙ্গা গৌরাঙ্গ মনে মাহাত্ম্য-ভাব তখন সুপ্তপ্রায় জগন্নাথ ভাব পুনরুজ্জীবীত হইয়া তাঁহাকে শীঘ্র নীলচল হইতে আবার গৌড়ে প্রেরণ করিবে, এবং যমুনার মাহাত্ম্য-ভাব অনেকদিন পোষণাভাবে তাঁহার মনে বিশীর্ণ হইয়া পড়িল মথুরা যাওয়ার পূর্ব্ব সঙ্কল্প ব্যর্থ করিয়া রামকেলী হইতে পুনরায় নীলাচলে পাঠাইয়া দিবে। পরন্তু (বলিতে মনে বেদনা উপস্থিত হয়) ঐ চৈতন্যচরিতামৃতের আদ্যন্ত কিঞ্চিৎ মনোযোগের সহিত পাট করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, গ্রন্থ-রচয়িতা অতি বৃদ্ধ ভক্ত কবিরাজ মহাশয় স্বীয় ইচ্ছা প্রণোদিত অথবা বৃন্দাবন-বাসী গৌরাঙ্গভক্ত সঙ্গীদিগের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া গৌরাঙ্গচরিত বিষয়ে বৃন্দাবন দাসের উক্তি পরম্পরা মধ্যে যে যে অংশ গৌরাঙ্গের অবতারত্বের হানিজনক এবং অবিশ্বাস্য ও নিন্দনীয় কৃত্য বলিয়া বোধ হইয়াছে তত্তাবৎ পরিবর্জ্জন, পরিবর্ত্তন এবং কাল্পনিক নূতন প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া (অবশ্য কোন নিগূঢ় অভিসন্ধি সিদ্ধিকল্পে) ভক্ত ও অন্ধ-বিশ্বাসীদিগকে বিমুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন। * ইহার অবান্তর ফল এই হইয়াছে যে, গৌরাঙ্গ চরিতের আদিগ্রন্থ—চৈতন্যমঙ্গল অর্থাৎ চৈতন্য-ভাগবৎ ইদানীং উহাদের নিকট বিস্মৃতপ্রায় হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সে যাহা হউক এস্থলে কৃষ্ণদাস কবিরাজ সম্বন্ধে কেবল প্রাগুক্ত গুরুতর অভিযোগ প্রমাণিত করিতে আমরা নিম্নে কয়েকটী মাত্র প্রয়োজনীয় স্থল পাঠকদিগের গোচরীভূত করিতেছি।

(১) কাল্পনিক নূতন প্রসঙ্গের অবতারণা।

বৃন্দাবন দাস প্রণীত চৈতন্য ভাগবত পাঠে যতদূর জানিতে জানা যায় তাহাতে আমাদের বিশ্বম্ভর (সম্প্রতি কৃষ্ণ-চৈতন্য) কোন সময়ে এবং কোন অধ্যাপকের নিকট যে দুরূহ বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। এদিকে কিন্তু দেখা যায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ তদীয় চরিতামৃত

---

* কৃষ্ণদাস কবিরাজ গৌরাঙ্গের এই অদ্ভুত লীলাব্যাপার নিতান্ত কাল্পনিক এবং লোকের নিকট অবিশ্বাস্য হইবে আশঙ্কায় করিয়াই বোধ হয় নিজগ্রন্থে উহার আদৌ উল্লেখ করেন নাই।

গ্রন্থে এই গৌরাঙ্গ-সার্ব্বভৌম সংবাদে গৌরাঙ্গের কথিত শাস্ত্রে গভীর-জ্ঞান-সম্পন্নতা প্রচার করিবার অভিপ্রায়ে একটী বাদ সম্বন্ধীয় প্রগাঢ় সন্দর্ভ মীমাংসার জন্য উপস্থিত করিয়া গৌরাঙ্গের মুখে অদ্বৈতবাদ সহ মায়াবাদ খণ্ডন-ব্যপদেশে ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করাচার্য্য-কৃতভাষ্য ও কোন কোন টীকাকারদিগের ব্যাখ্যার হেয়তা প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। অথচ তিনি মধ্যে মধ্যে মাত্র চারি বেদের নাম উল্লেখ করিয়া, আশ্চর্য্যের বিষয়, তাদৃশ প্রগাঢ় বৈদিক-প্রসঙ্গ বিচারে ব্রহ্মসূত্রের জিজ্ঞাসিত সূত্রটী কিম্বা তদ্বিষয়ক স্বীয় সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য কোন বেদের বা কোন উপনিষদের একটীও প্রমাণ আহরণ ও প্রকাশ করেন নাই। সেরূপ করিলে বিচক্ষণ নিরপেক্ষ পাঠকেরা জানিতে পারিতেন যে, সে সূত্রটীর প্রকৃত অর্থ কিরূপ?

আরও একটি কথা এই সঙ্গে বিবেচ্য আছে,—গৌরাঙ্গভক্ত চৈতন্য-ভাগবতকার কেন গৌরাঙ্গের এতাদৃশ বিদ্যাগৌরবাত্মক বাদ-বিচার-প্রসঙ্গ স্বীয় গ্রন্থে স্থান দেন নাই? বাস্তবিক ইহার কোন উপযুক্ত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পরন্তু দেখা যায়, ইহা পরবর্ত্তীকালের জীবনী লেখক কৃষ্ণদাস স্বরচিত গ্রন্থের শেষাংশ তদীয় (অন্ত্যলীলায়) অন্যান্য কল্পনামূলক নূতন নূতন বিষয়ের ন্যায় এই বিষয়টীও সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন।

(২) চৈতন্য-ভাগবতের উক্তি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পরিবর্ত্তন।

ভক্ত-প্রবর বৃন্দাবন দাস কর্ত্তৃক স্বীয় গ্রন্থে (চৈতন্য ভাগবত ১খ, ১অ) গৌরাঙ্গের শৈশবাবস্থায় অতিথি-ব্রাহ্মণকে যে অষ্টভুজ মূর্ত্তি প্রদর্শনের উপন্যাস বর্ণিত হইয়াছে, দেখা যায়, কৃষ্ণদাস কৃত চরিতামৃতে তাহার নামমাত্র উল্লিখিত; কেননা, বোধ হয়, উহা কৃষ্ণ বা বিষ্ণু-মূর্ত্তির পরিচায়ক নহে। এদিকে আবার দেখা যায়, বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দকে গৌরাঙ্গ কর্ত্তৃক ষড়ভুজ দেখাইবার যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন (চৈঃ ভাঃ ৩অ), তাহা সামান্যতঃ স্বীকার করিয়া সংপ্রতি সার্ব্বভৌমকে ষড়্ভুজ দেখাইবার যে নির্দ্দেশ তাহা তিনি আদৌ স্বীকার করেন নাই, বস্তুতঃ এস্থলে চতুর্ভুজই উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয়, গৌরাঙ্গের রোগধর্ম্মে যে কল্পনা-রচিত ষড়ভূজমূর্ত্তি তাহা শাস্ত্রসম্মত কোন অবতার-মূর্ত্তি নহে সুতরাং তাহা ভবিষ্যতে প্রামাণিক রূপে গৃহীত হইবে না[ইহা]ভাবিয়া ইদানীং তাহা পরিবর্ত্তিত করিয়া কৃষ্ণদাস স্বীয় গ্রন্থে (মধ্যলীলা

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ১৬২ পৃ) গৌরাঙ্গের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রদর্শনের কথা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন ।

৩। পরিববর্জ্জন—চৈতন্য ভাগবতে গৌরাঙ্গ সার্ব্বভৌমকে বিমুগ্ধ করিয়া ফেলিয়া তাঁহার বুকের উপরে পা তুলিয়া দিয়াছিলেন, পূর্ব্বেও তিনি জগাইকে মূর্চ্ছিত করিয়া ফেলিয়া ঐরূপ তাহার বুকে পা তুলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। পরন্তু দেখা যায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্বীয় গ্রন্থে জগাইর বৃহদ্ ব্যাপারটা আদৌ বিশেষ ভাবে উল্লেখ না করিয়া কেবল তাহার ও মাধাইর উদ্ধারের সামান্যতঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আর সার্ব্বভৌমের বেলা কেবল গৌরাঙ্গের চরণ ধরিয়া অতি-মাত্র ক্রন্দনের উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে দেখা যায়, তাঁহার পরিবর্জ্জন বুদ্ধি! প্রকৃত পক্ষে জগাইর ও সার্ব্বভৌমের উদ্ধার ব্যাপার বিচার করিয়া দেখিলে উপলব্ধি হইবে যে, উভয়ত্র ঠিক এক প্রক্রিয়া (ঐন্দ্রজালিক) দ্বারা তুল্যকার্য্য সংসাধিত হইয়াছিল। যদি বল জগাইকে নীচ, পতিত ও মূর্খ বলিয়া উদ্ধার করা হইয়াছে, ভাল, তবে ঈদৃশ উচ্চবংশীয় ও সর্ব্ব-সম্মানিত মহাপণ্ডিত সার্ব্বভৌমকে উদ্ধার করিবার বেলায় সে নিয়ম কৈ খাটিতেছে? পরন্তু এরূপ অসমঞ্জস ব্যাপারের একটা সঙ্গত কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা যে একটি মন্ত্র সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি তাহা এই,—গৌরাঙ্গকৃত কথিত কার্য্যবিপর্য্যয় তাঁহার রোগধর্ম্মে পরস্পর-বিপরীত কার্য্য-সম্পাদন-শীলতা তৎসহ তাঁহার ঐন্দ্রজালিক শক্তিপ্রেরণা হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহা স্বীকৃত সত্য যে যাদুকরী-বিদ্যার নিয়মানুসারে ব্যক্তি বিশেষের মানবিক দুর্ব্বলতা (Psychasth-enia hypnolizabibly—Dr William Browly) থাকিলে সহজে যাদুকরী শক্তির অধীন হইয়া পড়ে। সেই দুর্ব্বলতা মদ্যসেবী নিরক্ষর দুর্বৃত্ত জগাইর যেরূপ বিদ্যমান্ ধার্ম্মিক সার্ব্বভৌমের মত লোকেরও সেইরূপ থাকা সম্ভব। হইতে পারে। অতএব গৌরাঙ্গ শুধু জগাই কেন, অন্যান্য দুর্ব্বলমনা অনেক ভাবপ্রবণ লোককে যেভাবে উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন সার্ব্বভৌমকেও সেইরূপভাবে উদ্ধার করিয়াছিলেন। বাস্তবিক তাঁহার প্রত্যেক্কে তথাকথিত উদ্ধার কার্য্যের মূলে যে যাদুকরী-শক্তির ক্রীড়া যে সহায়ক রূপে বিদ্যমান ছিল, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ করিবার কারণনাই। আর ইহাও সত্য যে, যাদুকরী শক্তির প্রভাব যতকাল মুগ্ধ ব্যক্তির (Subject) উপর ক্রিয়া পর

থাকে ততদিন সে যাদুকরের বশতাপন্ন * থাকিয়া তাহার আজ্ঞাপালনে তৎপর হয়, এবং যথাকালে ঐপ্রভাব তিরোহিত হইলে আর সেরূপ অবস্থা থাকে না। এই সত্যের পরিচয় জগাই ও সার্ব্বভৌমের পরবর্ত্তী ব্যবহারে স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়া থাকে। কেননা দেখা যায়, উভয়েই শেষকালে চৈতন্তের সঙ্গ ত্যাগে নিরত হইয়াছিলেন।

৫। প্রাসঙ্গিক—বৃন্দাবন দাস স্বীয় গ্রন্থের এইস্থলে প্রসঙ্গক্রমে নিত্যানন্দের অদ্ভুত চরিতাংশ যেরূপ উল্লেখ করিয়াছেন, লেখকও তদনুসারে তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা এই মন্তব্যে সন্নিবেশিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করিলেন।—

পাঠকবৃন্দ অবগত আছেন, গৌরাঙ্গ এবং নিত্যানন্দ উভয়েই একবিধ মানস-বিকার রোগগ্রস্ত হইলেও তাঁহাদিগের মধ্যে রোগের লক্ষণগত তারতম্য ও

* এই যাদুকরী রহস্য সম্বন্ধে ১ম খণ্ডের ১৪৭ পৃষ্ঠার পাদ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

অপিচ, এই যাদুকরী শক্তি প্রয়োগ হইতে একটী আনুষঙ্গিক ফলোৎপাদনের কথা সম্প্রতি পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিৎ প্রসিদ্ধ ডাক্তার ব্রাউন সাহেব স্বীয় প্রবন্ধের একস্থলে মানসিক রোগের ঐন্দ্রজালিক চিকিৎসা প্রসঙ্গে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে ঐ তথ্যের সহিত বিশেষ পরিচিত না থাকায় গভীর গৌরাঙ্গচরিতের এই দেশটী ভালমতে বুঝিতে ও বুঝাইতে পারি নাই।* ভাগবতে জগাই ও সার্ব্বভৌমের জীবনেতিহাসে হিষ্টিরিয়া রোগ বিদ্যমান থাকার কোন নির্দ্দেশ না থাকিলেও উহা থাকা অসম্ভব নহে। দেখা যায়, জগাই ও সার্ব্বভৌম গৌরাঙ্গের সহিত প্রথম-সংস্পর্শে আসিলে তাঁহার ভাব-প্রেরণার ফলে উহাঁদের বিস্ময়, ভয় বা লজ্জা-সম্ভাত হিষ্টিরিয়ার এক মৃদু আক্রমণ উপস্থিত হয়, তৎপরে তাঁহার ঐন্দ্রজালিক প্রেরণায় সহজে অভিভূত হওয়ার অবস্থায় তদীয় স্বেচ্ছোৎপাদিত হিষ্টিরিয়ার বিশিষ্টআক্রমণ হইয়াছিল, এবং সেই কৃত-হিষ্টিরিয়া উভয়ে বারংবার মূর্চ্ছা প্রলাপাদি (মানসিক) এবং গৌরাঙ্গের দৃঢ়রূপে পদ-ধারণ ও অতি ক্রন্দন (দৈহিক) লক্ষণ দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল।

* In hysterical fits the patient is readily hypnotised, and under hypnosis a fit can be artificially provoked. and the psychological concommittance of the fit can be discovered.

The Early Treatment of Mental Disease. By William Brown, M.A., M.D. D. Sc., M.R.C.P. Wilde Reader in Mental Philosophy in the University of Oxford; Past President of the Mental Section, British Psychological Society.

See—The Practitioner, April, 1926.

বৈশিষ্ট্য অনেকস্থলে পরিলক্ষিত হইত। এস্থলেও দেখা যায়, যে ভাবোদ্দীপনার বশবর্ত্তী হইয়া গৌরাঙ্গ জগন্নাথ মূর্ত্তিকে দর্শনমাত্র ধরিয়া বক্ষে লইবার প্রবলেচ্ছা সম্বরণ করিতে না পারিয়া স্বর্ণবেদিতে উল্লম্ফনোদ্যমে প্রবৃত্ত হন কিন্তু তাহাতে বাধা পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, এবং পরে তিনি স্বীয় মনঃসংযম শক্তির ক্ষীণতা বুঝিতে পারিয়া আর কখন মূর্ত্তিদর্শনার্থ বেদির নিকট পর্য্যন্তও যাইতেন না, গরুড়ের পশ্চাৎ দাড়াইয়া দর্শন করিতেন। অন্যদিকে নিত্যানন্দ সেই একই ভাবোদ্দীপনার বিষয়ীভূত হইয়া সেই মূর্ত্তি দর্শনকালে সার্ব্বভৌমের নিয়োজিত দর্শকের নিবারণ বাক্যে বেদিতে লাফাইয়া উঠিয়া কোলে লইবার চেষ্টা হইতে আপাততঃ ক্ষান্ত ছিলেন বটে, কিন্তু কয়েকদিন গতে ঐ প্রবৃত্তি এত বলবতী হয় যে, তিনি বারংবার চেষ্টা করিয়াও উহাকে প্রতিরুদ্ধ রাখিতে পারেন নাই। শেষে একদিন বলিষ্ঠ প্রতিহারীর প্রবলবাধাকেও বলপূর্ব্বক অতিক্রম করিয়া বেদিতে উঠিয়া বলরাম মূর্ত্তিকে আলিঙ্গন করতঃ তদীয় গলার পুষ্পমালা উঠাইয়া লইয়া নিজ গলায় পরিধান পূর্ব্বক সগর্ব্বে বাসায় চলিয়া যান। তৎপরে 'পড়িহারীর' বিনয় ব্যবহারে কোন মূর্ত্তিকে কোলে লওয়া বা তাহা হইতে মালা গ্রহণ করা নিত্যানন্দের আর প্রয়োজন হয় নাই। এক্ষণে পাঠকগণ! গৌরাঙ্গও নিত্যানন্দ চরিতের উপরি উক্ত বিশিষ্ট-তারতম্য-কার্য্যের অন্তস্তলে তাঁহাদের মানসিক ব্যাধির যে একটি নিগূঢ় অংশ ক্রীড়া করিয়াছিল তাহা কি লক্ষ্য করিয়াছেন? সেটি এই :—পূর্ব্ব হইতে গৌরাঙ্গ জগন্নাথ-মূর্ত্তিকে স্বীয় প্রতিমূর্ত্তি এবং নিত্যানন্দ বলরাম-মূর্ত্তিকে নিজ প্রতিমূর্ত্তি-বোধক এক ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতেন। তাহাই এক্ষণে তাঁহাদিগকে তদনুরূপ পরস্পর বিভিন্ন আচরণে নিয়োজিত করিয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[সপরিষদ গৌরাঙ্গের সহসা গৌড়ে যাত্রা, নবদ্বীপে উপনীত হইয়া সার্ব্বভৌম-ভ্রাতা বিদ্যা-বাচস্পতির আলয়ে আতিথ্য গ্রহণ এবং তথায় কিছুদিন নিভৃতে থাকিয়া গঙ্গাস্নান, তদনন্তর মথুরায় গমনের সঙ্কল্প ব্যক্ত করা। গৌরাঙ্গ বাচস্পতির অন্তঃপুরের মধ্যে একটী গৃহে কয়েক দিন বাস করিয়া গঙ্গাস্নান এবং তথায় সমাগত বহুদর্শনেচ্ছু লোককে কৃষ্ণনাম করিতে উপদেশ দেন, হঠাৎ এক রাত্রে বাটীর কাহাকেও কিছু না জানাইয়া নিত্যানন্দাদি অনুচরগণকে লইয়া প্রস্থান-পূর্ব্বক গঙ্গার অপর পারস্থ ফুলিয়া গ্রামে গিয়া কোন এক ব্যক্তির (নাম অনুক্ত) ভবনে অবস্থান করেন। এদিকে পরদিন প্রাতে বাচস্পতির বহির্বাটীতে পূর্ব্ববৎ সমাগত বহু দর্শক উচ্চ হরিসঙ্কীর্ত্তনেও গৌরাঙ্গের দর্শন না পাইয়া বাচস্পতিকর্ত্তৃক গৌরাঙ্গকে গৃহমধ্যে লুকায়িত রাখার অভিযোগ করেন। তদনন্তর বাচস্পতি এক ব্রাহ্মণের মুখে ফুলয়া গ্রামে গৌরাঙ্গের অবস্থান-সংবাদ পাইয়া ঐ দর্শনেচ্ছু বহুলোক সঙ্গে লইয়া তথায় গমনপূর্ব্বক প্রথমে নিজে বাটীর ভিতর গিয়া নিভৃতে স্থিত গৌরাঙ্গকে দর্শন করিয়া বহু স্তবস্তুতি করণানন্তর এক বার বহির্বাটীতে গিয়া সমাগত নদীয়ার সঙ্গী ও তত্রত্য অপর বহু লোককে দর্শন দানের প্রার্থনা করেন। তাহাতে গৌরাঙ্গ সন্তুষ্টচিত্তে বহির্বাটীতে আসিয়া দেখেন তথায় জনাকীর্ণ, তন্মধ্যে অনেক দল উচ্চ হরিধ্বনি করতঃ সঙ্কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত, তখন গৌরাঙ্গ ভাবাবিষ্ট হইয়া ঐ সকল দলের সহিত নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হন। পশ্চাৎ সংজ্ঞালাভ করিয়া উপাবিষ্ট হইলে অনেক বৈষ্ণবাপরাধীকে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দেন, তৎপরে দেবানন্দ পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে স্বীয় পরমভক্ত বক্রেশ্বরের সহিত তাঁহার সঙ্গলাভ ঘটিয়াছে তাহা শুনিয়া প্রথমে ঐ পণ্ডিতের বহু প্রশংসা ব্যপদেশে ছলপূর্ব্বক আত্ম-অবতারত্বের প্রচার-চেষ্টা, পরে তাঁহাকে ভাগবতের অধ্যাপনা সম্বন্ধে প্রথমে ভাগবত গ্রন্থের বহুপ্রশংসা পূর্ব্বক উহার আদ্য, মধ্য ও অন্তে বর্ণিত ভক্তি মাত্র পাঠনের উপদেশ প্রদান করেন।]

গৌরাঙ্গ এইরূপে কিছুদিন সমুদ্রকূলে বাস করিতেছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার মনে সমুদ্রের তরঙ্গ দেখিয়া গঙ্গা ও যমুনার মাহাত্ম্য প্রভৃতি যে 'মহা অনুরাগ' উদিত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে কার্য্যে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি সহসা একদিন পারিষদসহ গৌড়ে যাত্রা করিয়াছিলেন। ক্রমে নবদ্বীপে পৌঁছিয়া সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির বাটীতে আতিথ্য স্বীকার করেন।

বাচস্পতি তাঁহাকে অতিথিরূপে পাইয়া দণ্ডবৎ করিয়া আনন্দে কি করিবেন তাহা প্রথমে স্থির করিতে পারেন নাই। গৌরাঙ্গ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, আমার মথুরা যাইবার মন হইয়াছে, সম্প্রতি আমি কিছুদিন এখানে থাকিয়া গঙ্গাস্নান করিব, সেজন্য আমাকে নিভৃতে একখানি ঘর দিবে, আমি তথায় থাকিয়া কিছুদিন গঙ্গাস্নান করিয়া পশ্চাৎ মথুরায় যাইব। বাচস্পতি তাঁহাকে সেইরূপ একখানি ঘর দিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গের নবদ্বীপে আগমন বার্ত্তা গোপন থাকিবার নহে, সর্ব্বদিকে শীঘ্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। বহুলোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আসিয়া হরিধ্বনি করিতেন, গৌরাঙ্গও উহা শুনিয়া আনন্দিতচিত্তে বাহিরে আসিতেন। তাঁহার মনোহর সৌন্দর্য্য, প্রসন্নবদন, দুই চক্ষু আনন্দধারায় পূর্ণ, সর্ব্বাঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত, বক্ষোদেশ মালায় পরিপূরিত। তিনি দুই হাত তুলিয়া সিংহনাদে হরিধ্বনি করিয়া গর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, লোক সকল চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনি করিয়া নৃত্য করিতে রত হইত। তৎপরে গৌরাঙ্গ তাহাদের নানারূপ স্তবস্তুতি, প্রার্থনা ও কাকুতি শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া সকলকে 'তোমাদের কৃষ্ণে মতি হউক' এবং "বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ শুন কৃষ্ণ নাম। কৃষ্ণ হউক সবার জীবন ধন প্রাণ॥' ইহা বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন। কয়েক দিন গতে একদিন রাত্রে তিনি বাচস্পতিকে বা বাটীর অন্য কাহাকেও কিছুমাত্র না বলিয়া নিত্যানন্দ প্রভৃতি কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া ফুলিয়া গ্রামে চলিয়া যান। পরদিন প্রাতে সকল লোক তাঁহাকে না দেখিতে পাইয়া 'কাতর' হইল, বাচস্পতি চতুর্দ্দিকে খুজিয়া তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া উর্দ্ধমুখে কান্দিতে লাগিলেন। সকলে মনে করিল প্রভু বাটীর ভিতর বিরলে আছেন, বাচস্পতি তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিয়া থাকিবেন, হরিধ্বনি করিলে তিনি বাহির হইয়া আসেন, অতএব তাহারা 'মহাহরিধ্বনি' করিতে লাগিল। তখন বাচস্পতি বাহির হইয়া সকলকে বলিলেন 'গৌরাঙ্গ গতকরাত্রে জানি না কোন্ দিকে আমাকে বঞ্চনা করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।' পরে একটী ব্রাহ্মণ আসিয়া সংবাদ দিল 'গৌরাঙ্গ ফুলিয়া নগরে আছেন'। তখন বাচস্পতি সকল লোককে সঙ্গে লইয়া ঐ স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া দেখেন লোকারণ্য হইয়াছে, গৌরাঙ্গ এক বাটীর ভিতরে আছেন। তখন বাচস্পতি গৌরাঙ্গ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তথায় গমন করিলেন

এবং তাঁহাকে অনেক স্তবস্তুতি করিয়া বলিলেন 'একবার বাহিরে আসিয়া আমাকে ঘরে লুকাইয়া রাখার অপবাদ হইতে মোচন করুন।' ইহাতে গৌরাঙ্গ বাটীর বাহিরে আসিলে চতুর্দ্দিকে সকল লোক দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল ও যাহার যেমন ক্ষমতা সে তদনুরূপ স্তুতি করিল, অসংখ্য লোক হরিধ্বনি করিতে লাগিল, এবং সহস্র সহস্র কীর্ত্তনীয়ার সম্প্রদায় আসিয়া গাইতে লাগিল, সর্ব্বদা 'কৃষ্ণ নামে যেন সকল ভুবন' পূর্ণ হইল। গৌরাঙ্গ চতুর্দ্দিকে কীর্ত্তন হইতেছে দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, বাহ্যশূন্য হইয়া তিনি যে সম্প্রদায় সম্মুখে দেখিলেন তাহাতেই নৃত্য করিলেন। ইহাতে কীর্ত্তনীয়ারা আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিল। এদিকে "বিহ্বলের অগ্রগণ্য নিত্যানন্দ" গৌরাঙ্গকে কখন কখন ধরিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গও আপন প্রেমে বিহ্বল ও বাহ্যশূন্য হইয়া সিংহনাদ করতঃ পুনরায় নৃত্য করিতে লাগিলেন। পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া পার্ষদগণ লইয়া বসিলেন। এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ তাঁহার চরণ দৃঢ় করিয়া ধরিয়া বলিল—সে গৌরাঙ্গ ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে বহু নিন্দা করিয়াছে, তজ্জনিত পাপের কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে? তাহাতে গৌরাঙ্গ হাসিয়া বলিলেন 'তুমি যে মুখে না জানিয়া বৈষ্ণবের নিন্দা করিয়াছ সেই মুখে তুমি বৈষ্ণববন্দনা ও কৃষ্ণগুণনাম গান কর, কৃষ্ণ-যশোরূপ-পরমানন্দ-অমৃতে তোমার সকল পাপ নষ্ট হইবে পরন্তু যদি সেরূপ বৈষ্ণব নিন্দা আর না কর।'

গৌরাঙ্গ ব্রাহ্মণকে এইরূপ তত্ত্ব উপদেশ দিতেছিলেন এমন সময়ে দেবানন্দ পণ্ডিত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌরাঙ্গ যখন গৃহবাসে ছিলেন, তখন তাঁহার প্রতি পণ্ডিত দেবানন্দের বিশ্বাস ছিল না, সে জন্য তিনি তাঁহাকে বুঝিতে পারেন নাই। এখন তিনি তাঁহাকে বুঝিতে পারিয়া দেখিতে আসিয়াছেন! যখন গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস লইয়া বাহির হন, তখন বক্রেশ্বর পণ্ডিত আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিয়াছিলেন, বক্রেশ্বর তাঁহার প্রিয়পাত্র এবং নিরবধি কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল ছিলেন। তিনি নৃত্যে প্রবেশ করিলে তাঁহার দেহে 'অশ্রু, কম্প, স্বেদ, হাস্য, পুলক, হুঙ্কার, বৈবর্ণ্য, আনন্দ মূর্চ্ছাদি উদয় হইত। দৈববশতঃ পণ্ডিত বক্রেশ্বর দেবানন্দের ভক্তিবশে তাঁহার আশ্রমে ছিলেন, দেবানন্দ তাঁহার তেজঃপুঞ্জ কলেবর ও অতুলনীয় বিষ্ণুভক্তি দেখিয়া অকপটে

তাঁহার সেবা করিতেন, বক্রেশ্বর যতক্ষণ নৃত্য করিতেন দেবানন্দ ততক্ষণ বেত্রহস্তে বেড়াইয়া লোক সরাইয়া দিতেন' তিনি পড়িয়া গেলে তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া লইতেন, তাঁহার পদধূলি ভক্তিপূর্ব্বক আপন সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতেন। এইরূপে বক্রেশ্বরের সঙ্গ লাভ করিয়া দেবানন্দের চৈতন্যের প্রতি ভক্তি জন্মিয়াছিল, তৎপরে তিনি গৌরাঙ্গকে দেখিতে আসিলেন এবং দেখিতে আসিয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিয়া একভিতে সঙ্কুচিত হইয়া বসিলেন। গৌরাঙ্গ তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাকে বিরলে লইয়া গিয়া তাঁহার সমস্ত পূর্ব্বাপরাধ ক্ষমা করিয়া তৎপ্রতি প্রসন্ন হইলেন, এবং বলিলেন, 'তুমি যখন পরম ভক্ত বক্রেশ্বরের সেবা করিয়াছ তখন তুমি আমার গোচর হইয়াছ, বক্রেশ্বরে কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি বিদ্যমান; অতএব যে তাঁহাকে ভক্তি করে সে কৃষ্ণকে পায়' ইত্যাদি। গৌরাঙ্গ বক্রেশ্বরকে উপলক্ষ করিয়া এই স্থলে কৃষ্ণভক্তের বহু প্রশংসা কীর্ত্তন করিলেন। দেবানন্দ এই সকল শুনিয়া যোড়হস্তে তাঁহার স্তব করিলেন, শেষে এক নিবেদন করিলেন, যথা—'আমি অসর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞের গ্রন্থ যে ভাগবত তাহা অজ্ঞ হইয়া কিরূপে ব্যাখ্যা করিব ও কিরূপে বা উহা পড়াইব'? গৌরাঙ্গ ইহা শুনিয়া বলিলেন, 'শুন বিপ্র! ভাগবতে 'ভক্তি' ভিন্ন আর কিছু ব্যাখ্যা করিবে না ও মুখে আনিবে না, ভাগবতের আদ্য, মধ্য ও অন্তে বিষ্ণুভক্তি যে 'নিত্যসিদ্ধ অক্ষয় ও অব্যয়' তাহাই উক্ত হইয়াছে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে বিষ্ণু ভক্তি সত্য, মহা প্রলয়েও যাহার শক্তি পূর্ণ থাকে, নারায়ণ মোক্ষ দিয়া ভক্তি গোপন করেন, ঈদৃশী ভক্তি কৃষ্ণের কৃপা ভিন্ন জানা যায় না। ভাগবত শাস্ত্র সেই ভক্তির কথাই বলেন, সেজন্য কোন শাস্ত্রই ভাগবতের তুল্য নহে। ভাগবত কাহারও কৃত নহে, ব্যাসের জিহ্বায় কৃষ্ণের কৃপায় ইহার স্ফূর্ত্তি হইয়াছে মাত্র। যে ব্যক্তি ভাগবত বুঝিয়াছে এরূপ মনে করে সে কিছুই বুঝে নাই, পরন্তু অজ্ঞ হইয়াও যে ভাগবতের শরণ লয় ভাগবতের অর্থ তাহার দর্শন হইয়া থাকে।' ভাগবতের ইত্যাকার বহু প্রশংসা করিয়া গৌরাঙ্গ দেবানন্দ পণ্ডিতকে ভক্তি-রসময় ভাগবত অধ্যাপনা করিতে বলিয়া বিদায় করিলেন।

(চৈ, ভা, অন্ত্য খ, ৩য় অধ্যায়ের অবশিষ্টাংশ)

মন্তব্য—

এই পরিচ্ছেদীয় বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে গৌরাঙ্গের হিষ্টিরিয়া রোগের ধর্ম্মে হঠকারিতা, সঙ্কল্পপরিবর্ত্তন ও অন্যের বিস্ময় উৎপাদন করা ইদানীং যে ক্রমান্বয়ে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা জানা যাইবে। তিনি ইতঃপূর্ব্বে যখন সমুদ্রের তরঙ্গ-শোভা দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন যে গঙ্গা ও যমুনার মাহাত্ম্য সমুদ্রে প্রবেশ করায় 'সমুদ্র মহাশয়ের' মাহাত্ম্য জন্মিয়াছে। এই ভাব তাঁহার অসম্বিন্ মানসে কিছুদিন কার্য্য করিতে করিতে গঙ্গা ও যমুনার প্রতি তাঁহার মহা অনুরাগ উদিত হইয়াছিল! সে জন্য তিনি প্রথমে গৌড়ে গিয়া পরে মথুরায় যাইবার সঙ্কল্প করেন। সঙ্কল্প প্রবল হওয়ায় তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে এক্ষেত্রে তাঁহার অধিককাল বিলম্ব হয় নাই। তাই তিনি সহসা পরিষদ্‌সহ অতি সত্বরেই গৌড়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।—

("গঙ্গা প্রতি মহাঅনুরাগ বাড়াইয়া। অতি শীঘ্র গৌড়দেশে আসিলা চলিয়া॥")

পাঠক, 'গৌড়দেশ বলিলে সমস্ত বঙ্গদেশ অর্থাৎ একটী সুবিস্তীর্ণ প্রদেশ বুঝাইতে পারে। উহার মধ্যে গৌরাঙ্গ কোন্ কোন্ নির্দ্দিষ্ট স্থান হইয়া যে আসিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন তাহা গ্রন্থকার উল্লেখ করেন নাই। পরন্তু ইহা সম্ভবপর বিবেচনা হয় যে, তথাকথিত সার্ব্বভৌমের উদ্ধার ব্যাপারের পরে বিশিষ্ট ভাবপ্রবণ গৌরাঙ্গের মনে স্বতঃই ইহার উদ্দীপনা এবং এরূপ আগ্রহ হইয়াছিল যে, যদি সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির বাটীতে গঙ্গাস্নান উপলক্ষে কিছুদিন অবস্থান করা যায়, তাহা হইলে তাঁহার অবতারত্ব সহ ভক্তিধর্ম্ম অল্প আয়াসেই প্রতিষ্ঠিত ও সুঘোষিত হইতে পারিবে। গৌরাঙ্গের যদি এরূপ নিগূঢ় উদ্দেশ্য না থাকিবে তবে তাঁহার নদীয়াস্থ আপ্তবর্গের মধ্যে কাহারও বাটীতে না থাকিয়া তত্রত্য সার্ব্বভৌমের পিতৃ-বাসস্থানে (গোয়াড়ি পল্লীতে) শ্রুতমাত্র পরিচিত তদীয় ভ্রাতার বাটীতে কিছুদিনের জন্য আতিথ্যগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা একেবারে নিরর্থক হইয়া পড়ে। ভাহার উপরে তাঁহার হিষ্টিরিয়া রোগধর্ম্ম-সুলভ নিভৃতে থাকা, লোকসংগ্রহ ও তাহাদিগকে চমৎকৃত করা প্রভৃতি সংযোজিত হওয়ায় তাঁহার বর্ত্তমান চরিত্রে বৈচিত্র্যও সাধিত হইয়াছিল। দেখা যায়, তাঁহার নীলাচল হইতে তথায় প্রত্যাগমনের বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হওয়ায়

তাঁহাকে দেখিবার জন্য বহু লোকের সমাগম হইয়া উঠিল, এবং সকলের মুখে হরিধ্বনি হইতে লাগিল। তাহা শুনিয়া গৌরাঙ্গ আনন্দের আবেগে আর নিভৃতে থাকিতে না পারিয়া বাটীর বাহিরে আসিয়া হাত তুলিয়া সিংহনাদে হরিধ্বনি এবং নৃত্য ও গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাৎপর্য্য এই, গৌরাঙ্গ পরকীয় ভাবপ্রেরণার (বহুলোক-সমাগম-দর্শন এবং হরিধ্বনি শ্রবণ) অধীনে আসিয়া অধুনা স্বীয় হিষ্টিরিয়া আক্রমণের সম্যক্ বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন। দর্শকেরা ইহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া গৌরাঙ্গে অলৌকিক শক্তির বিকাশ ভাবিয়া তৎসকাশে দণ্ডবৎ হইয়া ভূমিতে পড়িয়াছিল এবং হরিধ্বনি করতঃ আপনাদের স্তুতি ও উদ্ধারের প্রার্থনা করিয়াছিল। অচিরে স্বীয় পীড়ার আক্রমণ স্বতঃ নিবৃত্ত হইলে গৌরাঙ্গ স্থির হইয়া ঈষৎ হাসিয়া সকলকে 'কৃষ্ণ তোমাদের প্রাণধন হউক' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং কৃষ্ণভজন করিবার জন্য উপদেশ দিলেন। এই সময়ে গৌরাঙ্গের মনে গঙ্গার প্রতি যে ভক্তিভাব ছিল তাহা চাপা পড়িয়া কৃষ্ণভক্তিভাব উদ্দীপিত হইয়া কার্য্য করিতেছিল, কেন না দেখা যায় দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে কাহাকেও গঙ্গার প্রতি ভক্তি করিবার জন্য কোন কথাই বলেন নাই। ইহার পর গৌরাঙ্গকে দেখিবার জন্য বহু লোক (বৃন্দাবন দাস বলেন, 'কোটী লক্ষ অর্ব্বুদ') আসিতে লাগিল। এদিকে গৌরাঙ্গ করিলেন কি? না তিনি একদিন রাত্রে কাহাকে, এমন কি বাচস্পতিকেও, কিছু না বলিয়া গঙ্গাপার ফুলিয়া গ্রামে চলিয়া গেলেন। এরূপ কাহাকে কিছু না বলিয়া সহসা চলিয়া যাওয়া গৌরাঙ্গের হিষ্টিরিয়া রোগ ধর্ম্মে পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃই হইয়াছিল (Sumnambulism), এরূপ মনে করিতে পারা যায়; কেন না এরূপ ঘটনা তাহার চরিত্রে পূর্ব্বে ও পরে অনেক বারই ঘটিয়াছে। এস্থলে বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন, গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ প্রভৃতি কয়জন পার্ষদ সঙ্গে লইয়া ফুলিয়া নগরে গিয়াছিলেন, পরন্তু ইহা সঙ্গত বোধ হয় না, বরং ইহা সম্ভব হইতে পারে যে, অনুচরগণ গৌরাঙ্গের ফুলিয়া গ্রামে যাইবার সঙ্কল্প পূর্ব্ব হইতে জানিতেন, সে জন্য গৌরাঙ্গের প্রস্থানের পরেই তাঁহারা ঐ স্থানে গিয়া তাঁহার সহিত মিলিয়াছিলেন। অথবা বৃন্দাবন দাসের উক্তি যদি সত্যই হয় তাহা হইলেও গৌরাঙ্গের ঐরূপ সহসা গোপনে প্রস্থান দ্বারা লোকের মনে বিস্ময় উৎপাদন করা যে তাঁহার অভিপ্রেত ছিল, ইহা অবশ্য মনে করিতে

হইবে। পাঠক অবগত আছেন, লোকের মনে বিস্ময় উৎপাদন এবং আপনার প্রতি লোকের সহানুভূতি আকর্ষণ করা হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর স্বভাবসিদ্ধ কার্য্য *। অতএব এক্ষেত্রে গৌরাঙ্গের রোগধর্ম্মে লোকের মনে বিস্ময়জনন জন্য এই গোপনে পলায়ন সম্ভব হইতেও পারে। এদিকে গৌরাঙ্গকে দেখিতে না পাইয়া সকল লোক বিশেষতঃ বাচস্পতি অত্যন্ত দুঃখিত ও ব্যাকুলিত হইয়া পড়িলেন। প্রকৃত কারণ না জানিতে পারিয়া অন্য সকলে বাচস্পতির প্রতি গৌরাঙ্গকে বাটীর ভিতরে লুকাইয়া রাখার অনুযোগ করিতে থাকায়, বাচস্পতি নিরুপায় হইয়া উর্দ্ধমুখে রোদন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে একজন ব্রাহ্মণ তথায় আসিয়া গৌরাঙ্গের ফুলিয়া গ্রামে থাকার সংবাদ দিয়াছিল। তাহাতে বাচস্পতি সন্তুষ্ট হইয়া সকলকে সঙ্গে লইয়া ফুলিয়া গ্রামে গিয়া দেখেন সেখানেও লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। এখানেও তিনি নিভৃতে ছিলেন, ইহাও, যেমন পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাঁহার হিষ্টিরিয়া-স্বভাবের লক্ষণ বিশেষ। কিন্তু গৌরাঙ্গ বাচস্পতির আগমন সংবাদ জানিতে পারিয়া তাঁহাকে তথায় ডাকিয়া লইলেন। বাচস্পতি তখন তাঁহাকে দেখিয়া দণ্ডবৎ হইলেন এবং পুনঃপুনঃ তাঁহার অবতার সম্বন্ধীয় শ্লোক পড়িয়া পুনঃ পুনঃ স্তব করতঃ প্রণাম করিলেন। পরে তাঁহার অনুরোধে (Persuasion) গৌরাঙ্গ বাহিরে আসিয়া সকলকে দেখা দিলেন। লোকসঙ্ঘ তাঁহাকে দেখিবামাত্র দণ্ডবৎ, হরিধ্বনি ও কীর্ত্তন করিতে লাগিল। এই পরকীয় ভাবপ্রেরণা গৌরাঙ্গের হিষ্টিরিয়া আক্রমণ উৎপাদনের পক্ষে যথেষ্ট কারণ হইয়াছিল। তখন তাঁহার 'আনন্দে' অর্থাৎ ভাবোত্তেজনায় 'বাহ্যলোপ' হইল, চক্ষে অবিরত ধারা বহিতে লাগিল, তিনি যে কীর্ত্তনদল সম্মুখে দেখিলেন তাহাতেই প্রবিষ্ট হইয়া ভক্তগণের সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন, সে নৃত্য শীঘ্র থামে নাই। গৌরাঙ্গের এই অবস্থা বৃন্দাবন দাস কবিত্বের সহিত বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনার শেষাংশ এইরূপ,—

"যতেক আইসে লোক চতুর্দ্দিক হৈতে।
সবেই আসিয়া দেখে প্রভুরে নাচিতে॥

* (উদ্বোধন ১৮০ পৃঃ)

বাহ্য নাহি প্রভুর বিহ্বল প্রেমরসে
দেখি সর্ব্বলোক সুখসিন্ধু মাঝে ভাসে ॥"

পাঠক, দেখুন গৌরাঙ্গ যদি হিষ্টিরিয়ার আক্রমণের বশীভূত না হইয়া প্রকৃতিস্থই থাকিতেন তাহা হইলে লোক সমাগম দেখিয়া ও হরিধ্বনি এবং কীর্ত্তন শুনিয়া তাঁহার বাহ্যপরিশূন্য অবস্থায় তাদৃশ দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া সিংহনাদ ও হুঙ্কার সহকারে অক্লান্তে নৃত্য করিতে থাকা কি সম্ভবপর হইতে পারিত ? দেখা যায়, কিছুক্ষণ পরে হিষ্টিরিয়া আক্রমণের উপশম হইলে গৌরাঙ্গের সংজ্ঞালাভ হওয়ায় পার্ষদগণের সহিত স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন।

'তবে সব আপন পার্ষদগণ লৈয়া।
বসিলেন মহাপ্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া ॥'

ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, গৌরাঙ্গ ইত্যগ্রে ভাবাবিষ্ট অর্থাৎ হিষ্টিরিয়ার আক্রমণাধীন হইয়া বাহ্য হারাইয়াছিলেন। বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন কীর্ত্তন শুনিয়া পরমানন্দের সুখে গৌরাঙ্গ বাহ্যহারা হইয়াছিলেন,—

("বাহ্য নাহি পরমানন্দ সুখে আপনার।
সঙ্কীর্ত্তন-আনন্দ-বিহ্বল অবতার ॥")

ভাল, তিনি না হয় সঙ্গে সঙ্গে এস্থলে স্বকীয় অবতারত্ব ঘোষণায় পরম আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি বাহ্যশূন্য হইবেন কেন ? বাস্তবিক পক্ষে গৌরাঙ্গ এইকালে আনন্দের উচ্ছ্বাসে 'বিহ্বল' অন্য কোথায় এক তীব্র হিষ্টিরিয়া আক্রমণের বিষয়ীভূত সুতরাং সংজ্ঞাহীন হইয়া অবিরাম দীর্ঘকাল ধরিয়া নৃত্য, হুঙ্কার এবং সিংহনাদ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত যে হিষ্টিরিয়া রোগের লক্ষণ তাহা বৃন্দাবন দাস আদৌ বুঝিতে পারেন নাই। যাহা হউক এক্ষণে বাহ্যপ্রকাশের ব্যাপারটা কি তাহা দেখা যাউক।

হিষ্টিরিয়া আক্রমণের নিবৃত্তি হইলে রোগী যে প্রকার অসম্যক্ চৈতন্য লাভ করে বৈষ্ণবাচার্য্যেরা তাহাকে 'বাহ্যপ্রকাশ' শব্দে অভিহিত করেন, পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদজ্ঞেরা ঐ অবস্থাকেই প্রলাপের অবস্থা (state of delirium) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বে এই প্রলাপের অবস্থার কথা কয়েকবার উল্লেখ করাও হইয়াছে। এ স্থলে ঐ বিষয়ে দুই একটা কথামাত্র পুনরায় বলিতেছি। এই অবস্থায় রোগী স্বীয় অসম্বিদ্ মানসের নিরুদ্ধ মনোভাব অসংযতভাবে প্রকাশ

করিয়া থাকে, তাহা প্রলাপ বলিয়া গণ্য ও বিশ্বাসের অযোগ্য হইয়া থাকে। হিষ্টিরিয়ার আক্রমণোত্তর এই প্রলাপের তারতম্য আক্রমণের মৃদুতা, তীব্রতা এবং স্বল্পকাল বা দীর্ঘকাল স্থায়িত্বের উপর নির্ভর করে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে গৌরাঙ্গের হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ অপেক্ষাকৃত মৃদু এবং অনতি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলেও উহার প্রলাপাবস্থায় যে সমস্ত অসাধারণ ঘটনা সম্পাদিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কয়েকটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা এস্থলে আবশ্যক বিবেচনায়, প্রদর্শিত হইল। যথা—

(১) গৌরাঙ্গ 'বাহ্য' প্রকাশিয়া বসিয়াছেন এমন সময় এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমি তোমাকে ও বৈষ্ণবদিগকে বহু নিন্দা করিয়াছি তাহাতে আমার যে পাপ সঞ্চয় করা হইয়াছে তাহার প্রায়শ্চিত্ত কি ?

এই পরিচ্ছেদে এবং গ্রন্থের অন্য অনেক স্থানে বৈষ্ণবাপরাধ অর্থাৎ বৈষ্ণবের নিন্দাকে গুরুতর পাপ রূপে নির্দ্দেশিত ও উহার মোচনার্থ গুরুতর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা উল্লেখিত হইয়াছে। পরন্তু মানবাদি ধর্ম্মশাস্ত্র তথা মহাভারত, পুরাণ এবং সংগ্রহ গ্রন্থে ঐ নামধেয় কোন পাপের নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না। দেখা যায়, ভৃগু-প্রোক্ত মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রে পর-নিন্দা 'সূচক' শব্দে অভিহিত (৪র্থ অ,৭১ শ্লোঃ) এবং লঘু পাপ (উপপাতক—বাচিক) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। অপিচ উহার পরিণাম ফল (অবশ্য ঐ পাপাচারীর জন্মান্তরে) 'দুর্গন্ধ মুখ' ইহা কীর্ত্তিত (১১অ, ৫০ শ্লোঃ) এবং (ইহা বলা বাহুল্য যে,) এই লঘু পাপের প্রায়শ্চিত্তও লঘু ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। পাঠক, ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় যে, গৌরাঙ্গই এই শাস্ত্রোক্ত সাধারণ পরনিন্দাকে স্বেচ্ছামত পরিচ্ছদে সজ্জিত ও 'বৈষ্ণবাপরাধ' নামে সংজ্ঞিত করিয়া একটি গুরুতর পাপরূপে অবধারণপূর্ব্বক তাহার বিষম অনিষ্টজনক ফল,—যেমন কুষ্ঠ উৎপাদন—এবং গুরুতর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা বৈষ্ণব সমাজে ঘোষণা করিয়া গিয়া থাকিবেন। দেখুন,আমাদের এরূপ সম্ভাব্যতা মনে করিবার পক্ষে উপযুক্ত কারণও না আছে এমন নহে। গৌরাঙ্গ চরিত্র আনুপূর্ব্বিক অনুধাবন করিয়া দেখিলে প্রতীত হয়,তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া স্বীয় কাল্পনিক অবতারত্ব ও কিঞ্চিৎ-পরিবর্ত্তিত পূর্ব্ব প্রচলিত বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার ও ঐ সঙ্গে স্বকীয় পারিষদ, অনুচর ভক্ত-বৈষ্ণবের মর্য্যাদা বর্দ্ধন করা তাঁহার নিগূঢ় অভিসন্ধি ছিল ; উহা তাঁহার হিষ্টিরিয়া-স্বভাবের অন্যতম প্রধান লক্ষণ স্বরূপ, সেজন্য তিনি তাহা

সিদ্ধির জন্য উপযুক্ত অবসর পাইলেই কার্য্যেও প্রকাশ করিতেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া যেমন পারিষদ-শ্রেষ্ঠ অদ্বৈতের ও নিত্যানন্দের মান বাড়াইবার জন্য উঁহাদের চরণে মস্তক রাখিয়া ক্রমান্বয়ে মাতা শচীদেবী এবং জগাইকে বৈষ্ণব-পাপ ক্ষালনের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করাইয়াছিলেন। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও সেই স্বীয় রোগের অঙ্গীভূত আবেশ বিশেষের অবস্থায় কুষ্ঠী ব্রাহ্মণকে বৈষ্ণব-নিন্দার ফলে দুরারোগ্য ও দুঃসহ কুষ্ঠ রোগ উৎপন্ন হওয়ার কথা এবং তাহার প্রতীকার অগ্রে কৃষ্ণেরও সাধ্যাতীত বলিয়া ব্যক্ত করিয়া শেষে নিজেই আবার তাহার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সে ব্যবস্থা—নিন্দিত বৈষ্ণবের নিকট তাহাকে ক্ষমা ভিক্ষা ও তাহার বন্দনাদি করা। আবার, দেবানন্দের বেলা তথা কথিত অবতার আপনাকে ও বৈষ্ণবগণকে নিন্দা করায় গুরুতর অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাকালে বৈষ্ণবের সেবাই যথেষ্ট বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। যদিও এই বিসদৃশ এবং পূর্ব্বাপর অসমঞ্জস বৈষ্ণবাপরাধের প্রতীকার-ব্যবস্থা গৌরাঙ্গের রোগ-ধর্ম্মের বিভিন্ন অবস্থায় উদিত হইয়াছিল, পরন্তু উহার ঘোরতর অনিষ্ট ফল বৈষ্ণব সমাজে চলিয়া আসিতেছে উপলব্ধ হয়। যেমন—প্রথমে বৈষ্ণব-নিন্দার পরিণাম ফল যে দুঃসহ এবং যন্ত্রণাদায়ক কুষ্ঠ হইবার ভয় হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য বৈষ্ণবগণ ঐ পাপাচারী বৈষ্ণবের নিন্দা করিতে শাঙ্কত ও বিরত হওয়ায় তৎকৃত পাপাচার অবাধে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে, বিশেষ করিয়া গৌরাঙ্গসম্প্রদায়ের অন্ধবিশ্বাসী জনগণের মধ্যে, বৰ্দ্ধিত ও সম্প্রসারিত হইয়া ক্রমশঃ সমাজ-সাধারণ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। নিরতিশয় ক্ষোভের বিষয়, এখন পর্য্যন্ত সমাজহিতৈষিগণের কাহাকেওএই বিবিধ অনিষ্টের হেতুভূত দুর্নীতিকে উচ্ছেদ করিতে যত্নবান্ দেখা যাইতেছে না। কৌতুকের বিষয়, পাপের জন্য পাপকারীর অনুতাপ ও নিজ পাপ প্রকাশ করা এবং পুনরায় সেই পাপাচরণে প্রবৃত্ত না হওয়ার যে শাস্ত্রীয় বিধান আছে, গৌরাঙ্গ তাহাও স্বকল্পিত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থায় প্রকাশ করিয়া স্বীয় হিষ্টিরিয়া-স্বভাব-সুলভ অব্যবস্থিত চিত্ততা ও বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়াছিলেন।

২। ইহার পরেই গৌরাঙ্গের এই বাহ্যাবস্থায় আমাদের পূর্ব্বপরিচিত দেবানন্দ পণ্ডিত গৌরাঙ্গকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ দেবানন্দের আগমনে ও তাহার দৈন্য-শিষ্টাচারে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিরলে লইয়া গিয়া তাঁহার

তথা-কথিত পূর্ব্বাপরাধ ক্ষমা করিয়া বলিলেন, তুমি 'প্রভুর পূর্ণশক্তি' বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সেবা করিয়াছ' অতএব তুমি আমার 'গোচর' হইয়াছ, কেননা যে বক্রেশ্বরের সেবা করে সে কৃষ্ণকে পায়, কৃষ্ণ তাঁহার অন্তরে নিয়ত বাস করিতেছেন—ইত্যাদি বাক্যে একদিকে যেমন নিজের অবতারত্ব প্রকারান্তরে দেবানন্দকে জানাইলেন, অন্যদিকে ভক্ত বক্রেশ্বরের অতি প্রশংসা করিয়া বৈষ্ণব-মর্য্যাদাও বাড়াইলেন। দেবানন্দ গৌরাঙ্গ মুখে ঐ সকল চিত্তবিভ্রামক কথা শুনিয়া সম্ভবতঃ বিচলিত ও মোহিত হইয়া গৌরাঙ্গের অবতারত্বে হয়ত বিশ্বাস করিয়া যোড়হস্তে নানাবিধ স্তবস্তুতি করিলেন এবং তাঁহাকে 'সর্ব্বজ্ঞ' এবং আপনাকে অসর্ব্বজ্ঞ বোধ করিয়া ভাগবতের স্বীয় ভবিষ্যৎ অধ্যাপনা সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ তাহার উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা প্রায় সমস্তই ভিত্তিহীন প্রলাপমূলক; তন্মধ্যে কয়েকটী উক্তি মাত্র এস্থলে প্রদর্শিত ও আলোচিত হইতেছে। গৌরাঙ্গ দেবানন্দকে বলিলেন,—

(ক) "শুন দ্বিজ! ভাগবতে এই বাখানিবা।
ভক্তি বিনা আর কিছু মুখে না আনিবা॥
আদিমধ্য অন্ত্য ভাগবতে এই কয়।
বিষ্ণু ভক্তি নিত্য সিদ্ধ অক্ষয় অব্যয়॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সবে সত্য বিষ্ণুভক্তি।
মহা প্রলয়েতে যার থাকে পূর্ণশক্তি॥

এক্ষণে আমরা ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিব যে, গৌরাঙ্গের এই উক্তি কতদূর সাধু এবং প্রকৃতঃ উহা দ্বারা গৌরাঙ্গ কর্ত্তৃক ভাগবতের গৌরব বর্দ্ধিত অথবা খণ্ডিত হইয়াছে।

সুধীপাঠক! ভাগবত গ্রন্থের আদ্যন্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়, উহাতে ভক্তিপ্রসঙ্গ নিম্নাধিকারিগণের জন্য নানা ভাবে চিত্তরঞ্জক ও চিত্তাকর্ষক হইবে এই অভিপ্রায়ে রচিত হইলেও গ্রন্থকার (বেদব্যাস হউন বা অন্য কোন ব্যক্তিই হউন) জ্ঞান, যোগ, ধ্যান ও মোক্ষ সম্বন্ধে যথোচিত বর্ণনা করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই; ঐ সমস্ত বর্ণিত বিষয় তিনি (কেবল ভক্তির প্রসঙ্গ ব্যতীত) বেদবেদান্তাদি প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত করিতে যথাসম্ভব চেষ্টাও করিয়াছেন। অধিকন্তু ভাগবতের উপক্রম ও উপসংহার

বিচার করিয়া দেখিলে উহার প্রতিপাদ্য বিষয় অনায়াসে বোধগম্য উপলব্ধি হইতেও পারে। উহার উপক্রমে উক্ত হইয়াছে,—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানেতি শব্দ্যতে॥ ১১
তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যাশ্রুতগৃহীতয়া॥ ১ম স্কন্দ, ২য় অধ্যায়।

অর্থাৎ "তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতগণ দ্বৈতজ্ঞান রহিত যে জ্ঞান সেই জ্ঞানকে তত্ত্বজ্ঞান বলিয়াছেন, ঐ তত্ত্বই উপাসকভেদে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।" বেদবেদান্তাদিবাক্যে শ্রদ্ধাবান্ সদাচার-সম্পন্ন ঋষিগণ বেদান্তাদি শ্রবণে উৎপন্ন বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিদ্বারা স্বীয় হৃদয়ে আত্মতত্ত্ব স্বরূপ পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া থাকেন। আর, উপসংহারে শুকদেব রাজা পরীক্ষিতকে ভাগবতের যে সারতত্ত্বের উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহাও এইরূপ—

অহং ব্রহ্ম পরংধাম ব্রহ্মাহং পরমং পদম্।
এবং সমীক্ষ্য চাত্মানমাত্মন্যাধায় নিষ্কলে॥ ১২
১২ স্কন্ধ, ৫ম অধ্যায়।

অর্থাৎ "আমি পরমপদ ব্রহ্ম; এবং পরমপদ ব্রহ্ম আমি" এইরূপ চিন্তা করিয়া নিরাকার ব্রহ্মে আত্মা যোজনা কর; দেখিতে পাইবে দেহনকারী বিষমুখ তক্ষক দেহাদি বিশ্ব, আত্মা হইতে স্বতন্ত্র নহে।"

অতএব জানা গেল, ভাগবতে শ্রদ্ধা, ভক্তি, জ্ঞান, বিজ্ঞান বৈরাগ্য ও ধ্যানাদি উচ্চ অঙ্গের মোক্ষসাধক উপদেশ প্রধানতঃ বর্ণিত, আর ভক্তিপ্রসঙ্গ নিম্ন অধিকারীর উপযোগী করিয়াও গৌণতঃ বিবৃত হইয়াছে। এদিকে আমাদের গৌরাঙ্গ দেবানন্দকে বলিয়াছেন ভাগবতের আদি মধ্য ও অন্ত ভক্তি ভিন্ন আর কিছুই পড়াইবে না, বিষ্ণুভক্তি অক্ষয় অব্যয় এবং মহাপ্রলয়েও উহা পূর্ণশক্তিতে বিদ্যমান থাকে, ভগবান্ ভক্তি লুকাইয়া মুক্তি দেন! ইত্যাদি। এস্থলে আমরা প্রয়োজনানুরোধে মহাপ্রলয়ে জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে কাহার নিত্যতা তদ্‌বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।—

ইহা অনেকে অবগত আছেন, ব্রহ্মই জ্ঞান ও সৎস্বরূপ, মহাপ্রলয়ে সেই একমাত্র ব্রহ্ম অর্থাৎ জ্ঞানই বিদ্যমান থাকে। মহাপ্রলয় অর্থে সৃষ্টির পূর্ব্বের

অবস্থা বিশেষ, যাহা সৃষ্টি ধ্বংশের পরের অবস্থার সহিত তুল্য বুঝিতে হয়, তখন ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। * অন্য কথায় তৎকালে পরিদৃশ্যমান যাবতীয় সৃষ্টবস্তু বিনষ্ট হইলে তৎসহ উহাদের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা— ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর স্ব স্ব স্বরূপে অর্থাৎ মূলাধার পর ব্রহ্মে মিলিত হইয়া যায়। এই অবস্থাকে ব্রহ্মের কেবল ভাব বলে। সুবুদ্ধি পাঠক! ভাবুন দেখি—যদি মহাপ্রলয়ে কথিত ঐশী শক্তিত্রয় সংহৃত বা অন্তর্হিত হইল তখন ব্রহ্মা ও শিব শক্তির সহিত বিষ্ণু-শক্তিরও অন্তর্ধান অবশ্যম্ভাবী হইল কি না? † গীতায় ভাগবান (শ্রীকৃষ্ণ) অর্জ্জুনকে সৃষ্টি-নাশ হইলে এক সনাতন অক্ষর পুরুষই বিদ্যান থাকেন, এই বেদোক্ত তত্ত্ব কথারই উপদেশ করিয়াছেন। ‡ অথচ গৌরাঙ্গ বলিলেন কিনা মহাপ্রলয়ে বিষ্ণুভক্তি পূর্ণশক্তিতে বিদ্যমান থাকে! ঐ সঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন 'নারায়ণ মোক্ষ দিয়াও ভক্তি গোপ্য করেন।' বস্তুতঃ পাঠক, কোন্ জ্ঞানবান্ লোক গৌরাঙ্গের এই সকল যুক্তিহীন, বেদাদি সৎ-শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও অসম্বদ্ধ উক্তি পরম্পরাকে প্রলাপ ভিন্ন আর কি বলিবেন?

(খ) গৌরাঙ্গ পণ্ডিত দেবানন্দকে বলিয়াছেন,—'ভাগবত শাস্ত্র কাহারো কৃত নহে' উহার আবির্ভাব ও তিরোভাব আপনা আপনি হয়, কৃষ্ণের কৃপায় ভক্তিযোগে ব্যাসের জিহ্বায় উহা স্ফুরিত হইয়াছে।'

পাঠক! জানা যায়, শ্রীমদ্‌ভাগবত ইদানীন্তন বিদ্বৎ-সমাজে পুরাণ-রচয়িতা বেদবিন্যাস-কর্ত্তা মহর্ষি ব্যাস কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া স্বীকৃত হয়

---

* আত্মা বা ইদমেবাগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ।
নিত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। তৈত্তিরীয় শ্রুতি।
সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। ছান্দোগ্যশ্রুতি।

† কালিদাস কুমার সম্ভবের একস্থানে সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থায় ব্রহ্মের এই কেবলত্বের কথা অতি বিশদভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা,—

"নম স্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং প্রাক্‌সৃষ্টেঃ কেবলাত্মনে।
গুণত্রয় বিভাগায় পশ্চাদ্‌ভেদমুপেয়ুষে॥"

‡ পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যো ব্যক্তাবক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥ ২০
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিং।
যাং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ ২১ গীতা, ৮ অ,

না। দেখাও যায়, এই গ্রন্থের প্রারম্ভেই উক্ত হইয়াছে যে, বেদব্যাস সমস্ত পুরাণ রচনা করিয়া (ইহাও সন্দেহ পূর্ণ) তৃপ্ত হইতে না পারিয়া নারদের উপদেশে শেষে এই ভাগবত রচনা করিয়াছিলেন। তদনুসারে গৌরাঙ্গের উক্তি—'উহা কাহারও কৃত নহে' ইত্যাদি যাবতীয় কথা তদীয় স্বকপোল কল্পিত এবং অতিশয়োক্তি পূর্ণ প্রলাপ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে ? এদিকে দেখা যায় গৌরাঙ্গ-ভক্ত বৃন্দাবন দাস এইস্থলে গৌরাঙ্গের এই উক্তির আবরণ কল্পে তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া অম্লানবদনে ঘোষণা করিয়াছেন।—

'দেবানন্দ পণ্ডিতের লক্ষে সবাকারে।
ভাগবতের অর্থ বুঝাইলেন ঈশ্বরে॥
এই মত যে যত আইসে জিজ্ঞাসিতে।
সকলেরই প্রতিকার কহেন সু-রীতে॥

বাস্তবপক্ষে, গৌরাঙ্গ দেবানন্দকে উপলক্ষ্য করিয়া উপস্থিত দর্শক, পারিষদ ও ভক্তদিগকে ভাগবত এবং তদুক্ত ভক্তিতত্ত্ব যেরূপ 'সুরীতি'তে প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা উপরে একরূপ বুঝা গেল। কিন্তু দেবানন্দ পণ্ডিত ভাগবতের যে অধ্যাপনা কিরূপে করিতেন এস্থলে তাহার কোন স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও ভক্ত ও উপস্থিত দর্শকদিগের মধ্যে অনেকে গৌরাঙ্গের ঐ হিষ্টিরিয়ার আক্রমণোত্তর প্রলাপাবস্থায় কথিত ভাগবত ও ভক্তি সম্বন্ধীয় অপ-সিদ্ধান্ত ও ভ্রান্ত উপদেশ অবিচারিতচিত্তেই গ্রহণ ও তাহাতে বিশ্বাস করিয়া থাকিবেন। তাহার অনিষ্ট-ফল পশ্চাৎ আলোচ্য। এস্থলে ইহা অনুসন্ধেয় যে, গৌরাঙ্গ ভাগবতকে কেন 'ভক্তি রসময়' অবধারণে অপরাপর শাস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, অপিচ, ঐ ভাগবতে কেবল ভক্তিরই বা তিনি কেন এত অনুরাগী ও পক্ষপাতী ছিলেন, তাহার একটা নিগূঢ় কারণ থাকা অবশ্য সম্ভব হইতে পারে, এবং তাহা জানিবার জন্য পাঠকদিগের কৌতুহলও হইতে পারে। লেখক ঐ কারণ নির্ণয় ও কৌতুহল তৃপ্তির আশয়ে নিম্নে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

প্রথমতঃ। যাবতীয় বৈষ্ণব পুরাণের মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হয়। উহাতে কৃষ্ণ যে বিষ্ণুর একগাছি কাল চুলের পরিণতি, ইহা বর্ণিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে ভাগবতে "অন্যে চাংশকলা পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"

বলিয়া নির্দ্দেশিত দেখা যায়। এমতস্থলে সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণের তুল্য অবতার হইবার অভিলাষী গৌরাঙ্গের পক্ষে, ভাগবতের পক্ষপাতী হওয়াই স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়তঃ। ভাগবত পুরাণে কৃষ্ণের গোপীজনগণ সহ কামভাবোদ্দীপক বিবিধ লীলা প্রসঙ্গ অতি বিশদ ও চিত্তাকর্ষক ভাবেই বিবৃত হইয়াছে। অতএব আবাল্য কামভাব-প্রবণ গৌরাঙ্গের যে অপর শাস্ত্রাপেক্ষা ভাগবতে (ও তদনুরূপ অন্য 'রসময়' পুরাণেও) অত্যন্ত পক্ষপাতিত্ব ও অনুরাগ থাকিবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

তৃতীয়তঃ। পাঠকগণের ইহা বিদিত বিষয় যে,গৌরাঙ্গের অকাল উন্মেষিত কাম-প্রবৃত্তির উত্তেজনা এবং তাহার যথাকালে ও যথোপযুক্ত রূপে পরিতৃপ্তির অভাবে এবং বলপূর্ব্বক নিরুদ্ধতার ফলে তদীয় চরিত্র যেরূপ সঙ্ঘঠিত হইয়া আসিয়াছিল, তাহাতে ভাগবতোক্ত গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের রাস, অভিসার, বস্ত্রহরণ, জলকেলী প্রভৃতি আদিরসাত্মক বিবিধ কাম-ক্রীড়ার উপন্যাস অনুশীলনে নিরত গৌরাঙ্গের ভাব-প্রবণ দুর্ব্বল মন সহজেই আকৃষ্ট ও বিমুগ্ধ হইয়াছিল। তাহার উপরে তাঁহার রোগ-ধর্ম্মের প্রলাপ-সময়ে তিনি যে ভাগবত (ও অনুরূপ পুরাণ) ও তদুক্ত ভক্তির পক্ষপাতী হইয়া উহাদের উভয়ের যুগপৎ অতি-প্রশংসা প্রকাশে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি ?

ক্ষোভের বিষয়, গৌরাঙ্গের ভক্ত জীবনী লেখক,তথা আপ্ত অনুচরবর্গ গৌরাঙ্গ-চরিত্রে প্রচ্ছন্ন কামভাব যে নিয়ত বিদ্যমান ছিল এবং তাহা যে তাঁহার হিষ্টিরিয়া রোগের অন্যতম প্রধান কারণ হইয়াছিল, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া মোহ বশতঃ তাঁহার উল্লিখিত প্রলাপোক্তিতে আস্থাবান্ হইয়া আপনারা প্রতারিত হইয়াছিলেন এবং অজ্ঞ অপর লোকদিগকেও প্রতারিত করিয়া গিয়াছেন। সেই হেতু দেখাও যায় বৈষ্ণব সমাজে, বিশেষতঃ গৌরাঙ্গ-সম্প্রদায়ে, ভাগবতের ব্রজলীলা—নিকৃষ্টাংশ অধিকতর আদৃত এবং অন্যান্য উৎকৃষ্টাংশ উপেক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। ইহা আদৌ অত্যুক্তি নহে যে, আজ কাল ভাগবত-পাঠ রাসলীলা পাঠেও তাহার সহজ বাংলা ভাষার ব্যাখ্যায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। অধিকাংশ স্থলে আবার তাহার শ্রোতা হইয়াছেন আমাদের অজ্ঞ সামাজিক ও পুর-নারিগণ! ইহাতে কেবল বৈষ্ণবসমাজে কেন, হিন্দুসমাজ সাকল্যেও যেরূপভাগবতোক্ত প্রকৃত ধর্ম্ম ও নীতি প্রচারিত হইয়া শুভফল উৎপন্ন করিতেছে, এবং তাহার ভবিষ্যৎ বা কোথায় তাহা জ্ঞানবান সামাজিকগণ কি ভাবিতে পারিতেছেন না ?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

[গৌরাঙ্গ এক্ষণে ফুলিয়া হইতে স্বগোষ্ঠী মথুরায় গমনোদ্দেশে গঙ্গাতীরের পথ দিয়া রামকেলী গ্রামে উপনীত হন। ৪।৫ দিন তথায় নিয়ত আবেশময় এবং হুঙ্কার গর্জ্জন ও আছাড় কাছাড়ে নিমগ্ন থাকেন। তাঁহার আগমন সংবাদে বিস্তর লোক তথায় সমাগত হয়, ও দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া উচ্চ হরিধ্বনি করিলে, তিনি আনন্দে দুই হাত তুলিয়া ঘুরিয়াছিলেন। রাজ-কোতোয়াল নিকটস্থ রাজা হুসেন খাঁর সমীপে এই অদ্ভুত সন্ন্যাসীর ভক্তের কীর্ত্তনের কথা গোচর করায় রাজা কেশব খাঁকে পাঠাইয়া সন্ন্যাসীর সবিশেষ সংবাদ অবগত হন। পরে তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সন্ন্যাসীকে অবাধে যথেচ্ছায় কীর্ত্তনাদি করিতে অনুমতি দেন। এদিকে গৌরাঙ্গের সংজ্ঞা হইলে রাজশাসনের ভয়ের কথা শুনিয়া হাসিয়া সকলকে বলিলেন, 'তোমাদের কোনও ভয় নাই। রাজাকে তিনি শক্তি দিলে তবে ত তিনি কিছু করিবেন? সে আমাকে চাইবে কেন, বেদাদি শাস্ত্র যে তাঁহার সন্ধান পায় নাই' ইত্যাদি আত্মগরিমা প্রকাশ করিয়া শেষে রাজ-ভয়ের কথাটা মিথ্যা বলেন। গৌরাঙ্গ নির্ভয়ে কয়েকদিন কীর্ত্তন লীলা করিয়া মথুরায় না গিয়া তথা হইতে দক্ষিণ মুখে পুনরায় নীলাচলে চলিয়াছিলেন। কয়েকদিন পরে অদ্বৈতাচার্য্যের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হন, অদ্বৈতের শিশু পুত্র অচ্যুতানন্দকে কোলে লইয়া তৎপ্রতি স্নেহ দেখান ও তাহাকে প্রশ্ন করিয়া তাহার মুখে স্বীয় তত্ত্ব কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হন। অদ্বৈত গদাধরকে নদীয়ায় পাঠাইয়া শোক বিহ্বলা উন্মাদিনী শচীদেবীকে নিজালয়ে আনান, ঐ সঙ্গে অনেক লোকেও গৌরাঙ্গকে দেখিতে আসিয়াছিল। গৌরাঙ্গ দূর হইতে মাতাকে দেখিয়া প্রণামপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ ও সংস্কৃত স্তব আওড়াইয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করেন, তখন আই তাঁহাকে বলেন 'তোমার কথা আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না, তুমি ত ইচ্ছামত সব কর।' এই সময়ে সমাগত ভক্ত বৈষ্ণব মণ্ডলী তাঁহাকে প্রণাম করেন, তখন অদ্বৈত শচীদেবীকে দেবকীরূপে স্তব করেন এবং সকলের ভোজনার্থ তাঁহাকে রাঁধিতে বলেন, তখন আই মহা শাক-ভক্ত পুত্রের জন্য বিশপ্রকার শাকের ব্যঞ্জন করিয়া খাইতে দেন। গৌরাঙ্গ ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে বসিয়া হাসিতে হাসিতে আহার করেন। ভক্তেরা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ শাকের ব্যঞ্জন খাইতে দেখিয়া হাস্য করায় তিনি অচ্যুতাদি শাক ভক্ষণে কৃষ্ণ ভক্তি হয় বলিয়া শাকের মহিমা কীর্ত্তন করেন। আহার অন্তে মুকুন্দকে তৎকৃত রামাষ্টক পড়িয়া ব্যাখ্যা করিতে বলেন, তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তাহার মাথার পা তুলিয়া দিয়া বর দেন, এই সময়ে এক কুষ্ঠীর তথায় আগমন, স্বীয় উদ্ধার জন্য আকিঞ্চন প্রকাশ করায় প্রথমে গৌরাঙ্গ তাহাকে বৈষ্ণবাপরাধী বলিয়া 'দূর দূর' করিয়া তাড়াইয়া দেন, পরে অপরাধের বিষয়ীভূত শ্রীবাসের নিকট শরণাপন্ন হইয়া তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলেন, তদুপলক্ষে বৈষ্ণবের প্রশংসা বৈষ্ণবাপরাধের অদ্ভুত প্রায়শ্চিত্ত কথা নির্দ্দেশ করেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।]

এক্ষণে কৃষ্ণচৈতন্য ফুলিয়া নগরের সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া তথা হইতে 'সগোষ্ঠী' মথুরায় গমনোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। তিনি গঙ্গার তীরে তীরে যে পথ তাহাই অবলম্বন করিয়াছিলেন। ক্রমে গৌড়ের নিকটে ব্রাহ্মণ সমাজ রামকেলী নামক এক গ্রামে আসিয়া ৪।৫ দিন অবস্থান করিলেন। তাঁহার আগমন বার্ত্তা শুনিয়া স্ত্রী বালক বৃদ্ধাদি 'সজ্জন দুর্জ্জন' অনেক লোক তাঁহাকে তথায় দেখিতে আসিল। এদিকে গৌরাঙ্গের নিরবধি আবেশময় অঙ্গ, প্রেম-ভক্তি বিনা আর কোন রঙ্গ নাই, তখন,—"হুঙ্কার, গর্জ্জন, কম্প, পুলক, ক্রন্দন। নিরন্তর আছাড় পড়য়ে ঘনে ঘন॥ নিরবধি ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন। তিলার্দ্ধেকো অন্য কার্য্য নাহি কোন ক্ষণ॥ হেন সে ক্রন্দন প্রভু করেন ডাকিয়া। লোকে শুনে ক্রোশেকের পথে ত থাকিয়া॥"

যদিও সকল লোক ভক্তিরসে অন্ধ তথাপি গৌরাঙ্গকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইল, দূর হইতে তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিয়া উচ্চরবে হরিধ্বনি করিতে লাগিল। গৌরাঙ্গ ঐ সকল লোকমুখে হরিনাম শুনিবামাত্র তাঁহার 'প্রেমানন্দ সুখের বিশেষ উল্লাস বাড়িল' তাহাতে তিনি বাহু তুলিয়া 'বোল বোল বোল' বলিলেন, এবং সকলে আনন্দিত হইয়া উহা বলিতে লাগিলেন ;—

"বোল বোল বোল প্রভু বলে বাহু তুলি।
বিশেষে বোলেন সভে হয়ে কুতুহলী॥"

উক্ত হইয়াছে গৌরাঙ্গ এমন 'আনন্দ প্রকাশ' করিয়াছিলেন যে, অন্যের কথা দূরে থাকুক, যবনও হরি বলিয়া দূর হইতে নমস্কার করিয়াছিল। তাঁহার অন্য কোন কার্য্য ছিলনা, সর্ব্বদা তিনি 'সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম' লওয়াইতেছিলেন। এদিকে নিরন্তর কীর্ত্তন হইতে লাগিল, চতুর্দ্দিক্ হইতে কত লোকে তাঁহাকে দেখিতে আসিল, কাহার ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল না। নিকটে দুর্ব্বার যবন রাজা থাকিলেও সকলে মিলিয়া শোক, দুঃখ, গৃহ, বিত্ত ভুলিয়া হরিধ্বনি করিতে লাগিল। ঐ স্থানের নিকটে রাজার কোতোয়াল ছিল, সে রাজার স্থানে গিয়া জানাইল,— 'রামকেলী গ্রামে এক সন্ন্যাসী আসিয়াছে, সে সর্ব্বদা হিন্দুর সঙ্কীর্ত্তন করে, তাহার নিকট না জানি কত লোক আসিতেছে।' রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'সে কেমন সন্ন্যাসী, কি খায়, নাম কি, দেহের গঠন বা কিরূপ ? রাজার প্রশ্নের উত্তরে কৃষ্ণদাস কোতোয়ালের মুখ দিয়া এইরূপ বলাইয়াছেন।

'অমন অদ্ভুত গোসাঞি কখনও দেখি নাই শুনি নাই, তাঁহার দেহ-সৌন্দর্য্য কামদেবের তুল্য,' যথা—

"জিনিয়া কনক কান্তি প্রকাণ্ড শরীর।
আজানুলম্বিত ভুজ নাভি সুগভীর॥
সিংহগ্রীব গজস্কন্ধ কমল নয়ান।
*   *   *   *
নবনীত হইতেও কোমল সর্ব্ব অঙ্গ।
তাহাতে অদ্ভুত শুন আছাড়ের রঙ্গ॥
এক দণ্ডে পড়েন আছাড় শত শত।
পাষাণ ভাঙ্গয়ে তবু অঙ্গ নহে ক্ষত॥
নিরন্তর সন্ন্যাসীর উর্দ্ধ রোমাবলী।
পনসের প্রায় অঙ্গে পুলকমণ্ডলী॥
ক্ষণে ক্ষণে সন্ন্যাসীর হেন কম্প হয়।
সহস্র জনেও ধরিবারে শক্ত নয়॥
দুই লোচনের জল অদ্ভুত দেখিতে।
কত নদী বহে হেন না পারি বলিতে॥
কখন বা সন্ন্যাসীর হেন হাস্য হয়।
অট্ট অট্ট হাস্যে ('দুই প্রহরেও') প্রহরেকও ক্ষমা নয়॥
কখনো মূর্চ্ছিত হয় শুনিঞা কীর্ত্তন।
সভে ভয় পায়, কিছু না থাকে চেতন॥
বাহু তুলি নিরন্তর বোলে হরিনাম॥
ভোজন শয়ন আর নাহি কিছু কাম।

(কৃষ্ণদাস কোতোয়ালের মুখে আরও বলাইয়াছেন!)—রাজন্, আমি অনেক সন্ন্যাসী, জ্ঞানী ও যোগী দেখিয়াছি কিন্তু এমন অদ্ভুত সন্ন্যাসী দেখি নাই, এ সন্ন্যাসী খায় না, কিছু লয় না এবং কাহার সঙ্গে সম্ভাষও করে না, কেবল নিরবধি এক কীর্ত্তনবিলাসেই থাকে! রাজা দুর্ব্বার হইলেও ইহা শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া কেশব খানকে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কৃষ্ণচৈতন্য নামক যে সন্ন্যাসী, তিনি কিরূপ মনুষ্য এবং কেমন বা গোসাঞি,

তাহা আমায় ঠিক করিয়া বল। কেন চতুর্দ্দিক্ হইতে লোক তাঁহাকে দেখিতে আইসে?' কেশব খান ভয় পাইয়া প্রকৃত কথা গোপন করিয়া বলিলেন—

কে বোলে 'গোসাঞি', এক ভিক্ষুক সন্ন্যাসী।
দেশান্তরী গরিব বৃক্ষতলবাসী॥"

এই সময়ে রাজা (হুসেন সাহা) কেশবকে 'গরিব' বলিতে নিষেধ করিলেন, কেননা ঐ সন্ন্যাসী সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বলোক পূজ্য, অপিচ তিনি অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন ও ঈশ্বর। ইহা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে রাজ্যের যেখানে ইচ্ছা থাকিতে ও অবাধে কীর্ত্তনাদি করিতে আদেশ ও শাসন প্রচার করিলেন।

পরন্তু সজ্জনগণ দুর্দ্দান্ত ও হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিয়ত অত্যাচারী রাজার ঐরূপ সহসা সুমতি সাময়িক এবং ভবিষ্যতে ঘোরতর অনিষ্টকর হইতে পারে, ইহা আশঙ্কা করিয়া এই যুক্তি করিলেন যে, এক ব্রাহ্মণকে গৌরাঙ্গের নিকট পাঠাইয়া তাঁহাকে সত্বরে স্থানান্তরে যাইতে বলিয়া পাঠান হউক। ব্রাহ্মণ কিন্তু তথায় গিয়া গৌরাঙ্গকে ঐ কথা বলিবার সময় পান নাই, তদীয় পারিষদগণের নিকট গৌরাঙ্গকে সময়মত উহা জানাইতে বলিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

এ দিকে গৌরাঙ্গ সর্ব্বক্ষণ 'নিজানন্দে' মত্ত থাকিয়া 'প্রেমরসে নিরবধি হুঙ্কার, গর্জ্জন এবং লোকসঙ্ঘের মধ্যে নৃত্য করিতেছিলেন, কাহারও সহিত অন্য কথা কহিবার অবসর পান নাই।'

'অহর্নিশ বোলন ও বোলান সংকীর্ত্তন।' গৌরাঙ্গের বাহ্য ছিল না। দুই বাহু তুলিয়া সকলকে কেবল হরিধ্বনি করিতে বলিতেছিলেন। অবশেষে গৌরাঙ্গের বাহ্য (চৈতন্য) হইল, ইত্যগ্রেই ঐ ব্রাহ্মণের উপদেশ-বাক্য অবশ্য কোন না কোনরূপে তাঁহার গোচরীভূত হইয়াছিল। এই সময়ে তিনি ঈষৎ হাসিয়া সকলকে এইরূপ বলিয়াছিলেন।—

"তোমরা সকলে ভয় পাইতেছ, (যবন) রাজা আমাকে কি কারণে দেখিবার জন্য লইয়া যাইবে? রাজা যদি আমাকে চাহে আমিও তাহাকে চাহি; ইহাতে তোমরা মনে ভয় করিও না। বাস্তবিকই রাজা যদি আমাকে চাহে তবে আমি আপনি যাইব, তোমাদের কিসের ভয়? রাজার কি শক্তি আছে যে, সে মুখে আমাকে ডাকিতে বলে? আমি যদি বলাই তবে ত সে মুখে আমাকে ডাকিবার জন্য বলিতে পারে।"

"আমা দেখিবারে শক্তি কোন্ বা তাহার ।
বেদে অন্বেষিয়া দেখা না পায় আমার ॥
দেবর্ষি রাজর্ষি সিদ্ধ পুরাণ ভারতে ।
আমা অন্বেষিয়ে কেহ না পায় দেখিতে ॥
সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভে আমার অবতার ।
উদ্ধার করিব সর্ব্ব পতিত সংসার ॥
যে দৈত্য যবনে মোরে কভু নাহি মানে ।
এ যুগে তারাও কান্দিবেক মোর নামে ॥
যতেক অস্পৃশ্য দুষ্ট যবন চণ্ডাল ।
স্ত্রীশূদ্র আদি যত অধম রাখাল ॥
হেন ভক্তিযোগ দিমু এ যুগে সভারে ।
সুর মুনি সিদ্ধ যে নিমিত্ত কাম্য করে ॥"

ইত্যাদি

এইরূপে গৌরাঙ্গ 'বাহ্য প্রকাশিয়া' বলিলেন 'রাজা আমাকে দেখিবার জন্য কেন চাহিলেন, ও কথা মিথ্যা।' ইহা বলিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিলেন। এই প্রকারে গৌরাঙ্গ কয়েক দিন ঐ গ্রামে কীর্ত্তনলীলায় নির্ভয়ে রহিলেন। পরে তথা হইতে মথুরায় না গিয়া পুনরায় ফিরিলেন।

ভক্ত সকলকে বলিলেন :—

"আমি চলিলাঙ নীলাচল চন্দ্র যথা"

এই স্থানে বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন,

এত বলি স্বতন্ত্র পরমানন্দ রায়। চলিল দক্ষিণমুখে কীর্ত্তনলীলায় ॥

গৌরাঙ্গ এইরূপে গঙ্গার ধারে ধারে স্থানে স্থানে আসিয়া কতক দিনে অদ্বৈতের বাড়ীতে আসিয়া অধিষ্ঠান করিলেন। (এইস্থানে বৃন্দাবন দাস অদ্বৈতপুত্র পঞ্চমবর্ষীয় বালক অচ্যুতানন্দের ও এক উত্তম সন্ন্যাসীর উপন্যাস উপস্থিত করিয়াছেন) অদ্বৈত স্বীয় ইষ্টদেব গৌরাঙ্গকে উপস্থিত দেখিয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ করতঃ হুঙ্কার করিলেন, গৌরাঙ্গ অদ্বৈতকে কোলে লইয়া তাঁহার অঙ্গে প্রেমানন্দ বারি (অশ্রু) সিঞ্চন করিলেন। পরে আচার্য্য গোসাঞি তাঁহার

পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিয়া বাহ্যহীন হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন ভক্তগণও চতুর্দ্দিকে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে অদ্বৈতাচার্য্য স্থির হইয়া গৌরাঙ্গকে উত্তম আসনে বসাইলেন, তখন নিত্যানন্দে ও অদ্বৈতে আনন্দে কোলাকুলি হইল, ভক্তগণ আচার্য্যকে নমস্কার করিলেন, আচার্য্য সকলকে প্রেমালিঙ্গন দিলেন। এইরূপে অদ্বৈতের ভবনে অত্যন্ত আনন্দ বর্দ্ধন হইয়াছিল। গৌরাঙ্গ কিছুদিন অদ্বৈতের ভবনে আনন্দ লীলায় সুখে ছিলেন, অদ্বৈতও তাঁহাকে ঘরে পাইয়া আনন্দে নিমগ্ন ছিলেন, তৎপরে মনঃ স্থির হইলে লোক দ্বারা আই (শচী) স্থানে নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের আগমন সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন এবং তাঁহাকে সত্বরে আসিবার জন্য দোলাসহ লোক তথায় গিয়া ঐ সংবাদ দিল ও শীঘ্র অদ্বৈতভবনে যাইতে বলিল। এ দিকে বাহ্যজ্ঞানহীনা শচী দেবী সম্মুখে যাহাকে দেখেন তাহাকে বলেন,—মথুরার সংবাদ দেও —

"রামকৃষ্ণ কেমত আছেন মথুরায়।
পাপী কংস কেমত বা করে ব্যবসায়॥
চোর অক্রূরের কথা কহ জান' কে।
রামকৃষ্ণ মোর চুরি করিলেক যে॥
শুনিলাঙ পাপী কংস মরি গেল হেন।
মথুরার রাজা কি হইল উগ্রসেন॥
"রামকৃষ্ণ" বলিয়া কখনো ডাকে আই।
"ঝাট গাভী দোহ' দুগ্ধ বেচিবারে চাই॥"
হাতে বাড়ি করিয়া কখনো আই ধায়।
"ধর ধর সবে এই ননীচোরা যায়॥
কোথা পলাইবা আজি এড়িমু বান্ধিয়া।"
এত বলি ধায় আই আবিষ্ট হৈয়া॥"

ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আবার কখন উচ্চরবে ক্রন্দন করেন, নয়নে অবিরত ধারা বহিতে থাকে। কখন বা যেন কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ করিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া অট্টহাস্য করেন। সে অদ্ভুত হাস্য দুই প্রহরেও থামে না, কখনও শচী এত প্রগাঢ়রূপে মূর্চ্ছিতা হইয়া

পড়েন যে, তিন ঘণ্টাতেও তাঁহার সংজ্ঞালাভ হয় না। কখন কখন তাঁহার শ্লেষ্মেক ধাতু থাকে না, কখন কখন এরূপ কম্প উপস্থিত হয় কেহ যেন তাঁহাকে মাটীতে আছড়াইতেছে। আইর এই কৃষ্ণাবেশের আর দ্বিতীয় উপমা নাই! কদাচিৎ বিষ্ণু পূজার জন্য আইর বাহ্য হয় মাত্র। আই কৃষ্ণ চিন্তায় নিমগ্ন আছেন এমন সময়ে গৌরাঙ্গ শান্তিপুরে আসিয়াছেন, সত্বরে তাঁহাকে তথায় দেখিতে যাইতে হইবে, এই সংবাদ আসিল। আই ইহাতে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া গৌরাঙ্গের প্রিয়পাত্র গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সহিত তৎক্ষণাৎ শান্তিপুরে গেলেন। তাঁহার সঙ্গে মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি ভক্তগণও গমন করিলেন। গৌরাঙ্গ মাতা শচীকে দেখিয়া দূরে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন, পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ করতঃ পুনঃ পুনঃ শ্লোক পড়িতে লাগিলেন। শ্লোকের মর্ম্ম—মাতাকে বিশ্বজননী, গুণাতীত সত্বরূপা, সর্ব্ব সৃষ্টি ও পালন কর্ত্রী, তাঁহাতেই সমস্ত লয় হয়, জীবের প্রতি শুভ দৃষ্টি করিলে তাহার কৃষ্ণভক্তি হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি বলিয়া স্তব। শচীদেবী গৌরাঙ্গকে দেখিয়া কতক্ষণ কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় জড়বৎ রহিলেন। পরে স্তবাদি শুনিয়া এইমাত্র বলিলেন—তোমার কথা আমি কিছুই বুঝিলাম না, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা কর।

"স্তুতি প্রদক্ষিণ কিবা কর নমস্কার।
মুঞি ত না বুঝোঁ কিছু, যে ইচ্ছা তোমার॥"

তখন ভক্তগণ মহা জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন, 'গৌরচন্দ্র যাঁহার উদরে জন্মিয়াছেন তাঁহার আনন্দের সীমা কে বলিবে?' প্রভু আইকে সন্তোষ-পূর্ণ হইতে দেখিলেন, এদিকে ভক্তগণ আনন্দে বাহ্য হারাইলেন। নিত্যানন্দ দেবকীর স্তুতি পড়িয়া আইকে দণ্ডবৎ করিলেন, হরিদাস, মুরারি, শ্রীগর্ভ, নারায়ণ, জগদীশ, গোপীনাথ প্রভৃতি ভক্তেরা সকলে আইর 'সন্তোষে' মহা আনন্দিত হইলেন।

আই অদ্য ভিক্ষা দিবেন, ইহা অদ্বৈত গৌরাঙ্গকে জানাইয়া তাঁহার অনুমতি লইলেন। তৎপরে আই সন্তুষ্ট চিত্তে রান্ধিতে গেলেন, অনেক প্রকার রান্ধিলেন, তন্মধ্যে এক শাকেই বিশ প্রকারের ব্যঞ্জন হইল। শচী ভোজনের স্থানে সমস্ত অন্ন ব্যঞ্জন রাখিয়া তাহার উপরে তুলসী মঞ্জরী দিয়া চারিদিকে সাজাইয়া রাখিলেন এবং মধ্যে আসন দিলেন। গৌরাঙ্গ পার্ষদগণকে লইয়া তথায় উপস্থিত

হইয়া প্রথমে দণ্ডবৎ করিলেন, পরে অন্ন ব্যঞ্জনের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া 'এ অন্ন দেখিলে ভববন্ধন মোচন ও গন্ধেই কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। বুঝিলাম কৃষ্ণ স্বয়ং সব পরিবার লইয়া এ অন্ন স্বীকার করিয়াছেন,'—ইহা বলিয়া গৌরাঙ্গ অন্ন প্রদক্ষিণ করিয়া ভোজনে বসিলেন, আর তাঁহার আজ্ঞায় পারিষদগণ চারিদিকে ভোজন দেখিতে বসিলেন। শচী নয়ন ভরিয়া পুত্রের ভোজন দেখিলেন। গৌরাঙ্গ মহা আমোদ করিয়া ভোজন করিলেন, সর্ব্বাপেক্ষা শাক ব্যঞ্জন পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করিলেন—

(সভা হইতে ভাগ্যবন্ত—শ্রীশাকব্যঞ্জন।
পুনঃ পুনঃ যাহা প্রভু করেন গ্রহণ ॥)

শাকের এত আদর দেখিয়া অনুচরগণ হাসিতে লাগিল। গৌরাঙ্গ তখন ঈষৎ হাসিয়া শাকের মাহাত্ম্য সকলকে এইরূপ বলিলেন। যথা—

প্রভু বলে "এই যে অচ্যুতা নামে শাক।
ইহার ভোজনে হয় কৃষ্ণে অনুরাগ ॥
পটোল বাস্তক-কাল-শাকের ভোজনে।
জন্ম জন্ম বিহরয়ে বৈষ্ণবের সনে ॥
সালিঞ্চা-হেলঞ্চা শাক ভোজন করিলে।
আরোগ্যে থাকয়ে তারে কৃষ্ণভক্তি মিলে ॥"

এইরূপ শাকের মহিমা বলিয়া বলিয়া গৌরাঙ্গ আনন্দে ভোজন করিতে লাগিলেন। ভোজনান্তে আচমন করিয়া যেমন বসিলেন, অমনি ভক্তগণ শেষান্ন অতি আগ্রহের সহিত খাইলেন। পরে গৌরাঙ্গের চতুর্দ্দিকে আসিয়া বসিলেন। গৌরাঙ্গ, মুরারি গুপ্তকে সম্মুখে দেখিয়া তৎকৃত অষ্টশ্লোকী রাঘবেন্দ্র (স্তব) পড়িতে বলিলেন। গুপ্ত ভাবাবিষ্ট হইয়া সেই শ্লোক পাঠ ও তাহার ব্যাখ্যা করিলেন। (বাহুল্য ভয়ে তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল না) গৌরাঙ্গ উহা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া মুরারি গুপ্তের মস্তকে চরণ অর্পণ করতঃ জন্ম জন্ম তুমি রামদাস হইবে, ইহা বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সকলে এই বর শুনিয়া হরিধ্বনি করিয়া উঠিল।

এইরূপে গৌরাঙ্গ আনন্দে আছেন এমন সময়ে এক কুষ্ঠরোগী গৌরাঙ্গের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দণ্ডবৎ ও আর্ত্তনাদ করতঃ রোগের যন্ত্রণার কথা নির্দ্দেশ

এবং উহা হইতে পরিত্রাণের উপায় জিজ্ঞাসা করিল। প্রথমতঃ গৌরাঙ্গ উহাকে —বৈষ্ণব-নিন্দক মহাপাপী সুতরাং কুষ্ঠ অপেক্ষা অনেক অধিক কষ্টদায়ক কুম্ভীপাকে যখন বাস করিবে, তখন তাহা কিরূপে সহ্য করিবে—এইরূপ বলিয়া নিজের সম্মুখ হইতে যাইতে বলিলেন। এইকালে তিনি অনেক বৈষ্ণবমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। অবশেষে ঐ কুষ্ঠরোগীকে বলিলেন,—"তুমি যাও শ্রীবাসের নিকট অপরাধ করিয়াছ, তাঁহার পায়ে গিয়া পড়, তোমা কর্ত্তৃক নিন্দিত মহা-শুদ্ধবুদ্ধি শ্রীবাস তোমাকে ক্ষমা করিলে তুমি নিস্তার পাইবে।" বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন—সেই কুষ্ঠরোগী ঐরূপ করায় উক্ত রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছিল।

এইরূপে গৌরাঙ্গ অদ্বৈতের গৃহে আনন্দে আছেন,এমন সময়ে মাধবপুরীর 'আরাধনার জন্য তিথি' উপস্থিত হইল। (এইস্থানে বৃন্দাবন বলিয়াছেন) যদিও মাধবেন্দ্র ও অদ্বৈতে কোন ভেদ নাই, তথাপি অদ্বৈত মাধবেন্দ্রের শিষ্য ছিলেন। মাধবেন্দ্র, গৌরাঙ্গের অবতাররূপে ঘোষিত হইবার পূর্ব্ব হইতে বিষ্ণুভক্তিতে পূর্ণ ছিলেন। তাঁহার দেহে নিরবধি রোমহর্ষ, অশ্রু,কম্প, হুঙ্কার,গর্জ্জন,মহাহাস্য, স্তম্ভ ও ঘর্ম্ম উপস্থিত হইত। তিনি সর্ব্বদা যোগধ্যানে বাহ্যশূন্য থাকিতেন, কি কার্য্য করেন তাহা জানিতেন না, পথে চলিতে চলিতে আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া নৃত্য করিতেন। কখন বা তাঁহার এমন আনন্দ-মূর্চ্ছা হইত যে, দুই তিন প্রহরেও সংজ্ঞা হইত না। কখন বা 'বিরহে' অত্যন্ত ক্রন্দন করিতেন, যেন চক্ষে গঙ্গার ধারা বহিত, আবার কখন কখন অট্টহাস্য করিতেন, 'পরমানন্দে' কখন কখন দিগম্বরও হইতেন।' এইরূপে মাধবেন্দ্র কৃষ্ণসুখে কাল যাপন করিতেন, ইহার পরে বৃন্দাবন দাস মাধবেন্দ্রের আচরণও বিষ্ণুকে অবতাররূপে মর্ত্ত্যে আনয়ন সম্বন্ধে অদ্বৈতের সহিত তুল্য আচরণ, তথা নদীয়া সমাজে ভক্তিধর্ম্ম শূন্যতা এবং হেয় ধর্ম্মাচরণের প্রচলন সম্পর্কে বাহুল্যরূপে পুনরুক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ এস্থলে অনাবশ্যক। পাঠক ইচ্ছা করিলে মূল দেখিবেন।

অদ্বৈতাচার্য্য মাধবেন্দ্র পুরীর পুণ্যাতিথি উপলক্ষে সর্ব্বস্ব আনন্দে ব্যয় করিতেন। এই সময়ে সেই দিন উপস্থিত হইলে তদুপলক্ষে অদ্বৈত অত্যন্ত ঘটা করিয়াছিলেন। নানা স্থান হইতে তিনি বহুবিধ দ্রব্য সম্ভার আনাইয়া ঘর পূর্ণ করিয়াছিলেন। তৎকালে গৌরাঙ্গ পারিষদগণ সহ অদ্বৈত ভবনে উপস্থিত হইলেন। আই রন্ধনের ভার এবং নিত্যানন্দ বৈষ্ণব পূজার ভার

লইলেন। কেহ চন্দন ঘষিবার, কেহ মালা রচনা করিবার, কেহ জল আনিবার, কেহ বৈষ্ণবগণের পাদপ্রক্ষালনের, অপরাপরে অন্যান্য সকল কার্য্যের ভার গ্রহণ করিল,—কতক লোক আনন্দে সঙ্কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে লাগিল, কতক লোক সঙ্কীর্ত্তনে হরিধ্বনি ও শঙ্খঘণ্টাদি বাজাইতেছিল, কেহ বা তিথি পূজায় আচার্য্যের কার্য্যে ব্রতী হইল। এইরূপে ভক্তগণ পরমানন্দরসে নিমগ্ন হইয়া যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহা করিতে লাগিল। এস্থলে বৃন্দাবন দাসের সার কথা এইরূপ—

'খাও পিও লেহ দেখ আর হরিধ্বনি। ইহা বই চতুর্দ্দিকে আর নাহি শুনি॥
পরানন্দে কাহার নাহিক বাহ্য জ্ঞান। অদ্বৈত ভবন হৈল শ্রীবৈকণ্ঠ ধাম॥'

গৌরাঙ্গ পরম সন্তোষে দ্রব্য-সম্ভার দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। চারিদিকে খাদ্যদ্রব্যের অতি প্রচুর আয়োজন দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া মনে মনে ভাবিলেন এ সম্পত্তি মনুষ্যের সম্ভব নহে, আচার্য্য মহেশের অবতার। মুখেও এইকথা সকলের নিকট হাসিয়া বার বার বলিতে লাগিলেন, অর্থাৎ ছলে অদ্বৈত-তত্ত্ব এইরূপে প্রচার করিলেন। তখন শিবের মাহাত্ম্য ভাগবত প্রমাণে উল্লেখ করিতে লাগিলেন। অপিচ, শিবের পূজা সকলের করা উচিত বলিয়া স্কন্দ-পুরাণের প্রমাণ নির্দ্দেশ করিয়া প্রথমে কৃষ্ণ পূজা, পরে শিব পূজা, তৎপরে ভক্তি সহকারে অন্যান্য দেবতার পূজা করিতে বলিলেন। ইহার পরে গৌরাঙ্গ কীর্ত্তনের স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকল ভক্ত তাঁহার চারিদিকে আনন্দে নৃত্যগীত করিতে লাগিল। 'মহামত্ত' নিত্যানন্দ প্রেমসুখে বাল্যভাবে প্রচুর নৃত্য করিলেন। সর্ব্ব শেষে গৌরাঙ্গ 'অশেষ বিশেষে' নৃত্য করিলেন। পারিষদগণ তাঁহাকে মধ্যে রাখিয়া মণ্ডলী করিয়া নাচিতে লাগিলেন। এইরূপে সারা দিন নৃত্য চলিল, পরে অদ্বৈতাচার্য্য গৌরাঙ্গের অনুমতি লইয়া ভোজনের উদ্যোগ করিলেন। গৌরাঙ্গ সর্ব্বগণকে চতুর্দ্দিকে বসাইয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। মাধবপুরীর কথা কহিতে কহিতে ভক্তগণ সহ ভোজন সমাধা করিয়া আচমনানন্তর যথাস্থানে বসিলেন। তখন অদ্বৈত তাঁহার সম্মুখে দিব্য সুগন্ধি মালা চন্দন আনিয়া রাখিলেন। গৌরাঙ্গ অগ্রে নিত্যানন্দকে মালা চন্দন 'মহা অনুরাগে' দিলেন, পরে আর সকল বৈষ্ণবকে নিজ হস্তে মালাচন্দন প্রদান করিলেন। তাঁহারা সকলে আনন্দে উচ্চরবে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতের আনন্দের আর সীমা রহিল না।

মন্তব্য—

এই পরিচ্ছদের বিষয় মনোযোগের সহিত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে গৌরাঙ্গ, অদ্বৈত, শচী দেবী এব মাধব পুরীর মানসিক বিকারের অবস্থা অধুনা যে প্রকার বর্দ্ধিত আকার ধারণ করিয়াছিল তাহা স্পষ্ট উপলব্ধ হইয়া থাকে। পরন্তু যখন গৌরাঙ্গচরিত আলোচনা করা আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে তখন অন্যান্যের চরিত্র কথা কেবল প্রয়োজন ব্যপদেশে সামান্যরূপ উল্লিখিত হইবে। বাস্তবিক গৌরাঙ্গ পার্ষদ অদ্বৈত, নিত্যানন্দ প্রভৃতির সম্যক্ চরিত্র বর্ণনা করিতে গেলে পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থের প্রয়োজন হইতে পারে। সেই-হেতু এস্থলে প্রধানতঃ গৌরাঙ্গ চরিত্র, এবং তাহাও গ্রন্থ বাহুল্যের ভয়ে, সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে।

গৌরচন্দ্র সপরিষদ মথুরায় যাইবার উদ্দেশে ফুলিয়া নগর ত্যাগ করিয়া গঙ্গার তীরে তীরে কতক দূর চলিয়া এক ব্রাহ্মণ সমাজ রামকেলী গ্রামে উপনীত হইলেন। তথায় তিনি ৪।৫ দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, মথুরায় গম্যমান গৌরাঙ্গ কি নিমিত্ত পথে উক্ত গ্রামে এতদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন? বৃন্দাবন দাসের বর্ণনায় স্পষ্ট জানা যায়, গৌরাঙ্গ এখানে আসিয়া তাঁহার হিষ্টিরিয়া রোগের বিশেষ আক্রমণের বিষয়ীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সে অবস্থায় তাঁহার পক্ষে পথে অগ্রসর হওয়া দূরে থাকুক, কোন কার্য্য করাও সম্ভব ছিল না। কেবল তাঁহার রোগ ধর্ম্মে মানসিক ভাবো-ত্তেজনা-প্রকাশক বাহ্য কার্য্য, যেমন নৃত্য, গীত, হুঙ্কার রোদনাদি, সম্পাদিত হইতেছিল। তিনি এত চীৎকার করিয়া কান্দিতেছিলেন যে, এক ক্রোশ দূরের লোক তাহা শুনিতে পাইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে বিস্তর লোকের সমাগম এবং হরিধ্বনির কলরব দিবারাত্রি হইতে থাকায় নিকটস্থ যবন রাজার কোতোয়াল গৌরাঙ্গের সমস্ত ব্যাপার স্বীয় প্রভুর নিকট গিয়া জ্ঞাপন করেন। তাহাতে যবন রাজা কুতুহলী হইয়া ঐ কোতোয়াল এবং কেশব খাঁনের নিকট গৌরাঙ্গের রূপ

গুণ ও আচরণাদি তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহাকে নিরীহ সন্ন্যাসী বোধে তৎপ্রতি কাহা কর্ত্তৃক কোনরূপ অত্যাচার না হয় এরূপ আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। পরন্তু রাজার সভাসদের মধ্যে কয়েকজন 'সজ্জন' মিলিয়া এইরূপ মন্ত্রণা করিলেন যে, রাজা পরম হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী, কাহারও কথায় যদি তাঁহার মতিবিপর্য্যয় ঘটে তাহা হইলে গৌরাঙ্গের প্রতি অত্যাচার হইতে পারে, অতএব তাঁহার নিকট একজন ব্রাহ্মণকে সঙ্গোপনে এই বলিয়া পাঠাইলেন যেন তিনি ঐ স্থান সত্বরে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র প্রস্থান করেন।

ঐ ব্রাহ্মণ গৌরাঙ্গের সমীপে আসিয়া দেখিলেন, তিনি বাহ্যশূন্য হইয়া একান্ত মনে কীর্ত্তনেও নৃত্যগীতে প্রবৃত্ত আছেন, তখন তাঁহাকে কোন কথা না বলিতে পারিয়া তাঁহার অনুচরগণের নিকট পূর্ব্বোক্ত সজ্জনদিগের উপদেশের কথা সময়ান্তরে গৌরাঙ্গকে জানাইতে বলিয়া চলিয়া যান। অনুচরবর্গ ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া চিন্তান্বিত হইয়াছিলেন এবং গৌরাঙ্গকে তাহা জানাইবার জন্য উপযুক্ত অবসর খুঁজিতেছিলেন। এদিকে গৌরাঙ্গ স্বীয়রোগ-ধর্ম্মের আবিষ্টাবস্থায় নৃত্য করিতে করিতে ঐ ব্রাহ্মণের বাক্য শুনিয়া তাহা হৃদয়স্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন। পাঠক জানেন, হিষ্টিরিয়া আক্রমণকালে, এমন কি উহার মূর্চ্ছিত অবস্থায়ও রোগীর চৈতন্য সচরাচর বিলুপ্ত হয় না (উদ্বোধন দেখুন)। সে জন্য দেখা যায়, গৌরাঙ্গ এস্থলে হিষ্টিরিয়া আক্রমণ নিবৃত্তে অর্থাৎ তাঁহার 'বাহ্য' হইলে তিনি স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন। তখন তাঁহার ঐ রোগের প্রলাপাবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত সজ্জন-প্রেরিত ব্রাহ্মণের বাক্য স্মরণ করিয়া হাসিয়া, যেন অন্তর্য্যামিরূপে সঙ্গীদিগের চিন্তার কারণ বুঝিতে পারিয়া উহার উপশম কল্পে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তৎসঙ্গে স্বীয় কাল্পনিক অবতারত্ব এবং বর্ত্তমানে উহা যেরূপে গৃহীত হইয়াছে ও অনতি ভবিষ্যতে যেরূপ হইবে তাহাও বলিয়াছিলেন। ইহা গৌরাঙ্গের নিম্নোক্ত কল্পনা বিজৃম্ভিত বাক্যাবলি প্রয়োগে সপ্রমাণিত হয়। যথা—

"তোমরা রাজা হইতে কি কারণে ভয় পাও? রাজা কেন আমাকে দেখিতে চাহিবে? রাজা যদি আমাকে চাহে তবে আমি আপনিই যাইব, কিন্তু রাজার কি শক্তি আছে যে, আমাকে চাহিবার জন্য কথা উচ্চারণ করে, আমি যদি বলাই তবে ত সে বলিবে? আমাকে বেদে পুরাণে ও ভারতে—তথা দেবর্ষি প্রভৃতি

অন্বেষণ করিয়া পায় না. সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভে আমার অবতার,আমি পতিত সকলকে উদ্ধার করিব, যে দৈত্য ও যবন আমাকে মানে না তাহারাও আমার জন্য কান্দিবে।” ইত্যাদি, ইত্যাদি—

গৌরাঙ্গ এখন শেষ-বাহ্য প্রকাশিয়া অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া অনুচরবর্গকে বলিয়াছেন,—‘রাজা যে আমাকে চাহিয়াছে তোমরা শুনিয়াছ সে কথা মিথ্যা।’ ইহাতে তাঁহারা সকলে ভয়শূন্য হইয়াছিলেন।—

“বাহ্য প্রকাশিয়া প্রভু এতেক কহিয়া।
ভক্ত সবে সন্তোষিত হইল শুনিয়া॥”

অতঃপর, গৌরাঙ্গ এই স্থান হইতে মথুরা যাওয়ার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া নীলাচলে পুনরায় যাইবেন স্থির করিলেন। এরূপ সঙ্কল্প পরিবর্ত্তন যে তদীয় রোগধর্ম্মের স্বভাবসিদ্ধতার অন্যতম পরিচয়, তাহা বৃন্দাবন দাস জানিতেন না এমত নহে, তথাপি তিনি গৌরাঙ্গে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিবার অভিপ্রায়ে এস্থলে স্বীয় অজ্ঞতার ভাণ এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

“ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিবার শক্তি কার।
না গেলেন মথুরা ফিরিলেন আরবার॥

সঙ্গী ভক্তগণ আর কি করিবেন? তাঁহারা এক্ষণে সকলে গৌরাঙ্গের সঙ্গে অদ্বৈতাচার্য্যের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌরাঙ্গ তথায় অদ্বৈতের প্রযত্নে কয়েকদিন কীর্ত্তনানন্দে কালক্ষেপ করিয়াছিলেন। ইতি মধ্যেই অদ্বৈত চৈতন্যের আগমন বার্ত্তা শচী মাতার নিকট বলিয়া পাঠাইয়া তাঁহাকে স্বীয় গৃহে আনিয়াছিলেন। অনেক দিনের পরে স্নেহময়ী শোক-রোগ-সন্তপ্তা বৃদ্ধা জননীকে প্রথম দর্শন করিয়া গৌরাঙ্গ কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা পাঠক এক্ষণে শুনুন,— তিনি তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র দূর হইতে দণ্ডবৎ করিয়াছিলেন, তৎপরে পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ করতঃ সংস্কৃত শ্লোক পড়িয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া, তাঁহাকে বিশুদ্ধ ভক্তিময়ী ও বিশ্ব-জননীভাবে স্তব ও তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বৃন্দাবন দাস তাহা অতি বিশদভাবে বর্ণন করিয়াছেন। পাঠক গৌরাঙ্গ যে কেবল কণ্ঠস্থ প্রাচীন শ্লোক পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াছিলেন তাহা নহে, মাতার বহুবিধ স্তব রচনা করিয়াও ঐ সঙ্গে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন ‘মাতার কৃপায় তাঁহার যত কিছু কৃষ্ণভক্তি হওয়া, তাঁহার স্নেহ ও

লালন পালনে তিনি অপরিশোধনীয় ঋণে বদ্ধ আছেন' তাহা জ্ঞাপন করিয়া রোদন করিয়াছিলেন। এদিকে শচীদেবী বহুদিন পরে স্নেহাস্পদ পুত্রের মুখ সন্দর্শন করিয়া আনন্দিত হইলেন বটে, কিন্তু পুত্রের পূর্ব্বোক্ত আশ্চর্য্য আচরণে এবং প্রলাপোক্তিতে বিস্মিত হইয়া জড়বৎ 'কৃত্রিম পুত্তলিকার প্রায়' কতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছিলেন। পরে তিনি গৌরাঙ্গকে স্বীয় মনোভাব এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন,—

"সবে বাপ বলি এই তোমারে উত্তর। ভাল হয় যেমতে সে তোমার গোচর॥
স্তুতি প্রদক্ষিণ কিবা কর নমস্কার। মুঞি ত না বুঝি কিছু যে ইচ্ছা তোমার॥"

পাঠক! গৌরাঙ্গ বহু দিনের পরে পুত্র-বিরহ-কাতরা অনাথিনী বৃদ্ধা মাতাকে দেখিয়া কোথায় অগ্রে তদীয় শারীরিক কুশলের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া প্রবোধ বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবেন। তাহা না করিয়া তৎকালে ভাবাবিষ্ট হইয়া উপরিউক্ত বিসদৃশ আচরণ প্রদর্শনে স্বীয় মানসিক ঘোরতর বিকারভাবের যে অব্যর্থ পরিচয় দিয়াছিলেন, ইহাতে কি কাহারও সন্দেহের কারণ হইতে পারে? কেন না গৌরাঙ্গের প্রতি শচীর তাদৃশ খেদ-সহ শ্লেষোক্তিই ত তাহা অভিসূচিত করিতেছে। গৌরাঙ্গ মাতাকে দেখিয়া ভাবোদ্দীপনার বশবর্ত্তী হইয়া যে পুনঃ পুনঃ সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করতঃ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম—তথা নানাবিধ অসম্বদ্ধ প্রলাপোক্তি করিয়াছিলেন তাহা কি কোন সুস্থমনা লোকের কার্য্য হইতে পারে? যে মাতা নিরক্ষর, সংস্কৃত ভাষার এক বর্ণও জানেন না, ইহা বিশিষ্টরূপে জানিয়াও গৌরাঙ্গ যে তাঁহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া সংস্কৃত ভাষায় নানাবিধ স্তব স্তুতি করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত বস্তুত রোগধর্ম্মে তাঁহার প্রলাপোক্তি ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। (উদ্বোধন, ৶০ পৃঃ দেখুন)

ইহার পরে আবার দেখুন,—গৌরাঙ্গ-জননী শচীদেবীর রন্ধিত অন্ন ব্যঞ্জন 'উপরিস্কৃত' হইলে তাহা সপারিষদ ভক্ষণ করিতে গিয়া প্রথমেই উহাকে দণ্ডবৎ নমস্কার করিয়া বলিলেন, 'এ অন্ন দেখিলেই যখন ভব-বন্ধন থাকে না, ("এ অন্ন দেখিলে হয় বন্ধ বিমোচন") তখন ভোজনে ঐ বন্ধন মোচনের কথা আর কি বলিব? এ অন্নের গন্ধেই কৃষ্ণে ভক্তি হয়। অপিচ,—"বুঝিলাম কৃষ্ণ লই সব পরিবার। এ অন্ন করিয়াছেন আপনি স্বীকার॥" ইহা বলিয়া গৌরাঙ্গ অন্ন ব্যঞ্জন প্রদক্ষিণ করিয়া ভোজন করিতে বসিলেন। প্রত্যেক ব্যঞ্জন মহা আনন্দে

ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। শাকের উপরে তাঁহার বেশী আদর দেখিয়া পারিষদেরা হাসিয়াছিল, তখন গৌরাঙ্গ ঈষৎ হাসিয়া শাকের যেরূপ নিরতিশয় মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা পাঠকেরা অবগত আছেন। ইতি পূর্ব্বে বলিয়াছি, হিষ্টিরিয়া গ্রস্তেরা উৎকৃষ্ট খাদ্যে আদর না দেখাইয়া হেয় খাদ্য-দ্রব্য ভক্ষণে অধিকতর আদর বা অভিরুচি প্রদর্শন করিয়া থাকে, সেজন্য গৌরাঙ্গ থোড়, শাক প্রভৃতি হেয় খাদ্যে পূর্ব্বাবধি আশক্তি দেখাইয়াই আসিয়াছেন। এস্থলেও তিনি শাকের প্রতি স্বভাবসিদ্ধ অধিক অনুরাগ যে দেখাইবেন, তাহা কিছুই বিচিত্র নহে ; পরন্তু পারিষদের উহা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই। ইহাতে গৌরাঙ্গ মনে মনে লজ্জিত হইলেন বটে, কিন্তু তিনি তাহা গোপন করিবার উদ্দেশে তৎক্ষণাৎ ঈষৎ হাসিয়া পারিষদগণের নিকট গম্ভীরভাবে শাকের বিবিধ গুণ-বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন! পাঠক! গৌরাঙ্গের এই ঈষৎ-হাস্য এবং অবিশ্বসনীয় বিষয়ে অন্যের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য যে গম্ভীরভাব-ধারণ, ইহা তাঁহার হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ বিশেষ (উদ্বোধন দেখ)। বাস্তবিক, স্বীয় চিত্তবিকার বশতঃ গৌরাঙ্গের তাদৃশ শাকের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য * অন্যের মনে যে স্থান পাইবে ইহা তিনি ভাবিয়াছিলেন। এদিকে,

---

* আমাদের স্মৃতি ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে শাকের কোন আধ্যাত্মিক সদ্‌গুণের উল্লেখ দেখা যায় না। আয়ুর্ব্বেদে কয়েকটী শাক ও তাহার গুণের কথা উক্ত আছে। তন্মধ্যে বাস্তু (বেথো), পুনর্নবা ও পলতা ব্যতীত অন্য সকল শাক আমাদের দেহের অনিষ্টকারী। স্মৃতির নিবন্ধকার গৌরাঙ্গের সমসাময়িক রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ও স্বীয় আহ্নিক তত্ত্বে শাকের দোষ এইরূপ বলিয়াছেন,—

শাকেষু সর্ব্বে নিবসন্তি রোগা রোগা হি দেহস্য বিনাশহেতুঃ।
তস্মাদ্ বুধৈঃ শাক-বিবর্জ্জনঞ্চ কার্য্যং তথাম্লেষু ত এব দোষাঃ ॥

বোধ হয় এই সংস্কার বশতঃ গৌরাঙ্গের অনুচরগণ তাঁহার মুখে শাকের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইতে শুনিয়া সহসা হাস্য সংবরণ করিতে পারেন নাই।

আধুনিক পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেজ্ঞানিকগণের উন্নত বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের ফলে জানা গিয়াছে যে, অস্মদাদির খাদ্যের মধ্যে প্রকৃতি দেবী দেহের পুষ্টি ও বর্দ্ধনের অভিপ্রায়ে নিতান্ত প্রয়োজনীয় এক প্রকার সার পদার্থ নিহিত রাখিয়াছেন। তাহা সম্প্রতি Vitamin ভাইটামিন শব্দে আখ্যাত, এবং চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। জানা যায় আমাদের উদ্ভিজ্জ জাত খাদ্যের মধ্যে কাঁচা তরকারিতে (শাক সবজি ফল মূল অবশ্য ইহার অন্তর্ভুক্ত) তৃতীয় শ্রেণীর সার (Vitamin—C.) প্রচুর বিদ্যমান আছে। অল্প কালের জন্য রক্ষিত হইলে কতকটা ভাল, অর্থাৎ বেশীরূপে সিদ্ধ হইলে ঐ সার পদার্থ খুবই কম হইয়া যায়। (See—Prctitioner, January, 1925.) ইহাতে জানা যায় বহুকাল অগ্ন্যুত্তাপে রক্ষিত শাকাদিতে ভাইটামিন পদার্থ অল্পই থাকে, বলা বাহুল্য, এই অবস্থায় উহা দৈহিক পুষ্টিবর্দ্ধন হিসাবে হেয় এবং রোগ-জনক। এ তথ্য পূর্ব্বে কাহারও জানা ছিল না। এদিকে কিন্তু রোগধর্ম্মে গৌরাঙ্গের নিকট ঐ শাকাদি অতি আশ্চর্য্যরূপে সুস্বাদু ও বিশেষ আদৃত হইয়াছিল!

ভক্তগণের নিকট গৌরাঙ্গের মুখ-নিঃসৃত ঐ অবিশ্বাসযোগ্য বাক্যাবলী—প্রলাপোক্তি হইলেও, বেদের অপেক্ষা অধিক সম্মানার্হ গণ্য হইত। হয় ত সেজন্য গৌরাঙ্গ-সম্প্রদায়ের লোকেরা আরোগ্য ও কৃষ্ণভক্তি লাভের জন্য এযাবৎ বেতো, হেলেঞ্চা, সালঞ্চা প্রভৃতি শাক ভক্ষণে রত আছেন।

পাঠকগণ! গৌরাঙ্গের আরও দুইটি অপূর্ব্ব চরিত্রকাহিনীর আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান মন্তব্য সমাপন করিব। (ক) গৌরাঙ্গ আহারান্তে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে তাঁহার নিকট একজন কুষ্ঠী স্বীয় রোগ-মুক্তির জন্য আসিয়াছিল। গৌরাঙ্গ তাহাকে দেখিয়াই ক্রোধে তর্জ্জন করতঃ উহাকে 'বৈষ্ণবনিন্দক অতএব মহাপাপী মনে করিয়া দূরে যাইতে বলিলেন। পরে ঐ ব্যক্তি মহাপাপ জন্য এই জন্মে কুষ্ঠ রোগের বা কি কষ্ট পাইতেছে, পরকালে কুম্ভী নরক ভোগের মহা কষ্ট পাইবে' ইহাও বলিলেন। ইহার পরে ঐ ব্যক্তির বহু মিনতি ও রোগ-মুক্তির জন্য স্তুতিবাক্যে তিনি বলিলেন, তুমি পরম বৈষ্ণব-শ্রীনিবাসের নিন্দা করিয়া তাঁহার নিকট অপরাধ-করিয়াছ, অতএব এখন তাঁহার নিকট গিয়া পড় ও ক্ষমা-ভিক্ষা কর গে।' বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন, ঐ ব্রাহ্মণ সেইরূপ করায় তাহার রোগমুক্তি হইয়াছিল।

সুধী পাঠক! বৈষ্ণবাপরাধ যে মহাপাপ এবং তাহা হইতে যে কুষ্ঠরোগ সমুৎপন্ন হয় এবং বৈষ্ণবের নিকট ক্ষমাই তাহার পরম প্রতীকার, ইহা আমাদের স্মৃতি ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের কুত্রাপি উক্ত হয় নাই। ইহা গৌরাঙ্গের কল্পনা প্রসূত এবং সমাজে বৈষ্ণবের সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভের উদ্দেশে কথিত হইয়া থাকিবে। ইতি পূর্ব্বে কাশীর বেদান্তাধ্যাপকের যে ব্রহ্মের নিরাকারত্ব ব্যাখ্যা দ্বারা কুষ্ঠরোগ হইয়াছিল,একথা গৌরাঙ্গ এ সময়ে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সেখানে আর কেহ বেদান্ত না পড়ায় এবং না পড়ে ইহাই তাঁহার তখন নিগূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। অতএব বুঝিতে হইবে এস্থলে কুষ্ঠরোগের নিদান ও চিকিৎসা যে গৌরাঙ্গ প্রচার করিয়াছেন তাহা তাঁহার রোগধর্ম্মে অসম্বন্ধ প্রলাপোক্তি ভিন্ন অন্য কিছু নহে। (খ) অদ্বৈতাচার্য্য স্বীয় গুরু মাধবপুরীর তিথি পূজার উৎসব উপলক্ষে প্রচুর আহার্য্য দ্রব্যাদির আয়োজন করিয়াছিলেন, ইহা দেখিয়া গৌরাঙ্গ বিস্মিত হইয়া মনে মনে ভাবিলেন, এতাদৃশ অপর্য্যাপ্ত দ্রব্য-সম্ভার সংগ্রহ করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে, অতএব অদ্বৈতকে মহাদেবের অবতার বলিয়া স্থির

করিয়াছিলেন! কেবল মনে মনে স্থির করা নহে, ঈষৎ হাসিয়া ভক্তদিগের নিকট ইহা বারংবার ব্যক্তও করিয়াছিলেন। ইহাও গৌরাঙ্গের বিকৃত মনের কল্পনাপ্রসূত কার্য্য। নতুবা সামান্য গৃহস্থ বৈষ্ণব অদ্বৈত স্বীয় গুরুর তিথিপূজা উপলক্ষে রাজসূয় যজ্ঞের মত এত বিপুল দ্রব্য সামগ্রীর আয়োজন করিতে সমর্থ হন নাই, যাহা দেখিয়া কাহারও মনে বিস্ময়ের উদয় হইতে পারে। অপর, মহাজ্ঞানী সর্ব্বত্যাগী, তপোনিরত, * ভিক্ষুক মহাদেব কবে কোন্ কামনায় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া বিপুল আহার্য্যাদি দ্রব্যের আয়োজন করিয়াছিলেন যে, তাহার সহিত অদ্বৈতাচার্য্যের তুলনা হইতে পারে? গৌরাঙ্গ কেবল এরূপ তুলনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, অদ্বৈতকে অমানুষিক শক্তিসম্পন্ন অতএব মহাদেবের অবতার বলিয়া অবধারণ করতঃ তাহা ভক্তজনগণের নিকট প্রচারিতও করিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গের এই প্রলাপের ভিতর স্বীয় গূঢ় উদ্দেশ্যও নিহিত ছিল, তাহা প্রতীত হয়। ইতি পূর্ব্বে অদ্বৈত তাঁহাকে যেমন বিকৃত মনোভাবের উচ্ছাসে কৃষ্ণের অবতার বলিয়া অঙ্গীকার ও ভক্তমণ্ডলীতে প্রচার করিয়াছিলেন, গৌরাঙ্গও এ স্থলে সেইরূপ বিকৃত মনোভাবের উচ্ছাসে অদ্বৈতকে, পুরাণে মহাদেবকে যেরূপ বিষ্ণুর পরম ভক্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সেইরূপ অবতার বলিয়া অবধারণ ও ভক্তসমাজে তাহা প্রচার করিলেন। হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত ব্যক্তির উদ্দীপিত অথচ অপরিতৃপ্ত মনোভাব তাহার অসম্বিন্-মানসে গূঢ় ভাবে রক্ষিত ও পোষিত হইয়া কষ্ট দেয়, সময় পাইয়া কোন কিছু উপলক্ষ্য করিয়া সে যেমন তাহা প্রকাশ দ্বারা স্বীয় মনের ঐ আবদ্ধ কষ্টাবেগ ব্যয় করিয়া শান্তিলাভ করে। গৌরাঙ্গেরও এ স্থলে তাহাই ঘটিয়াছিল, উহাতে সঙ্গতি ও বিশ্বাসযোগ্যতার বোধ তখন তাঁহার ছিল না। অতএব বিবেচনা করিতে হইবে উহা গৌরাঙ্গের রোগজ প্রলাপ ভিন্ন আর কিছু নহে। এদিকে কিন্তু ভক্তমণ্ডলী অবশ্য প্রভু বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন; জানা যায়, এখনও সেই ধারণা গৌরাঙ্গসম্প্রদায়ে বিরাজ করিতেছে।

---

* কবি কালিদাস কুমার-সম্ভবের একস্থলে মহাদেবের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"কেনাপি কামেন তপশ্চচার।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

[কতিপয় অনুচর সহ গৌরাঙ্গের নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন, পথে গঙ্গার ধারে ধারে যথাক্রমে কুমার হট্ট (হালিসহর), পাণিহাটী, বরাহনগর প্রভৃতি গ্রামে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য পার্ষদ ও ভক্তগণের—যেমন, শ্রীবাস, বাসুদেব দত্ত, রাঘব পণ্ডিত, জনৈক ভাগবতপাঠী ব্রাহ্মণ প্রভৃতির, গৃহে কিছু কিছু দিন অবস্থান করত আবেশাবস্থায় কীর্ত্তন ও ভোজনাদির আনন্দ উপভোগ। প্রত্যেকস্থানে (আড্ডায়) স্বীয় ভক্তিবিকার অর্থাৎ হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ-লক্ষণ যেমন হুঙ্কার, গর্জ্জন, প্রগাঢ় মূর্চ্ছা, তদনন্তর সংজ্ঞালাভে প্রলাপকথন, কাহাকে বরদান ও কাহার মস্তকে পা তুলিয়া দেওয়া, অতিনৃত্য, ভূমিতে পড়িয়া বিষম আছাড় কাছাড় খাওয়া ইত্যাদি প্রকাশ, অপিচ (এই সকল ব্যাপারের মধ্যে মধ্যে অবসর বুঝিয়া) ভক্ত ও বৈষ্ণবগণের মনে স্বীয় কল্পিত অবতারত্বের সত্যতা প্রত্যয়ার্থ প্রচেষ্টা। পার্ষদ নিত্যানন্দ, শ্রীবাস এবং রাঘব পণ্ডিতের সহিত নিজের অভেদত্ব ব্যক্ত করা, তৎসঙ্গে উঁহাদের নিকট নিজে বিক্রীত থাকা, ইত্যাদি উল্লেখে উঁহাদের মান বাড়ান। বরাহ নগরের ভাগবতপাঠী ব্রাহ্মণের অতি-প্রশংসা, তাঁহাকে ভাগবত ভিন্ন অন্য কোন শাস্ত্র না পড়ার উপদেশ এবং ভাগবতাচার্য্য উপাধি দান, তদনন্তর তথা হইতে পুরী ধামাভিমুখে প্রস্থান।]

গৌরাঙ্গ কয়েকদিন অদ্বৈতের বাটীতে থাকিয়া পরে কুমার হট্টে শ্রীবাসের বাটীতে আসিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত সহসা গৌরাঙ্গকে দেখিয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ হইয়া তাঁহার 'শ্রীচরণ' বক্ষে ধারণপূর্ব্বক দীর্ঘশ্বাসের সহিত উচ্চৈঃস্বরে অনেক কান্দিলেন। গৌরাঙ্গ তাঁহাকে কোলে লইয়া প্রেমাশ্রু দ্বারা তাঁহার অঙ্গ 'সিক্ত' করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীবাস-গোষ্ঠী ঊর্দ্ধবাহু হইয়া আনন্দে কান্দিতে লাগিলেন। পরে শ্রীবাস উত্তম আসন আনিয়া গৌরাঙ্গকে বসিতে দিলেন। পারিষদগণ চারিদিকে বসিলেন। গৌরাঙ্গের আগমন শুনিয়াই পুরন্দর আচার্য্য শ্রীবাসের বাটীতে আসিলে তাঁহাকে দেখিয়া গৌরাঙ্গ পিতা বলিয়া সম্বোধন করিলেন, এবং প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া কোলে লইলেন। আচার্য্য প্রভুকে দেখিয়া অতি অসম্বরণে কান্দিতে লাগিলেন। ("প্রভু দেখি কান্দে অতি হই অসম্বর") তখন বাসুদেব দত্ত ও শিবানন্দ সেন প্রভৃতি আত্মবর্গ তথায় আসিয়া

উপস্থিত হইলেন। গৌরাঙ্গের পরম প্রিয় বাসুদেব অত্যন্ত ভক্ত এবং সর্ব্বভূতে দয়ালু ছিলেন। গৌরাঙ্গ তাঁহাকে কোলে লইয়া অনেক কান্দিলেন। বাসুদেব দত্তও তাঁহার চরণ ধরিয়া বিস্তর কান্দিলেন। পরে গৌরাঙ্গ বলিলেন, 'আমি বাসুদেবের নিশ্চয়, বাসুদেবের এ শরীর আমারই, দত্ত আমাকে যথায় বেচে আমি তথায় বিকাই, ইহা সত্য সত্য, ইহার অন্যথা নাই'। বৈষ্ণবগণ বাসুদেব দত্তের প্রতি প্রভুর তাদৃশী কৃপার কথা শুনিয়া আনন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গ শ্রীবাসের বাটীতে ভক্তের মান বাড়াইয়া আনন্দে কয়েকদিন অতিবাহিত করিলেন। শ্রীবাসও তাঁহার ভ্রাতা রামাই উভয়েই চৈতন্যের সেবায় বিশেষ রত ছিলেন। ইহার মধ্যে একদিন গৌরাঙ্গ শ্রীবাসের সহিত নিভৃতে 'ব্যবহার'-কথা বলিলেন। বলিলেন—'দেখ শ্রীবাস! তুমি ত কোথায় যাও না, কিরূপে কুলাও ও কুলাইবে? শ্রীবাস বলিলেন 'কোথায়ও যাইতে আমার মন হয় না,' প্রভু বলিলেন 'তোমার অনেক পরিবার, কিরূপে নির্ব্বাহ হইবে?' শ্রীবাস বলিলেন 'যাহার যে অদৃষ্টে থাকে তাহাই হইবে।' গৌরাঙ্গ বলিলেন, 'তবে তুমি সন্ন্যাস কর।' শ্রীবাস বলিলেন, 'তাহা আমি পারিব না।' ইহাতে গৌরাঙ্গ বলিলেন, 'সন্ন্যাস করিলে ভিক্ষা করিতেও ত কাহার দ্বারে যাইবে না? কিরূপে পরিবার পোষণ করিবে? একালে কেহ কোথায় না গেলে ত একটী কড়িও আসে না, তবে কিরূপে পরিজন প্রতিপালন করিবে, তাহা আমাকে বল।' শ্রীবাস হাতে তিনটী তালি দিয়া বলিলেন—'এক দুই তিন' এই ভাঙ্গিয়া বলিলাম। প্রভু বলিলেন, 'এ তিন তালির অর্থ কি?' তদুত্তরে শ্রীবাস বলিলেন, 'একদিন, দুদিন, তিনদিন যদি উপর্য্যুপরি উপবাস করিতে হয়, তবে গলায় কলসী বান্ধিয়া গঙ্গায় প্রবেশ করিব, ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা।' ইহা শুনিয়া গৌরাঙ্গ হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন 'শ্রীনিবাস! তোর কখন অন্নের কষ্টে উপবাস করিতে হইবে না। লক্ষ্মী যদি কখন ভিক্ষা করেন তথাপি তোমার ঘরে দারিদ্র্য হইবে না। গীতাশাস্ত্রে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা কি তুমি ভুলিয়া গিয়াছ? যাহারা একমনে আমাকে চিন্তা করে তাহাদের ভক্ষ্য আমি মাথায় বহন করিয়া দেই।" গৌরাঙ্গ আরও বলিলেন, 'যে আমাকে চিন্তা করে, কাহার দ্বারে যায় না, তাহার সর্ব্বসিদ্ধি (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ) আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। আমার

দাসকে সুদর্শনচক্র রক্ষা করে, মহাপ্রলয়েও তাহার বিনাশ নাই, আমার দাস বড় প্রিয়' ইত্যাদি। শেষে বলিলেন, 'শ্রীবাস! তুমি ঘরে বসিয়া থাক, তোমার ঘরে সকল উপস্থিত হইবে। আর তোমার ও অদ্বৈতের প্রতি আমার এই বর যে, তোমাদের উভয়ের কলেবর কখন জরাগ্রস্ত হইবে না।' তৎপরে রাম পণ্ডিত (শ্রীবাসের কনিষ্ঠ)কে ডাকিয়া এই বর দিলেন'—শুন শ্রীরাম-পণ্ডিত, তুমি তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ঈশ্বর বুদ্ধিতে আমার আজ্ঞায় সেবা করিবে। কদাচ ছাড়িবে না—"শ্রীবাসের সেবা না ছাড়িবা কদাচিত।" ("সেবিবে ঈশ্বর বুদ্ধ্যে আমার আজ্ঞায়।") ইহাতে রামাই অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। শ্রীবাসের ইচ্ছায় গৌরাঙ্গ কিছুদিন তাঁহার বাটীতে সর্ব্ব গোষ্ঠীসহ আনন্দে থাকিয়া পরে রাঘবের বাটীতে পাণিহাটি গ্রামে গেলেন। তথায় উপস্থিত হইলে রাঘব গৌরাঙ্গচরণে দণ্ডবৎ ভূমিষ্ঠ হইলেন; তদনন্তর দৃঢ়ভাবে তাঁহার চরণ ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গ রাঘব পণ্ডিতকে কোলে লইয়া তাঁহার অঙ্গ স্বীয় নয়নজলে সিক্ত করিলেন। রাঘবের এত আনন্দ হইল যে, তিনি কি করিবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। গৌরাঙ্গ রাঘবের প্রতি "শুভ দৃষ্টিপাত" করিয়া বলিলেন, 'তোমার বাটীতে থাকিয়া আমি সকল দুঃখ ভুলিয়া গেলাম। গঙ্গাস্নান করিলে যে আনন্দ হয়, তোমার বাটীতে আসিয়া সেই আনন্দ পাইলাম। তৎপরে, 'শুন রাঘব পণ্ডিত' কৃষ্ণের জন্য শীঘ্র গিয়া রন্ধন কর।' রাঘব আজ্ঞা পাইয়া আনন্দে বহু প্রকার রন্ধন করিলেন, গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ প্রভৃতিকে লইয়া ভোজন করিতে আসিলেন। খাইতে বসিয়া রাঘবের পাকের, বিশেষতঃ শাকের বহু প্রশংসা করিলেন। আহারান্তে গৌরাঙ্গ আচমন করিয়া বসিলেন, তখন তাঁহার প্রিয়পাত্র গদাধর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌরাঙ্গ তাহার মস্তকে পা তুলিয়া দিলেন। গৌরভক্ত পুরন্দর পণ্ডিত ও পরমেশ্বর দাস গৌরাঙ্গের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া সত্বরে আসিয়া তথায় দেখেন গৌরাঙ্গ ও গদাধর প্রেমাবেশে কান্দিতেছেন। পরে রঘুনাথ বৈদ্য ও অন্যান্য বৈষ্ণবেরা প্রভুর নিকট আসিয়া মিলিলেন। এইরূপে পাণিহাটী গ্রামে আনন্দ হইতে লাগিল। একদিন গৌরাঙ্গ রাঘব পণ্ডিতকে নিভৃতে লইয়া গিয়া বলিলেন, 'রাঘব! তোমাকে আমি নিজ গোপ্য বলিতেছি,—

"আমার দ্বিতীয় নাহি নিত্যানন্দ বই ॥
এই নিত্যানন্দ যেই করায়েন আমারে।
সেই করি আমি, এই বলিল তোমারে ॥
আমার সকল কর্ম্ম নিত্যানন্দ দ্বারে।
এই আমি অকপটে কহিল তোমারে ॥
যেই আমি, সেই নিত্যানন্দ, ভেদ নাই।
তোমার ঘরেই সব জানিবা এথাই ॥"

আর, তুমি নিত্যানন্দকে ভগবান্ মনে করিয়া সাবধানে সেবা করিবে। পরে মকরধ্বজের প্রতি বলিয়াছিলেন, 'তুমি রাঘব পণ্ডিতের পদযুগল সেবা করিও।'

গৌরাঙ্গ কয়েক দিন পাণিহাটী গ্রামে থাকিয়া পরে বরাহনগর গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় এক 'ভাগবত' ব্রাহ্মণের বাটীতে অবস্থিতি করিলেন। ব্রাহ্মণ ভাগবতে সুপণ্ডিত, গৌরাঙ্গকে দেখিয়া ভাগবত পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার 'ভক্তি যোগে'র পাঠ শুনিয়া গৌরাঙ্গ 'বোল বোল' বলিয়া যতই হুঙ্কার গর্জ্জন করেন ব্রাহ্মণ ততই পরমানন্দে মগ্ন হইয়া পড়িতে থাকেন, তখন—

প্রভুও করেন নৃত্য বাহু পাসরিয়া ॥
ভক্তির মহিমা শ্লোক শুনিতে শুনিতে।
পুনঃ পুনঃ আছাড় পড়েন পৃথিবীতে ॥
হেন যে করেন প্রভু প্রেমের প্রকাশ।
আছাড় দেখিতে সর্ব্বলোকে পায় ত্রাস ॥
এই মত রাত্রি তিন প্রহর অবধি।
ভাগবত শুনিয়া নাচিলা গুণনিধি ॥

ইহার পরে গৌরাঙ্গ বাহ্য পাইয়া (সংজ্ঞালাভ করিয়া) সন্তুষ্ট চিত্তে ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন করিলেন ও বলিলেন, 'এরূপ ভাগবত পড়িতে আমি আর কাহার মুখে শুনি নাই। অতএব তোমার নাম "ভাগবতাচার্য্য", তুমি ভাগবত পাঠ ভিন্ন আর কোন কার্য্য করিও না।' সকলে ব্রাহ্মণের যোগ্য পদবীর কথা শুনিয়া হরিধ্বনি করিয়া উঠিল।

গৌরাঙ্গ এইরূপে গঙ্গার ধারে ধারে প্রতি গ্রামে ভক্তের আলয়ে থাকিয়া সকলের কামনা পূর্ণ করতঃ গৌড়দেশ হইতে পুনরায় নীলাচলে আগমন করিলেন।

গৌরাঙ্গের আগমন বার্ত্তা নীলাচলে ঘোষিত হইলে, সকলে আনন্দিত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'আইলা সচল জগন্নাথ নীলাচলে।' উৎকলের সার্ব্বভৌম প্রভৃতি পারিষদবর্গ তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনেক দিনের পরে তাঁহাকে দেখিয়া সকলে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গও সকলকে প্রেমালিঙ্গন করতঃ তাঁহাদের অঙ্গ নয়নজলে সিক্ত করিলেন। পরে তিনি কাশী মিশ্রের ঘরে অবস্থিতি করিয়া সর্ব্বদা নৃত্যগীত ও আনন্দে আবিষ্ট রহিলেন।

মন্তব্য—

ইহা অষ্টম পরিচ্ছেদের মন্তব্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, তথায় দেখুন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

[গৌরাঙ্গের নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়া কাশীমিশ্রের বাটীতে অবস্থান। প্রচুর আনন্দ-ভাবোদ্দীপনায় নানাবিধ ভক্তি-বিকার প্রদর্শন। তাঁহাকে দর্শনার্থ কটক হইতে রাজা প্রতাপ রুদ্রের পুরীতে আগমন। গোপনে তাঁহার নৃত্য এবং সর্ব্বাঙ্গ লালা ধুলায় পরিলিপ্ত দেখিয়া তাঁহার অবতারত্বের সন্দেহ করন। স্বপ্নে লালা ধুলা মাখা জগন্নাথের দর্শন লাভ, তাহাতে গৌরাঙ্গই যে জগন্নাথ ইহা অবধারণ, পশ্চাৎ তাঁহাকে দেখিতে গিয়া মুর্চ্ছিত হইয়া পড়া, তদনন্তর গৌরাঙ্গের হস্তস্পর্শে সংজ্ঞালাভ পূর্ব্বক ক্রন্দন ও কাকুর্ব্বাদ। গৌরাঙ্গ রাজাকে 'ভক্তি হউক, কোন কার্য্য না করিয়া নিরন্তর কৃষ্ণনাম কর, অপিচ, তোমার, সার্ব্বভৌমের এবং রামানন্দের জন্ম আমার এখানে আসা' ইহা বলেন। ইহার পরে একদিন স্বকীয় প্রেরণায় সহসা উদ্দীপিত হইয়া অবধুত নিত্যানন্দকে উৎসাহিত করিয়া নীচ মুর্খ পতিত দুঃখী জনের মধ্যে ভক্তিপ্রচার করিবার জন্ম গৌড় দেশে পাঠান। নিত্যানন্দ সপরিকরে তথায় গিয়া ভক্তিপ্রচার ব্যপদেশে কতকগুলি সম্প্রদায় বহির্ভুত এবং লোকনিন্দ্য আচরণে প্রবৃত্ত হইবার কথা শুনিয়া তাহা উত্তমাধিকারীর পক্ষে কদাচ দুষ্য নহে বলিয়া সমর্থন করেন।]

গৌরাঙ্গ কখন জগন্নাথের সম্মুখে, কখন বা কাশীমিশ্রের ঘরে, কখন আবার সিন্ধু তীরে নৃত্য করেন, তিলার্দ্ধেকও অন্য কোন কার্য্য করেন না; পানিশঙ্খ বাজিলেই শয্যা হইতে উঠেন এবং কপাট খুলিলেই জগন্নাথ দর্শনে প্রেম-প্রকাশ করেন ও তাঁহার চক্ষে অদ্ভুত ধারা বহিতে থাকে। ইহা দেখিয়া উৎকলের লোকেরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল। চৈতন্য যেদিক্ দিয়া যান সকল লোকে সেই দিকে হরি ধ্বনি করিতে থাকে।

গৌরাঙ্গের পুনরায় নীলাচলে আগমন সংবাদ পাইয়া রাজা প্রতাপ রুদ্র কটক ছাড়িয়া জগন্নাথে আসিলেন। প্রভুকে দেখিতে তাঁহার প্রীতি থাকিলেও তিনি তাঁহার সহিত সহসা দেখা করিতে সাহস করেন নাই। সে জন্য অগ্রে সার্ব্বভৌম প্রভৃতির নিকট স্বীয় অভিপ্রায় জানাইলেন, কিন্তু তাঁহারা সে কথা গৌরাঙ্গকে জানাইতে ভীত হইয়াছিলেন। ইহাতে রাজা প্রস্তাব করিলেন, 'যদি তোমরা সকলে ভয় পাও তবে আমাকে অগোচরে দেখাও। তখন তাঁহারা সকলে এইরূপ পরামর্শ করিলেন যে, নৃত্যকালে যখন গৌরাঙ্গের বাহ্য-জ্ঞান থাকে না, তখন তাঁহাকে দেখিলে দেখা হইতে পারে। প্রতাপ রুদ্র তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। একদিন গৌরাঙ্গ নৃত্য করিতেছেন, প্রতাপ আড়ালে থাকিয়া সেই অদ্ভুত নৃত্য দেখিলেন, এরূপ নৃত্য তিনি আর কখন দেখেন নাই। তৎসহ তিনি আরও দেখিলেন,—গৌরাঙ্গের নয়নে অবিচ্ছিন্ন অশ্রুধারা, কম্প, স্বেদ, বৈবর্ণ্য, ক্ষণে ক্ষণে পুলক, ভূমিতে ভয়াবহ আছাড় খাওয়া। আর গৌরাঙ্গ এরূপ হুঙ্কার ও গর্জ্জন করিতেছিলেন যে, তাহা শুনিয়া প্রতাপ কাণে হাত দিলেন, এরূপ তাঁহার আরও কত প্রকার বিকার দেখিলেন, —চক্ষের ধারা যেন নদীর প্রবাহ, সর্ব্বদা তিনি দুই হাত তুলিয়া হরিবোল বলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে তাঁহার নৃত্য থামিল, তিনি স্বগণের সহিত বসিলেন, তখন প্রতাপরুদ্র তাঁহার অলক্ষিতে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু রাজা তাঁহার অদ্ভুত বিকার সকল দেখিয়া 'অপার সন্তোষ' লাভ করা সত্ত্বেও, গৌরাঙ্গের নাচিতে নাচিতে মুখের লালা, চক্ষের জল ও নাসিকার ধারা ধূলার সহিত মিলিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপ্ত করিয়াছিল, ইহা দেখিয়া তাঁহাতে কৃষ্ণভাবের অস্তিত্ব বিষয়ে রাজার ঈষৎ সন্দেহ জন্মিয়াছিল। পরে রাত্রে তিনি এই স্বপ্ন দেখিলেন,—তিনি যেন জগন্নাথের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া

দেখিতেছেন, জগন্নাথের 'অঙ্গ ধূলাময়', দুই চক্ষে 'গঙ্গাধারা' বহিতেছে, দুই নাসিকায় জল পড়িতেছে, মুখের লালায় অঙ্গ ভিজিয়া যাইতেছে। রাজা স্বপ্নে জগন্নাথের লীলা কিছু বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে চাহিলে জগন্নাথ তাঁহাকে বলিলেন 'তুমি রাজা, তোমার দেহ কর্পূর, কস্তুরী ও চন্দনে লেপিত, অতএব ইহা তোমার যোগ্য নহে যে তুমি এই ধূলা লালা মাখা আমার দেহ স্পর্শ কর।' আবার, তখন প্রতাপ দেখেন সেই সিংহাসনে চৈতন্য গোসাঞি বসিয়া আছেন, পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার অঙ্গ ধূলাময়, তিনি বলিলেন—'তুমি অদ্য আমাকে মনে মনে ঘৃণা করিয়া চলিয়া গিয়াছিলে, পুনরায় কেন স্পর্শ করিতে চাহিতেছ?' ইহার পরে রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি জাগ্রত হইয়া কান্দিতে লাগিলেন এবং নিজের অপরাধ জন্য ক্ষমা চাহিলেন, আর বুঝিলেন জগন্নাথে ও চৈতন্যে কোন ভেদ নাই। তদনন্তর গৌরাঙ্গকে দেখিবার জন্য বড় উৎকণ্ঠিত হইলেন। কিন্তু কেহ তাঁহাকে গৌরাঙ্গের সহিত দেখা করাইতে পারে নাই।

দৈবাৎ একদিন এক পুষ্পোদ্যানে গৌরাঙ্গ পারিষদগণের সহিত বসিয়া আছেন, এমন সময়ে প্রতাপরুদ্র একাকী তথায় গিয়া গৌরাঙ্গের চরণে গিয়া পড়িলেন। রাজার বিষ্ণু-ভক্তি-চিহ্ন—অশ্রু, কম্প, পুলক ও মূর্চ্ছা দেখিয়া গৌরাঙ্গ 'উঠ' বলিয়া তাঁহার গাত্রে হস্ত দিলেন। হস্তস্পর্শে রাজা চেতন পাইয়া প্রভুর চরণ ধারণ করতঃ ক্রন্দন এবং নানা রূপ স্তব করিতে লাগিলেন। প্রতাপের স্তব ও 'কাকুর্ব্বাদ' শুনিয়া চৈতন্য তাঁহার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'তোমার কৃষ্ণভক্তি হউক, কৃষ্ণ কার্য্য-ভিন্ন তুমি আর কোন কার্য্য করিবা না; নিরন্তর কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন করগে, বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র তোমাকে রক্ষা করিবেন। তুমি, সার্ব্বভৌম ও রামানন্দ এই তিন জনের নিমিত্ত আমি এখানে আসিয়াছি। তুমি আমার এই একটীমাত্র বাক্য পালন করিবে যে, আমাকে তুমি কোথাও প্রচার করিবে না, তাহা করিলে আমি নিশ্চয় এস্থান ছাড়িয়া যাইব।' ইহা বলিয়া গৌরাঙ্গ নিজের গলার মালা দিয়া প্রতাপকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। প্রতাপ প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ করিয়া পূর্ণকাম হইয়া চলিয়া গেলেন।

এইরূপে গৌরসুন্দর নীলাচলে কীর্ত্তন বিহারে কুতুহলে রহিলেন। নীলাচলে

গৌরাঙ্গের যে সকল অনুচর হইয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে প্রাণের ঈশ্বর বলিয়া চিনিল। যত উদাসীন শিষ্য ছিল তাহারা নীলাচলে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ সর্ব্বদা পরমানন্দে উন্মত্ত, সর্ব্বদা 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' নাম জপ করেন, স্বপ্নেও তাঁহার মুখে অন্য নাম নাই। আর, রামচন্দ্রের প্রতি লক্ষ্মণের যেমন রতি মতি ছিল, চৈতন্যের প্রতি নিত্যানন্দেরও সেইরূপ, যেন তাঁহারা দুই ভাই নীলাচলে বাস করিতেছেন।

গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের সহিত বাস করিতে করিতে একদিন নিভৃতে বসিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—'শুন নিত্যানন্দ! তুমি সত্বরে নবদ্বীপে যাও, আমি নিজমুখে প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি—'মুর্খ-নীচ দরিদ্রকে প্রেমসুখে ভাসাইব। কিন্তু তুমি যদি আপন 'উদ্দাম ভাব' ত্যাগ করিয়া মুনিধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থাকিলে, তবে মুর্খ-নীচ-পতিত দিগকে কে আর উদ্ধার করিবে? তুমি ভক্তিরস দাতা হইয়া যদি উহা সম্বরণ কর তবে আমাকে কি নিমিত্ত অবতার করিলে?

"ভক্তিরস দাতা তুমি, তুমি সম্বরিলে।
তবে অবতার বা কি নিমিত্তে করিলে॥"

অতএব 'তুমি যদি আমার জন্য সত্য রাখিতে চাহ, তবে অবিলম্বে গৌড়দেশে যাও এবং ভক্তি দিয়া মুর্খ, নীচ, পতিত ও দুঃখী জনগণকে মোচন করগে।' নিত্যানন্দ এই আজ্ঞা পাইয়া নিজগণ-সহ গৌড়ে যাত্রা করিলেন। রামদাস, রঘুনাথ বেজ ওঝা, কৃষ্ণদাস পণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস, পুরন্দর পণ্ডিত, ইঁহারা তাঁহার সঙ্গী হইলেন। এই স্থানে বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দ ও তাঁহার আপ্ত ও পারিষদগণের বিচিত্র চরিত্রের যেরূপ কৌতুকাবহ পরিচয় দিয়াছেন তাহা যদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গৌরাঙ্গের চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত নহে তথাপি তাহাতে তাঁহার গৌণ সম্বন্ধ আছে। এজন্য আমরাও এস্থলে তাহার কিছু সংক্ষেপ উল্লেখ করিতেছি।

নিত্যানন্দ পথে চলিতে চলিতে সঙ্গী পারিষদগণকে 'প্রেমময়' করিলেন, সকলেই অত্যন্ত আত্ম-বিস্মৃত হইলেন। প্রথমেই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য রামদাসের দেহে গোপালের প্রকাশ হইল। তিনি মধ্যপথে ত্রিভঙ্গ হইয়া তিন প্রহর কাল 'বাহ্যহীন' হইয়াছিলেন, গদাধর দাসে রাধিকার ভাব হইল, তিনি "দধি কে কিনিব" বলিয়া মহা অট্টহাস্য করিতে লাগিলেন। রঘুনাথ উপাধ্যায়

মূর্ত্তিমতী রেবতী হইলেন। কৃষ্ণদাস ও পরমেশ্বর গোপাল বা গোপভাবে সর্ব্বদা হৈ হৈ করিলেন। পুরন্দর পণ্ডিত গাছে চড়িয়া, 'মুঞি রে অঙ্গদ' বলিয়া লাফ দিয়া ভূমিতে পড়িলেন। এইরূপে নিত্যানন্দ সকলকে যে 'উদ্দাম-ভাব' দিয়াছিলেন, তাহার ফলে কেহ কেহ পথ ছাড়িয়া বামে ও দক্ষিণে বিপথে চলিয়া যাইতে লাগিলেন, আবার লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া পুনরায় আপনাদের দলে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ এইরূপে বিভিন্ন ভাবাবিষ্ট সঙ্গিগণসহ ক্রমে পানিহাটী গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় প্রথমে রাঘব পণ্ডিতের বাটীতে থাকিয়া মকরধ্বজ কর প্রভৃতির সহিত পরম আনন্দে সর্ব্বদা হুঙ্কার করতঃ বাহ্য শূন্য হইয়া বিহ্বল হইতেন, নৃত্য করিবার ইচ্ছা করিলে গায়ক সকল উপস্থিত হইত, তাহারা বৃন্দাবনের গান করে ও নিত্যানন্দ নাচিতে থাকেন, এত জোরে নাচেন যে, পৃথিবী যেন টলমল করে। হরি বলিয়া সর্ব্বদা হুঙ্কার করতঃ আছাড় খান, ইহা দেখিয়া লোকে চমৎকৃত হয়। নিত্যানন্দ নাচিতে নাচিতে যাহার প্রতি দৃষ্টি করেন, সে ঢলিয়া ভূমিতে পড়িয়া যায়।

(যাহারে করেন দৃষ্টি নাচিতে নাচিতে।
সেই প্রেমে ঢলিয়া পড়েন পৃথিবীতে)॥

অতঃপর নিত্যানন্দ 'নানাবিধ প্রেম ভক্তির বিকার' প্রকাশ করিয়া একদিন খট্টাতে বসিয়া পারিষদগণকে নিজের অভিষেক করিবার আজ্ঞা দিলেন।

এ স্থলে বৃন্দাবন দাস ইতিপূর্ব্বে গৌরাঙ্গকৃত মহাপ্রকাশ উপলক্ষে অভিষেক ব্যাপার যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এস্থলেও তাহারই অনুরূপ নিত্যানন্দের অবতারের অভিষেক বর্ণন করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার অদ্ভুত ও অলৌকিক শক্তির পরিচয় উদ্দেশে একাধিক উপন্যাসও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার পরে নিত্যানন্দ পারিষদসহ পানিহাটী গ্রামে তিন মাস অবস্থিতি করিয়া নানাবিধ ভক্তিপ্রচার কার্য্যে রত ছিলেন, তৎপরে নবদ্বীপের পথে ও তথায় পৌছিয়া ভক্তিপ্রচারের বহুবিধ কার্য্যে যেরূপ প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহাও এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন। পরন্তু সপারিষদ নিত্যানন্দের সে চরিতাংশ নিতান্ত কৌতুকাবহ হইলেও বাহুল্য বিবেচনায় তৎসমস্তের বিবৃতি এ স্থলে

সম্ভবপর নহে। তবে যে অংশ টুকু গৌরাঙ্গচরিতের সহিত বিশেষ সংশ্লিষ্ট তাহাই প্রসঙ্গ ক্রমে এখানে উল্লেখ করিতেছি। (চৈঃ ভাঃ ৭ম অ)

যথা,—যে সময়ে নিত্যানন্দ পারিষদগণসহ নবদ্বীপে ভ্রমণ ও কীর্ত্তন করিতেন তখন, তাঁহার কলেবর মূল্যবান্ অলঙ্কার, পট্টবস্ত্র ও মালায় 'পূর্ণিত', এবং অধর কর্পূর-তাম্বুল ভক্ষণে সুরঞ্জিত থাকিত। কেহ ইহা দেখিয়া 'সুখ পায়,' কেহ বা নিত্যানন্দের প্রতি অবিশ্বাস করে।' নবদ্বীপবাসী চৈতন্যের একজন পূর্ব্ব সহাধ্যায় ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দের বিলাসিতা-সূচক আচরণে সন্দিহান হইয়াছিলেন। চৈতন্যের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত বিশ্বাস ছিল, সেজন্য তিনি প্রত্যহ চৈতন্যের নিকট (পুরীতে) যাইতেন। একদিন চৈতন্যকে নিভৃতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'নিত্যানন্দ অবধূত নবদ্বীপে গিয়া যে কি করিতেছেন, তাহা আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না'। সকলে বলে, 'তিনি সন্ন্যাস আশ্রমে আছেন,' এদিকে কিন্তু সর্ব্বদা কর্পূর-তাম্বুল ভক্ষণ করেন। সন্ন্যাসীর ধাতুদ্রব্য স্পর্শ করিতে নাই, কিন্তু তিনি সোনা, রূপা,'মুক্তা অঙ্গে ধারণ করেন, কাষায়-কৌপীন না পরিয়া দিব্য পট্টবাস পরিধান করেন, সর্ব্বদা চন্দন ও মালা ব্যবহার করেন। দণ্ড ছাড়িয়া লৌহ দণ্ড ধারণ করিয়া থাকেন। এ সকল আচার শাস্ত্র-সম্মত নহে দেখিয়া আমার চিত্তে অপার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহাকে লোকে বড় লোক বলে, কিন্তু কি জন্য তিনি আশ্রমোচিত আচার পালন করেন না? ইহাতে তাঁহার স্বার্থ কি, আমাকে যদি ভৃত্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাহা বলুন।' ইহা শুনিয়া গৌরাঙ্গ হাসিয়া ব্রাহ্মণের প্রশ্নের এইরূপ উত্তর করিলেন,—

"শুন বিপ্র! যদি মহা অধিকারী হয়।
তবে তান গুণ দোষ কিছু না জন্মায়॥"

তৎপরে গৌরাঙ্গ ভাগবতের ১৬।২০।৩৬ শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বলিলেন,— 'নিত্যানন্দের শরীরে কৃষ্ণচন্দ্র পরমার্থে বিহার করেন,ইহা জানিও। আর অধিকারী ভিন্ন তাঁহার আচার কেহ অনুষ্ঠান করিতে গেলে দুঃখ পাইবে,—যেমন রুদ্র ভিন্ন অন্যে বিষ পান করিলে সে মরিবেই। অপিচ, ভাগবতের ১০ স্ক, ৩৬.৩০।২৯ শ্লোক এবং এই শ্লোকটীও আবৃত্তি করিলেন। যথা,—

"ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥" (চৈ, ভা, অন্ত্য' খণ্ড, ৭ অঃ দেখ)

অর্থাৎ 'ঈশ্বরগণের যে ধর্ম্ম ব্যতিক্রম ও সাহস পরিলক্ষিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বভুক্ অগ্নির ন্যায় সেই তেজস্বিসমূহের দোষের নিমিত্ত হয় না। অতএব মহাঅধিকারী 'মহান্ত ব্যক্তির' আচরণ দেখিয়া হাস্য (উপহাস) করিতে নাই।' এই স্থানে, গৌরাঙ্গ পূর্ব্বযুগে ভ্রাতা বলরামসহ স্বয়ং কৃষ্ণরূপে দক্ষিণা দিবার জন্য গুরুকে তদীয় মৃত পুত্র যম রাজার নিকট হইতে আনিয়া দিয়াছিলেন, এবং মাতা দেবকীকেও তাঁহার মৃত ছয় পুত্র পাতালস্থ বলি রাজার নিকট হইতে আনিয়া দিয়াছিলেন, এবং তৎসঙ্গে বলিকর্ত্তৃক রামকৃষ্ণের স্তব ইত্যাদি নানা পৌরাণিক আখ্যায়িকার উল্লেখ করিয়া শেষে বৈষ্ণব নিন্দার বহু দোষের কথাও ব্রাহ্মণকে বলিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ এই সমস্ত শুনিয়া আনন্দিত হইয়া নিত্যানন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতঃ নবদ্বীপে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।

(চৈ,ভা, অন্ত্য খণ্ড, ৫ম অধ্যায়ের শেষাংশ হইতে ৭ম অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত)

৭ম ও ৮ম পরিচ্ছদের

যুগ্ম মন্তব্য।

এই উভয় পরিচ্ছেদের বর্ণিত গৌরাঙ্গকৃত্য মনোযোগের সহিত অনুধাবন করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে, তাঁহার ক্রমান্বয়ে রোগ ভোগের অবস্থায় মানসিক দৌর্ব্বল্য যেরূপ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল, ভাবোদ্দীপনার ব্যাপারও সেইরূপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছিল। তৎকর্ত্তৃক এই সময়ে স্বল্প বাহ্য-প্রেরণা (পরকীয়) (Hetro-Suggestion) দর্শন-দ্বার দিয়া হউক কিংবা শ্রবণ-দ্বার দিয়া হউক, গৃহীত হইলে তাহা হইতে তৎক্ষণাৎ হিষ্টিরিয়া রোগের আক্রমণ উপস্থিত হইতেছিল। আবার ঐরূপ স্বকীয় ভাব প্রেরণাও তাঁহার পূর্ব্ব সঞ্চিত মনোভাব বিশেষকে সহজেই উত্তেজিত করিয়া ঐরূপ আক্রমণকে বারংবার আহ্বানও করিতেছিল। তদ্ভিন্ন বিশেষ বিশেষ আক্রমণোত্তর প্রলাপের কাল দীর্ঘব্যাপীও হইতেছিল। এই অবস্থায় তাঁহার অসম্বিন্ মানসে যে সকল নিগূঢ় মনোভাব পূর্ব্বাবধি অবরুদ্ধ ও তুষ্ণীম্ভাবে থাকিয়া পোষিত হইয়া আসিতেছিল তাহা সম্প্রতি উত্তেজিত হওয়ায় তজ্জনিত আবেগ হইতে অনুরূপ বাহ্য-কার্য্যসমূহও প্রকটিত হইতেছিল।

এই হেতু দেখা যায়, গৌরাঙ্গ ঠিক এক প্রকার কার্য্য পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। অসম্বদ্ধ প্রলাপোক্তি তাঁহার পক্ষে সময়ে সময়ে অনিবার্য্য এবং তদীয় গূঢ় উদ্দেশ্যও সকলের নিকট প্রকটিত হইয়া পড়িতেছিল। * অথচ তিনি এইরূপ অবস্থা লইয়া স্বীয় কাল্পনিক অবতারত্ব এবং কৃষ্ণ ভক্তির প্রচার কার্য্য কৌশল পূর্ব্বক নিষ্পাদনেও প্রবৃত্ত ছিলেন। ফলতঃ ঐরূপ কার্য্য করিতে গিয়া স্বীয় রোগ ধর্ম্মে মানসিক অসংযততা, বিস্মৃতি ও তন্নিবন্ধন স্ববচোবিরুদ্ধতা এবং স্বকৃত কার্য্যের পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রাহিত্য, এবং বিবিধ কৌশল অবলম্বন,— যেমন কোন কোন ব্যক্তিতে অলৌকিক শক্তির অস্তিত্ব আরোপ করতঃ তাহার বহু প্রশংসা করা, আবার ব্যক্তি বিশেষের প্রতি তাহার অজ্ঞাতসারে স্বীয়

---

* এই গ্রন্থের ১ম খণ্ডের উদ্বোধন এবং উহার ১/০ পৃঃ ইংরাজী নোট দেখুন।

ঐন্দ্রজালিক শক্তি প্রয়োগদ্বারা মুগ্ধ করা, ইত্যাদি লক্ষণের প্রচুর পরিচয় দিয়াছিলেন, জানা যায়।

গৌরাঙ্গের উল্লিখিত মানসিক দৌর্ব্বল্যের বিবিধ অবস্থা এবং তদনুরূপ তাঁহার কার্য্য বৈচিত্র্যের যেরূপ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহা আমরা এই পরিচ্ছেদ দ্বয়ের বিবৃতি পরম্পরা হইতে সংগ্রহ পূর্ব্বক নিম্নে সংক্ষেপে ক্রমান্বয়ে প্রদর্শন করিতেছি। লেখক আশা করেন, ইহাতে স্থানে স্থানে যে পুনরুল্লেখ অনিবার্য্য হইয়াছে তাহা মার্জ্জনীয় হইবে। যথা—

(ক) নীলাচলাভিমুখে গমন-প্রবৃত্ত গৌরাঙ্গ অদ্বৈতের বাটীতে কিছু দিন থাকিয়া একদিন সহসা কুমারহট্টে শ্রীবাসের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীবাস তাঁহাকে সহসা উপস্থিত দেখিয়া দণ্ডবৎ হইয়া ভূমিতে পড়িলেন এবং তাঁহার চরণ বক্ষে ধারণপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন গৌরাঙ্গ শ্রীবাসকে কোলে করিয়া তাঁহার অঙ্গ 'প্রেমজলে' 'সিক্ত' করিলেন। সম্ভব এই, অনেক দিনের পরে প্রিয়ভক্ত শ্রীবাসকে তদবস্থ দেখিয়া আনন্দে গৌরাঙ্গের অবতার-ভাব উত্তেজিত হইয়াছিল, তাহাতে তিনি মৃদু হিষ্টিরিয়া আক্রমণের বিষয়ীভূত হইয়া শ্রীবাসকে ক্রোড়ে ধারণ করতঃ ক্রন্দন করিয়াছিলেন। ইহার অব্যবহিত পরে অন্য প্রিয়ভক্ত বাসুদেব দত্ত তথায় আসিয়া গৌরাঙ্গের চরণ ধরিয়া শ্রীবাসের ন্যায় উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেবকেও ঐরূপ দেখিয়া তাঁহাকেও গৌরাঙ্গ ক্রোড়ে লইয়া পূর্ব্ববৎ বিস্তর কান্দিয়াছিলেন।

পাঠক! মনে করুন এখনও গৌরাঙ্গের সেই মৃদু আক্রমণের অবস্থা চলিতেছিল। উহার কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার ঐ রোগের প্রলাপাবস্থা উপস্থিত হয়। বৃন্দাবন দাস তাঁহার তাৎকালিক মনোবিকারের কার্য্যাবলি যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইল।—

'হেন সে প্রভুর প্রীতি দত্তের বিষয়।
প্রভু বোলে "আমি বাসুদেবের নিশ্চয়॥"
আপনে শ্রীগৌরচন্দ্র বোলে বারবার।
"এ শরীর বাসুদেব দত্তের আমার॥

দত্ত আমা যথা বেচে তথাই বিকাই ।
সত্য সত্য ইহাতে অন্যথা কিছু নাই ॥
বাসুদেব দত্তের বাতাস যার গায় ।
লাগিয়াছে তারে কৃষ্ণ রক্ষিব সদায় ॥
সত্য আমি কহি শুন বৈষ্ণব মণ্ডল ।
এ দেহ আমার—বাসুদেবের কেবল ॥"

পাঠক! গৌরাঙ্গের এই সমস্ত প্রলাপোক্তিতে তাঁহার ভক্ত বৈষ্ণবের মান বাড়ান এবং স্বীয় কল্পিত অবতারত্বের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে কিনা তাহা বিবেচনা করিবেন। অজ্ঞ ভক্তমণ্ডলী কিন্তু এইরূপ গৌরাঙ্গ-বাক্য শুনিয়া জয়ধ্বনি করিয়াছিল।

ইহার পরে গৌরাঙ্গ বাসুদেব ও তাঁহার ভ্রাতা রামাই পণ্ডিতের বিশেষ প্রযত্নে ও সেবায়, তথা সংকীর্ত্তন এবং ভাগবত পাঠে কয়েকদিন বাসুদেব গৃহে আনন্দোপভোগে কাটাইয়া ছিলেন। ইতিমধ্যে একদিন স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীবাসকে নিভৃতে লইয়া গিয়া বলিলেন,—'তোমাকে কোথাও যাইতে দেখি না, তবে কিরূপে কুলাও (অর্থাৎ সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ কর) তাহা আমাকে বল।' শ্রীবাস, "কোথাও আমার যাইতে ইচ্ছা নাই" ইহা জানাইলে গৌরাঙ্গ পুনরায় বলিলেন, (ইহাকে উপর্য্যুপরি ভাব-প্রেরণা বলে) 'তোমার বহু পরিবার, কোথাও না গেলে কিসে চলিবে?' তাহার উত্তর শ্রীবাস বলিলেন,—'যাহা যাহার অদৃষ্টে থাকে তাহা তাহার হইবে।' তখন গৌরাঙ্গ তাঁহাকে বলিলেন, 'তবে সন্ন্যাস গ্রহণ কর,' ইহাতেও তিনি অস্বীকৃত হইলেন। ইহার পরেও গৌরাঙ্গ বলিলেন, "তুমি যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে না ও কাহার দ্বারে ভিক্ষা করিতেও যাইবে না তবে তোমার পরিবার পোষণ কিরূপে হইবে, তাহা বুঝা যায় না।" তখন শ্রীবাস ইহার প্রত্যুত্তরে হাতে তিন তালি দিয়া দৃঢ় ভাবে বলিলেন,—'কোথাও না গেলে যদি তিন দিন আহার না মিলে, উপবাস করিয়া থাকিতে হয়, তবে আমি গলায় কলসী বান্ধিয়া গঙ্গায় প্রবেশ করিব।' পাঠক! ইহাতে প্রতীত হয়, গৌরাঙ্গের উপরি উক্ত উপর্য্যুপরি ভাব-প্রেরণার বাক্য এ সময়ে শ্রীবাসের চিত্তে তাদৃশ কার্য্যকারী হয় নাই। পক্ষান্তরে দেখা যায়, গৌরাঙ্গের প্রতি শ্রীবাসের তাদৃশ দৃঢ় ভক্তির পরিচায়ক বাক্যাবলি গৌরাঙ্গের

পরকীয় ভাব-প্রেরণারূপে অবতার-ভাবোদ্দীপনায় সন্ত কার্য্যকর হইয়াছিল। কেন না, জানা যায় শ্রীবাসের শেষ উক্তির অব্যবহিত পরেই তিনি ভাবোত্তেজায় বশবর্ত্তী হইয়া হুঙ্কার করতঃ হিষ্টিরিয়ার এক আক্রমণের বিষয়ীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

পাঠক ইহা স্মরণ রাখিবেন সহসা হুঙ্কার হিষ্টিরিয়া আক্রমণের অব্যর্থ প্রথম লক্ষণ, * এস্থলে গৌরাঙ্গের সেই আক্রমণই উপস্থিত হইয়াছিল। কেননা, দেখা যায় তাহার অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার প্রলাপাবস্থা উপস্থিতের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। গৌরাঙ্গ এই অবস্থা লাভ করিয়া স্বীয় অসম্বিন্ মানসে গূঢ়ভাবে নিহিত অবতার ভাবের উত্তেজনার ফলে তিনি যেরূপ তাৎকালিক স্বীয় বিকৃত মনের ভাবোচ্ছাসের অনুরূপ কার্য্য-বৈচিত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠকদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য লেখক মন্তব্যে পৃথক্‌ভাবে প্রকাশের প্রয়াশ না করিয়া বৃন্দাবন দাসের বিশদ বর্ণনাই এস্থলে উদ্ধৃত করা শ্রেয়ঃস্কর বিবেচনা করিলেন। তদ্‌যথা —

'প্রভু বোলে "কি বলিলি পণ্ডিত শ্রীবাস। তোর কি অন্নের দুঃখে হইব উপবাস॥
যদি কদাচিত বা লক্ষ্মীও ভিক্ষা করে। তথাপিহ দারিদ্র নহিব তোর ঘরে॥
আপনে যে গীতাশাস্ত্রে বলিয়াছোঁ মুঞি। তাহো কি শ্রীবাস! এবে পাসরিলি তুঞি॥
যে যে জনে চিন্তে' মোরে অনন্ত হইয়া। তারে ভক্ষ্য দেও মুঞি মাথায় বহিয়া॥
যেই মোরে চিন্তে',নাহি যায় কারো দ্বারে। আপনে আসিয়া সর্ব্বসিদ্ধি মিলে তারে॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ-আপনে আইসে। তথাপিহ না চায় না লয় মোর দাসে॥
মোর সুদর্শনচক্রে রাখে মোর দাস। মহা প্রলয়েও যার নাহিক বিনাশ॥
যে মোহোর দাসেরও করায় স্মরণ। তাহারেও করোঁ মুঞি পোষণ পালন॥
সেককের দাস সে মোহোর প্রিয় বড়। অনায়াসে সে-ই সে মোহরে পায় দঢ়॥
কোন্ চিন্তা মোর সেবকের 'ভক্ষ্য' করি। মুঞি যার পোষ্টা আছোঁ সকল উপরি॥
সুখে শ্রীনিবাস! তুমি বসি থাক ঘরে। আপনি আসিব সব তোমার দুয়ারে॥
অদ্বৈতেরে তোমারে আমার এই বর। 'জরাগ্রস্ত নহিব দোঁহার কলেবর'॥
রাম পণ্ডিতেরে ডাকি শ্রীগৌরসুন্দর। প্রভু বোলে শুন রাম আমার উত্তর॥
জ্যেষ্ঠভাই শ্রীবাসেরে তুমি সর্ব্বথায়। সেবিবে ঈশ্বর বুদ্ধ্যে আমার আজ্ঞায়॥"

* উদ্বোধন দেখ।

গৌরাঙ্গের এই উক্তি পরম্পরা অনুধাবন করিয়া দেখিলে তাঁহার বিকৃত-মনের কয়েকটী ভাবোদ্দীপনার কার্য্যের সাক্ষাৎ পরিচয় পাওয়া যায়। পাঠক! দেখুন, তিনি কিছুক্ষণ পূর্ব্বে শ্রীবাস ভিক্ষা না করিয়াও কিরূপে বহু পরিবার প্রতিপালন করেন তাহা জানিবার জন্য সমুৎসুক হইয়া তাঁহাকে ভিক্ষা অথবা সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে বার বার বলিয়াছিলেন। তিনি কাহার দ্বারে ভিক্ষার্থ যাইতে সম্মত না হইয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি তিন দিন উপর্য্যুপরি উপবাস করিয়া দেখিব, পরে গলায় কলসী বান্ধিয়া গঙ্গায় ডুবিয়া মরিব'। তাঁহার এইরূপ অচলা বিষ্ণু-ভক্তি-সূচক বাক্য প্রেরণারূপে গৌরাঙ্গের অবতারভাবোত্তেজনার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছল। তিনি তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণের ভাবে আবিষ্ট, এমন কি, তিনি যে অভেদে গীতার কৃষ্ণ, এইভাব শ্রীবাস ও উপস্থিত ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে সত্যরূপে প্রত্যয় করাইবার প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ বিজ্ঞান বুদ্ধি সহায়ে বিচার করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে, তিনি হিষ্টিরিয়ার এক মৃদু আক্রমণের বিষয়ীভূত হইয়া উহার প্রলাপাবস্থায় শ্রীবাসকে চিরদারিদ্র নিবারণের জন্য অদ্ভুত বরদান, তৎপরে রামাই পণ্ডিতকে শাস্ত্র-বহির্ভূত এক উপদেশ-প্রদান, এবং ঐ সঙ্গে স্বীয় তথা কথিত অবতারত্ব প্রকাশ করিতে হাস্যজনক উক্তির প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

প্রথমে শ্রীবাসকে বর দিবার কালে গৌরাঙ্গ আপনি গীতোক্ত কৃষ্ণভাবে ভাবিত হইয়া এবং উক্ত শ্রীবাসকে অর্জ্জুন রূপে ভাবিয়া লইয়া কেমন অনায়াসে দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন, তাহা পাঠকবর্গ প্রণিধান করুন। যথা--আমি—স্বয়ং পূর্ব্বে গীতাশাস্ত্রে যাহা বলিয়াছি তাহা কি তুমি ভুলিয়া গিয়াছ?—'যে সকল লোক অনন্যমনা হইয়া আমাকে চিন্তা করে তাহার 'ভক্ষ্য' আমি মাথায় বহিয়া দিই।' (বস্তুতঃ গৌরাঙ্গ এস্থলে গীতার যে শ্লোক (৯ অ, ২২ শ্লোঃ) স্মরণ করিয়া ঐরূপ উক্তি করিয়াছিলেন তাহার তাৎপর্য্য ঐরূপ আদৌ নহে। মূলে আছে "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্," যোগ-অর্থে (শঙ্কর ও শ্রীধরের মতে) অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তি এবং ক্ষেম-অর্থে প্রাপ্ত বিষয়ের রক্ষণ) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—আমি এই উভয় কার্য্যের প্রাপক হই; আর গৌরাঙ্গ বলিলেন কি না,—আমি 'ভক্ষ্য বা 'ভিক্ষা' মাথায় বহিয়া দেই।' ইহা বলিয়াও তৃপ্ত হইতে না পারিয়া আপনাকে বিষ্ণু মনে করিয়া শ্রীবাসকে

পুনরায় বলিলেন,—'আমাকে যে একমনে চিন্তা করে তাহার সর্ব্বসিদ্ধি আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়'। ইহা বলিয়াই আবার (বোধ হয় ভাগবতের কথা স্মরণ করিয়া) ভাবিলেন,—সর্ব্বসিদ্ধি অর্থাৎ 'ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ' ইহা ত জ্ঞানী ও যোগীরা পাইয়া থাকে, তবে আমার ভক্তদের আর বেশী কি হইল? তখন তিনি বলিলেন,—'আমার দাস মোক্ষান্ত সিদ্ধি চায় না, পাইলেও তাহা লয় না। * ইহা বলিয়াই আবার

---

* জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা বলিয়া থাকেন, মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ মোক্ষ, এবং তদর্থ জ্ঞান-যোগই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধন, আর কর্ম্ম, উপাসনা—ভক্তি, কর্ম্ম-সন্ন্যাস, যোগ ইহারা পরম্পরা সম্বন্ধে উহার পূর্ব্বকৃত্য বা প্রয়োজনীয় সহকারী সাধন। এস্থলে 'তত্ত্বমসি' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' 'যত্র নান্যৎ পশ্যতি' প্রভৃতি মহাবাক্য আহরণ পূর্ব্বক বাহুল্য বৈদিক বিচারের অবতারণা না করিয়া কেবল সর্ব্বোপনিষৎ সার সুপ্রসিদ্ধ গীতাশাস্ত্র অবলম্বন করিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে। দেখা যায়, মোক্ষান্ত সর্ব্ববিধ সাধনাই ঐ গীতা শাস্ত্রে অতি বিশদভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে। বস্তুতঃ জীবের পরম পুরুষার্থ—মোক্ষই ঐ শাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। গীতাকার ব্যাস দেব উহার উপক্রম হইতে উপসংহার পর্য্যন্ত এই তথ্যই শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রশ্নোত্তর ছলে সর্ব্বপ্রকার অধিকারীর উপযোগী ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে এস্থলে মোক্ষ-প্রদায়ক জ্ঞান-বিষয়ক কয়েকটী প্রমাণের নির্দ্দেশ করিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। যথা—গীতা-

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি। স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি॥৭২, ২য় অ

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥ ৩৯

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে। তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥ ৩৮

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ। তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরং॥ ১৬

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ। গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ॥ ১৭

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ .৮

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ। নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥১৯

যোঽন্তঃ সুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ। স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥ ২৪

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ। ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতেরতাঃ॥ ২৫, ৫ম, অ

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥ ৫৫

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সম্বাদমাবয়োঃ। জ্ঞান যজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ॥ ৭০

(এই সকল শ্লোকের শাঙ্করভাষ্য ও স্বামীকৃত টীকা দ্রষ্টব্য) ১৮শ অঃ।

পরন্তু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মতাবলম্বী (যেমন,—মাধ্ব, বল্লভী প্রভৃতি) লোকেরা গীতায় যে যে উক্তি আপনাদের মতের অনুকূল মনে করেন, তাহাই গ্রহণ করেন, নতুবা জ্ঞান (অপরোক্ষ)

তাঁহার আশঙ্কা হইল তবে তাহাকে (দাসকে) পরকালে কে রক্ষা করিবে? তখন তিনি তাহার উপায় এইরূপ বলিলেন, 'আমার দাসকে সুদর্শনচক্র রক্ষা করে, যাহার বিনাশ মহা প্রলয়েও হয় না'। কি চমৎকার! পাঠক জানেন, মহাপ্রলয়ে যখন বিষ্ণুলোক ও বিষ্ণুর পর্য্যন্ত বিলীনের দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে তখন বিষ্ণু চক্রের বা বিষ্ণু দাসের অস্তিত্বের সম্ভাবনা কোথায়? পরে গৌরাঙ্গ স্বীয় দাসের কথা উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে না পারিয়া শ্রীবাসকে পুনরায় বলিলেন,—'এমন কি, আমার সেবকের যে দাস তাহাকেও আমি পোষণ পালন করি, সে আমার বড় প্রিয় ও আমি তাহার অনায়াস লভ্য। এতদূর বলার পরেও গৌরাঙ্গ পুনরায় সেবকের কথা মনে করিয়া বলিলেন, আমি যখন সকলের উপরে 'পোষ্টা' হইতেছি, তখন আমার সেবকের আর চিন্তা কি?' এইরূপ বলিয়া শ্রীবাসকে পুনরায় বলিলেন, 'শ্রীবাস! তুমি ঘরে বসিয়া থাক, সকল তোমার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইবে।' অতঃপর গৌরাঙ্গের মনে সম্ভবতঃ

ও নির্ব্বাণ-মুক্তি বিষয়িণী উক্তি সকলে সর্ব্বথা উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এস্থলে দেখা যায়, গৌরাঙ্গ 'মহাপ্রভু'ও (স্বীয় রোগধর্ম্মে) আপনাতে গীতার কৃষ্ণত্ব আরোপ করিয়াছেন অথচ গীতায় কৃষ্ণের শ্রেয়স্কর ও তত্ত্ব কথা সমস্ত গ্রহণ না করিয়া কেবল কতক ভক্তি-বিষয়ক উপদেশ গ্রহণ করতঃ স্বীয় উদ্দিষ্ট ভক্তিমার্গের প্রাধান্য স্থাপন করিবার জন্য তৎসমর্থক কোন কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশেষের নেতা ও আচার্য্যের মত সমাজে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাই তিনি অসঙ্কোচে ইহা বলিতে সাহসী হইয়াছিলেন যে, কৃষ্ণের (অর্থাৎ নিজের) দাসেরা মুক্তি চাহে না, উহা পাইলেও লয় না। তাৎপর্য্য এই—গৌরাঙ্গ ঐরূপ উক্তি দ্বারা নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ অপেক্ষা স্বর্গতুল্য সাযুজ্যাদিরূপ বিশেষ বিশেষ যে ক্রমমুক্তি তাহাই উৎকৃষ্ট, এইরূপ ভ্রান্তমত প্রচার করিয়াছেন। এইরূপ অযৌক্তিক, অসাধু মত কোন কোন অপ্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্যসম্মত হইলেও তাহা সৎশাস্ত্র বিরোধী, অর্থাৎ মোক্ষ-শাস্ত্রের আনর্থক্য-সাধক বিধায় সাধারণ সামাজিকগণের পক্ষে ঐহিক ও পারত্রিক যে ঘোরতর অনিষ্ট ফলদায়ক, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। এক্ষণে লেখকের বিবেচনায় বর্ত্তমান যুগের সুধী-বর্গের চিন্তনীয় বিষয় এই, যাঁহারা গৌরাঙ্গের উল্লিখিত বিকৃত ধর্ম্মমতে আস্থা স্থাপন করিয়া ধর্ম্ম-সাধনা অবলম্বনে জীবন উৎসর্গ করিয়া চলিতেছেন, এরূপ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের লোকেরা (বিশেষতঃ গৌরাঙ্গ ভক্তগণ) যুক্তি ও শাস্ত্র প্রমাণ পরম-পুরুষার্থ লাভে অগ্রসর হইতে না পারিয়া বঞ্চিত হইয়াই আসিতেছেন। অতএব ইহা বলা বাহুল্য যে, তাঁহাদিগের ঐরূপ ধর্ম্ম-সাধন মার্গের ভ্রষ্টাচার নিবারণার্থ সমাজ-নেতৃগণের যথোচিত উপায় উদ্ভাবন ও তাহা কার্য্যে পরিণত করা পক্ষে অবিলম্বে বিশেষ যত্নবান্ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

এরূপ ভাবের উদয় হইয়াও থাকিবে যে, শ্রীবাস ও অদ্বৈত ত অধুনা প্রাচীন হইয়াছেন, অতএব তাঁহার প্রদত্ত 'ভক্ষ্য' বা তাঁহারা আর কত দিন ইহলোকে ভোগ করিবেন, সে জন্য তাঁহাদিগের জরা অপ্রাপ্তির একটা নূতন বর দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন, ইহা ভাবিয়া তিনি বলিলেন, 'শ্রীবাস ও অদ্বৈত (শেষোক্ত তথায় তখন অনুপস্থিত) তোমাদের দুই জনের জরা কখন হইবে না। ইহাতে প্রকারান্তরে তাঁহাদিগকে ভোগ সামর্থের সহিত অমর হইবার বর দেওয়া হইল। ইহার পরে শ্রীবাসের ভ্রাতা রামাই পণ্ডিতকে ডাকিয়া বলিলেন, 'শুন শ্রীরাম! তুমি আমার আজ্ঞায় তোমার জ্যেষ্ঠকে ঈশ্বর বুদ্ধিতে নিয়ত সেবা করিবে। পাঠক! ইহা সম্ভব যে, শ্রীবাসের পূর্ব্বোক্ত প্রবল ভাবপ্রেরণা হইতে গৌরাঙ্গের ভাব-সঙ্ঘ (Complex idea or emotions) উত্তেজিত হইয়া উপর্য্যুপরি একের পরে অন্য সম্বিন্ মানাদের অধীনতায় নিস্পন্ন হইয়াছিল; দেখা যায় গৌরাঙ্গের বাক্যের পরস্পর সঙ্গত্য ও বিশ্বাসজনকত্ব মোটেই রক্ষিত হইতে পারে নাই। প্রলাপের অবস্থায় কি কখন সেরূপ হওয়ার সম্ভাবনা হইতে পারে? আবার দেখুন,—গৌরাঙ্গ যখন পাণিহাটী গ্রামে ভক্ত রাঘব পণ্ডিতের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাঘব তখন 'কৃষ্ণ কার্য্যে' নিযুক্ত ছিলেন, সহসা গৌরাঙ্গকে দেখিয়া প্রথমে ভূমিতে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িয়া পরে তাঁহার চরণ দৃঢ় রূপে ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, গৌরাঙ্গ তদবস্থ রাঘবকে কোলে লইয়া তাঁহার অঙ্গ নয়নের প্রেমানন্দ জলে সিক্ত করিলেন। ইহার ফলে রাঘবের মনে এরূপ বিস্ময় ও আনন্দ উপজিত হইল যে, তিনি কি করিবেন, তাহার স্ফুরণ হইল না।—

(হেন সে আনন্দ হৈল রাঘব শরীরে।
কোন্ বিধি করিবেন তাহা নাহি স্ফুরে॥)

পাঠক! এই কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ত্ব এবং বাঙ্‌নিস্পত্তি রাহিত্য, বাহ্যিক ও দৈহিক পেশী বিশেষের স্তম্ভন অবস্থাকে হিষ্টিরিয়া বিশেষ রোগের (Hystero—Catylepsy) অনুষঙ্গাবিশেষ লক্ষণ। এ সময়ে রোগীর ভিতরে সংজ্ঞা থাকিলেও দৈহিক-কার্য্য করিবার ক্ষমতা সাময়িক বিলুপ্ত হয়। গৌরাঙ্গের সহসা আগমনে রাঘবের ঐরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। গৌরাঙ্গ ইহা বুঝিতে পারিয়া তৎপ্রতীকার উদ্দেশে রাঘবের প্রতি 'শুভ দৃষ্টিপাত' করিয়া বলিলেন 'আমি তোমার বাটীতে আসিয়া ও তোমাকে দেখিয়া সকল দুঃখ ভুলিলাম, গঙ্গায় স্নান করিলে যে আনন্দ হয়,

সেই আনন্দ পাইলাম ;' পরে হাসিয়া আবার রাঘবকে বলিলেন 'রাঘব পণ্ডিত! যাও শীঘ্র কৃষ্ণের রন্ধন করগে'। পাঠক! রাঘবের প্রতি গৌরাঙ্গের এই কৃপাদৃষ্টি-পাত, পরে প্রীতিপ্রদ বাক্য প্রয়োগ, তদনন্তর শীঘ্র রাঁধিতে যাওয়ার প্রস্তাব দ্বিবিধ-প্রেরণার (Persuation or counter suggestion) উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছিল। অর্থাৎ রাঘবের পূর্ব্বোক্ত জড়-ভাব তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইয়া হঠাৎ ভাবান্তর উপস্থিত (Diverted) হইল, তখন তিনি আনন্দের সহিত রাঁধিতেও গেলেন। ('আজ্ঞা পাই শ্রীরাঘব পরম সন্তোষে।

চলিলেন রন্ধন করিতে প্রেম রসে ॥'

পাঠক! এখানে 'প্রেমরসে' শব্দের অর্থ গূঢ়, অর্থাৎ সহজবোধ্য নহে; কেননা "পরম সন্তোষে"র সহিত "প্রেমরসে", ইহা বুঝিতে হইলে রাঘব ভাবাবিষ্ট অবস্থায়ই রাঁধিতে গিয়াছিলেন, ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হয়। দেখাও যায়, রাঘবের মনে যত প্রকার রাঁধিতে ইচ্ছা হইল তিনি তত প্রকার রাঁধিয়াই ফেলিলেন।— (চিত্ত বৃত্তি যতেক মানস আপনার।

সেইরূপ পাক বিপ্র করিলা অপার ॥)

শাক প্রভুর প্রিয় জানিয়া রাঘব বহুপ্রকার শাকের ব্যঞ্জন রাঁধিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ তৎপরে নিত্যানন্দ প্রভৃতি আপ্তবর্গ লইয়া ভোজন করিতে গেলেন। রন্ধনের অতি প্রশংসা করা তাঁহার অভ্যাসই ছিল, তদনুরূপ সকল ব্যঞ্জনের প্রশংসা করিয়া শেষে বিশেষ করিয়া শাকের অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন। ইহাও তাঁহার রোগ-ধর্ম্ম।—"প্রভু বোলে 'রাঘবের কি সুন্দর পাক।

এমত কোথায় আমি নাহি খাই শাক'।"

ভোজনান্তে গৌরাঙ্গ যেমন বিশ্রামের জন্য বসিলেন, অমনি তথায় ভক্তেরা আসিয়া জুটিলেন। তন্মধ্যে গদাধর নামা এক প্রিয় ভক্তের মাথায় গৌরাঙ্গ আপনার পা তুলিয়া দিলেন। পাঠক লক্ষ্য করিতেছেন গৌরাঙ্গের এই আচরণ ব্যবহার-সঙ্গত বা ঠিক একরূপ কি না? ভক্তবিশেষের মাথার উপরে সহসা পা তুলিয়া দেওয়া তাঁহার অবতার ভাবোদ্দীপনার একটী বাহ্য চিহ্ন বিশেষ।

গৌরাঙ্গ পানিহাটী গ্রামে রাঘবের বাটীতে তথাকার বৈষ্ণবগণের সহিত মিলিত হইয়া এইরূপ আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি স্বতঃ প্রেরিত (auto-suggested) হইয়া রাঘব পণ্ডিতকে নিভৃতে লইয়া গিয়া

নিত্যানন্দ সম্বন্ধে নিজের গূঢ় অভিমত যেরূপ দৃঢ়তার সহিত তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠকেরা অবগত হইয়াছেন। 'তাঁহাতে ও নিত্যানন্দে কোন ভেদ নাই, নিত্যানন্দ যাহা করান তিনি তাহা করেন, মহা-যোগেশ্বর হইতে যাহা পাওয়া দুর্লভ, তাহা নিত্যানন্দ হইতে পাওয়া সুলভ ইত্যাদি' অতি সত্য বলিয়া রাঘবকে গোপনে জানাইয়াছিলেন। বাস্তবিক এ সকল কি তবে 'অতি সত্য'? তিনি চিরকালই 'স্বতন্ত্র', কাহার কথায় চালিত হইতেন না, অথচ এস্থলে রাঘবকে এরূপ বলিলেন কেন? তাৎপর্য্য এই বোধহয়, ইহাতে গৌরাঙ্গের নিগূঢ় অভিসন্ধি নিহিত ছিল। সম্ভবতঃ তাঁহার অসম্বিন্‌ মানসে যে স্বীয় কৃষ্ণাবতারত্ব ও একমাত্র কৃষ্ণে ভক্তিনিষ্ঠারধর্ম্ম যাহাতে প্রসারিত হয়, তাহা সর্ব্বদা গূঢ়ভাবে পূর্ব্ব হইতে পোষিত হইতেছিল এবং কাহার দ্বারা সেকার্য্য সিদ্ধ হইবে ইহারই চিন্তায় তিনি সতত নিরত ছিলেন। প্রতীত হয়, গৌরাঙ্গ এস্থলে নিত্যানন্দকে স্বীয় প্রতিনিধি খাড়া করিয়া রাঘব পণ্ডিতের দ্বারা কথিত অভি-প্রায়ানুরূপ কার্য্য ভবিষ্যতে যে করাইয়া লইবেন, সেই সঙ্কল্পে প্রণোদিত হইয়া রাঘবকে তাহা তত গোপনে ব্যক্ত করা আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন। আর, ইতি-পূর্ব্বে শ্রীবাসকে স্বীয় অবতারত্ব জানাইয়া শেষে রামাই পণ্ডিতকে ঈশ্বর বোধে তাঁহার সতত সেবা করিতে আজ্ঞা করেন। * অতএব বুঝিতে হইবে রাঘবের

---

* এই জ্যেষ্ঠকে কনিষ্ঠের ঈশ্বর বোধ করায় প্রসিদ্ধ শাস্ত্র বহির্ভূত ও অবধারণ-ভঙ্গ দোষ ঘটে, কেন না মনু বলিয়াছেন, "জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবর্গকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিবে এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণ ধর্ম্মতঃ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতৃবৎ ভক্তি করিবে।"** কৈ ঈশ্বরবৎ ত বলেন নাই? গীতাকারও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ঈশ্বর স্বরূপ বুঝিতে উপদেশ করেন নাই। তিনি কৃষ্ণমুখে অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদ্দেশে অবস্থান করেন, † তুমি তাঁহার সর্ব্বভাবে শরণাপন্ন হও, কেন না তাঁহার প্রসাদে তুমি পরমপদ লাভ করিবে।

** পিত্রে বপালয়েৎ পুত্রান্‌ জ্যেষ্ঠোভ্রাতৄন্‌ যবীয়সঃ।
পুত্রবচ্চাপি বর্ত্তেরন্‌ জ্যেষ্ঠে ভ্রাতরি ধর্ম্মতঃ॥ ১০৮ শ্লোক ৯ম অধ্যায়।

† ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্‌ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥৬১
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত। তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্‌॥৬২
১৮শ অঃ।

আর, দেশাচারেও জ্যেষ্ঠকে যথোচিত সম্মান এবং আনুগত্য প্রদর্শন ব্যতীত কখনও কেহ ঈশ্বর মনে করে না। গৌরাঙ্গ-সম্প্রদায়-মধ্যেও এ যাবৎ জ্যেষ্ঠকে 'মহাপ্রভুর' উক্ত উপদেশানুসারে কাহাকেও ঈশ্বর বোধে সেবাপর হইতে দেখা যায় না।

সহিত গৌরাঙ্গের রহস্যালাপ (রোগধর্ম্মে) অবিশ্বাস্য প্রলাপোক্তি ত ছিলই, তাহার সঙ্গে স্বীয় অবতারত্ব ও ভক্তি-প্রচার কার্য্যের অভিসন্ধিও বিমিশ্রিত হইয়াছিল। গৌরাঙ্গ অধুনা গৌড় দেশ ছাড়িয়া উৎকলে যাইতেছেন, সুতরাং গৌড়ে যাহাতে তাঁহার অবতারত্ব এবং কৃষ্ণ বা নিজের প্রতি দৃঢ় ভক্তির ভাব জাগরিত ও প্রচারিত হইতে থাকে তাঁহার এই মনোগত নিগূঢ় অভিপ্রায় সিদ্ধির ইচ্ছা তাঁহার মনে উদিত হওয়া সুসম্ভব হইয়াছিল, ইহা সহজেই মনে করা যাইতে পারে।

ইহার পরে গৌরাঙ্গ সপার্ষদ বরাহ নগরে এক ব্রাহ্মণের বাটীতে উপনীত হইলেন। তখন কত বেলা তাহা বৃন্দাবন দাস বলেন নাই, সম্ভবতঃ বৈকাল বেলা। সে সময়ে ঐ ব্রাহ্মণ (গৌরাঙ্গের পূর্ব্বপরিচিত নহে) ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। গৌরাঙ্গ উহা শুনিয়া বিশেষ ভাবাবিষ্ট অর্থাৎ হিষ্টিরিয়ার আক্রমণের বিষয়ীভূত হইলেন। জানা যায়, ঐ আক্রমণের অবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ীও হইয়াছিল। পরন্তু গৌরাঙ্গের এই তথাকথিত বিষ্ণুভক্তির বিকারের অবস্থা যেরূপ বিচিত্রভাবে প্রকটিত হইয়াছিল তাহা পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য মন্তব্য আকারে প্রকাশ করা অপেক্ষা এস্থলে বৃন্দাবন দাসের তাদৃশ বিশদ উক্তিই যথাযথ উদ্ধৃত করাই শ্রেয়স্কর বোধ হইল।—

"বোল বোল বোলে প্রভু বৈকুণ্ঠের রায়।
হুঙ্কার গর্জ্জন প্রভু করেন সদায়॥
সেই বিপ্র পড়ে পরমানন্দে মগ্ন হৈয়া।
প্রভুও করেন নৃত্য বাহু পসারিয়া॥
ভক্তের মহিমা শ্লোক শুনিতে শুনিতে।
পুনঃ পুনঃ আছাড় পড়েন পৃথিবীতে॥
হেন সে করেন প্রভু প্রেমের প্রকাশ।
আছাড় দেখিতে সর্ব্বলোকে পায় ত্রাস॥
এই মত রাত্রি তিন প্রহর অবধি।
ভাগবত শুনিয়া নাচিলা গুণনিধি॥

এস্থলে পাঠকগণের জানিতে উৎসুক্য হইতে পারে, এক অপরিচিত ব্রাহ্মণ বাটীতে অতিথিরূপে উপস্থিত হইয়া গৌরাঙ্গের ভাগবত শ্রবণমাত্রে কেন এত

প্রেম প্রকাশ বা ভক্তির প্রগাঢ়-বিকার উপস্থিত হইয়াছিল এবং কি জন্যই বা এই অবস্থা এত দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল ?

বাস্তবিক সে ঔৎসুক্য পরিতৃপ্তির জন্য লেখককে অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না। গৌরাঙ্গের এ সময়ে পরকীয় ভাবগ্রহণ-প্রবণতা এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, ব্রাহ্মণের সভক্তি ভাগবতপাঠ শ্রবণমাত্রেই তাঁহার মনে কৃষ্ণ প্রেমের ভাব উদ্রিক্ত হইয়া উঠায় তিনি আরও ঐ ভাগবত পাঠ শুনিতে বাঞ্ছা করিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে আরও অধিক পড়িতে উৎসাহ দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ তখন গৌরাঙ্গের কোনরূপ অস্বাভাবিক মনোভাবের অবস্থা (আবেশ) কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া ক্রমাগত অধিকতর উৎসাহ সহকারে আরও ভাগবত পড়িতে লাগিলেন। এদিকে ইহার ফলে গৌরাঙ্গের ঐ ভাবোত্তেজনা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং তন্নিবন্ধন দীর্ঘকাল ঐ ভাব জাগরূক থাকায় উহার আবেগ হুঙ্কার, নৃত্য ও ভয়াবহ আছাড় কাছাড় খাওয়ারূপ বাহ্যলক্ষণে পরিণমিত হইল ; এবং যাবৎ প্রাকৃতিক নিয়মে পৈশিক শ্রান্তি উপস্থিত না হইল তাবৎকাল ঐ আছাড় কাছাড় ও নৃত্য আর থামিল না ! ইহা অনুমেয় যে, ব্রাহ্মণ গৌরাঙ্গের ঐরূপ বীভৎস ভাব-গতিক দেখিয়া হয়ত কিছু পূর্ব্বেই ভাগবত পাঠ বন্ধ করিয়া অবাক্ হইয়া বসিয়াছিলেন। পরে গৌরাঙ্গের বাহ্য উপস্থিত হইলে, অর্থাৎ ঐ তথাকথিত ভক্তিবিকার—ভূতোন্মাদের আক্রমণ, উপশমিত হইয়া সংজ্ঞালাভ ঘটিলে তিনি স্থির হইয়া বসিলেন এবং তখন ব্রাহ্মণকে সন্তোষের সহিত আলিঙ্গন করিবার অবসর পাইলেন। পাঠক ! ইহা অবশ্য গৌরাঙ্গের হিষ্টিরিয়ার আক্রমণোত্তর প্রলাপের অবস্থা, তাই তিনি এক্ষণে ব্রাহ্মণকে বলিলেন 'কাহারও মুখে এমন ভাগবত পড়িতে কখন শুনি নাই। অতএব তোমার নাম ভাগবতাচার্য্য হইল। তুমি ভাগবত পাঠ ভিন্ন আর কোন কার্য্য করিও না।'

সুধী পাঠক ! গৌরাঙ্গ এই অপরিচিত ব্রাহ্মণের বাটীতে অভ্যাগতমাত্র রূপে আসিয়া বহুকাল যাবৎ আবিষ্ট ভাবের লক্ষণ-যুক্ত থাকিবার পরে ঐ ব্রাহ্মণকে সন্তোষের সহিত আলিঙ্গন, তৎপরে ভাগবৎ পাঠের অতি প্রশংসা করত উপযাচক হইয়া তাঁহাকে ঐরূপ উপাধি ও উপদেশ দান ইত্যাদি তদীয় প্রলাপের: কার্য্য ভিন্ন আর কি হইতে পারে ?

ইহার পরে আবার জানা যায়, গৌরাঙ্গ বরাহনগর হইতে জগন্নাথ-যাত্রা

করেন, পথে গঙ্গার ধারে গ্রামে গ্রামে ভক্তগণের বাটীতে রহিয়া রহিয়া নীলাচলে উপনীত হইয়াছিলেন। ইহাতে সুস্পষ্ট এই যে, এ যাত্রায় তিনি পূর্ব্ব বারের মত অনুচর বর্গকে পশ্চাৎ ফেলিয়া দ্রুতগমনে পথ চলেন নাই এবং দূর হইতে জগন্নাথ মন্দিরের চূড়ায় বালগোপালের সহাস্য মূর্ত্তি দেখিয়াও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন নাই। তৎপক্ষে কারণ এই, এবার গৌরাঙ্গের প্রথম জগন্নাথ দর্শনের যে উৎকণ্ঠা ও বলবতী স্পৃহা তাহা ছিল না; সেজন্য তাঁহার (রোগ ধর্ম্মে) পূর্ব্ববৎ দ্রুত গমন অথবা জগন্নাথ মন্দির চূড়ায় অবাস্তব বালগোপাল মূর্ত্তি দর্শন ও তজ্জনিত মূর্চ্ছাও (হিষ্টিরিয়ার অন্যতম আক্রমণ লক্ষণ) উপস্থিত হয় নাই। প্রত্যুত: এ যাত্রায় তিনি বিভিন্ন ভাবাবেশের বশতাপন্ন থাকা বিধায় নিজের অবতারত্ব ও বিষ্ণুভক্তির মাহাত্ম্য নানা ভাবে প্রচার করিতে করিতে পথের মধ্যে স্থানে স্থানে ভক্তের বাটীতে থাকিয়া আসিয়াছিলেন। নীলাচলে উপনীত হইলেও সে ভাবাবেশ তাঁহাকে ছাড়ে নাই। সেজন্য দেখা যায় গৌরাঙ্গ পুরীতে প্রত্যাগত হইয়া নিজের তথাকার পূর্ব্ব পারিষদগণ লইয়া নিরন্তর বিভিন্ন ভাবাবেশে নৃত্য ও কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন,—

'নিরন্তর নৃত্যগীত আনন্দ আবেশ।
প্রকাশেন গৌরচন্দ্র দেখে সর্ব্ব দেশ॥
কখনো নাচেন জগন্নাথের সম্মুখে।
তিলার্দ্ধেকে বাহ্য নাহি নিত্যানন্দ সুখে॥
কখনো নাচেন কাশীমিশ্রের মন্দিরে।
কখনো নাচেন মহাপ্রভু সিন্ধুতীরে॥
এই মত নিরন্তর প্রেমের বিলাস।
তিলার্দ্ধেকো অন্য কর্ম্ম নাহিক প্রকাশ॥'

পাঠক! ইহাকে হিষ্টিরিয়ার একপ্রকার অবস্থা-বিশেষ বলে (Status hystericus)। এরূপ অবস্থা রোগীতে অনেকদিন ব্যাপিয়া থাকিতে পারে। গৌরাঙ্গের এ সময়ে তাহাই ঘটিয়াছিল। তিনি ঐ অবস্থা লইয়া পুরীতে প্রত্যাগত হন, পরে ঐ অবস্থা আরও কতক কাল বিদ্যমান ছিল। সেজন্য দেখা যায় জগন্নাথ মন্দিরের কপাট খুলিলেই তিনি জগন্নাথ দর্শন করিতেন এবং তথায় প্রচুর ক্রন্দন করিতেন,—

(জগন্নাথ দেখিতে যে প্রকাশেন প্রেম।
অকথ্য অদ্ভুত গঙ্গাধারা বহে যেন॥)

উৎকলের লোক ইহা দেখিয়া বিস্মিত এবং (বৃন্দাবনদাসের কথায় বলিলে) শোক দুঃখ ভুলিয়াছিল। এই সময়ে গৌরাঙ্গের নীলাচলে পুনরাগমন শুনিয়া কটকের রাজা প্রতাপ রুদ্র তাঁহাকে দেখিতে পুরীতে আসিয়াছিলেন। ইতি পূর্ব্বে তিনি তাঁহাকে কখনও দেখেন নাই, গৌরাঙ্গের পারিষদগণও তাঁহাকে (রাজা সুতরাং বিষয়ী ভাবিয়া) গৌরাঙ্গের সহিত পরিচিত করিয়া দিতে সাহসী হন নাই, তাঁহাদের পরামর্শ অনুসারে একদিন গৌরাঙ্গের হিষ্টিরিয়ার আক্রমণকালে অন্তরালে থাকিয়া তাঁহার দুই হাত তুলিয়া অদ্ভুত নৃত্য, অবিরত চক্ষের জল প্রবাহিত, মুখের লালা ও নাসিকার স্রাবে ধূলামাখা-দেহ সিক্ত, মধ্যে মধ্যে আছাড় খাওয়া দেখিয়া এবং ঘোর হুঙ্কার রব শুনিয়া কর্ণে হাত দিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। পরে গৌরাঙ্গের 'বাহ্য' হইলে তাঁহার অলক্ষিতে রাজা তথা হইতে বাসায় চলিয়া গেলেন। পরে যাইতে যাইতে গৌরাঙ্গের কৃষ্ণভাব সম্বন্ধে তাঁহার কিছু সন্দেহ জন্মিয়াছিল। তাহা কাহাকে বলেন নাই। রাত্রিকালে স্বপ্নে দেখিলেন, —জগন্নাথের সম্মুখে গিয়া তিনি দেখিতেছেন 'তাঁহার অঙ্গ ধূলাময়, চক্ষে জলধারা প্রবাহিত, মুখ হইতে লালা বাহির হইয়া দেহ ভিজিয়াছে এবং নাসিকা হইতে অনবরত জল পড়িতেছে। পরে সেই অঙ্গ স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করিলে জগন্নাথ দেব বলিলেন, 'এ ত তোমার না জুয়ায় (যুক্তিযুক্ত নহে)। কেননা তোমার অঙ্গ উত্তম চন্দন কর্পূর কুঙ্কুম কস্তুরী গন্ধে লেপিত, আর আমার শরীর দেখ ধূলা-লালাময়; অতএব আমার শরীর তোমার স্পর্শ করার যোগ্য নহে। আজ আমি যখন নাচিতেছিলাম তখন তুমি গিয়াছিলে, তখন আমাকে ধূলা লালা মাখা দেখিয়া ঘৃণা করিয়াছিলে।' ইহা বলিয়া ভৃত্যের প্রতি চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন। সেইক্ষণে রাজা দেখেন সেই সিংহাসনে চৈতন্য গোসাঞি স্বয়ং বসিয়া আছেন, সেই মত সকল অঙ্গ ধূলাময়, তিনি রাজারে হাসিয়া বলিলেন 'তুমি যখন আমাকে মনে ঘৃণা করিয়া চলিয়া গিয়াছ তখন আর আমাকে কি জন্য স্পর্শ করিবে?' ইহার কিছুক্ষণ পরে রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং মনে করিলেন,—

'মহা অপরাধী মুঞি পাপী দুরাচার।
না জানিনু চৈতন্য ঈশ্বর অবতার॥'

এইরূপ নিজ অপরাধ স্বীকারে অনুতাপ করিতে লাগিলেন। ইহার পরে গৌরাঙ্গকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহাকে দেখা করাইয়া দিতে পারে নাই। দৈবাৎ একদিন গৌরাঙ্গ পারিষদগণের সহিত এক ফুলের বাগানে বসিয়া আছেন, প্রতাপ সেই সময়ে একাকী তাঁহার সম্মুখে গিয়া ভূতলে লম্বমান হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার অশ্রু, কম্প ও পুলকের অন্ত ছিল না, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন "আনন্দে মুর্চ্ছিত হইলেন সেই ঠাঁই"। ইহা খুব সম্ভব বটে,—কেননা স্পৃহণীয় বস্তুর প্রাপ্তির জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠা থাকিলে তাহার লাভে অত্যন্ত আনন্দ হয়, ইহার ফলে তাহার মূর্চ্ছা ঘটে। বস্তুতঃ রাজার এই কারণে এই সময়ে এক হিষ্টিরিয়া আক্রমণ উপস্থিত হইয়াছিল। গৌরাঙ্গ নিজে ভুক্তভোগী, দেখিবা মাত্র ব্যাপারটা কি তাহা বুঝিয়া লইলেন, পরে 'উঠ' বলিয়া রাজার গায়ে হাত দিলেন, ইহার ফলে তাঁহার চেতনা হইল,—অর্থাৎ মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়া তৎপরের অসম্যক্ সংজ্ঞার অবস্থা—(প্রলাপের) উপনীত হইল। তখন তিনি গৌরাঙ্গের চরণ ধরিয়া কান্দিতে লাগিলেন এবং ত্রাহি ত্রাহি করিয়া আত্ম অপরাধ জনিত মহাপাপ সঙ্ঘটন হেতু কৃপাভিক্ষা করত তাঁহাকে ঈশ্বর বুদ্ধিতে তাঁহার বহুবিধ স্তবস্তুতি করিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ ইহাতে এতটা তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাহার ফলে তিনি হিষ্টিরিয়ার এক আক্রমণের বিষয়ীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তদনন্তর বাহ্য হইলে তিনি রাজাকে স্বকীয় অভিসন্ধি সাধন কল্পে বরদান এবং তৎসহ অনুরূপ প্রলাপোক্তিও করিয়াছিলেন। যথা—

'প্রভু বোলে "কৃষ্ণ ভক্তি হউক তোমার। কৃষ্ণ কার্য্য বিনে তুমি না করিহ আর॥
নিরন্তর গিয়া কর কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন। তোমার রক্ষিতা বিষ্ণুচক্র সুদর্শন॥
তুমি সর্ব্ব সার্ব্বভৌম, আর রামানন্দ রায়। তিনের নিমিত্ত মুঞি আইনু হেথায়॥
সবে একখানি বাক্য করিবা আমার। মোরে না করিবা কভু কোথাও প্রচার॥
এ সে নহে আমারে প্রচার কর তুমি। তবে হেথা ছাড়ি সত্য চলি যাও আমি॥"

প্রতীত হয়, গৌরাঙ্গের এতাদৃশ প্রলাপ কথনের দ্বারা তাঁহার অসম্বিন্ মানসে ইতিপূর্ব্বে যে ভাবসঙ্ঘ উত্তেজিত হইয়া গূঢ়ভাবে নিরুদ্ধ ছিল তাহা এই সময়ে

প্রকাশ হইয়া পড়িল! পাঠক কি ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, গৌরাঙ্গ প্রতাপের 'কাকুতি ও স্তবে' সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে না হয় কৃষ্ণে ভক্তি হউক বলিয়া বর দিলেন। কিন্তু ইহাতে তিনি তৃপ্ত হইতে পারেন নাই, সেজন্য তাহাকে নিরন্তর আর কোন কার্য্য না করিয়া কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন করিতে বলিলেন। ইহা বলিয়াই আবার মনে হইল প্রতাপ যে রাজা, তাহাকে যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়া রাজ্য রক্ষা করা প্রয়োজন হইতে পারে, তখন অমনি বলিলেন, 'সুদর্শন' বা বিষ্ণুচক্র তোমার রক্ষক হইবে। ইহা বলিয়াই হয়ত তাঁহার মনে হইল—বিষ্ণুচক্রের কথাটা হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম তবে ত প্রতাপ আমাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিবে। বাস্তবিক ইহা তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা হইলেও কৌশলী গৌরাঙ্গ সে ভাব তখন ভাণ পূর্ব্বক গোপন করিয়া তাঁহাকে সেরূপ করিতে নিবারণ করিয়া দিলেন, এবং বালকের মতও প্রতাপকে ভয় দেখাইয়া বলিলেন—'তুমি যদি আমার এ বাক্য না রাখ তবে আমি এখান হইতে চলিয়া যাইব'। পাঠক! এক্ষণে গৌরাঙ্গ প্রতাপকে স্বীয় ভক্ত ও প্রচারকের উপযুক্ত পাত্র হইবে, ইহা অবধারণ করিয়া মন খুলিয়া বলিলেন,—'তুমি ও রামানন্দ এবং সর্ব্বভৌম (ইনি বোধ হয় এখনও গৌরাঙ্গের পূর্ণ মাত্রায় ভক্ত হইতে বাকি রহিয়াছিলেন) এই তিন জনের জন্য আমার নীলাচলে পুনরায় আসা।' ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, গৌরাঙ্গ উহাদিগকে ভাবী অন্তরঙ্গ-ভক্ত ও পুরী অঞ্চলে প্রচারক করিবার জন্য মনোমধ্যে যে গূঢ় উদ্দেশ্য পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন তাহা সম্প্রতি প্রকাশ করার তাদৃশ প্রয়োজন না থাকিলেও, কিংবা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এই সময়ে তদ্দ্বারা স্বীয় অসম্বিন্ মনের কষ্টপোষিত ভাবাবেগ বা ভার লাঘব করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে ভাবপ্রবণ প্রতাপ রুদ্র প্রথমতঃ গৌরাঙ্গের অপূর্ব্ব অবতারত্ব এবং পশ্চাৎ নীলাচলে পুনরাগমন করিয়া যেরূপ লীলা প্রকাশ করিতেছিলেন তাহা লোক মুখে শুনিয়া তাঁহাতে আকৃষ্ট হইয়া পুরীতে আগমন করেন, কিন্তু নিজে বিষয়ী বলিয়া তদীয় অন্তরঙ্গগণের পরামর্শানুসারে গৌরাঙ্গের এক ঘোরতর হিষ্টিরিয়া আক্রমণ-কালে তিনি আড়াল হইতে তাঁহার অদ্ভুত নৃত্য ক্রন্দন (ও লালা ও ধূলাময় অঙ্গ) দর্শন করেন। এই দর্শন-রূপ পরকীয় ভাব প্রেরণায় তিনি বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া গৌরাঙ্গের প্রকৃতিস্থ হইবার পূর্ব্বেই তথা হইতে অলক্ষিতে চলিয়া যান।

পথে যাইতে যাইতে গৌরাঙ্গের অবতারত্ব বিষয়ে তাঁহার মনে সংশয় ও কিছু ঘৃণারও উদয় হয়, তাহা কাহারও নিকট ব্যক্ত না করিয়া বাসায় গিয়া যথা কালে নিদ্রা যান। স্বপ্নযোগে তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন তাহাতে তিনি গৌরাঙ্গকে জগন্নাথ হইতে অভিন্ন জ্ঞান করেন। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে ঐ স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাপার অলীক হইলেও সম্যক্ সত্য ভাবিয়া তাহাকে দৃঢ়-বিশ্বাস করতঃ ঠিক স্বীয় জাগ্রত কালীন স্বকৃত অপকার্য্য বোধে তজ্জন্য অনুতাপ ও বহু ক্রন্দন করিয়াছিলেন। ইহার পরে প্রতাপের গৌরাঙ্গকে দর্শনের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ও আগ্রহান্বিত হওয়াই সম্ভব। সেজন্য তিনি একদিন একাই সহসা তাঁহাকে পুনরায় দর্শন করিয়া আশাতীত বস্তুপ্রাপ্ত ও তজ্জনিত অত্যন্ত আনন্দে হিষ্টিরিয়ার এক আক্রমণের বিষয়ীভূত হইয়া তাঁহার পদতলে পড়িয়া যান। তৎপরে গৌরাঙ্গ তাঁহার অঙ্গে তথাকথিত বিষ্ণু-ভক্তির চিহ্ন দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিয়া 'উঠ' 'উঠ' বলিয়াছিলেন। তাঁহার এই স্পর্শ ও শব্দরূপ ভাবপ্রেরণার প্রভাবে রাজার চৈতন্যলাভ হইল, তখন তিনি চৈতন্যের পা ধরিয়া তাঁহাকে ঈশ্বর বিশ্বাসে বহুক্রন্দন ও স্তবস্তুতি এবং কাকুর্ব্বাদে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহা অবশ্য তাঁহার প্রলাপের অবস্থার কৃত্য হইলেও উহাই গৌরাঙ্গের কল্পিত অবতার-ভাবোত্তেজনার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছিল, যাহাতে তিনি তৎক্ষণাৎ সাময়িক হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ-গ্রস্ত হইয়াছিলেন, পরে 'বাহ্য হইলে' প্রতাপকে উপলক্ষ্য করিয়া বহু প্রলাপোক্তি করিয়াছিলেন। অতএব পাঠক! এইরূপে গৌরাঙ্গ ও প্রতাপের মধ্যে পরস্পর ভাবপ্রেরণা ও ভাবগ্রহণ কার্য্যের বিনিময় দ্বারা উভয়ের মনোরথ বিভিন্ন হইলেও তাহা আশ্চর্য্যরূপে হিষ্টিরিয়া অবস্থার ভিতর দিয়া সহজেই নির্ব্বাহিত ও সুসিদ্ধ হইয়াছিল। এ দিকে অজ্ঞ লোকেরা কি করিয়াছিল? তাহারা এই ব্যাপারের প্রকৃত মর্ম্ম কিছু মাত্র বুঝিতে না পারিয়া গৌরাঙ্গকে 'সচল জগন্নাথ' এবং গৌরাঙ্গের 'ঠাকুরাল' বলিয়াই মনে অবধারণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিল।

এই পরিচ্ছেদের শেষে গৌরাঙ্গকর্তৃক নিত্যানন্দ কয়েকজন অনুচর সহ ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশে গৌড়দেশে প্রেরিত হইবার প্রসঙ্গ উক্ত হইয়াছে। নিত্যানন্দ গৌড়-যাত্রার পথে নানাবিধ লীলাপ্রকাশ করিতে করিতে গিয়াছিলেন। এস্থলে তাহার বিস্তৃত সমালোচনা করিতে গেলে গ্রন্থবাহুল্য এবং কতকটা

গৌরাঙ্গ-সন্দর্ভ বহির্ভূতও হইবার আশঙ্কা আছে। এদিকে যতটুকু ঘটনা গৌরাঙ্গের চরিত্রের সহিত এস্থলে সংসৃষ্ট তাহার আলোচনা না করাও উচিত নহে। অতএব আমরা তদ্বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি,—

পাঠক! বিদিত আছেন, অবধূত নিত্যানন্দ হিষ্টিরিয়ার প্রকার-বিশেষের অধীন থাকিয়া চিরকাল বালস্বভাব, অমনস্ক (inattentive) এবং উদ্দাম অর্থাৎ উন্মাদ-সদৃশ ব্যবহারে নিরত ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি গৌরাঙ্গকে জ্যেষ্ঠভ্রাতার তুল্য ও আপনাকে কনিষ্ঠের ন্যায় মানিয়া প্রায়শঃ তাঁহার আজ্ঞাপালনে তৎপর থাকিতেন। বৃন্দাবন দাস সে জন্য রামের প্রতি লক্ষ্মণের ভাবের সহিত নিত্যানন্দের ভাবের তুলনা করিয়াছেন। সে যাহা হউক, এই সময়ে তিনি গৌরাঙ্গের প্রেরণা বাক্যে সন্তুষ্ট চিত্তে অবিলম্বে তাঁহার আজ্ঞা পালনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন দেখা যায়, গৌরাঙ্গের ঐ ভাবপ্রেরণা দ্বারা নিত্যানন্দের দেহে এরূপ যেন এক প্রকার মোহিনী শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল, যাহাতে তাঁহাকে গৌরাঙ্গের অবতার-ভাবপ্রেরণা তাঁহার দেহে অবতারত্ব রূপে স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল; অন্য কথায় তাঁহার স্বকীয় একবিধ হিষ্টিরিয়া-ভূমিতে অন্য প্রকার হিষ্টিরিয়ার বীজ উপ্ত হইয়া একাধারে দ্বিবিধ হিষ্টিরিয়ার লক্ষণই স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল। পাঠক! প্রথমেই লক্ষ্য করিবেন,— তিনি গৌড়ের পথে যাত্রা করিবার অব্যবহিত পরেই সঙ্গিগণকে ভাবপ্রেরণা দ্বারা বিমুগ্ধ (hypnotised) করিয়াছিলেন। পারিষদগণ উহার প্রভাবে তখন আত্মবিস্মৃত হইয়া আপনাপন স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া নানা ভাবে ভাবিত হইয়াছিলেন। ('সভার হইল আত্মবিস্মৃতি অত্যন্ত। কার দেহে কত ভাব নাহি হয় অন্ত ॥') কেহ নিত্যানন্দের বাল-স্বভাবের অনুকারী হইল, কেহ গাছে চাড়ল ও তাহা হইতে ভূমিতে পড়িল, কেহ কেহ বিপথে ভ্রমণ করিল; আবার এইরূপ করিয়া শেষে নিত্যানন্দের বশীশক্তির আকর্ষণে তাঁহারা সকলেই আবার তাঁহার সহিত মিলিত হইতে লাগিল। কেবল ইহাই নহে, পারিষদগণ কেহ আপনাকে রাধা, কেহ বা রেবতী, কেহ আবার বাল-গোপাল ভাবাপন্ন, কেহ কেহ আপনাদিগকে গোপাল এবং অঙ্গদও মনে করিয়াছিল। নিত্যানন্দ এদিকে কীর্ত্তন করিতে করিতে আপন প্রস্থিত পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। তিনি কীর্ত্তনের মধ্যে নাচিতে নাচিতে কাহারও কাহারও প্রতি এরূপ বক্রদৃষ্টিপাত (Hypnotic stare)

করিতেন যে, তাহাতে তাঁহারা টলিয়া ভূমিতে পড়িয়াছিল। ইহাও তাঁহার ঐন্দ্র-জালিক শক্তিসঞ্চারের অন্যতম ফল। এইরূপে নিত্যানন্দ সপার্ষদ পাণিহাটী গ্রামে রাঘবপণ্ডিত-গৃহে উপনীত হইয়া অবস্থান করতঃ গৌরাঙ্গের মহাপ্রকাশের অনুকরণে স্বীয় বলরাম অবতারের একটী অভিষেকের * অনুষ্ঠান, বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার ধারণ, সপারিষদ অনাহারে তিন মাসকাল থাকিয়া নানা ভাবে কীর্ত্তন প্রভৃতি অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন, উল্লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কতক কার্য্য অবিশ্বাস যোগ্য না হইতেও পারে, বৃন্দাবন দাসের কল্পনাময়ী লেখনী এস্থানে নিত্যানন্দ প্রভু, তাঁহার পারিষদগণ এবং পাণিহাটীর ভক্তগণের, তথা-শিশুবৃন্দের তাদৃশ দীর্ঘকাল অনাহারে জীবন-ধারণ এবং তৎকর্ত্তৃক জামীর (লেবু) গাছে অসময়ে কদম্ব ফুল ফুটান ও তাহা হইতে দমনক অর্থাৎ দনা পুষ্পের সুগন্ধি (এবং তৎপ্রতি কারণ গৌরাঙ্গর নীলাচল হইতে প্রত্যহ নদীয়ায় আসিয়া নিত্যানন্দাদির সঙ্কীর্ত্তন ও নৃত্য লীলা দর্শনার্থ আগমন), ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল অত্যাশ্চর্য্যজনক ঘটনা বর্ণিত আছে তাহা অজ্ঞ অর্থাৎ অন্ধ বিশ্বাসী ভক্ত-বৈষ্ণব ভিন্ন আর কাহারও বিশ্বাসের বিষয় হইতে পারে না।

অপর, পাঠক! নিত্যানন্দের প্রতি গৌরাঙ্গের উল্লিখিত ভাবপ্রেরণা-প্রক্রিয়ার মধ্যে তাঁহার স্বভাব যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে দুই একটী কথা এস্থলে বলা নিতান্ত আবশ্যক বোধ হইতেছে। পাঠক জানেন গৌরাঙ্গ এবার নীলাচলে আসিয়া অবধি প্রায় নিরন্তর ভাবাবিষ্ট ছিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহার রোগের সাময়িক বিরামকালে তিনি স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচারের কথা স্মরণ করিয়া তদনুরূপ কার্য্যে আপনাকে প্রবৃত্ত করিতে পারিতেন। তবে তাহাতে তাঁহার মানসিক-দৌর্ব্বল্য-রোগের প্রচুর লক্ষণও অবশ্য সংমিশ্রিত থাকিত। দেখা যায়, তিনি এক দিন সহসা নিত্যানন্দকে নিভৃতে লইয়া গিয়া ভাবপ্রেরণা ব্যপদেশে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে উহাতে তাঁহার রোগধর্ম্মের বিশিষ্ট লক্ষণ যেমন,—অসত্য কথন, বিস্মৃতি এবং চাতুরি প্রতিভাত হইয়াছে। গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দকে বলিতেছেন,—

---

* নিত্যানন্দের এই অভিষেক ব্যাপারে অনেক কৌতুকজনক বৈশিষ্ট্য আছে, কারণ ইহাতে তাঁহার মিশ্রিত-হিষ্টিরিয়ার সহিত ঐন্দ্রজালিক শক্তির বিমিশ্রণেরও লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। তৎসম্বন্ধে বৃন্দাবন দাসের মৌলিক উক্তি পাঠ করিলে এই সিদ্ধান্তই সপ্রমাণিত হইবে।

"প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আমি নিজ মুখে। 'মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেমসুখে॥'
তুমিও থাকিলা যদি মুনিধর্ম্ম করি। আপন উদ্দাম ভাব সব পরিহরি॥
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার। বোল দেখি আর কেবা করিব উদ্ধার॥
ভক্তিরস দাতা তুমি, তুমি সম্বরিলে। তবে অবতার বা কি নিমিত্ত করিলে॥"

বাস্তবিক পক্ষে তিনি কাহাকেও কখনও নিজমুখে প্রেমসুখে ভাসাইবার প্রতিজ্ঞা করেন নাই, এবং অবধূত নিত্যানন্দও তাঁহাকে আদৌ অবতাররূপে নদীয়ায় অবতারিত করেন নাই। (চৈ, ভাঃ, মধ্য খণ্ড ষষ্ঠ অধ্যায় দেখ)। সুতরাং এই উভয় উক্তিই অসত্য। বোধ হয়, অদ্বৈতাচার্য্য শ্রীনিবাস প্রভৃতি ভক্তগণ নদীয়ায় থাকিয়া তদীয় কাল্পনিক অবতারত্ব এবং ভক্তিধর্ম্ম প্রচার-কার্য্যে যে ব্রতী ছিলেন গৌরাঙ্গ তাহা সম্প্রতি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। অথবা, নিত্যানন্দকে স্বকার্য্যে নিয়োগ করার অভিপ্রায়ে তাঁহার এই তোষামদজনক ঐ অসত্য-বাক্য-নিবহ বিন্যাস করিয়া থাকিবেন। আবার, তিনি নিত্যানন্দকে বলিয়াছেন,—'তুমি ভক্তিরস দাতা হইয়া যদি (অধুনা) তাহা 'সম্বরণ' কর তবে আমাকে কিজন্য অবতার করিয়াছিলে?' পাঠক! কোনো ব্যক্তি কি কখন ভগবানকে অবতার করিতে পারে? ইহাতেও কি গৌরাঙ্গের কল্পিত অবতারত্বের অভিমান সূচিত হইতেছে না? বাস্তবপক্ষে গৌরাঙ্গের এই অনুযোগের মূলে কোন সত্য ছিল না, অতএব ইহা সঙ্গত যে, তিনি স্বার্থ কর্ত্তৃক এস্থলে অবশে পরিচালিত হইয়া নিত্যানন্দকে গৌড়ে যাইতে প্রবৃত্তি ও প্রোৎসাহ দিবার জন্য বিবক্ষিত বিষয় বা ঘটনা অসত্য হইলেও তাহার উল্লেখ করিয়াছিলেন। কারণ রোগধর্ম্মে স্বীয় স্মৃতি দোষ এতদূর বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, তৎকালে তাঁহার সকল দিক্ ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন বিষয়ের একটা ঠিক করিয়া বলিবার সামর্থ্য ও অবকাশ ছিল না; নতুবা তাঁহার পক্ষে তাদৃশ স্ববচোবিরুদ্ধ বাক্য পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা কদাচ সম্ভবপর হইত না। এস্থলে পাঠকগণকে স্মরণ করাইয়া দেই—গৌরাঙ্গ দুই বিভিন্ন সময়ে অদ্বৈতাচার্য্যকে ভক্তির ভাণ্ডারী বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন।—(চৈ, ভা' মধ্যখণ্ড, ১৬ অ ও অন্ত্যখণ্ড, ১০ অ, দেখুন) আবার নিত্যানন্দকেও ভক্তি বিলাইবার কর্ত্তা অর্থাৎ ভাণ্ডারী বলিয়াছেন। সুধী পাঠক! ভক্তি কি এমন স্থূল বস্তু যে, তাহার স্থানে স্থানে ভাণ্ডার করা যাইতে পারে, অথবা তাহা

যে সে লোককে বিতরণ করিবার জন্য একাধিক বিভিন্ন ব্যক্তিকে রক্ষক (ভাঁড়ারী) নিযুক্ত করা যাইতে পারে। আবার দেখুন,—আমাদের গৌরাঙ্গ অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাস এই উভয়কেই আপনাকে অবতার করাইবার কর্ত্তা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। পাঠক! স্মরণ করুন তিনি যখন শান্তিপুরের বাটীতে গিয়া অদ্বৈতাচার্য্য কর্ত্তৃক জ্ঞান প্রচারের জন্য, নিত্যানন্দ ও ঠাকুর হরিদাসের সাক্ষাতে, তাঁহাকে নিজহস্তে নির্ঘাতরূপে কিলাইয়া পরে অভিমানের একটা ভাণ করিয়া এইরূপ না বলিয়াছিলেন?—'তুমি ভক্তিপ্রচার করিবার জন্য হুঙ্কার করিয়া আমাকে ক্ষীরোদ সমুদ্র হইতে নদীয়ায় আনিয়া অবতার করিয়া ইদানীং কি না জ্ঞানের মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছ? (চৈ, ভা, মধ্য খণ্ড, ১৯ অ) আবার, শ্রীবাসকেও এক সময় বলিয়াছিলেন,—"তোর উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে, নাঢ়ার হুঙ্কারে। ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ আইলুঁ সর্ব্ব পরিবারে॥" (চৈ, ভা, মধ্য খণ্ড ২ অ) বিজ্ঞ পাঠক! ইহা বলা বাহুল্য যে, গৌরাঙ্গ স্বীয় রোগধর্ম্মে আবিষ্টাবস্থায় পূর্ব্বে যেরূপ প্রলাপোক্তি করিয়াছিলেন, এস্থানেও তিনি সেই অবস্থায় সেইরূপ করিয়াছেন। বেশীর মধ্যে ইদানীং তাঁহার দীর্ঘকাল পুনঃ পুনঃ হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ জনিত স্মরণ শক্তির ব্যত্যয়, অন্য কথায়, ক্ষীণতা উপস্থিত হওয়ায়, তিনি স্বীয় বাক্যের সাঙ্গত্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। অপরন্তু উহার সহিত অন্যান্য রোগ-লক্ষণও এই সময়ে তাঁহাতে প্রকটিত হইয়াছিল;—যেমন, পূর্ব্বালোচিত অতি-শয়োক্তি, অসত্য কথন, বিবিধ কৌশলবিস্তার প্রভৃতি।

পরিশেষে বর্ত্তমান পরিচ্ছেদীয় মূল মন্তব্যের উপসংহারে বক্তব্য এই, গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দকে স্বীয় যাদুশক্তি-প্রেরণার (hypnotic suggestions) অধীনে আনিয়া গৌড়দেশে প্রেরণ জন্য যেরূপ অনুকূল বাক্য প্রয়োগ করা আবশ্যক বলিয়া তাঁহার সুদুর্ব্বল মনে উদিত হইয়াছিল তিনি তাহাই অতি চতুরতার সহিত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তবে উহার সহিত প্রলাপঃসংমিশ্রিত থাকাও অপরিহার্য্য হইয়াছিল, ইহা স্পষ্টই উপলব্ধ হয়।

নবম পরিচ্ছেদ

[গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ সংবাদের শেষাংশ। নদীয়া হইতে নিত্যানন্দের সপরিষদ পুরীধামে আগমন। অগ্রে জগন্নাথ কিংবা গৌরাঙ্গকে দর্শন না করিয়া এক পুষ্পোদ্যানে অবস্থান পূর্ব্বক তথায় ধ্যানোপবিষ্ট থাকা, গৌরাঙ্গ ঐ উদ্যানে আসিয়া তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া প্রদক্ষিণ ও স্বরচিত শ্লোক দ্বারা অতি-প্রশংসাসূচক স্তব এবং তদীয় অঙ্গে ধৃত অলঙ্কার নিচয়কে নববিধ ভক্তি লক্ষণের চিহ্ন বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ইহার পরে নিত্যানন্দের ধ্যান ভঙ্গ হইলে উভয়ে উভয়ের প্রতি নানাভাবে প্রেম প্রদর্শন। তদনন্তর গৌরাঙ্গের স্বীয় বাসায় গমন। নিত্যানন্দের সপরিকরে জগন্নাথ দর্শনে আগমন এবং তথায় ক্রন্দনাদি বিবিধ ভাব-বিকার প্রদর্শন। ইহার পরে পরম প্রিয় গঙ্গাধরের বাটীতে আসিয়া উভয়ের আনন্দ লাভ। নিত্যানন্দ কর্ত্তৃক তাঁহাকে ভেটপ্রদান—সূক্ষ্মতণ্ডুল ও গোপীনাথের জন্য একখণ্ড রক্তবস্ত্র। গদাধর কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া নিত্যানন্দ যৎকালে ভোজনার্থ আগমন করেন এবং গদাধর কর্ত্তৃক অন্ন আনীত হয় তৎকালে গৌরাঙ্গের সহসা তথায় উপস্থিত হওন, বিনা নিমন্ত্রণেও ঐ আহার্য্যে তাঁহার অধিকার আছে, ইহা বলিয়া তৎপরে ঐ অন্নকে তিন সমান অংশে ভাগ করিতে বলা। ভোজন কালে গৌরাঙ্গ কর্ত্তৃক সামান্য দুইটী মাত্র শাক ও তেঁতুল পাতার ব্যঞ্জনের ও অন্ন রন্ধনের বহু প্রশংসা এবং গদাধরকে বৈকুণ্ঠের পাচক বলিয়া নির্দ্দেশ করা। তৎপরে পারিষদবৃন্দ কর্ত্তৃক শেষপাত্রান্ন আনন্দে লুণ্ঠন।]

যখন নিত্যানন্দ নবদ্বীপের ঘরে ঘরে আনন্দে বিহার করতঃ প্রেম ভক্তি প্রচার করিলেন, ভক্তসঙ্গে সর্ব্বদা সঙ্কীর্ত্তন করায় কৃষ্ণনৃত্যগীত সকলের ভজনের বিষয় হইল। কিছু দিনের পরে নিত্যানন্দের গৌরাঙ্গকে দেখিতে ইচ্ছা হইল, শচী দেবীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বপরিষদগণকে সঙ্গে লইয়া পরম বিহ্বলে নীলাচলে যাত্রা করিলেন। পারিষদগণ নিরবধি সর্ব্বপথে হুঙ্কার, গর্জ্জন, নৃত্য ও 'আনন্দ ক্রন্দন' করিতে করিতে চলিলেন। কিছুদিনের পরে কমলপুরে আসিলে, নিত্যানন্দ 'প্রাসাদ' (জগন্নাথের মন্দির) দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার 'নিরবধি নয়নে বহয়ে প্রেমধার।' তিনি সর্ব্বদা রোদন পরায়ণ হইয়া হুঙ্কার করত 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' নাম করিতে করিতে পুরীর এক ফুল বাগানে আসিয়া অবস্থান করিলেন। গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের প্রত্যাগমন জানিয়া একাকীই তথায় আসিয়া দেখিলেন—নিত্যানন্দ ভক্তবৃন্দ ছাড়িয়া একাকী

ধ্যানানন্দে নিমগ্ন আছেন। তখন গৌরাঙ্গ 'শ্লোকবন্ধে' নিত্যানন্দের মহিমা বর্ণনা করত প্রেমপূর্ণ হইয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন 'সে শ্লোক শ্রবণ করিলে নিত্যানন্দে রতি হয়,—তদ্ যথা—

গৃহ্নীয়াদ্ যবনীপানিং বিশেদ্ বা শৌণ্ডিকালয়ম্।
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দ-পদাম্বুজম্॥

তাৎপর্য্য—

"মদিরা যবনী যদি ধরে নিত্যানন্দ। তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য বোলে গৌর চন্দ্র।"

নিত্যানন্দ এখন সসম্ভ্রমে ধ্যান হইতে উঠিলেন, এবং গৌরচন্দ্রের বদন দেখিয়া যেরূপ আনন্দিত হইলেন, তাহা বলা যায় না। তিনি হরি হরি বলিয়া সিংহ নাদ করতঃ ভূমিতে প্রেমানন্দে আছাড় খাইতে লাগিলেন। পরে উভয়ে উভয়কে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন, উভয়ে উভয়কে প্রণাম ও আলিঙ্গন করত গলা ধরিয়া ক্রন্দন ও গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। মহামত্ত সিংহকে 'জিনিয়া' দুই জনে গর্জ্জন করিলেন এবং শ্লোক পড়িয়া পরস্পরের মহিমা বর্ণনা করত জোড় হস্তে উভয় উভয়কে নমস্কার করিতে লাগিলেন।

অপিচ, 'অশ্রু, কম্প, হাস্য, মূর্চ্ছা, পুলক, বৈবর্ণ্য।
কৃষ্ণ ভক্তি বিকাশের যত আছে মর্ম্ম।'

প্রকাশ করিয়া কতকক্ষণ পরে গৌরাঙ্গ জোড় হস্ত করিয়া নিত্যানন্দকে এইরূপ স্তব করিয়াছিলেন। যথা—

"নামরূপে তুমি নিত্যানন্দ মূর্ত্তিমন্ত।
শ্রীবৈষ্ণব-ধাম তুমি ঈশ্বর অনন্ত॥
যত কিছু তোমার শ্রীঅঙ্গে অলঙ্কার।
সত্য সত্য সত্য ভক্তি-যোগ অবতার॥
স্বর্ণ-মুক্তা-রূপা কাঁসা রুদ্রাক্ষাদিরূপে।
নববিধা ভক্তি ধরি আছ নিজ সুখে॥
নীচ জাতি পতিত অধম যত জন।
তোমা হইতে সভার হৈল বিমোচন॥
যে ভক্তি দিয়াছ তুমি বণিক্ সভারে।
তাহা বাঞ্ছে সুর সিদ্ধ মুনি যোগেশ্বরে॥

স্বতন্ত্র করিয়া বেদে যে কৃষ্ণেরে কহে।
হেন কৃষ্ণ পার তুমি করিতে বিক্রয়ে॥
তোমার মহিমা জানিবার শক্তি কার।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণ-রস অবতার॥" ইত্যাদি

নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গের ইত্যাকার স্তব শুনিয়া অতি বিনয় সহকারে বলিতে লাগিলেন, যথা—

"প্রভু হই' তুমি যে আমারে কর স্তুতি।
এ তোমার বাৎসল্য ভক্তের প্রতি অতি॥
প্রদক্ষিণ কর, কিবা কর নমস্কার।
কিবা মার,' কিবা রাখ যে ইচ্ছা তোমার॥
কোন্ বা বক্তব্য (অব্যক্ত) আছে তোমা' স্থানে।
কিবা নাহি দেখ (জান) তুমি দিব্য দরশনে॥
মন প্রাণ সভার ঈশ্বর প্রভু! তুমি।
তুমি যে করাও সেইরূপ করি আমি॥
আপনিই মোরে তুমি দণ্ড ধরাইলা।
আপনেই ঘুচাইয়া এরূপ করিলা॥
তাড়, খাড়ু, বেত্র বংশী, শিঙ্গা, ছান্দ ডোড়ি।
ইহা সে ধরিয়ে আমি মুনি ধর্ম্ম ছাড়ি॥
আচার্য্যাদি তোমার যতেক প্রিয়গণ।
সভারেই দিলা তপভক্তি আচরণ॥
মুনিধর্ম্ম ছাড়াইয়া কি কৈলে আমারে।
ব্যবহারি-জন দেখি সভে হাস্য করে॥
তোমার নর্ত্তক আমি, নাচাও যেরূপে।
সেইরূপে নাচি আমি তোমার কৌতুকে॥
কি নিগ্রহ অনুগ্রহ—তুমি সে প্রমাণ।
কৃষ্ণ যারে কর' তভু তোমারি যে নাম॥

ইহা শুনিয়া গৌরাঙ্গ বলিলেন,—

"প্রভু বোলে" তোমার যে দেহে অলঙ্কার।
নববিধা ভক্তি বই কিছু নহে আর॥
শ্রবণ-কীর্ত্তন স্মরণাদি নমস্কার।
এই সে তোমার সর্ব্বকাল অলঙ্কার॥ ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমি তোমার অঙ্গে ভক্তিরস ভিন্ন আর কিছু দেখি না, ইহা কায়মনোবাক্যে বলিতেছি।

ইহার পরে বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন,—

"স্বানুভাবানন্দ দুই—মুকুন্দ অনন্ত। কিরূপে কহেন কথা, কে জানয়ে অন্ত॥
কথোক্ষণে দুই প্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া। বসিলেন নিভৃতে পুষ্পের বনে গিয়া॥
ঈশ্বরে পরমেশ্বরে হইল কি কথা। বেদে সে ইহার তত্ত্ব জানেন সর্ব্বথা॥"

নিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গ এইরূপ প্রায়ই পরস্পর পুষ্পোদ্যানে নিভৃতে কি গোপ্য আলাপ করিতেন, তাহা কেহ জানিতে পারে নাই; কেননা নিত্যানন্দ তথায় নির্জ্জন দেখিয়াই গৌরাঙ্গের সহিত মিলিত হইতেন, আর কেহ তথায় থাকিত না। এই প্রকার অন্যান্য ভক্তগণও একা একা গৌরাঙ্গের নিকট গমন করিতেন এবং তিনিও ভিন্ন লোকের সহিত বিভিন্ন গোপ্য (বেদের অগোচর) কথা কহিতেন। প্রত্যেকেই মনে করিত, তাহার সহিত তাঁহার গোপ্য কথা হয় এবং তাহাকে তিনি ভাল বাসেন। পরন্তু সাধারণ বৈষ্ণবেরা এরূপ বলিত যে, 'কৃষ্ণ-চৈতন্য সকলের ঈশ্বর, নিয়ন্তা, স্রষ্টা ও পালক। তিনি অবিজ্ঞাত তত্ত্ব, যে সকল শরীরে তিনি আবির্ভূত হন, তাহাদের অনুগ্রহে 'ভক্তিফল ধরে।' এদিকে আবার তিনি ব্যক্তি বিশেষকে সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তি দান করিয়াও তাহার অপরাধ হইলে তাঁহাকে আপনিই যথোচিত শাস্তি দিয়া থাকেন —

"সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বশক্তি দিয়াও আপনে। অপরাধে শাস্তিও করেন ভাল-মনে॥

পরন্তু নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত এই দুই জন 'কোটী' অপরাধ করিলেও তিনি কিছু বলিতেন না।—

'কোটি অলৌকিকো যদি এ দুই করেন। তথাপিহ গৌরচন্দ্র কিছু না বোলেন॥'

অতঃপর, গৌরচন্দ্র পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নিত্যানন্দের সহিত কিয়ৎকাল আনন্দ উপভোগ করিয়া ('পরানন্দ করি') পরে নিজ বাসায় গেলেন। নিত্যানন্দও তৎপরে আনন্দ মনে জগন্নাথ দর্শনে গমন করিলেন। বৃন্দাবন

দাস এই স্থানে প্রসঙ্গাধীন নিত্যানন্দের কথা এইরূপ বলিয়াছেন,—'নিত্যানন্দ জগন্নাথ দর্শন করিবামাত্র আনন্দে বিহ্বল হইয়া গড়াগড়ি দিলেন এবং পাথরের উপরে আছাড় খাইলেন, তখন শত জন তাঁহাকে ধরিলেও ধরিয়া রাখিতে পারেন নাই। তৎপরে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে দেখিয়া নিত্যানন্দ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পূজারি ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া ঐ তিন মূর্ত্তির গলার মালা পুনঃ পুনঃ আনিয়া দিল, এবং তাঁহাকে দেখিয়া পরম উল্লসিত হইল। আর অপরিচিতের নিকট নিত্যানন্দ কৃষ্ণ-চৈতন্যের ভ্রাতা বলিয়া পরিচিত হইলেন। তখন তিনি সকলকে কোলে করিয়া তাহাদের অঙ্গ চক্ষের জলে সিঞ্চন করিলেন। নিত্যানন্দ জগন্নাথ দর্শনে আনন্দিত হইয়া তৎপরে গদাধরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। গদাধরের সহিত নিত্যানন্দের বড়ই সম্প্রীতি ছিল, তিনি যে বাটীতে ছিলেন তথায় গোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল, ঐ স্থানে নিত্যানন্দের আগমন শুনিয়া গদাধর ভাগবত পাঠ ছাড়িয়া সত্বরে তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। উভয়ে উভয়ে মুখদর্শন করিবামাত্র উভয়ে উভয়ের গলা ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরস্পর পরস্পরকে নমস্কার করতঃ পরস্পরের মহিমা কীর্ত্তন করিলেন। কেহ বলিলেন অদ্য আমার নয়ন পবিত্র হইল, কেহ বা বলিলেন অদ্য জন্ম সফল হইল। পরে উভয়ের বাহ্যজ্ঞান লোপ হইল এবং উভয়ে ভক্তিরূপ আনন্দ সাগরে ভাসিয়াছিলেন, তাঁহাদের 'প্রেমভক্তির প্রকাশ' এরূপ হইয়াছিল যে, দাসেরা সকলে চতুর্দ্দিকে পড়িয়া কান্দিতে লাগিল। পরে উভয়ে এক স্থানে স্থির হইয়া বসিলেন, গদাধর তখন নিত্যানন্দকে নিজ গৃহে আহার করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন।

নিত্যানন্দ গৌড় হইতে গদাধরের জন্য যে অতি সূক্ষ্ম ও শুভ্র এক মন চাউল আর একখানি রঙ্গিন বস্ত্র আনিয়াছিলেন, তাহা গদাধরকে দিয়া বলিলেন, গদাধর! এই তণ্ডুল রন্ধন করিয়া গোপীনাথ (গদাধরের বিগ্রহ)কে নিবেদন করিয়া ভোজন করিও এবং এই বস্ত্রখণ্ডও তাঁহাকে দিও। গদাধর সুন্দর চাউল দেখিয়া তাহার অশেষ প্রশংসা করিলেন, রঙ্গিন বস্ত্রখানি গোপীনাথের অঙ্গে অগ্রে পরাইয়া দিয়া পশ্চাৎ রান্ধিতে গেলেন। উঠানে স্বচ্ছন্দজাত শাক ছিল তাহা তুলিয়া একটা ব্যঞ্জন করিলেন, আর তেঁতুলের

সুকোমল পাতা আনিয়া লবণ ও জল দিয়া বাটিয়া তাহার এক অম্লব্যঞ্জন রাঁধিলেন, পরে গোপীনাথকে ভোগ দেওয়া হইল। এই সময়ে গৌরাঙ্গ 'হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে সহসা গদাধরের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং 'গদাধর! গদাধর!' বলিয়া ডাক দিলেন। গদাধর সসম্ভ্রমে আসিয়া তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন। তখন গৌরাঙ্গ হাসিয়া বলিলেন 'কেন গদাধর! আমি কি নিমন্ত্রিতের ভিতর নহি? আমি ত তোমাদের দুই হইতে ভিন্ন নহি, তোমরা না দিলেও আমি বলপূর্ব্বক খাইতে পারি, উহাতে আমার অংশ আছে অর্থাৎ—

"নিত্যানন্দের দ্রব্য গোপীনাথের প্রসাদ। তোমার রন্ধন—মোর ইথে আছে ভাগ।"

গৌরাঙ্গের এই কৃপাবাক্য শুনিয়া নিত্যানন্দ ও গদাধর 'সুখসাগরের ভিতর' মগ্ন হইলেন। পরে গদাধর সমস্ত প্রসাদ আনিয়া গৌরাঙ্গের গোচরে থুইলেন, সমস্ত উঠান অন্নের গন্ধে ব্যাপ্ত হইল। গৌরাঙ্গ ভক্তিপূর্ব্বক ঐ অন্নকে পুনঃপুনঃ 'বন্দনা' করিয়া বসিলেন, পরে উহাকে তিন সমান ভাগ করিতে বলিলেন এবং তিন জনে একত্র বসিয়া তাহা ভোজন করিলেন। গৌরচন্দ্র আনন্দে অন্ন ব্যঞ্জনের প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—

'প্রভু বোলে, "এ অন্নের গন্ধেও সর্ব্বথা। কৃষ্ণভক্তি হয়, ইথে নাহিক অন্যথা॥

আবার বলিলেন—"গদাধর! কি তোমার মনোহর পাক।

আমিত এমত কভু নাহি খাই শাক॥

গদাধর! কি তোমার বিচিত্র রন্ধন। তেঁতুলি পাতের কর' এমত ব্যঞ্জন॥

বুঝিলাম বৈকুণ্ঠের রন্ধন কর' তুমি। তবে আর আপনারে লুকাও বা কেনি॥"

গৌরাঙ্গ এইরূপ বলিয়া তিন জনে মহা আনন্দে ও হাস্যপরিহাসে ভোজন-কার্য্য সমাধা করিলেন। তদন্তয়ে ভক্তগণ ভোজনপাত্র লুট করিল।

অতঃপর কিছুদিন নিত্যানন্দ গদাধর এবং গৌরাঙ্গ এই তিন জনে নীলাচলে সর্ব্বদা একত্রে থাকিতেন, একত্রে জগন্নাথ দর্শন করিতে যাইতেন এবং একত্রে আনন্দে বিহ্বল হইয়া সংকীর্ত্তন করিতেন।

(চৈ, ভা, অন্তখণ্ড ৮ম অধ্যায় শেষ)

মন্তব্য—

পূর্ব্বোক্ত দুই পরিচ্ছেদে গৌরাঙ্গ চরিত্র বর্ণনোপলক্ষে প্রসঙ্গক্রমে অবধূত নিত্যানন্দ ও গদাধরের চরিতাংশও বিবৃত হইয়াছে। উহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে উক্ত তিন জনের, বিশেষতঃ গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের মানসিক বিকারাবস্থার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে গৌরাঙ্গ অবধূত নিত্যানন্দকে উপযুক্ত অনুচর সহ স্বকীয় অবতারত্ব ও স্বপ্রবর্ত্তিত ভক্তিপ্রধান ধর্ম্মমত মূর্খ, নীচ, দরিদ্র ও পতিতদিগের মধ্যে প্রচারোদ্দেশে গৌড়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ তদনুসারে গৌড়ে গিয়া কতক গৌরাঙ্গের অনুকরণে, কতক বা স্বপ্রেরণার বশীভূত হইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক প্রচার কার্য্য সাধন করিয়া পুনরায় নীলাচলে (বৃন্দাবন দাস অনেক স্থলে পুরী অর্থে নীলাচল শব্দের অপব্যবহার করিয়াছেন) ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। এদিকে গৌরাঙ্গ নীলাচলে (পুরীতে) থাকিয়া নিত্যানন্দের কার্য্যাবলী সময়ে সময়ে লোক পরম্পরায় যে অবগত হইতেছিলেন না, এমত নহে। যেমন, সে দিন (পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে) সহাধ্যায়ী একজন ব্রাহ্মণের মুখে নিত্যানন্দ স্বকীয় আশ্রম নিয়ম উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অলঙ্কারাদি ধারণ এবং প্রচলিত শিষ্টাচারের বহির্ভূত কার্য্যাদির কথা জানিয়াছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ যখন নিত্যানন্দের কার্য্যে সন্দিহান হইয়া চৈতন্যের নিকট প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন, তখন তিনি তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, 'দেখ, নিত্যানন্দ-সদৃশ মহা অধিকারী ও তেজীয়ান্ ব্যক্তির পক্ষে আশ্রম বিরুদ্ধ আচরণে কোন দোষ হয় না, বরং যে তাঁহার আচরণে দোষ দর্শন করে তাহার অপরাধ হয়।' তিনি ব্রাহ্মণকে এইরূপ বুঝাইয়া বিদায় করিয়াছিলেন। পাঠক! ইহাতেই বুঝিয়া লইবেন নিত্যানন্দের প্রতি গৌরাঙ্গের মনোভাব কিরূপ? ইহার পরে নিত্যানন্দ পুরীতে প্রত্যাগত হইয়া এক পুষ্পোদ্যানে বাসা লইয়া ছিলেন। গৌরাঙ্গ এই সংবাদ শুনিয়া নিত্যানন্দ তাঁহাকে অগ্রে দেখিতে আসার প্রতীক্ষা না করিয়া তিনি নিজেই নিত্যানন্দকে অগ্রেই দেখিবার জন্য তথায় একাকী গিয়াছিলেন।

হার কারণ কি হইতে পারে? নিত্যানন্দ নীলাচলে প্রত্যাগমন করিয়া ত সর্ব্বপ্রথমে গৌরাঙ্গের সহিত সাক্ষাৎ করিবারই কথা; কিন্তু তিনি সেরূপ ব্যবহার করেন নাই তবে কি নিত্যানন্দের চরিত্রে এমন কিছু ভাবান্তর ঘটিয়াছে, যাহাতে তিনি মুনিবৃত্তি পরিহার করিয়া মূল্যবান্ বস্ত্রালঙ্কার পরিধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং হয়ত তাহাই বা তাঁহাকে দেখা করিতে আসিবার পক্ষে বাধা দিয়াছে। এদিকে সগণ নিত্যানন্দ গৌড়ে গিয়া স্বীয় নিদেশানুরূপ কতদূর বা কার্য্যসাধন করিতে পারিয়াছেন ও না পারিয়াছেন, ইত্যাদি বিষয় জানিবার জন্য গৌরাঙ্গ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ও কুতুহলী হইয়া থাকিবেন, সন্দেহ নাই, এবং সেজন্য তিনি অবিলম্বে নিত্যানন্দকে যে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার একাকী যাওয়ার কারণ বোধ হয়। কিন্তু তথায় গিয়া তিনি যাহা দেখিলেন তাহাতে সম্ভবতঃ তাহার মনে অন্য এক অভিনব ভাবের উদয় হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত মনোভাব সকল মনেই তখন তুষ্ণীম্ভাবে রহিয়া গিয়াছিল। তিনি যখন পুষ্পোদ্যানে গিয়া দেখিলেন (যেমন বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন) 'তাঁহার নিত্যানন্দ যোগিজন-সেবিত ধ্যানে নিমগ্ন আছেন, এবং সেজন্য নিত্যানন্দ তাঁহার আগমন লক্ষ্য এবং তাঁহাকে অভ্যর্থনা কিংবা তাঁহার সহিত সম্ভাষণ পর্য্যন্ত, ইহার কিছুই করিলেন না।' এরূপ ব্যবহারের প্রকৃত কারণ কি তাহা গৌরাঙ্গ হৃদয়স্থ করিতে অথবা বুঝিতে না পারিয়া (যাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে) কেবল বিস্মিত হইয়া নিত্যানন্দে অলৌকিক দৈবশক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, ইহাই অবধারণ করিয়া লইলেন। তদনন্তর স্বীয় স্বতঃ প্রেরণা অথবা এই আগন্তুক বাহ্য প্রেরণার প্রভাবে তিনি স্বয়ং তাঁহার হিষ্টিরিয়া রোগের এক বিশেষ আক্রমণের বিষয়ীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কথিত আছে, কখন কখন হিষ্টিরিয়ার আক্রমণে পৈশীক-আক্ষেপ ও মূর্চ্ছা না হইয়াও রোগী বা রোগিণীর এক প্রকার কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়তার ভাব (Confusion) উপস্থিত হইয়া থাকে। * এবং তৎপরে যখন সে যাহা কার্য্য করে এবং কথা বলে তত্তাবৎ প্রলপিতের ন্যায় হইয়া

* "Sometimes a hysteric paroxysm manifests itself by a sudden onset of confusion without a preliminary convulsive period. D. F. K. Dercum.

See—Sajous's Analytic Cyclopedia.

থাকে। † ইহা অনুমেয় যে, আমাদের গৌরাঙ্গের তখন এইরূপ অবস্থাই উপস্থিত হইয়া থাকিবে। তিনি প্রথমে নিত্যানন্দকে তদবস্থ দেখিয়াই অবাক্ হইয়া গেলেন, পরে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। ঐরূপ করিতে করিতে নিত্যানন্দের যাবতীয় পূর্ব্বশ্রুত দোষের কথা, পূর্ব্বে যাহা তাঁহার অসম্বিন্ মানসে নিহিত ছিল, তাহা এক্ষণে উদ্দীপিত না হইয়া বরং তাহার পরিবর্ত্তে অভিনব এক ভাবের উদয় হইল, যাহাতে তিনি নিত্যানন্দেরগৌরববর্দ্ধক ও প্রীতিপ্রদ এক শ্লোক রচনা করিয়া তাহা আবৃত্তি করতঃ তাঁহাকে আরও প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গের ঐরূপ ভাবাবেশের অবস্থায় ব্যক্তিবিশেষের প্রদক্ষিণ ও বহু প্রশংসা করা একটা স্বভাব ছিল, সুতরাং ইহা তাঁহার নূতন কৃত্য নহে। পাঠকের অবশ্য স্মরণ থাকিবে (এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, ২৩শ পরিচ্ছেদ, ৩৮৮পৃঃ) সন্ন্যাস গ্রহণার্থ গৌরাঙ্গ যখন একাকী চুপি চুপি গৃহত্যাগ করিতেছিলেন তখন, শচীমাতাকে অভাবনীয়রূপে দ্বারদেশে অবস্থিত দেখিয়া তিনি সন্ন্যাসার্থ প্রস্থানে তাঁহাকে সহসা বাধা দিতে পারেন, ইহা ভাবিয়া আশঙ্কিত ও বিস্মিত, এই ভাবান্তরগ্রস্ত হইলেন। তখন উপস্থিত ক্ষেত্রে আর কি করেন তাহা স্থির করিতে না পারিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও স্তুতিবাক্যে আশস্ত করিয়াছিলেন। আবার যখন অনেক দিন পরে আচার্য্যের বাটীতে পুনরায় শচী মাতাকে সহসা দেখিয়াছিলেন, তখনও তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই বারম্বার প্রদক্ষিণ ও তাঁহার কাল্পনিক মাহাত্ম্যসূচক স্তব আওড়াইয়াছিলেন। (এই পুস্তকের ২য় খ, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ দেখুন) যাহাহউক নিত্যানন্দ তখনও তাঁহার তথা কথিত ধ্যানে মগ্ন, তথায় তৃতীয় ব্যক্তি কেহ ছিল না গৌরাঙ্গ কিন্তু স্বরচিত শ্লোক পাঠ করিতে করিতে তাঁহাকে বারম্বার ঘুরিতেছিলেন। (শ্লোক ও অনুবাদ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে) নিত্যানন্দ এই সময়ে গৌরাঙ্গের আগমন ও অদ্ভুত আচরণ সবে তখনই জানিতে পারিয়া সসম্ভ্রমে 'হরি' বলিয়া উঠিলেন।

"নিত্যানন্দ স্বরূপ জানিয়া সেই ক্ষণে।
উঠিলেন হরি বলি পরম সম্ভ্রমে॥"

---

† এই গ্রন্থের ২য় খ, ২য় পরিচ্ছেদের মন্তব্য ও ইংরেজী নোট দেখুন।

পাঠক! এখানে প্রশ্ন হইতে পারে নিত্যানন্দ যদি প্রকৃতই ধ্যানস্থ হইয়াছিলেন, তবে তিনি কিরূপে গৌরাঙ্গের ব্যাপার জানিয়া হরি বলিয়া ধ্যান হইতে 'সসম্ভ্রমে' উঠিয়াছিলেন? সকলেই জানেন কেহ ধ্যানমগ্ন থাকিলে তাহার সুষুপ্তির তুল্য অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন বাহ্যজ্ঞান থাকে না। এস্থলে যদি নিত্যানন্দের বাহ্যজ্ঞান সম্যক্ বিলুপ্ত হয় নাই, তবে ঐ সুপ্তের মত অবস্থাকে কিরূপে ধ্যানশব্দে অভিধান করা সঙ্গত হইবে? বাস্তবিক নিত্যানন্দের যে ধ্যানের অবস্থা, তাহা লেখকের মনে আদৌ স্থান পায় নাই। তিনি গৌড়ে গিয়া গৌরাঙ্গের অভিপ্রায় বিরুদ্ধ যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন (অলঙ্কারাদি ধারণ তাহার অন্তর্ভূত) তাহার কি কৈফিয়ৎ দিবেন, এবং হঠাৎ স্বীয় পরিবর্ত্তিত বেশভূষা লইয়া গৌরাঙ্গকে দর্শন করিতে গেলে পাছে গৌরাঙ্গের ক্রোধোদ্রেক হয়, এবং সেরূপ হইলে তিনি পাছে প্রহৃত ও পরিত্যক্ত হন,— এই ভয় ও চিন্তায় অভিভূত হইয়া ঐ পুষ্পোদ্যানের বাসায় বসিয়া সম্ভবতঃ আপনাকে ইচ্ছাহূত হিষ্টিরিয়ার বিষয়ীভূত করিয়া হিষ্টিরিয়ার আক্রমণের শেষে (তৎপ্রভাবে) নিমীলিত নেত্রে নিদ্রিতের ন্যায় স্থিরভাবে বসিয়া কালক্ষেপণ করিতেছিলেন। তখন তাঁহার ভিতরে ভিতরে অবশ্য চৈতন্য ছিল, কিন্তু ইহা অসম্ভব নহে যে, তখন তাঁহার চক্ষুরুন্মীলন বা গাত্রোত্থান করিবার শক্তি ছিল না, অথচ গৌরাঙ্গকৃত প্রদক্ষিণ ও স্বীয় প্রশংসা ও প্রবোধ সূচক শ্লোক পাঠ ব্যাপারটা সমস্তই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার (নিত্যানন্দের তথাকথিত ধ্যান, অন্য কথায় হিষ্টিরিয়াজাত ঐ নিদ্রাবিশেষ (Hysteric Neurolepsy) * (রোগধর্ম্মে যথাসময়ে আপনা আপনি কিংবা গৌরাঙ্গের

---

* Sometimes, too, sleep or stuper may suddenly supervine in a similar manner, a condition termed "hysteric Nourolepsy" such a sleep is variable in duration extending over a fraction of an hour, a number of hours, or it may be over several days. Instead of being profound, it may manifest itself merely as a kind of lethergy.

Dr. F. X. Dercum, Philadelphia.

See Sajous's Analytic cyclopedia of Practical Madicine 7th Edition, Philadelphia, 1216—page 625.

সেই শ্লোকের প্রবোধাত্মক (persuative) বচন শুনিয়া) ভঙ্গ হইলে তখন তদীয় রোগের অবস্থান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। তখন তিনি 'সসম্ভ্রমে' হরি বলিয়া গাত্রোত্থান করিয়াছিলেন, ইহাই সুসম্ভব হইতেছে। পরক্ষণে গৌরাঙ্গের বদন দেখিবামাত্র নিত্যানন্দ আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া সিংহনাদ করিলেন এবং ভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিলেন! বলা বাহুল্য, নিত্যানন্দের এই সময়ে গৌরাঙ্গের মুখ দর্শনে বাহ্যভাব প্রেরণার ফলে, অর্থাৎ কৃষ্ণভাব উদ্দীপিত হওয়ায়, হিষ্টিরিয়ার অপেক্ষাকৃত এক তীব্র আক্রমণের (Major-hysteria) আরম্ভাবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। এদিকে গৌরাঙ্গের পূর্ব্ব হইতেই ত নিত্যানন্দের প্রতি যে বলরাম ভাব মনোরাজ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত ছিল, তাহা ইদানীং তাঁহাকে তথাকথিত ধ্যানস্থ অবস্থায় দেখিয়া উদ্দীপিত হয়, তখন কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বের হিষ্টিরিয়া-বিশেষের অবস্থার জের চলিতেছিল। এক্ষণে তাহার উপরে আবার নিত্যানন্দের সহসা উত্থান, হুঙ্কার ভূমিতে আছাড় খাওয়া দেখিয়া তাঁহার হিষ্টিরিয়ার এক প্রগাঢ় নূতন আক্রমণের প্রারম্ভ উপস্থিত হইয়া পড়িল, বুঝিতে হইবে। এ দৃশ্য অতীব চমৎকার হইয়াছিল। যথা—উভয়ে উভয়কে প্রদক্ষিণ, দণ্ডবৎ নমস্কার, গলা ধরিয়া আলিঙ্গন ও ক্রন্দন, উভয়ে সিংহনাদ পূর্ব্বক ভূমিতে গড়াগড়ি, শেষে শ্লোক পড়িতে পড়িতে উভয়ে উভয়ের গুণ বর্ণনা করিয়াছিলেন। ইহার পরে উভয়ের রোগ ধর্ম্মে অশ্রু, কম্প, মূর্চ্ছাদি অবস্থাও উপস্থিত হইয়াছিল।

পাঠক! উপরে যে গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের যুগপৎ হিষ্টিরিয়ায় প্রাগুক্ত অবস্থার কার্য্যাবলি উল্লেখ করিলাম, তাহার মূলে তিনটী কারণ ক্রীড়া করিয়াছিল মনে করিতে পারা যায়। (১) নিত্যানন্দের প্রতি বলরাম ভাব এই সময়ে উত্তেজিত হওয়ায় গৌরাঙ্গ সেই ভাবাবস্থাতে আত্মবিস্মৃত হইয়া নিত্যানন্দকে অগ্রজ বিবেচনায় যেমন হুঙ্কার প্রদক্ষিণ প্রণাম প্রভৃতির পুনঃ পুনঃ আচরণ করিয়াছেন, নিত্যানন্দও সেইরূপ গৌরাঙ্গের প্রতি যে কৃষ্ণভক্তি পূর্ব্বাবধি পোষণ করিতেন তাহা এক্ষণে পুনরুত্তেজিত হওয়ায় তৎপ্রতি যথোচিত সম্মান ও প্রেম প্রদর্শন করিতে গিয়া গৌরাঙ্গের অনুসরণে হুঙ্কারাদি আচরণেরই অভিনয় করিয়াছিলেন। এরূপ কারণ ভাবগ্রাহী বৈষ্ণব বৃন্দের হৃদ্য হইতে পারে। পরন্তু ইহা কেবল উভয়তঃ ভবোত্তেজনার

বাহ্য,কার্য্য (প্রতিক্রিয়া) না হইতেও পারে। (২) ইহাতে স্ব স্ব নিগূঢ় অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য স্বেচ্ছাপূর্ব্বক লোক বিমোহনার্থ চতুরতায় ক্রীড়া থাকা অসম্ভব নহে। অতএব এরূপ বিকৃতাকারের ইচ্ছা-প্রণোদিত হিষ্টিরিয়া-রোগধর্ম্মেও ঘটিতে পারে, ইহা বুঝিতে পারা যায়। পাঠক! ইহা পূর্ব্বে অনেকবার লক্ষ্য করিয়াছেন, যে মানসিক ভাবোত্তেজনায় আবেগ দৈহিক (বাহ্য) লক্ষণ প্রকাশে পরিব্যয়িত হইয়া থাকে। এস্থলে গৌরাঙ্গের প্রথমে স্বকীয় ভাবপ্রেরণা (auto suggestion or auto-hypnotism), পরে নিত্যানন্দ হইতে প্রাপ্ত ভাব-প্রেরণা (Hetero-Suggestion), পক্ষান্তরে নিত্যানন্দেরও ঐরূপ প্রথমে স্বকীয় ভাব-প্রেরণা এবং পশ্চাৎ গৌরাঙ্গ হইতে প্রেরিত ভাব-গ্রহণ ঘটায় উভয়েরই একবিধ কারণের বশবর্ত্তীতায় হিষ্টিরিয়া আক্রমণের অবস্থা নিচয় ক্রমান্বয়ে অন্যোন্যে সঞ্চারিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। (পরবর্ত্তী অবস্থা ত্রয়ের কথা এস্থলে আরো কিঞ্চিৎ বিশদীকৃত হইতেছে) পাঠক! ইহা অবগত আছেন, হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর যখন আত্ম বা পরকীয় ভাব-প্রেরণা হইতে কোন একটী নিগূঢ় প্রেয় মানসিক ভাবের উত্তেজনা উপস্থিত হয় তখন তাহা হইতে যে আনন্দ উৎপন্ন হয় (যাহা বাহ্যকার্য্যে পরিণত হইবার জন্য স্বল্লাধিক কাল স্থায়ী হইতে পারে) এই সময়ে তাহার ঐ মনোভাব কার্য্যে পরিণত হইতে যথোচিত চেষ্টা স্বতঃই উদিত হইয়া থাকে। এই ব্যাপারকে তাহার অসম্বিন্ মানসের অবশভাবের কার্য্য বলা যায়। কেননা, ইহা চলিতে থাকা কালে উহার উপরে সম্বিন্ মানসের কর্ত্তৃত্ব,—যেমন ইচ্ছা ও সংযম,—নিষ্ক্রিয়ই রহিয়া থাকে। তখন অশ্রুকম্পাদি মূর্চ্ছান্তক হিষ্টিরিয়ার দ্বিতীয়াবস্থা অলক্ষিতে (আপনিই) সমুপস্থিত হয়। এই সময়ে কিন্তু তাহার আন্তরিক চেতনা (সংজ্ঞা) বিদ্যমান থাকিতেও পারে। গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের মধ্যে এইরূপ অবস্থাই ঘটিয়াছিল, উপলব্ধি হয়।

(৩) গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের মধ্যে পরস্পরের প্রতি পূর্ব্বোক্ত একই প্রকার যে প্রদক্ষিণ, নমস্কার, আলিঙ্গন প্রভৃতি আচরণ প্রদর্শিত হইতেছিল, হিষ্টিরিয়া রোগের সংক্রামকতাই তাহার পক্ষে অন্যতম কারণ হইতেও পারে। তবে এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে উভয়ের মধ্যে কে কাহার ঐ রোগ-সংক্রমণের কারণ হইয়াছিল। ইহার সদুত্তর দেওয়ার চেষ্টা না করিয়া বরং এস্থলে

বৃন্দাবন দাস উভয়ের হিষ্টিরিয়ার দ্বিতীয়াবস্থার লক্ষণ যুগপৎ উপস্থিত হইতে দেখিয়া তদ্ ব্যাখ্যা ব্যপদেশে যেরূপ বলিয়াছেন, এস্থলে পাঠকগণের বিদিতার্থ তাহাই যথাযথ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া উচিত বোধ হইতেছে,—

"অশ্রু, কম্প, হাস্য, মূর্চ্ছা, পুলক বৈবর্ণ্য।
কৃষ্ণভক্তি-বিকারের যত আছে মর্ম্ম॥
ইহা বই দুই শ্রীবিগ্রহ আর নাঞি।
সব করে করায়েন চৈতন্য গোসাঞি॥"

ইহা হইতে জানা যায়, ভক্ত বৃন্দাবন দাসের মতে এই সকল কৃষ্ণভক্তির বিকার-লক্ষণ গৌরাঙ্গ নিজের ও নিত্যানন্দ দেহে স্বয়ং প্রকাশ করাইয়াছেন। তিনি গৌরাঙ্গকে দেহধারী অথচ সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর মনে ভাবিয়াই এইরূপ কাল্পনিক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়া থাকিবেন। পরন্তু এই ব্যাপারে তাঁহার তাদৃশ অপসিদ্ধান্তে পাঠকের আস্থা স্থাপন করার তাদৃশ কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। কেননা আয়ুর্ব্বেদ-প্রমাণ সহায়ে এ বিষয়ে গৌরাঙ্গের যে পূর্ণ কর্তৃত্বের অস্তিত্ব ছিল, তাহা অনায়াসেই সমাধান করা যাইতে পারে। পাঠক! একবার অনুধাবন করুন, গৌরাঙ্গই প্রথমে নিত্যানন্দকে স্বকীয় অনুজ্ঞাময় ভাবপ্রেরণা (Suggestion of command) দ্বারা বশীভূত করিয়া গৌড়ে প্রচার কার্য্যের জন্য পাঠাইয়া ছিলেন। নিত্যানন্দও এতদিন সেই প্রেরণার প্রভাবে ভাবাবিষ্ট থাকিয়া উক্তকার্য্য যথাসাধ্য সম্পাদন করিয়া সম্প্রতি নীলাচলে প্রত্যাগত হইয়াছেন। এখনও সম্ভবতঃ তাঁহার সেই ভাবপ্রেরণার প্রভাব এখনও বিদ্যমান ছিল। তদ্ভিন্ন তাঁহার নিজেরও স্বকীয় ভাব প্রেরণার কার্য্য (auto-hypnotism) স্বল্পবিস্তর চলিতে ছিল। ইহার উপরে গৌরাঙ্গের পুনরায় ভাবপ্রেরণা নূতন করিয়া প্রয়োজিত হইয়াছিল, অতএব এইরূপে গৌরাঙ্গ নিজের হিষ্টিরিয়া রোগের স্বভাব নিত্যানন্দে সঞ্চারিত করিয়া ছিলেন, তাহা অবশ্য বুঝিতে পারা যায়। নতুবা ভিন্ন প্রকারের হিষ্টিরিয়া-গ্রস্ত নিত্যানন্দের এ ক্ষেত্রে গৌরাঙ্গের ঠিক তুল্যরূপ আক্রমণ-লক্ষণ প্রকাশিত হওয়ার কোন সম্ভব হয় না। বাস্তবিক বর্ত্তমান ক্ষেত্রে গৌরাঙ্গ হইতেই নিত্যানন্দে তদীয় হিষ্টিরিয়া-স্বভাব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংক্রামিত হইয়াছিল,

ইহা আয়ুর্ব্বেদ প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন। * পাঠক ! গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের এইরূপ অবস্থা কিছু কাল গত হইলে রোগ ধর্ম্মানুসারে উভয়ের হিষ্টিরিয়া আক্রমণের তৃতীয়াবস্থা অর্থাৎ প্রলাপের অবস্থা সমুপস্থিত হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে উভয়ের অসম্বিন্মানসে যে সকল ভাব উদ্দীপিত হইয়া নিরুদ্ধাবস্থায় অবস্থিত থাকিয়া কার্য্য করিতে ছিল, তাহারা এই সময়ে তাঁহাদিগের কৃত স্তব কার্য্যের মধ্য দিয়া ক্রমান্বয়ে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছিল। 'ক্রমান্বয়ে' ইহা বলিবার অভিপ্রায় এই, যে ভাব প্রবলতর তাহা অগ্রে এবং যাহা তত প্রবল নহে তাহা পশ্চাৎ প্রকাশ পাইয়াছিল। উভয়ের কৃত স্তব বিশ্লেষণ করিলে উহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে—

(ক) গৌরাঙ্গের অসম্বিন্মানসে বিকৃত কল্পনাবলে আপনাকে কৃষ্ণ ও নিত্যানন্দকে বলরাম বলিয়া যে ভাব সঞ্জাত হইয়া পুষ্টিলাভ করিয়াছিল তাহা সম্প্রতি ক্রিয়োন্মুখ হইয়া প্রলাপোক্তিতে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপরেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অতি সম্মান ও প্রীতি প্রদর্শন করা উচিত, এই ভাব মনে উদিত হওয়ায় গৌরাঙ্গ করজোড়ে নিত্যানন্দকে প্রদক্ষিণ, নমস্কার, আলিঙ্গন ও মাহাত্ম্যাবলি স্তব দ্বারা প্রকাশ করিয়াছিলেন। অপিচ নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গের স্বীয় অবতারত্ব ও তৎসহ অভ্যাগত ভক্তিপ্রাধান্য ধর্ম্ম নীচ, মূর্খ, পতিত বিশেষতঃ স্বর্ণবণিকদিগের মধ্যে প্রচার করিতে গিয়া যদি কিছু প্রচলিত শিষ্টাচারের এবং নিজের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়াও থাকেন, তাহা হইলেও তিনি পূর্ব্বাবধি তাঁহার নিকট যে বাধ্য ও চিরকৃতজ্ঞ, এইভাব তাঁহার মনে উদিত হওয়া খুব সম্ভব হইয়া থাকিবে। তদনন্তর নিত্যানন্দের অলঙ্কারাদি ধারণের কথা সহাধ্যায়ীর মুখে শুনিয়া অবাধ কিপ্রকারে তাহা সমর্থিত হইতে পারে, এইভাব বা চিন্তা তিনি পোষণ করিতেছিলেন। সম্প্রতি

---

* Sometimes suggestion results in immitation. One hysteric patient may exite simitar symptoms in another or indeed in a group of persons. At first such as immitation may seem involuntary and even suboonscions. Hysteria is, then. in a severe contagions. Dr. F. X. Deroum.

See—Sajous's Analytic cyclopoedia of Practical Medicine. 7th Edition Philadeophia. 1916.

Page 612.

তাহা সম্যক্ অভিব্যক্ত করিতে গিয়া নিত্যানন্দকে মহান্ ধ্যানপর অথবা 'যোগাবতার' দেখিয়া তিনি 'বিধি নিশেষের পার' ইহা মনে করিয়াছিলেন। কাজেই তাঁহার কৃত অলঙ্কারাদি ধারণ তাঁহার স্বেচ্ছাধীন, এবং তাহা ভক্তিরই স্বরূপ ভিন্ন আর কিছু নহে, এই কথা, যুক্তিবহির্ভূত হইলেও গৌরাঙ্গ দৃঢ়তার সহিত উহা ত্রিসত্য করতঃ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শেষে নিত্যানন্দের নিকট স্বীয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে গিয়া ভক্তের কাছে ভগবান্ যে 'নিয়ত বশ্য' এই তত্ত্ব প্রকারান্তরে ব্যক্ত করিয়াছেন। গৌরাঙ্গ বলিয়াছিলেন, কি না 'বেদে কৃষ্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছেন,' কিন্তু সেই কৃষ্ণ হইতেছেন কি না নিত্যানন্দের বিক্রয়ের বস্তু! অভিপ্রায় এই, তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়াও ভক্ত নিত্যানন্দের দ্বারা বিক্রিত বা পরিচালিত হইয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক অযৌক্তিক ও অসঙ্গত কথা গৌরাঙ্গ-কৃত নিত্যানন্দের স্তবে সন্নিবেশিত দেখা যায়। পাঠক! এই প্রলাপে গৌরাঙ্গের যে একাধিক মনোভাব (complex ideas) পরিব্যক্ত দেখা যায়, তাহার কতকাংশ তাঁহার স্বাভাবিক চতুরতা-মূলক, যে চতুরতা স্বীয় ভ্রান্ত ধর্ম্মমত প্রচারোদ্দেশে প্রযুক্ত হইয়াছিল, যাহাতে তিনি নিজে যেরূপ প্রতারিত হইয়াছিলেন, অন্যকেও সেইরূপ প্রতারিত করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে নিত্যানন্দেরও অসুস্থ মনের ঐরূপ নানা ভাবোদ্দীপনার ক্রীড়া চলিতেছিল। তিনি আপনাকে যে বলরামের অবতার মনে করিতেন, তাহা বোধ হয় না; বরং গৌরাঙ্গকে তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য কখন কখন কৃষ্ণ বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু একথা গৌরাঙ্গকে জানিতে দিতেন না। এক্ষেত্রে দেখা যায়, গৌরাঙ্গকে কৃষ্ণ ও আপনাকে তাঁহার ভক্ত বলিয়াই ব্যক্ত করিয়াছেন। গৌরাঙ্গের সহিত এই সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে তাঁহার মনে কয়েকটী ভাবের উদয় ও উদ্দীপনা হওয়ার সম্ভাবনা, ইহা উপলব্ধ হয়। যেহেতু হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত ব্যক্তি সময়ে সময়ে আপনার প্রকৃত অবস্থা অনুভব করিয়া থাকে, সেই হেতু পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছি, নিত্যানন্দকে অন্যে যে যাহা বলুক তিনি কিন্তু নিজেকে একজন গৌরাঙ্গ ভক্ত বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন। আর গৌরাঙ্গ যে প্রকৃত কৃষ্ণাবতার নহেন, তাহা তিনি নিশ্চয়ই জানিতেন। কিন্তু রোগধর্ম্মে ও গৌরাঙ্গ-প্রবর্ত্তিত নূতন ভাব-ধর্ম্ম প্রচারার্থ আপনাকে প্রকৃষ্ট সহায়ক, এই

অভিমানও করিতেন বলিয়া এবং গৌরাঙ্গকে অবতার রূপে প্রতিষ্ঠিত করারও একটা ইপ্সা অনেককাল হইতে তাঁহার মনোরাজ্য অধিকার করিয়া আসিতেছিল। সম্প্রতি গৌরাঙ্গের অনুজ্ঞায় গৌড়ে গিয়া তাঁহার কোন কোন বিষয়ে তাঁহার স্পষ্ট আদেশ না থাকিলেও স্বকীয় ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া কতকগুলি কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহা স্মরণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন পাছে তজ্জন্য তাঁহাকে ক্রোধপ্রবণ গৌরাঙ্গের অপ্রীতিভাজন হইতে হয়। সম্ভবতঃ সেই ভয়েই তিনি গৌরাঙ্গের সহিত সহসা সাক্ষাৎ করিতে সাহস করেন নাই। দৈবাৎ স্বকীয় প্রেরণা (anto-suggestion) দ্বারা সঞ্জাত হিষ্টিরিয়ার বিশেষ-আক্রমণ কালে গৌরাঙ্গের স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আগমন ও তাঁহা হইতে স্বীয় অপকার্য্যের আশাতীত উপেক্ষাও অনুমোদন বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার হিষ্টিরিয়ার নিদ্রা-আবেশ ভাব সহসা ছাড়িয়া গিয়াছিল।

পরক্ষণে গৌরাঙ্গকে সাক্ষাতে উপস্থিত দেখিয়া ও তাঁহাকে আলিঙ্গন ও নমস্কার ছলে গাত্রস্পর্শ (Hypnotic hetro-suggestion) লাভ করিয়া তদ্দ্বারা পুনরায় হিষ্টিরিয়ার এক নূতন প্রকার আক্রমণের বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহাতে গৌরাঙ্গের পীড়ার দৈহিক ও মানসিক লক্ষণ অনেকক্ষণ তাঁহাতে আশ্চর্য্যরূপে অনুক্রামিত হইতে দেখা গিয়াছিল। তন্মধ্যে কেবল তীব্র আক্রমণ হইলে নিত্যানন্দের প্রায়শঃ উলঙ্গ হইয়া পড়ায় যে বিশেষ লক্ষণ ছিল কেবলমাত্র সেই বিশেষত্বটা এস্থলে আদৌ উপস্থিত ছিল না। সে যাহা হউক, এই হিষ্টিরিয়ার আক্রমণের তৃতীয় অর্থাৎ প্রলাপের অবস্থা উপনীত হইলে তখন পূর্ব্বোক্ত অনুকৃতির অন্যান্য লক্ষণসহ স্বকীয় স্বভাব সুলভ চ্যতুরি কিরূপে ক্রীড়া করিয়াছিল, তাহাই এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে। নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ-চরিত্র বিলক্ষণ জানিতেন, তিনি যে কৃষ্ণ অর্থাৎ ঈশ্বর এবং সর্ব্বকর্ত্তৃত্বের আকর ইহা উল্লেখ করিয়া তোষামোদ জনক বাক্য প্রয়োগ করিয়া শরণাগতি ও দাস্যভাব জানাইলে অনায়াসেই তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করা যাইতে পারিত। পূর্ব্বে নিত্যানন্দ যখন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার দণ্ড গাছটী তিন খণ্ড করিয়াছিলেন, গৌরাঙ্গ তাহা শুনিয়া নিশ্চয় ক্রোধ করিতে পারেন এবং হয়ত তিনি এই অপকার্য্যের জন্য নিত্যানন্দকে বিশেষ শাস্তিও দিতে পারিতেন। কিন্তু

নিত্যানন্দ যখন গৌরাঙ্গের প্রশ্নোত্তরে বলিলেন,—গৌরাঙ্গের আবার দণ্ডের কি প্রয়োজন? অতএব তাহা তিনি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন, ইহাতে যদি অপরাধ হইয়া থাকে তবে তাহার জন্য যে দণ্ড বিধানের ইচ্ছা হয় হউক। এস্থলেও গৌরাঙ্গ স্তব দ্বারা সেইরূপ শরণাগতির কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। যথা—প্রথমে নিত্যানন্দকে ভগবান্ ও সর্ব্বনিয়ন্তা উল্লেখ করিয়া তিনি (গৌরাঙ্গ) তাঁহাকে যে প্রদক্ষিণ, নমস্কার ও আলিঙ্গন করিয়াছেন সে কেবল ভক্ত ও দাসের প্রতি তাঁহার (ভগবানের) প্রীতি ও কৃপা প্রদর্শন মাত্র। ইহার পরে অলঙ্কারাদি ধারণ যে গৌরাঙ্গের নিদেশ বহির্ভূত কার্য্য, ইহা করার জন্য অপরাধ অবশ্য হইয়া থাকিবে ইহা বুঝিতে পারিয়া ও তাহা স্মরণ করিয়া সেই সময়ে নিত্যানন্দ বলিয়াছিলেন—'তুমি আপনি যাহা করাও তাহাই আমি করি, তুমিই দণ্ড ধরাইয়া তাহা ছাড়াইয়াছ, আবার মুনিধর্ম্ম ছাড়াইয়া তাড়ু খাড়ু প্রভৃতি ধরাইয়াছ। লোকে কিন্তু আমাকে এজন্য উপহাস করে। যাহা হউক আমি তোমার 'নর্ত্তক', তুমি যেমন ভাবে নাচাও আমি সেইরূপ আনন্দের সহিত নাচি। তোমার অনুগ্রহ বা নিগ্রহ সে তুমিই জান।' পাঠক! নিত্যানন্দের এই নিতান্ত শরণাগতির ভাব পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে নিত্যানন্দ যে কেবল স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গৌরাঙ্গের তোষামোদার্থ ঐরূপ মিথ্যাকথা বলিয়াছিলেন, তাহা নহে, ইহাতে তিনি তাঁহার বর্ত্তমান মনের প্রকৃত ভাবই ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয়। তিনি প্রথমে গৌরাঙ্গের ভক্ত হইয়া তাঁহার সাহচর্য্য ও প্রেরণার অধীনে আসিয়া হিষ্টিরিয়া রোগের বিষয়ীভূত হন। তাঁহাতে পূর্ব্বাবধি হিষ্টিরিয়ার প্রকারভেদ—বাল স্বভাবত্ব বিদ্যমান ছিল, ইদানীং তাহার উপরে গৌরাঙ্গের হিষ্টিরিয়া বিশেষের লক্ষণও যোগদান করিয়াছিল। সে জন্য দেখা যায়, নিত্যানন্দ ক্রমে ক্রমে গৌরাঙ্গের অনুকরণে অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন, শেষে স্বীয় অনন্বিন্ মানসের প্রেরণায় তিনি যে সমস্ত কার্য্য নিজে করিতেছিলেন তাহা তাঁহার কৃত কার্য্য বলিয়া আদৌ মনেই হইত না, যেন ঈশ্বর (অর্থাৎ তাঁহার গৌরাঙ্গই) তাঁহাকে সমস্ত কার্য্য করাইতেছেন, ইহাই তাঁহার প্রতীতি হইত, নিত্যানন্দের স্তবে তাহাই অভিব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত নিত্যানন্দের প্রলাপোক্তি এবং ঐ স্তুতির মধ্যে তাঁহার চাতুরিও যথেষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। [পক্ষান্তরে গৌরাঙ্গ এই সময়ে নিত্যানন্দ কথিত

স্বীয় প্রশংসা বাক্য ও কাল্পনিক হইলে, তদ্দ্বারা উদ্দীপিত ও আনন্দিত হইয়া, অনেক অসংলগ্ন প্রলাপবাক্য দ্বারা নিত্যানন্দকে আশ্বস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, (তাহাতে নৈসর্গিক নিয়মে স্বীয় ভাবোত্তেজনাও আপনা আপনি প্রশমিত হইয়াছিল।) তাঁহার বহু প্রলাপোক্তির মধ্যে নিদর্শন স্বরূপ এস্থলে একটীমাত্র প্রদর্শিত হইল। যথা—

প্রভু বোলে "তোমার যে দেহে অলঙ্কার।
নববিধা ভক্তি বই কিছু নহে আর॥

তদনন্তর উভয়ে কতকক্ষণ এইরূপ প্রলাপ দ্বারা স্ব স্ব একাধিক গুহ্য মনোভাব (Complex of ideas) চতুরতার সহিত প্রকাশ করিয়া শেষে স্থিরভাব ধারণ করিলেন, অর্থাৎ হিষ্টিরিয়া আক্রমণের—চতুর্থাবস্থায় উপনীত হইলেন। এস্থলে বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন,—

'কতক্ষণে দুই প্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।
বসিলেন নিভৃতে পুষ্পের বনে গিয়া॥'

ইহাতে কি নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে না যে, ইতিপূর্ব্বে গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ উভয়েই যাহা কিছু বলিতেছিলেন তৎসমস্তই হিষ্টিরিয়ারই আবেশের অবস্থায়? আবার, উক্ত জীবনী লেখক উভয় প্রভুর কথিত বিস্পষ্ট প্রলাপোক্তির যেরূপ রহস্যভেদ করিয়া অজ্ঞ বৈষ্ণব মণ্ডলীকে বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন তাহা অতীব কৌতুকাবহ। সে রহস্য ভক্ত বৃন্দাবন দাসেরই ভাষায় পাঠকগণকে জানাইতেছি। যথা—

"ঈশ্বরে পরমেশ্বরে হইল কি কথা।
বেদে সে ইহার তত্ত্ব জানেন সর্ব্বথা॥
নিত্যানন্দে চৈতন্যে যখনে দেখা হয়।
প্রায় আর কেহ নাহি থাকে সে সময়॥
কি করেন আনন্দ-বিগ্রহ দুই জনে।
চৈতন্য-ইচ্ছায় কেহ না থাকে তখনে॥
* * * *
আপনারে যেন প্রভু না করেন ব্যক্ত।
এই মত লুকায়েন নিত্যানন্দ তত্ত্ব॥

সুকোমল দুর্ব্বিজ্ঞেয় ঈশ্বর-হৃদয়।
বেদে শাস্ত্রে ব্রহ্মা শিব সব এই কয়॥
না জানি না বুঝি মাত্র সবে গায় গাথা।
লক্ষ্মীরো এই সে বাক্য, অন্তের কি কথা॥

অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, জীবনী লেখক গৌরাঙ্গ এবং নিত্যানন্দের প্রলাপ বাক্যের প্রকৃত তথ্য কিছু মাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়াও তাঁহাদের তথাকথিত অবতারত্ব, নিত্যানন্দের লীলা-প্রসঙ্গে এস্থলে, যাহাতে অলৌকিকভাবে রঞ্জিত হইয়া দৃঢ়ীভূত হয়, স্বীয় বাক্‌চাতুর্য্য সহকারে সেই ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া অজ্ঞ পাঠকদিগের চিত্ত বিমোহিত, অন্য কথায় তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়া গিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, এরূপ করিতে গিয়া নিজেও অবশ্য প্রতারিতও হইয়াছিলেন।

ইহার পরে চৈতন্য ও নিত্যানন্দ সুস্থির হইয়াছিলেন। তৎপরে গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের নিকট বিদায় লইয়া নিজ বাসায় গেলেন, নিত্যানন্দও জগন্নাথ দর্শনে গমন করিলেন। ফলতঃ পাঠক ইহাতে এরূপ মনে করিবেন না যে, উভয় প্রভুর হিষ্টিরিয়ার আক্রমণের চতুর্থ অবস্থা পর্য্যন্ত অপগত হইলে তাঁহাদের মনের ভাবোত্তেজনা একেবারেই প্রশমিত হইয়া গিয়াছিল। কেন না ভাবোত্তেজনার আবেগ একবার আক্রমণ-জনিত বাহ্য কার্য্যে পূর্ণ মাত্রায় পরিব্যয়িত হয় না। কতকাংশ ঐ উত্তেজনার আবেগ অসম্বিন্ মানসে (in unconscious mind) সঞ্চিত রহিয়া যায়, যাবৎ পুনরুত্তেজনার উপযুক্ত কারণ উপস্থিত না হয়। সেজন্য দেখা যায়, গৌরাঙ্গকে বিদায় করিয়া নিত্যানন্দ জগন্নাথ দেখিতে গেলেন, তাঁহাকে দেখিবামাত্র আনন্দে বিহ্বল হইয়া গড়াগড়ি দিতে এবং আছাড় খাইতে লাগিলেন, তাঁহাকে শত জনেও তখন ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। তিনি জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শন দেখিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন, পরে উপস্থিত দর্শকদিগকে কোলে লইয়া তাহাদিগের অঙ্গ চক্ষের জলে সিঞ্চন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, জগন্নাথ দর্শনে তাঁহার ভাবোত্তেজনা উপস্থিত হইয়া হিষ্টিরিয়ার এক আক্রমণ উপস্থিত হইয়াছিল। তৎপরে আবেশে পরম বন্ধু গদাধর পণ্ডিতের বাটী গিয়া তাঁহাকে দেখিবামাত্র তাহার গলা ধরিয়া ক্রন্দন ও তাঁহাকে

নমস্কার করিয়াছিলেন। তিনিও নিত্যানন্দকে দেখিয়া আনন্দে তৎপ্রতি ঐরূপ:আচরণ করিয়াছিলেন, এবং উভয়ে উভয়ের গুণকীর্ত্তণ করিয়াছিলেন। ("অন্যোন্যে দুঁহে করে মহিমা দুঁহার।)" ইহাতে প্রতীত হয়, বহুদিনের পরে উভয় বন্ধুর পরস্পর সন্দর্শনে উভয়ের ভাবোত্তেজনা সহসা প্রবল ভাবে সঞ্জাত হওয়ায় তাঁহারা উভয়েই হিষ্টিরিয়ার এক এক আক্রমণ বিশেষের বশীভূত হইয়াছিলেম। কেন না জানা যায়, তখন তাঁহাদের বাহ্যজ্ঞান ছিল না এবং উহার কতক্ষণ পরে উভয়ের সুস্থির বা বাহ্য ভাব লাভ হইয়াছিল। বৃন্দাবন দাসের উক্তি দ্বারাও তাহা উপলব্ধও হইতেছে। তিনি এইস্থানে বলিয়াছেন—

'তবে দুই-প্রভু স্থির হই একস্থানে।
বসিলেন চৈতন্য মঙ্গল সঙ্কীর্ত্তনে ॥
তবে গদাধর দেব নিত্যানন্দ প্রতি।
নিমন্ত্রণ করিলেন "আজ ভিক্ষা ইথি" ॥

তদনন্তর, নিত্যানন্দ গৌড় হইতে যে সূক্ষ্ম ও সুগন্ধ চাউল ও একখণ্ড রঞ্জিন বস্ত্র আনিয়াছিলেম তাহা গদাধরকে দিলেন। অপিচ তণ্ডুল রান্ধিয়া গোপীনাথ বিগ্রহকে নিবেদন করিয়া দিয়া সেই প্রসাদ পাওয়ার কথা বলিলেন। গদাধর তণ্ডুল দেখিয়া তাহার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া পরে তাহা রন্ধন এবং তেঁতুলের কোমল পত্র লুন জলে বাটিয়া ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া গোপীনাথকে ভোগ দিলেন। এই সময়ে গৌরাঙ্গ তথায় অনাহুত আসিয়া তিন জনে প্রসাদ পাইলেন। এই অনাহুত আসার কারণ, বোধ হয়, নিত্যানন্দকে অনেক দিনের পরে দেখিতে পাইবেন এই ভাবাবেগ মনে উপস্থিত হইলে গৌরাঙ্গ আর স্থির থাকিতে পারেন নাই, তাই খুঁজিয়া গদাধরের বাটীতে সহসা আসিয়াছিলেন। এবং তাঁহার স্বভাবতঃ ভোজন লোলুপতা এবং নিত্যানন্দের সহিত পুনঃ সম্মিলন ও ঘনিষ্ঠতা বৰ্দ্ধনেচ্ছা বশতঃ কৌশলে যাচিয়া তথায় নিজের নিমন্ত্রণ পাকাইয়া লইলেন। তিন জনে একত্রে ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইলে গৌরাঙ্গ প্রথমে অন্নের গন্ধের অতি প্রশংসা করিলেন, এমন কি, ঐ গন্ধে নিশ্চয় কৃষ্ণভক্তি হয় বলিলেন। পরে গদাধরের পাক, বিশেষ করিয়া শাক ও তেঁতুলের ব্যঞ্জনের, বহু-প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঐ সঙ্গে গদাধরকে বলিলেন,—

বুঝিলাম বৈকুণ্ঠে রন্ধন কর তুমি।
তবে আর আপনারে লুকাও বা কেনি' ॥

এইরূপে গৌরাঙ্গ আহার করিতে করিতে হাস্য পরিহাস ছলে নিজের অসম্বিন্ মানসের ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। পাঠক! গৌরাঙ্গ ইতিপূর্ব্বে গদাধরকে লক্ষ্মী বলিয়া কল্পনাও করিতেন, এস্থলে বৈকুণ্ঠের পাচক বলিয়া সেই মনোভাবই হাসিতে হাসিতে ব্যক্ত করিলেন. এবং গদাধরকে আত্মগোপন কেন করিতেছ? ইহাও বলিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত কথা পরিহাস বলিয়া গণ্য হইলেও হইতে পারে, কিন্তু বাস্তব পক্ষে তাহা নহে, উহা গৌরাঙ্গের প্রলাপ বাক্য; কেন না বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর রাঁধুনি ব্রাহ্মণ থাকার ত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, তবে যদি তিনি মনুষ্যের মত আহারই করিতেন, ইহা হয়, তাহা হইলে লক্ষ্মী দেবী কর্ত্তৃকই অবশ্য তাঁহার অন্ন রন্ধিত হওয়া সম্ভব হইত, তেমন স্থলে বিকৃত মনা গৌরাঙ্গ স্বীয় কল্পনা বলে সেই লক্ষ্মীকেই গদাধররূপে মনে মনে অবধারণ করিয়া লইয়াছিলেন, এবং যেন তাঁহাকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করিয়া সম্প্রতি নিত্যানন্দ ও গদাধরের মনে তাহা প্রত্যয় করাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বস্তুগত্যা সমস্ত ব্যাপারটাই বিকৃত মনের বিচিত্র কল্পনা-সংসৃজন!

দশম পরিচ্ছেদ

[রথযাত্রা দর্শনার্থ অদ্বৈতাচার্য্য প্রমুখ বহু আত্মীয়, পারিষদ ও ভক্তগণের নীলাচলে; আগমণ। যে সকল 'দ্রব্যে' গৌরাঙ্গের পূর্ব্বে প্রীতি ছিল, তাহা সঙ্গে লইয়া সমস্ত পথে উহাদের কীর্ত্তন করিয়া চলা। কমলাপুরে আসিলে জগন্নাথের মন্দিরের যুড়া দেখিয়া সকলের ক্রন্দনসহ দণ্ডবত করা। তথায় ভক্ত গোষ্টীর পৌছন সংবাদে গৌরাঙ্গ কর্ত্তৃক অদ্বৈতাচার্য্যকে মহাপ্রসাদ ও মালা প্রেরণ। স্বদলের বৈষ্ণবগণ লইয়া গৌরাঙ্গের আগাইয়া লইতে যাওয়া, আঠার নালায় উভয় দলের পরস্পর মিলন, আনন্দ প্রকাশ, গৌরাঙ্গ অদ্বৈতাচার্য্যকে এবং আচার্য্য গৌরাঙ্গকে পুনঃ পুনঃ দণ্ডবত করা; ঐরূপ উভয় দলের বৈষ্ণবগণের মধ্যে পরস্পর দণ্ডবত, ক্রন্দন, উচ্ছ্বাস ইত্যাদি হওয়া। জগন্নাথ মন্দির হইতে মালা চন্দন প্রসাদ আসিলে গৌরাঙ্গ কর্ত্তৃক অগ্রে অদ্বৈতকে পশ্চাৎ অন্যান্যকে বিতরণ। গৌরাঙ্গের চরণ ধরিয়া সকলের বর প্রার্থনা, তৎপরে সকলে মিলিয়া জগন্নাথ, বলরাম ও গৌরাঙ্গর উৎসব উপলক্ষে নরেন্দ্র সরোবর গিয়া জলকেলি। অনেকে গৌরাঙ্গের বেদান্ত ছাড়িয়া নৃত্য কীর্ত্তনে 'হুড়াহুড়ি' করার জন্য নিন্দা, আবার কাহা কাহা কর্ত্তৃক তাঁহাকে বড় ভক্ত ও জ্ঞানী মনে করিয়াও প্রসংশা। ইহার পরে গৌরাঙ্গ এক ভাঁড়ে তুলসী বপন করিয়া তাহা সর্ব্বদা দেখিতেন, পথে বাহির হইলে একজন ঐ ভাড় সহে তুলসী বৃক্ষ অগ্রে অগ্রে লইয়া যাইত। অদ্বৈতের সহিত শ্বেতদ্বীপী বৈষ্ণবদিগের বিষয় কথোপকথন. ইত্যাদি।]

গৌরাঙ্গের আদেশ ছিল প্রতি বৎসর ভক্তগোষ্ঠী রথযাত্রা দেখিতে নীলাচলে আসিবেন। তদনুসারে অদ্বৈতাচার্য্য প্রমুখ ভক্তগণ ইদানীং নীলাচলে যাইতে উদ্যোগী হইলেন। ঠাকুর শ্রীনিবাস পণ্ডিত (যাঁহার বাটীতে চৈতন্যের কৃষ্ণানন্দ বিলাস হইয়াছিল) (২) চন্দ্রশেখর আচার্য্য (যাহার গৃহে গৌরাঙ্গ দেবীভাবে নৃত্য করিয়াছিলেন) (৩) গঙ্গাদাস পণ্ডিত (যাঁহার স্মরণে কর্ম্মবন্ধ নাশ হয়) (৪) পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি (যাঁহারে স্মরণ করিয়া গৌরাঙ্গ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়াছিলেন) (৫) বক্রেশ্বর পণ্ডিত (যিনি গৌরাঙ্গের কীর্ত্তনীয়া রূপে নর্ত্তন করিতেন, (৬) প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী (যাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ নৃসিংহ কথা কহেন) (৭) ঠাকুর হরিদাস, (৮) ছোট হরিদাস (যাহার সিন্ধুকূলে বাস) (৯) বাসুদেব দত্ত (যাঁহার স্থানে কৃষ্ণ স্বয়ং বিক্রীত হন) (১০) মুকুন্দ দত্ত (যিনি কৃষ্ণের গায়ন) (১১) আপ্তগণসহ শিবানন্দ প্রভৃতি

ভক্তগণ। (১২) গোবিন্দানন্দ (যাঁহার স্মরণে দশ দিগ নির্ম্মল হয়) (১৩) গোবিন্দ দত্ত (যিনি মূল হইয়া গৌরাঙ্গের সঙ্গে কীর্ত্তন করিতেন) (১৪) আঁখরিয়া বিজয় দাস (যাঁহারে গৌরাঙ্গ 'রত্নবাহু' দেখাইয়াছিলেন) (১৫) সদাশিব পণ্ডিত (যাঁর ঘরে পূর্ব্বে নিত্যানন্দ বাস করিতেন (১৬) পুরুষোত্তম সঞ্জয় (যিনি গৌরাঙ্গের পূর্ব্ব অধ্যয়নের মুখ্য শিষ্য) (১৭) শ্রীমান্ পণ্ডিত (যিনি গৌরাঙ্গের নৃত্যে সাবধানে 'দেউটী' ধরিতেন) (১৮) নন্দন আচার্য্য (যাহার গৃহে নিত্যানন্দ প্রথমে আসিয়াছিলেন) (১৯) শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী (গৌরচন্দ্র যাঁহার অন্ন মাগিয়া খাইয়াছিলেন) (২০) অকিঞ্চন শ্রীধর (গৌরাঙ্গ যাঁহার জল (বাহির কলসীর) পান করিয়াছিলেন)। (২১) লেখক ভগবান্ পণ্ডিত (যাঁহার দেহে কৃষ্ণের অধিষ্ঠান হইয়াছিল) (২২।২৩) গোপীনাথ ও শ্রীগর্ভ দুই ভাই (যাঁহারা 'নিশ্চিত' 'কৃষ্ণ বিগ্রহ'ই) (২৪) বনমালী পণ্ডিত (যিনি সুবর্ণের হলমুষল দেখিয়াছিলেন) (২৫।২৬) জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্য ভাগবত (যাঁহারা কৃষ্ণরসে মত্ত হইয়া চলিতেছিলেন এবং যাঁহাদের বাটী হইতে গৌরচন্দ্র শৈশবে হরিবাসরে নৈবেদ্য আনিয়া ভক্ষণ করিয়াছিলেন) (২৭) বুদ্ধিমন্ত খান (যিনি আজন্ম চৈতন্যের আজ্ঞাকারী) (২৮) পুরন্দর আচার্য্য (যাহাকে গৌরাঙ্গ 'বাপ' বলিয়া সম্বোধন করেন) (২৯) রাঘব পণ্ডিত (গৌরাঙ্গ যাঁহার ঘরে লুকাইয়া ছিলেন) (৩০) ভবরোগবৈদ্য মুরারী (যাঁহার দেহে গৌরাঙ্গ গোপনে বাস করেন)। (৩১) গরুড় পণ্ডিত (নাম বলে যাঁহার উপরে সর্পবিষ কার্য্য করে নাই) (৩২) গোপীনাথ সিংহ (যাঁহাকে গৌরাঙ্গ অক্রূর বলেন) (৩৩) শ্রীরাম পণ্ডিত (যিনি গৌরাঙ্গের প্রিয়পাত্র) (৩৪) নারায়ণ পণ্ডিত (যিনি শ্রীবাসের সঙ্গে চলিয়াছিলেন) (৩৫) দামোদর পণ্ডিত (যিনি আই দর্শন জন্য নদীয়ায় আসিয়া পুনরায় সত্বরে প্রত্যাগমন করিতেছেন)। এতদ্ভিন্ন আরও অজ্ঞাতনামা অনেক ভক্ত সঙ্গে লইয়া অদ্বৈতাচার্য্য (যিনি আইর নিকট ভক্তিপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিয়া) যাত্রা করিয়াছিলেন। যে যে দ্রব্য খাইতে গৌরাঙ্গ পূর্ব্বে ভাল বাসিতেন তিনি তাহা তাঁহার ভিক্ষার জন্য সঙ্গে লইয়াছিলেন এবং সঙ্গিগণ সহ সমস্ত পথ সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতেও চলিয়াছিলেন। যে যে স্থানে তাঁহারা বাসা লইতেন ভক্তগণের হরিধ্বনি শুনিয়া নিকটস্থ লোকেরা তাঁহাদিগকে দেখিতে আসিত। এইরূপে

অদ্বৈত প্রমুখ ভক্তগণ কমলাপুরে আসিয়া পৌছিলেন, তখন তথা হইতে জগন্নাথ মন্দিরের ধ্বজা ('ধ্বজপ্রসাদ') দেখিয়া সকলে কান্দিয়া দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন। গৌরাঙ্গ উক্ত ভক্ত গোষ্ঠীর আগমন সংবাদ জানিয়া "আগুবাড়িয়া লইবার চিত্ত করিয়াছিলেন। তিনি অদ্বৈতের প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়া অগ্রে মহাপ্রসাদ (বা মালা প্রসাদ) পাঠাইয়া দিলেন। জীবনীলেখক এই স্থানে বলিয়াছেন, অদ্বৈতের প্রতি গৌরাঙ্গের এত অদ্ভুত প্রীতি, যাহার অন্ত নাই। তিনি (গৌরাঙ্গ) এক্ষণে বার বার ইহা বলিতে লাগিলনে, যথা—

"শয়নে আছিলুঁ ক্ষীর সাগর ভিতরে।
নিদ্রাভঙ্গে হৈল মোর নাঢ়ার হুঙ্কারে॥
অদ্বৈতের নিমিত্ত মোর এই অবতার।"

ইহা শুনিয়া যাবতীয় প্রধান 'মহান্ত' সকল অদ্বৈতাচার্য্যের প্রতি একান্ত ভক্তি করিলেন। গৌরাঙ্গ 'আইলা অদ্বৈত' শুনিয়া প্রিয় গোষ্ঠীর সহিত তজ্জন্য প্রত্যুদ্গমন করিলেন। নিত্যানন্দ, গদাধর ও পুরী গোসাঞি (মাধব পুরী) তাঁহার সহিত আনন্দে চলিলেন, 'কাহারো বাহ্য নাঞি'। সার্ব্বভৌম, জগদানন্দ, কাশীমিশ্র, দামোদর, স্বরূপ, শঙ্কর পণ্ডিত, কাশীশ্বর পণ্ডিত, ভগবান আচার্য্য, প্রদ্যুম্ন মিশ্র (যিনি প্রেমভক্তির প্রধান), পরমানন্দ পাত্র, রায় রামানন্দ, গোবিন্দ (চৈতন্যের দ্বারপাল), ব্রহ্মানন্দভারতী, শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ বৈদ্য, শিবানন্দ নারায়ণ, অচ্যুতানন্দ (অদ্বৈতের জ্যেষ্ঠ পুত্র) বাণী নাথ, শ্রীশিখি মাহাতি এবং অজ্ঞাতনাম-ভক্তবৃন্দ গৌরাঙ্গের সঙ্গে আনন্দে গমন করিয়াছিলেন। ইহাদের কাহারও বাহ্যদৃষ্টি বা বাহ্যজ্ঞান ছিল না। আঠার নালাতে ইহাদের সহিত অদ্বৈতাচার্য্য সকল বৈষ্ণবকে লইয়া একত্র মিলিত হইলেন, এদিকে গৌরাঙ্গও আগুয়ান হইয়া নরেন্দ্র সরোবরের নিকট উপস্থিত হইলে উভয় গোষ্ঠী পরস্পর দেখাদেখি হইল। দূর হইতে দুই বৈষ্ণব দল পরস্পরের প্রতি দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল। গৌরচন্দ্র দূর হইতে অদ্বৈতকে দেখিয়া অশ্রুমুখে দণ্ডপাত করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতও নিজ ইষ্টদেব ('প্রাণনাথ') গৌরাঙ্গকে দূর হইতে দেখিয়া পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই স্থানে বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন,—

'অশ্রু, কম্প, স্বেদ, মূর্চ্ছা, পুলক, হুঙ্কার।
দণ্ডবত বই কিছু নাহি দেখি আর॥
দুই গোষ্ঠী দণ্ডপাত কেবা কারে করে।
সভেই চৈতন্যরসে বিহ্বল অন্তরে॥
কিবা ছোট, কিবা বড়, জ্ঞানী বা অজ্ঞানী।
দণ্ডবত করি সভে করে হরিধ্বনি॥
ঈশ্বরো করেন ভক্তসঙ্গে দণ্ডবত।
অদ্বৈতাদি-প্রভুও করেন সেইমত॥'

এই মত দণ্ডবৎ করিতে করিতে দুই দল একত্রে ভালমতে মিলিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে গৌরাঙ্গ অদ্বৈতকে দেখিয়া কোলে করিয়া স্বীয় প্রেমানন্দ জল তাঁহার অঙ্গে সিঞ্চন করিলেন। অদ্বৈতও আনন্দে পূর্ণিত হইয়া শ্লোক পড়িয়া গৌরাঙ্গকে নমস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাকে পূজা করিবার জন্য যাহা যাহা সাজ করিয়াছিলেন তৎসমস্ত ভুলিয়া গিয়া অদ্বৈত সিংহ আনন্দে হুঙ্কার করিতে লাগিলেন, আর,—"আনিলুঁ আনিলুঁ" বলি ডাকে বার বার॥" তৎপরে এরূপ উচ্চ হরিধ্বনি হইয়াছিল যে, ঐ স্থানে বৈষ্ণব ছাড়া আরও কত অজ্ঞ লোক জড় হইয়া গেল, তাহারাও 'হরি' বলিয়া ক্রন্দন করিল। সকল ভক্তগোষ্ঠী পরস্পর গলা ধরাধরি করিয়া আনন্দে ক্রন্দন করিতে ও 'হরি হরি বলিতে লাগিলেন। সকলে অদ্বৈতকে নমস্কার করিলেন, 'যাঁহার নিমিত্ত শ্রীচৈতন্য অবতার'। তখন দুই গোষ্ঠী 'মহা উচ্চ ধ্বনি' হরি সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিল। 'কোথা কে নাচে কোন্ দিগে কেবা গায়'। 'কেবা কোন্ দিগে পড়ি গড়াগড়ি যায়॥' গৌরাঙ্গকে দেখিয়া সকলে 'আনন্দে বিহ্বল' হইল, তিনিও সকলের মাঝে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

এদিকে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতে কোলাকুলি করিয়া 'দুই মত্ত সিংহ' আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গ প্রত্যেক বৈষ্ণবকে প্রীতিমনে আলিঙ্গন করিলেন। তিনি ভক্তের নাথ, ভক্তাধীন, ভক্তের প্রাণ, সেজন্য ভক্তের গলা ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে জগন্নাথের মন্দির হইতে বহুসংখ্যক মালা ও চন্দন আসিয়া উপস্থিত হইল। গৌরাঙ্গ সর্ব্বাগ্রে অদ্বৈতের গলায় মালা দিয়া পরে আর আর সকল বৈষ্ণবের গলায় স্বহস্তে মালা দিলেন এবং

চন্দনও ঐরূপ লেপন করিয়া দিলেন। বৈষ্ণবগণ প্রভুর কৃপা দেখিয়া বাহু তুলিয়া উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অপিচ, সকলে তাঁহার চরণ ধরিয়া এরূপ বর প্রার্থনা করিলেন যেন তাহারা জন্মে জন্মে তাঁহাকে না ভুলেন এবং মনুষ্য, পশু বা পক্ষী হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার চরণ যেন সর্ব্বদা দর্শন করেন। বৈষ্ণব গৃহিণীগণ দূরে থাকিয়া গৌরাঙ্গকে দেখিয়া অজস্র ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরে আঠার নালা হইতে গৌরাঙ্গের সহিত সকলে সঙ্কীর্ত্তন নৃত্যগীত বাদ্য করিতে করিতে দশদণ্ডে নরেন্দ্র পুষ্করিণীর কূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

হেনকালে রামকৃষ্ণ শ্রীযাত্রা গোবিন্দ।
জলকেলি করিবারে আইলা নরেন্দ্র॥

অর্থাৎ জগন্নাথ, বলরাম এবং গোবিন্দ বিগ্রহের জলকেলি যাত্রা উপলক্ষে নরেন্দ্র সরোবরে আগমন হইয়াছিল। তখন হরিধ্বনি, নৃত্যগীত এবং মৃদঙ্গ, কাহাল, শঙ্খ, ভেরী, জয়ঢাক বাদ্য এবং বহু পতাকা ও চামর চতুর্দ্দিকে সুন্দর শোভা দায়ক হইয়াছিল। ইহাতে 'মহা জয় জয় শব্দ' 'মহা হরিধ্বনি ভিন্ন আর কিছু শুনা যায় নাই। রামকৃষ্ণ ও গোবিন্দ প্রোক্তরূপে শোভায় পরিবেষ্টিত হইয়া নরেন্দ্র জলাশয়ে উপস্থিত হইলেন। জগন্নাথ গোষ্ঠী এবং চৈতন্য গোষ্ঠী এই উভয় গোষ্ঠীর একত্রে সঙ্কীর্ত্তনে মিলিত হওয়ায় খুব আনন্দ হইয়াছিল। চতুর্দ্দিকে লোকের আনন্দের অন্ত ছিল না। এক্ষণে বিগ্রহ রামকৃষ্ণ ও গোবিন্দ নৌকায় উঠিলেন, চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ চামর ঢুলাইতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গ ইহা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় ভক্তগণ সহ নরেন্দ্রের জলে আনন্দে ঝাঁপ দিয়া জল ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে যমুনায় শিশুগণ হাত ধরাধরি করিয়া 'মণ্ডলী হইয়া' যেরূপ জলকেলি করিত গৌরাঙ্গ তাহারই অনুকরণে এই জলক্রীড়া প্রথমে আরম্ভ করিলেন। গৌড় দেশে ইহা 'কয়া' নামে আখ্যাত। সেজন্য বোধ হয়, গৌরাঙ্গ বৈষ্ণব-মণ্ডলী লইয়া 'কয়া কয়া' বলিয়া জলে করতালি দিয়া 'বাদ্য' বাজাইলেন। সকলের গোকুলের শিশুভাব উদয় হইল, গৌরাঙ্গও গোকুলেন্দ্রের ভাবে ভাবিত হইলেন।—

'গোকুলের শিশুভাব হইল সভার।
প্রভুও হইলা গোকুলেন্দ্র-অবতার॥'

এক্ষণে কাহারো বাহ্য ছিল না, সকলেই আনন্দে বিহ্বল, তাহারা নির্ভয়ে গৌরাঙ্গের দেহে জল দিতে লাগিল। অদ্বৈত ও চৈতন্য মহা কুতূহলী হইয়া উভয়ের প্রতি জল ফেলাফেলি করিতে লাগিলেন। কখন অদ্বৈত হারেন, কখন গৌরচন্দ্র হারেন। 'শেষে'—

"নিত্যানন্দ গদাধর শ্রীপুরীগোসাঞি।
তিন প্রভু জলযুদ্ধ, কারো হারি নাঞি॥
দত্ত গুপ্তে জলযুদ্ধ লাগে বার বার।
পরম আনন্দে দুঁহে করেন হুঙ্কার॥

ও দিকে,

দুই সখা—বিদ্যানিধি স্বরূপদামোদর।
হাসিয়া আনন্দে জল দেন পরস্পর॥

এইরূপ শ্রীবাস প্রভৃতি আর আর ভক্তগণ পরস্পর জল খেলা করিতে লাগিলেন। চৈতন্য আনন্দে বিহ্বল হইলেন। রামকৃষ্ণ ও গোবিন্দের নৌকায় অবস্থান কালে লক্ষ লক্ষ লোক চতুর্দ্দিকে আনন্দে বেড়াইতে লাগিল। (বস্তুতঃ, বহুপূর্ব্ব হইতে এই জলক্রীড়া চন্দনযাত্রা নামে প্রখ্যাত এবং উৎসব রূপে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, এদিকে বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন,) সেই জলে সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী প্রভৃতি এবং যাঁহারা বহু ভাগ্যবান্ ও ভক্তিমান্ তাঁহারাও আনন্দে জলক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং চৈতন্যের গোষ্ঠীকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে বড় বড় নামধারী সন্ন্যাসী সকল চৈতন্যকে দেখিতেও ভাগ্য করে নাই তাহারা সম্প্রতি এইরূপ বলিয়াছিল'—

আরো বোলে "চৈতন্য বেদান্ত পাঠ ছাড়ি।
কি কার্য্য বা করেন কীর্ত্তন-হুড়াহুড়ি॥
সর্ব্বদাই প্রাণায়াম—এই সে যতি ধর্ম্ম।
নাচিব কান্দিব—একি সন্ন্যাসীর কর্ম্ম॥

কিন্তু 'উত্তম ন্যাসিগণ' সেই কৃষ্ণচৈতন্যকে 'মহাজন', কেহ জ্ঞানী, কেহ বা 'বড় ভক্ত' বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন অথচ তাহারা তাঁহার প্রকৃত তত্ত্ব জানিত না (প্রশংসেন সভে, কেহ না জানেন তত্ত্ব)। এইরূপে গৌরাঙ্গ জলক্রীড়া ব্যাপার সমাধা করিয়া সকলকে সঙ্গে লইয়া জগন্নাথ দেখিতে

চলিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া গৌরাঙ্গ ও ভক্তগণ সকলেই আনন্দে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, গৌরাঙ্গ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, তাঁহার সকল অঙ্গ আনন্দ ধারায় 'তিতিল।'

অদ্বৈতাদি ভক্ত গোষ্ঠী তাঁহাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন অথচ আনন্দ সিন্ধু মধ্যে ভাসিতে লাগিলেন। তদনন্তর বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন, দুই দিকে দুই সচল ও নিশ্চল জগন্নাথ দেখিয়া ভক্তগোষ্ঠী নমস্কার করিতে লাগিল। কাশীমিশ্র এমন সময়ে জগন্নাথের গলার মালা সকলের গলায় পরাইয়া দিল। গৌরাঙ্গ 'মহাভয় ভক্তি' করিয়া ঐ মালা লইলেন। অন্যে না জানিতে পারে কিন্তু গৌরাঙ্গ বৈষ্ণব, তুলসী, গঙ্গা ও প্রসাদের ভক্তি জানিতেন,—

('বৈষ্ণব তুলসী গঙ্গা প্রসাদের ভক্তি।
তিঁহো সে জানেন, অন্যে না ধরে সে শক্তি॥')

এস্থলে বৈষ্ণবের প্রতি ভক্তির কথা সাক্ষাতেই ত জানা হইল, গৃহস্থ-বৈষ্ণবকেও সকলে দণ্ডবৎ করে, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে পিতা পুত্রকে নমস্কার করেন, সন্ন্যাসী সন্ন্যাসীতে পরস্পর নমস্কার বিহিতই আছে, শিক্ষা গুরু যে শ্রীকৃষ্ণ (এস্থলে গৌরাঙ্গ) তিনিও স্বয়ং বৈষ্ণবকে নমস্কার করেন, ইত্যাদি কথিত হইয়াছে।

অতঃপর, তুলসী লইয়া গৌরাঙ্গের 'লীলা' প্রসঙ্গ বিবৃত হইতেছে।—একটী ক্ষুদ্র ভাঁড়ে মৃত্তিকা দিয়া তাহাতে তুলসী আরোপণ করিয়া গৌরাঙ্গ সর্ব্বদা দেখিতে লাগিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—

'প্রভু বোলে "মুঞি তুলসীরে না দেখিলে।
ভাল নাহি বাসো যেন মৎস্য বিনে জলে॥"

যখন তিনি নাম সংখ্যা শেষ করিয়া পথে চলিতেন তখন একজন অগ্রে অগ্রে ঐ তুলসী লইয়া যাইত। উহা দেখিয়া 'আনন্দ ধারা' (নয়নের জল) তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া পড়িত। যেখানে তিনি সংখ্যা নাম করিতে বসিতেন তাহার পার্শ্বে ঐ তুলসী রাখিতেন, নাম লইতে লইতে উহাকে দেখিতেন, নামসংখ্যা পূর্ণ করিয়া পুনরায় তুলসীকে অগ্রে করিয়া দেখিতে দেখিতে চলিতেন। এইরূপ তুলসী-লীলা বর্ণনা করিয়া বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন,—'এ ভক্তি-যোগের তত্ত্ব কে বুঝিবে আন।' ইহার পরে গৌরাঙ্গ জগন্নাথকে দর্শন ও নমস্কার

করিয়া স্বগোষ্ঠীসহ বাসায় গিয়াছিলেন এবং সকলকে পুত্রসম স্নেহ করিয়া নিকটে রাখিয়াছিলেন।

চৈতন্যের কৃপায় শ্বেতদ্বীপবাসী বৈষ্ণবগণকে সকলে দেখিল। গৌরাঙ্গ অদ্বৈতাচার্য্যকে বার বার বলিয়াছিলেন,—

"এ সব বৈষ্ণব দেবতারো দৃশ্য নহে।"

তখন অদ্বৈত ক্রন্দন করিয়া বলিলেন,—

"বৈষ্ণব দেখিল প্রভু! তোমার কারণে ॥"

এ সব বৈষ্ণব-অবতারে অবতারি।

প্রভু অবতরে ইহা সভা' অগ্রে করি ॥

যেরূপ প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, সঙ্কর্ষণ, যেরূপ লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন, প্রভু সঙ্গে অবতরণ করেন সেইরূপ বৈষ্ণবরাও প্রভুর আজ্ঞায় অবতরণ করিয়া থাকেন, অতএব বৈষ্ণবের জন্ম মৃত্যু নাই, সঙ্গে আইসেন এবং সঙ্গে যায়েন। বৈষ্ণবের কর্ম্মবন্ধ-জন্ম কখনো হয় না, পদ্মপুরাণে এই রূপই উক্ত হইয়াছে। পাদ্মোত্তর— ২৫৭।৫৮ ৫৮। এইরূপ ভক্তগণ ঈশ্বরের (গৌরাঙ্গের) সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ প্রেমপূর্ণ হইয়া রহিলেন।

চৈতন্য ভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ৯ম পরিচ্ছেদ।

মন্তব্য—

আমরা নিত্যানন্দ সংসৃষ্ট গৌরাঙ্গচরিত গত পরিচ্ছেদে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি, এস্থান তাহার পুনরুল্লেখ না করিয়া কেবল তাঁহার 'তুলসী লীলা,' ও তৎসহ তিনি স্বয়ং ভক্ত হইয়া বৈষ্ণব-ভক্তির যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন. কেবল তাহার আলোচনা এই পরিচ্ছেদের মন্তব্যে যথাক্রমে প্রকাশ করিতেছি।

সকলে অবগত আছেন, আমাদের নানা পুরাণ ও তন্ত্রে তুলসীর উৎপত্তি ও মাহাত্ম্যাদি বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে বৈষ্ণবকুলের পরম আদৃত ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণে তুলসী বিষয়ক যে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় যাহার অনুবাদ সুবিখ্যাত

বিশ্বকোষকার প্রকাশ করিয়াছেন, অসংস্কৃতজ্ঞ সাধারণ পাঠকদিগের অবগতির জন্য তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

"তুলসী নামে এক গোপিকা গোলোকে কৃষ্ণপ্রিয়া রাধিকার সহচরী ছিলেন। একদা রাধিকা ইহাকে কৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিতে দেখিয়া শাপ দেন যে, তুমি মানবী যোনি প্রাপ্ত হও। তুলসী এই শাপ শুনিয়া দুঃখিতচিত্তে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হন। কৃষ্ণ তাহাকে কহিলেন,—তুমি মনুষ্য যোনি গ্রহণ করিয়া তপস্যা দ্বারা আমার অংশ লাভ করিবে। এই শাপে ইনি ধর্ম্মধ্বজ রাজার ঔরসে ও তাঁহার পত্নী মাধবীর গর্ভে কার্ত্তিক পূর্ণিমার দিন জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে তাহার তুলনা দিতে অক্ষম হইয়াছিল, এইজন্য তাঁহার নাম তুলসী। পরে তুলসী বনে গিয়া কঠোর তপশ্চরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ঘোরতর তপস্যায় সকলেই উদ্বিগ্ন হইলেন। যত কঠোর তপস্যা হইতে পারে, তুলসীর তাহা কিছুই অবশিষ্ট রহিল না, এই অপস্থায় ব্রহ্মা স্থির থাকিতে না পারিয়া তুলসীর নিকট আসিয়া কহিলেন, তুলসী তোমার অভীষ্ট বর লাভ কর।"

তুলসী ব্রহ্মাকে কহিলেন, 'যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর প্রদান করুন। আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনার নিকট লজ্জার আবশ্যক নাই। আমার নাম তুলসী গোপী আমি পূর্ব্বে গোলোকে ছিলাম, আমি গোবিন্দের সহিত সম্ভোগ করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম এবং আমার সম্ভোগ তখনও পরিতৃপ্ত হয় নাই। এমন সময় রাসেশ্বরী রাধা সেইখানে আসিয়া আমাদিগকে তদবস্থায় দেখিয়া কৃষ্ণকে ভৎর্সনা ও আমাকে শাপ দিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণ আমাকে বলিয়াছিলেন, তুমি তপস্যা করিলে আমার চতুর্ভুজ অংশ প্রাপ্ত হইবে। এখন আমি নারায়ণকে পতিরূপে পাইতে ইচ্ছা করি।

ব্রহ্মা কহিলেন, 'শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসমুদ্ভব সুদাম নামক গোপ রাধিকার শাপে দানবগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাহার নাম শঙ্খচূড়, গোলোকে তুমি ইহাকে দেখিয়া কামপীড়িতা হইয়াছিলে, রাধিকার ভয়ে কোনরূপ অহিতাচরণ করিতে পার নাই। এখন ইহাকেই তুমি পতিরূপে গ্রহণ কর, পরে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইবে। নারায়ণের তুমি বৃক্ষ হইবে। তুমি অতিপূতা ও বিশ্বপাবনী। সকল

পুষ্পের প্রধান ও নারায়ণের প্রাণাধিক হইবে। তুমি না হইলে সকল পূজাই বিফল হইবে।' তুলসী ব্রহ্মার বাক্য শুনিয়া কহিলেন, 'আপনি যাহা বলিলেন, তাহাই সত্য হউক। কিন্তু কৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া ভঙ্গ হেতু আমার অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই. শ্যামসুন্দর দ্বিভুজ কৃষ্ণকে আমি অভিলাষ করি।' * * * * * শঙ্খচূড় স্বর্গরাজ্য জয় করিয়া দেবতাদিগের অধিকার হরণ করিয়াছিলেন। দেবতাগণ কিছুতেই তাহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইলেন না। পরে দেবগণ সমবেত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। ব্রহ্মা ইহাদিগকে লইয়া শিবের নিকট গমন করিলেন, শিবও বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর নিকট ইহাদিগকে লইয়া যাইলেন। বিষ্ণু বলিলেন, 'আপনারা সকলে শঙ্খচূড়ের সহিত যুদ্ধ করুন, আমি শঙ্খচূড়রূপ ধারণ করিয়া তুলসীর সতীত্ব নাশ করিব। পরে শঙ্খচূড় তোমাদের বধ্য হইবে।' এই বলিয়া নারায়ণ ঐ রূপ ধারণ করিয়া তুলসীর সতীত্ব নষ্ট করেন। পরে তুলসী ইহাকে নারায়ণ বলিয়া জানিতে পারিয়া 'তুমি পাষাণ হইয়া থাক" এই অভিশাপ প্রদান করেন। স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে জানিতে পারিয়া নারায়ণের চরণে পতিত হইয়া রোদন করেন। নারায়ণ বলিলেন, 'তুমি এই শরীর পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মীর সদৃশী আমার প্রিয়া হও, তোমার এই শরীর গণ্ডকী নদী এবং কেশ সমূহ তুলসী বৃক্ষরূপে পরিণত হউক।' তৎক্ষণাৎ তাহাই হইল। সেই অবধি নারায়ণ শিলারূপে আছেন এবং সর্ব্বদা তুলসীযুক্ত থাকেন, তুলসী ব্যতীত ইহার পূজাদি হয় না।

ব্রহ্মবৈঃ ১০ প্রকৃতি খঃ ১৩-২১ অঃ। বিশ্বকোষ—তুলসী শব্দ দেখ।

অপিচ, শব্দকল্পদ্রুমে তুলসী শব্দের মূল প্রমাণ দ্রষ্টব্য।

পাঠক! তুলসী সম্বন্ধে গৌরাঙ্গের যেরূপ পূর্ব্বোক্ত অদ্ভুত অনুরাগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে তদ্‌ভক্তগণের মনে উহা অবোধ্য ভক্তিযোগ বিশেষ বলিয়া ভ্রান্ত ধারণা হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। তাহার স্বপক্ষে দেখা যায়, কিছুদিন পূর্ব্বে জনৈক প্রবীণ গৌরাঙ্গভক্ত পুরীতে ভ্রমণ কালে এইরূপ তুলসীবৃক্ষ অগ্রে অগ্রে করিয়া পথে চলিতেন। ইহা অবশ্য তাঁহার গৌরাঙ্গের পূর্ব্বোক্ত আচরণের অন্ধ-অনুকরণ মাত্র। বাস্তবিক মানসিক কার্য্য বিশ্লেষণ প্রণালী অবলম্বন করতঃ অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহাই স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, তুলসীর প্রতি গৌরাঙ্গের যেরূপ অদ্ভুত অনুরাগ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার

সহিত ভক্তিযোগের কোনরূপ সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না; কেননা তুলসীর প্রতি বৈষ্ণবের ভক্তি-প্রদর্শন-অনুষ্ঠান ব্যাপারে মন্ত্র-পাঠ পূর্ব্বক তুলসীপত্র ও মঞ্জরী চয়ন, তুলসীবৃক্ষকে প্রদক্ষিণ, নমস্কার, তাহাতে জল সেচন, তাহার স্তুতি পাঠ এবং তুলসীর মালা কণ্ঠে ধারণ করা প্রয়োজন হইতেছে, দৃষ্ট হয়। অতএব তাহার প্রকৃত কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করা প্রয়োজন হইতেছে। বর্ত্তমান সমাজে গৃহে গৃহে দুর্ভাগ্য বশতঃ যখন প্রচলিত বর্ত্তমান ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, শব্দকল্পদ্রুম, বিশ্বকোষ প্রভৃতি বিরাজ করিতেছে এবং যখন ঐ সকল গ্রন্থ বর্ণিত অশ্লীলতাপূর্ণ ঐ সন্দর্ভ সকল আমাদের নরনারীর নিয়ত গোচরীভূত হইতেছে; অপিচ, যখন আমাদের পণ্ডিতপ্রবর প্রমথ নাথ তর্কভূষণ মহাশয় রাধার অবিহিত কৃষ্ণ-প্রণয়ের কথা সে দিন (সুপ্রচারিত মাসিক বসুমতী,১৩৩৩,ফাল্গুন সংখ্যা 'সাহিত্যে শ্রীরাধা' প্রবন্ধে) প্রকাশ করিতে কোন কুণ্ঠা বোধ করেন নাই এবং তিনি স্বীয় অভিমত এইরূপ ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন,—প্রাচীন বাঙ্গলা এবং বিবিধ আধুনিক সংস্কৃত গ্রন্থ (তন্মধ্যে শ্রীরূপ গোস্বামীর গ্রন্থ প্রধান, তদ্ভিন্ন সনাতন, স্বরূপ প্রভৃতির বিরচিত বিদগ্ধমাধব প্রভৃতি বৈষ্ণব কাব্য ও সাহিত্যে রাধাচরিত্র 'অনুরূপ' বলিয়া বর্ণিত, তখন লেখক উপস্থিত গৌরাঙ্গলীলা-রহস্য উদ্ঘাটন রূপ গুরুতর কর্ত্তব্য পালনের অনুরোধে এস্থলে তাহার একাংশের যদি উল্লেখ করেন তাহাতে তাঁহার কুরুচি প্রদর্শনের ভয় করিতে হইবে, ইহা মনে হয় না।

পাঠকগণ ইহা অবগত আছেন যে, গৌরাঙ্গের মানসিক-পীড়া-ধর্ম্মে অকালে (বাল্যেই) কাম প্রবৃত্তি উদ্দীপিত হইয়াছিল, এবং যৌবনোদ্গমে উহার তৃপ্তিলাভ ঘটার সুযোগ ঘটে নাই; সেজন্য তদীয় অসম্বিন্ মানসে ঐ বৃত্তির আবেগ গূঢ়ভাবে নিরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। কেননা উহার কার্য্য সুনীতি ও শিষ্টাচারের অনুরোধ এবং আত্ম চরিত রক্ষার জন্য বাহিরে কোনরূপ ব্যক্ত হইতে পারিত না। দেখা যায়, হিষ্টিরিয়া রোগের আক্রমণ কালে যখন অসম্বিন্ মানস সুপ্তবৎ থাকে রোগীর অসম্বিন্ মানসের কার্য্যের উপরে উহার নিয়ন্তৃত্ব থাকে না, তখন ঐ গূহ্য মনোভাবের কার্য্য অতর্কিতভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এস্থলে গৌরাঙ্গের ইতিপূর্ব্বের ঐ জুগুপ্সিত অসম্বিন্ মানসে নিবদ্ধ কামভাব বা অনুরাগ তাহার ভাবাবেশাবস্থায় ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল জানা যায়।

পাঠকের স্মরণ থাকিবে গৌরাঙ্গ যখন নাট্যাভিনয় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া স্বয়ং কৃষ্ণের প্রতি রুক্মিণীর কামভাব বা তাঁহার অনুরাগ, অধুনা লক্ষ্মীর নৃত্যের অভিনয় ব্যপদেশে এবং অন্য সময়ে একদা নিভৃতে বসিয়া 'গোপী গোপী' নামকার্য্যে নিরত থাকা কালে তিনি প্রকারান্তরে স্বীয় কামভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন ; আবার স্বয়ংবর অভিনয়ের কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধেও গদাধরকে বারবার বৈকুণ্ঠের পরিবার (আপনে চৈতন্য বলিয়াছে বারে বার। গদাধর মোর বৈকুণ্ঠের পরিবার ॥ চৈ, ভা, ম খণ্ড ১৮ অঃ।) এবং পাচিকা বলিয়া প্রকাশ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। *

এস্থলে দেখা যায় গৌরাঙ্গ ঐ কামভাবের অবস্থাতেই জগন্নাথ দর্শনজনিত আনন্দে বিহ্বল অর্থাৎ হিষ্টিরিয়া আক্রমণের বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন। তদুত্তর উঁহার প্রলাপের অবস্থার পরে কতক সংজ্ঞা হইল। পরে আপনাকে কৃষ্ণ বলিয়া মনে উদিত হওয়ায় এবং তৎকালে সম্মুখে প্রসাদী তুলসীর মালা উপস্থিত দেখিয়া উহা হইতে পুরাণোক্ত গোলোকের তুলসী নাম্নী গোপিকার উপাখ্যান মনে উদয় হইয়াছিল। ঐ সঙ্গে গোলোকে তাহার সহিত কৃষ্ণের সুরত প্রসঙ্গ এবং তজ্জন্য রাধা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হওয়া, অপিচ বিষ্ণু বা নারায়ণ বেশে মর্ত্ত্যে আবার উহার সতীত্ব নষ্ট করার বিষয় পরম্পরাক্রমে তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হওয়া সুসম্ভাবিত! এবম্প্রকার স্বতঃপ্রেরণা (auto-suggestion) হইতে তাহার অসম্বিন্ মানসে নিরুদ্ধ কাম ভাব সম্প্রতি জাগরিত ও উত্তেজিত হওয়ায় তিনি তুলসী বৃক্ষ ভাণ্ডে রোপণ ও তাহা সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া যে বাহ্যিক অনুরাগ দেখাইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি ? পাঠকদিগের জানা আছে (উদ্বোধন দেখুন) হিষ্টিরিয়া রোগে রোগী কাল্পনিক ব্যক্তিকে দর্শন করে, তাহার সহিত কথাও কহে (যাহাকে ইংরাজীতে Hallucination বলে)। গৌরাঙ্গে অধুনা সেই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি এই সময়ে ঐ ভাণ্ডরোপিত তুলসী বৃক্ষকে বৃক্ষ বলিয়া মনে করিতে পারিতেছেন না, তিনি উহাকে যেন সত্য সত্যই সেই রাধা সহচরী অতুলনীয়া রূপসী স্বীয় গুপ্ত প্রণয়িণী রূপেই দেখিতেছিলেন, এবং সেইহেতু এক মুহূর্ত্তের জন্যও উহাকে চক্ষের অন্তরাল করিতে সমর্থ হন

* চৈতন্য ভাগবত, মধ্যখণ্ড, ১৮ অ, দেখ। ঐ ২৫ অ, এবং অন্ত্যখণ্ড ৮ম অ।

নাই। কেবল লোকলজ্জা ভয়েই মুখে স্বীয় প্রকৃত মনোভাব প্রকাশ করিতে বিরত ছিলেন। গৌরাঙ্গের এই দুর্ব্বোধ্য কামোন্মাদের অবস্থা যে কতকক্ষণ ছিল বৃন্দাবন দাস তাহা প্রকাশ করিয়া বলেন নাই। ফলতঃ ইহা সুনিশ্চিত যে, গৌরাঙ্গে তুলসী গোপিকার ভাবাবেশ যতকাল অবস্থিত ছিল তুলসী বৃক্ষের প্রতিও তাঁহার ঐ অমানুষিক আসক্তির অবস্থাও ততকাল বিদ্যমান ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এদিকে অজ্ঞ ভক্তগণ গৌরাঙ্গের তাদৃশ বিকৃত মনোভাবের জটিল ব্যাপার কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহার উপরি উক্ত উন্মাদ সদৃশ কার্য্যকে তদীয় "লীলা" এবং "অবোধ্য ভক্তি যোগ" বলিয়া স্থির করিয়া প্রতারিত হইয়াছিলেন। এবং তদবধি এযাবৎ অনেক গৌরাঙ্গ ভক্ত (তন্মধ্যে কতকগুলি তথাকথিত কৃতবিদ্যও আছেন) ঐরূপ প্রতারিত হইয়া আসিতেছেন। ইহা কি অনল্প ক্ষোভের বিষয় নহে?

একাদশ পরিচ্ছেদ।

[ভিক্ষার জন্য অদ্বৈতের চৈতন্যকে নিমন্ত্রণ, অদ্বৈতের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে তাঁহার ভবনে একাকী গমন। দামোদর পণ্ডিতের শচী মাতার নিকট হইতে গৌরাঙ্গের নিকট আগমন এবং তাঁহা কর্ত্তৃক শচী মাতার বিষ্ণুভক্তি সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর দান। কেশব ভারতীর সহিত 'জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি ?' এই প্রশ্নের বিচার, ভারতী কর্ত্তৃক ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব কথন। অদ্বৈত কর্ত্তৃক ভক্তবৃন্দের উত্তেজনা এবং চৈতন্য মঙ্গল-গীতির অনুষ্ঠান, তথায় গৌরাঙ্গের আগমন, কিছুক্ষণ তথায় থাকিয়া আত্মস্তুতি শুনিয়া তথা হইতে বাসায় যাওয়া। তৎপরে অদ্বৈত, সহস্র সহস্র লোক সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হওয়া এবং গৌরাঙ্গের অবতারত্ব সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া, উহাদের আগমনের কথা তাঁহাকে জ্ঞাপন, পরে তিনি ঐ সমস্ত লোককে সহাস্যে বিদায় দেন। ইহার পরে শাকের মল্লিক ও স্বরূপ এই দুই ভাইয়ের তাঁহাকে দর্শনার্থ আগমন। তিনি অদ্বৈতকে ভক্তির ভাণ্ডারী এই পরিচয় ঐ দুই ভাইকে তাঁহার আশ্রয় লইতে উপদেশ দেন। ইহার পরে ভক্তদিগের মধ্যে কে কোন তত্ত্ব তাহা ব্যক্ত করেন। একদিন গৌরাঙ্গ শ্রীরামকে 'অদ্বৈত কেমন বৈষ্ণব ?' এই প্রশ্ন করায়, তাহার উত্তরে তাঁহার ভীষণ ক্রোধ উপস্থিত হয় পশ্চাৎ তাহাকে অদ্বৈত-তত্ত্ব বুঝাইয়া দেন।]

পূর্ব্বোক্তরূপে গৌরচন্দ্র ভক্তগোষ্ঠীর সহিত পরমানন্দে সঙ্কীর্ত্তন করিতে থাকেন। নদীয়া হইতে সমাগত ভক্তগণ গৌরাঙ্গের 'শিশুকালে' যে যে খাদ্য দ্রব্যে প্রীতি ছিল তাহা তাঁহাকে ভোজন করাইবার জন্য সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। অধুনা ভক্তগণ এক একদিন গৌরাঙ্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনন্দে সেই সেই দ্রব্য রন্ধন করত ভোজন করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনিও পরম প্রীতির সহিত উহা ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণব গৃহিণীরা শ্রীলক্ষ্মীর অংশ, তাঁহারা বিচিত্র রন্ধন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে গৌরাঙ্গের, যে সকল ব্যঞ্জনে প্রীতি ছিল তাঁহারা জানিতেন, ইদানীং 'প্রেমযোগে' সেই সেই ব্যঞ্জন রন্ধন করিতে লাগিলেন; গৌরাঙ্গও তাহা 'প্রেমে' ভোজন করিতে। প্রবৃত্ত থাকিলেন।

একদিন অদ্বৈতাচার্য্য গৌরাঙ্গকে আজ আমার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন বলিলেন। আমি নিজে এক মুষ্টি চাউল রান্ধিব, তোমার ভক্ষণে আমার হৃদ্

ধন্য হউক। গৌরাঙ্গ বলিলেন, 'যে জন তোমার অন্ন খায় সে সর্ব্বথা কৃষ্ণে ভক্তিলাভ করে। আচার্য্য! তোমার অন্নে আমার জীবন, তুমি খাওয়াইলে কৃষ্ণের ভোজন হয়। তুমি রন্ধন করিয়া যদি নৈবেদ্য কর তাহা মাগিয়া খাইতেও আমার মন হয়।' অদ্বৈত গৌরাঙ্গের এই 'ভক্ত বৎসলতা-বাণী' শুনিয়া আনন্দে ভাসিয়া বাসায় গেলেন, এবং তথায় গৌরাঙ্গের ভিক্ষার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতপত্নী গৌড় দেশ হইতে গৌরাঙ্গের ভালবাসার যে সমস্ত দ্রব্য সঙ্গে আনিয়াছিলেন তাহা বাহির করিয়া রন্ধনের সাহায্য করিয়া দিলেন। মনে যত প্রকার উদয় হইল তত প্রকার ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা করা হইল, গৌরাঙ্গের শাকের প্রতি বড়ই প্রীতি জানেন, সেজন্য দশ প্রকার শাক আনিয়া দিলেন। আচার্য্য রান্ধিতে লাগিলেন, গৃহিণী অন্যান্য কর্ম্ম করিতে নিরত থাকিলেন। অদ্বৈত স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, শুন কৃষ্ণদাসের মাতা! তোমাকে একটা মনের কথা বলি। যাহা কিছু আয়োজন করিয়াছি এ সমস্ত কিরূপে গৌরাঙ্গের ভোগে আইসে, কেন না গৌরাঙ্গ যদি সন্ন্যাসী গোষ্ঠী সঙ্গে লইয়া আসেন তবে হইলে তাঁহার কিছু খাওয়া হইবে না। সচরাচর মহান্তও সন্ন্যাসীরা তাহার সঙ্গে ভিক্ষা করিয়া থাকেন। তখন আচার্য্য মনে মনে ভাবিলেন যদি গৌরাঙ্গ একা আইসেন, তাহা হইলে আমি সমস্ত খাওয়াইতে পারি। এ কামনা আমার কিসে সিদ্ধ হইবে? ইহা মনে চিন্তা করত আচার্য্য রান্ধিতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গ নাম সংখ্যা সমাপন করিয়া তাঁহার বাসায় মধ্যাহ্ন করিতে গেলেন, সঙ্গে এদিকে ভিক্ষাসাথী সন্ন্যাসীরা মধ্যাহ্ন কৃত্য করিতে নিজ নিজবাসায় গেলেন। এমন সময়ে আচম্বিতে ঝড় বৃষ্টি শিলাপাত আরম্ভ এবং ঝন্‌ঝনা শব্দ হইল, অসম্ভব বাতাস হইয়া ধূলায় চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। ঝড়ের বেগ এত হইয়াছিল যে, অস্থির হইয়া কে কোথায় পথ না পাইয়া চলিয়াছিল। পরন্তু অদ্বৈত যথায় রন্ধন করিতেছিলেন তথায় অল্প ঝড় ও জল হইয়াছিল। অদ্বৈতাচার্য্য রন্ধন সমাপন করিয়া অন্ন ব্যঞ্জন উপস্কার করিয়া রাখিলেন,

তৎসহ-'ঘৃত দধি দুগ্ধ সর নবনী পিষ্টক।
নানা মত শর্করা সন্দেশ, কদলক॥'

এবং এই সকলের উপর তুলসী মঞ্জরী দিয়া, গৌরহরি যেন একা আসেন এইরূপ

ধ্যানে বসিলেন। সত্য সত্য গৌরাঙ্গ একাই 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' বলিয়া অদ্বৈতের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অদ্বৈত সসম্ভ্রমে উঠিয়া গৌরাঙ্গকে নমস্কারান্তে বসিতে আসন দিলেন এবং একা গৌরাঙ্গকে দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া সপত্নীক তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। পাদপদ্ম প্রক্ষালন করাইয়া গৌরাঙ্গের দেহে চন্দন লেপন ও ব্যজন করিলেন। তদনন্তর গৌরাঙ্গ ভোজনে বসিলেন। অদ্বৈত স্বয়ং পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে সকল ব্যঞ্জন দিলেন, গৌরাঙ্গ আনন্দে তাহা ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি সকল ব্যঞ্জনের কিছু কিছু রাখিয়া দিতে ছিলেন, তাহার কারণ অদ্বৈতকে হাসিয়া বলিয়াছিলেন যে, পশ্চাৎ গণিয়া দেখিবেন কত ব্যঞ্জন তিনি খাইলেন। আবার হাসিয়া বলিলেন, "কোথায় শিখিলা তুমি এ রন্ধন কার্য্য? 'আমিত এমত কভু নাহি খাই শাক। সকলি বিচিত্র যত করিয়াছ পাক ॥" ইহার পরে অদ্বৈত যত দেন সমস্তই ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, সর, সন্দেশ যত দিলেন তাহা তিনি স্বীকার করিয়া অদ্বৈতের মনস্কামনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গের ভোজন প্রায় শেষ হইল দেখিয়া অদ্বৈত ইন্দ্রের এইরূপ স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।—

"আজি ইন্দ্র! জানিলুঁ তোমার অনুভব।
আজি জানিলাম তুমি নিশ্চয় "বৈষ্ণব" ॥
আজি হইতে তোমাকে দিবঙ পুষ্পজল।
আজি ইন্দ্র! তুমি মোরে কিনিলা কেবল ॥"

ইহাতে গৌরাঙ্গ অদ্বৈতকে বলিলেন,—'আজ যে তোমার ইন্দ্রের বড় স্তুতি? ইহার কারণ কি আমাকে বল। তখন অদ্বৈত বলিলেন, 'তুমি ভোজন কর, তোমার ইহা শুনিবার প্রয়োজন কি?' তদুত্তরে গৌরাঙ্গ বলিলেন 'আচার্য্য! আর লুকাও কেন? যত ঝড় বৃষ্টি সব তোমার কার্য্য, 'ঝড়ের সময় নহে, অকস্মাৎ মহাঝড়, মহাবৃষ্টি,'—এসব উৎপাত তুমিই করাইয়াছ ইহা আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি। তুমি যে জন্য ইহা ইন্দ্রের দ্বারা করাইয়াছ তাহা আমি বলি—'সন্ন্যাসীদের সঙ্গে লইয়া ভোজন করিতে আসিলে আমি কিছু খাইব না, আর একা আসিলে তুমি ইচ্ছামত সকল আমাকে খাওয়াইতে পারিবে, অতএব তোমার এ উৎপাত সৃজন করিয়া সন্ন্যাসিগণের আমার সঙ্গে আসা

নিবারণ করিয়াছ। ইন্দ্র যে তোমার আজ্ঞাকারী হইবে তাহাতে তোমার শক্তির পরিচয় কি? ইন্দ্রের ভাগ্য যে সে তোমাকে ভক্তি করে। যাহার সঙ্কল্প কৃষ্ণ অন্যথা করেন না, যিনি 'সর্ব্বথা' কৃষ্ণ-সাক্ষাৎ করিতে পারেন, কৃষ্ণচন্দ্র যাঁহার বাক্য পালন করেন, তাঁহার পক্ষে এই ঝড় ও বর্ষণ কি বিচিত্র কার্য্য?

"যম কাল মৃত্যু যার আজ্ঞা শিরে ধরে।
নারদাদি বাঞ্ছে যোগেশ্বর মুনীশ্বরে॥
যে তোমা-স্মরণে সর্ব্ববন্ধ বিমোচন।
কি বিচিত্র ভাবে এই ঝড় বরিষণ॥
তোমা' জ্ঞান হেন জন কে আছে সংসারে।
তুমি কৃপা করিলে সে ভক্তিফল ধরে॥

তখন অদ্বৈত বলিলেন,—তুমি ভক্ত-বৎসল, আমি কায়মনোবাক্যে এই ধারণায় সর্ব্বকালে বলীয়ান্, অতএব তুমি আমাকে কোন কালে ছাড়িও না, এই বর দাও।

এইরূপে দুই জনের 'বাকোবাক্যরসে' গৌরাঙ্গের ভোজন শেষ হইল। তিনি অদ্বৈতকে নমস্কার করিয়া বাসায় গমন করিলেন। বৃন্দাবন দাস এইস্থানে বলিয়াছেন,—

"হরি শঙ্করের যেন প্রীত সত্য কথা।
অবুধ প্রাকৃতগণে না বুঝে সর্ব্বথা॥
একের অপ্রীতে হয় দোঁহার অপ্রীত।
হরি হরে যেন-তেন চৈতন্য অদ্বৈত॥"

এই প্রকারে গৌরাঙ্গ শ্রীবাসাদি ভক্তগণের বাটীতেও ভিক্ষা করিয়া তাঁহাদিগের মনস্কামনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। সর্ব্ব গোষ্ঠী লইয়া তিনি সর্ব্বদা সঙ্কীর্ত্তন করিয়া সকলকে নাচাইয়াছিলেন এবং নিজেও নাচিয়াছিলেন। ইতি-পূর্ব্বে দামোদর পণ্ডিত আইকে দেখিবার জন্য নদীয়ায় গিয়াছিলেন, তিনি ফিরিয়া আসিলে গৌরাঙ্গ তাঁহাকে নিভৃতে আনিয়া মাতার বৃত্তান্ত এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।—

'তুমি যে তাঁহার কাছে গিয়াছিলে সত্য কহ দেখি—আইর কি বিষ্ণুভক্তি আছে? ইহা শুনিয়া দামোদর ক্রোধ করত এইরূপ উত্তর করিতে লাগিলেন,—

"কি বলিলা গোসাঞি! আইর ভক্তি আছে।
ইহাও জিজ্ঞাস' প্রভু! তুমি কোন্ কাজে॥
আইর প্রসাদে যে তোমার বিষ্ণুভক্তি।
যত কিছু তোমার, সকল তাঁর শক্তি॥
যতেক তোমার বিষ্ণুভক্তির উদয়।
আইর প্রসাদে সব জানিহ নিশ্চয়॥
অশ্রু, কম্প, স্বেদ, মূর্চ্ছা, পুলক হুঙ্কার।
যতেক আছয়ে বিষ্ণু ভক্তির বিকার॥
ক্ষণেক আইর দেহে নাহিক বিরাম।
নিরবধি শ্রীবদনে সবে কৃষ্ণ নাম॥"

আইর ভক্তি কথা কি জিজ্ঞাসা কর? আই বিষ্ণুভক্তি যারে বলে সেই আই, তোমাকে বলি তিনি 'মূর্ত্তিমতী ভক্তি'। তুমি ইহা জানিয়াও আমাকে ছল করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছ। প্রাকৃত শব্দেও যে 'আই' বলে তাহার কোন দুঃখ থাকে না। দামোদরের মুখে আইর মহিমা শুনিয়া গৌরচন্দ্রের আনন্দের আর সীমা রহিল না, তিনি দামোদর পণ্ডিতকে প্রেমরসে ধরিয়া পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—আজ দামোদর! তুমি আমাকে কিনিলে, আমার মনের সকল বৃত্তান্তই বলিলে। আমার 'যত কিছু বিষ্ণুভক্তি আছে তাহা আইর প্রসাদে, তাহাতে দ্বিধা নাই। তাঁহার ইচ্ছায় আমি পৃথিবীতে আছি, তাঁহার ঋণ আমি কখন শুধিতে পারিব না। শুন দামোদর! আমি আই স্থানে বদ্ধ, আইরে দেখিবার জন্য নিয়ত প্রয়াসী।

তৎপরে ভক্ত গোষ্ঠীর সহিত পণ্ডিত দামোদরকে লইয়া গৌরাঙ্গ বসিয়া বলিলেন,—পরস্পরের মধ্যে যে কুশল প্রশ্ন করা হয় তাহা ভক্তির সূচনা করে, কেন না ভক্তি না থাকিলে সকলই অমঙ্গল, ভিক্ষুকের বিষ্ণুভক্তি থাকিলে সে 'ধনবন্ত'। পরে 'ভিক্ষা নিমন্ত্রণ ছলে' বলিলেন,—যে লক্ষেশ্বর হয় তাহার গৃহে আমার ভিক্ষা। ইহা শুনিয়া ভক্তগণ স্বীয় স্বীয় হীনাবস্থার উল্লেখ করিয়া চিন্তান্বিত হইলেন, গৌরাঙ্গ তখন বলিলেন,—লক্ষেশ্বর অর্থে প্রত্যহ যে লক্ষ নাম গ্রহণ করে, ইহাতে ভক্তগণ আনন্দিত হইয়া গৌরাঙ্গ ভিক্ষা স্বীকার করিলে পরে লক্ষ নাম গ্রহণে প্রবৃত্ত হইবেন, ইহা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

গৌরাঙ্গ একদিন নিজ গুরু কেশব ভারতীকে প্রশ্ন করিলেন ভক্তি ও জ্ঞানের মধ্যে কে বড়, ইহা তুমি বিচার করিয়া দৃঢ় করিয়া বল। ভারতী গৌরাঙ্গকে কতকক্ষণ মনে বিচার করিয়া বলিলেন;—"সভা হইতে বড় দেখি ভক্তির মহত্ব॥" তখন গৌরাঙ্গ বলিলেন,—

প্রভু বোলে "জ্ঞান হইতে ভক্তি বড় কেনে?
'জ্ঞান বড়' করিয়া সে কহে ন্যাসিগণে॥
ভারতী গেলেন "তারা না বুঝে বিচার।
মহাজন পথে সে গমন সভাকার॥
বেদে শাস্ত্রে মহাজন পথ সে লওয়ায়।
তাহা ছাড়ি অবুধ যে অন্যপথে যায়॥
ব্রহ্মা শিব নারদ প্রহ্লাদ ব্যাস শুক।
সনকাদি নন্দ যুধিষ্ঠির-পঞ্চরূপ॥
প্রিয়ব্রত পৃথু ধ্রুব অক্রূর উদ্ধব।
'মহাজন' হেন নাম যত আছে সব॥
ভক্তি সে মাগেন সভে ঈশ্বর চরণে।
জ্ঞান বড় হৈলে ভক্তি মাগে কি কারণে॥

জ্ঞান যদি বড় হইত তাহা হইলে ইহাঁরা ভক্তি কেন চাহিতেন? এই মহাজনেরা কি বিচার না করিয়া মুক্তি ছাড়িয়া অনুক্ষণ ভক্তি মাগিতেন? এই স্থানে তিনি (ভাঃ ১০।১৪।৩০) ঈশ্বরের নিকট ব্রহ্মার বরের উল্লেখ এবং (বিষ্ণু পুরাণের ১।২০।১৮) প্রহ্লাদের স্তব ও মহাজনের পথ অনুসরণীয় (ইহার পোষকে মহাভারতীয় প্রমাণ*) নির্দ্দেশ করত ভক্তির প্রশংসা ও প্রাধান্য কীর্ত্তন করিলেন। গৌরাঙ্গ ভারতীর মুখে ঐরূপ শুনিয়া হরি বলিয়া প্রেমসুখে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন, 'সত্য বলিতেছি আমি কতক দিন পৃথিবীতে থাকিলাম, কেন না তুমি যদি জ্ঞান বড় বলিতে তাহা হইলে আজ আমি সমুদ্রের ভিতরে প্রবেশ করিতাম। তৎপরে সন্তুষ্টচিত্তে গুরুর চরণধূলি লইলেন, গুরুও তাঁহাকে প্রীত মনে নমস্কার করিলেন। পরে,—

---

* তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥ বনপর্ব্ব ৩১৩।১১৭

'প্রভু বোলে "যার মুখে নাহি ভক্তি কথা।
তপ শিখা-সূত্র ত্যাগ তার সব বৃথা॥"

তৎপরে গৌরাঙ্গ ভক্তি ভিন্ন আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতেন না এবং দিবারাত্র ভক্তগণসহ কীর্ত্তন ও গর্জ্জন করিতেন।

একদিন অদ্বৈতাচার্য্য ভক্তগণকে বলিলেন, 'এস আজ আমরা সকলে মিলিয়া মুখ ভরিয়া শ্রীচৈতন্যের নাম কীর্ত্তন করি। অন্য আর কোন অবতারের নাম না করিয়া সর্ব্ব অবতারময় 'চৈতন্য গোসাঞি'র নাম করা চাহি, যিনি আমা সবার জন্য অবতীর্ণ ও যাঁহার প্রসাদে আমরা সর্ব্বত্র পূজিত, আর সংকীর্ত্তন যাঁহা কর্ত্তৃক বিদিত। তোমরা সিংহ রবে নির্ভয়ে চৈতন্য যশঃ গাও এবং আমি নাচি। গৌরাঙ্গ প্রভু নিরন্তর আপনাকে লুকায়েন অতএব পাছে তিনি রাগ করেন সকলের এই ভয়, ('ক্রুদ্ধ পাছে হয়েন সভার এই ভয়') কিন্তু অদ্বৈতের বাক্য সকলের অলঙ্ঘ্য, তাই সকলে মিলিয়া চৈতন্য-অবতারের গান গাইতে আরম্ভ করিল, অদ্বৈত আনন্দে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন—তাঁহার চারিদিকে 'চৈতন্য-মঙ্গল' হইতে লাগিল। বৈষ্ণবগণ নূতন অবতারের যশোগান শুনিয়া আনন্দে বিবশ হইয়াছিলেন। অদ্বৈত চৈতন্যের এই গীত স্বয়ং রচনা করিয়া উচ্চরব করত নাচিতে লাগিলেন।

গীত— "শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণা সাগর।
দীন দুঃখিতের বন্ধু! মোরে দয়া কর॥"

ইহা ভিন্ন কেহ "জয় জয় শ্রীশচীনন্দন", কেহ "জয় গৌরচন্দ্র নারায়ণ", অপর কেহ বা

"জয় সঙ্কীর্ত্তন প্রিয় শ্রীগৌর গোপাল।
জয় ভক্তজন প্রিয় পাষণ্ডীর কাল॥"

বলিয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিল এবং অদ্বৈতসিংহ 'পরম উদ্দাম' হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এতদ্ভিন্ন ভক্তজনেরা গৌরাঙ্গের গুণানুবাদযুক্ত পদও গাইতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গ উক্ত কীর্ত্তনের শব্দ শুনিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ভক্তগণ ভয় না করিয়া অধিকতর আনন্দে "চৈতন্য বিজয়" গাইতে লাগিল, অদ্বৈতও আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। এদিকে গৌরাঙ্গ দাস্যভাবে বিহার করেন, 'মুঞি কৃষ্ণদাস' ভিন্ন আর কিছু

বলেন না, তাঁহার সাক্ষাতে তাঁহাকে কেহ ঈশ্বর বলিতে সাহসী হয় না। তথাপি সকলে অদ্বৈতের বলে নির্ভয় হইয়া 'চৈতন্য শ্রীহরি' বলিয়া গাইতে লাগিল। গৌরাঙ্গ কিছুক্ষণ তথায় থাকিয়া আত্মস্তুতি শ্রবণে লজ্জা পাইতে লাগিলেন, পরে বাসায় চলিয়া গেলেন। ইহাতে ভয় না করিয়া সকলে আনন্দে 'বাহ্যশূন্য' হইয়া আরো চৈতন্য বিজয় গাইয়াছিল।

এইরূপ নৃত্যগীত করিবার পরে মহাভক্তগণ গৌরাঙ্গকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার বাসায় আসিলেন। তখন তিনি নিজের কীর্ত্তন শুনিয়া আসিয়া সকলকে ভয় দেখাইবার জন্য শুইয়াছিলেন। গোবিন্দ বৈষ্ণবেরা দুয়ারে আসিয়াছে বলিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল। সকলকে নিকটে আনিবার জন্য গোবিন্দের প্রতি আদেশ হইল। ভক্তগণ ভয়যুক্ত হইয়া নিকটে উপস্থিত হইল, তখন ভক্তবৎসল গৌরাঙ্গ উঠিয়া বসিয়া তাহাদিগকে বলিলেন,—

——"অয়ে বৈষ্ণব সকল!
অয়ে অয়ে শ্রীনিবাস পণ্ডিত উদার।
আজি তুমি সব কি করিলা অবতার॥
ছাড়িয়া কৃষ্ণের নাম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
কি গাইলা আমারে ত বুঝাও এখন॥"

তখন মহাবক্তা শ্রীনিবাস বলিলেন,—"গোসাঞি! জীবের স্বতন্ত্র শক্তি মূলে কিছু নাই, কেননা ঈশ্বর যাহা করান ও বলান তাহাই হয়, তাই আজি বলিয়াছি, ইহা তোমাকে কহিলাম।" গৌরাঙ্গ বলিলেন, 'তোমরা সকলে পণ্ডিত, যে লুকায় তাহাকে প্রকাশ কেন কর?' শ্রীনিবাস ইহা শুনিয়া হস্তে সূর্য্য আচ্ছাদন করিয়া 'মনে মনে' হাসিতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গ বলিলেন, 'হাত দিয়া কি সঙ্কেত করিলে তোমার সঙ্কেত তুমি ভাঙ্গিয়া বল।' শ্রীবাস বলিলেন, হাতে সূর্য্য ঢাকিয়া এই জানাইলাম যে, হস্তে সূর্য্য ঢাকা যেরূপ অসম্ভব তোমাকে লুকানও সেইরূপ অসম্ভব। যদি কখনও হাতে সূর্য্য ঢাকা হয় তথাপি তুমি কদাচ লুকাইতে পার না। যে ক্ষীরোদ সাগরে লুকাইতে পারিল না সে আবার পৃথিবীতে কিরূপে লুকাইবে? হিম (হেম) গিরি হইতে সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত তুমি তোমার নির্ম্মল যশে পূরিত, তোমার কীর্ত্তনে আব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ, তখন তুমি কত জনকে দণ্ড দিবে?' এমন সময়ে সহস্র সহস্র লোক,

জানি না কোথা হইতে জগন্নাথ দেখিয়া গৌরাঙ্গকে দেখিতে উপস্থিত হইল। কেহ ত্রিপুরা, কেহ চট্টগ্রাম, কেহ শ্রীহট্ট, কেহ বা বঙ্গদেশবাসী এরূপ সহস্র সহস্র লোক চৈতন্য-অবতার বর্ণনা করিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিল। তখন শ্রীবাস বলিলেন, প্রভু! এখন কি করিবা? যখন সকল সংসার এইরূপ গায় তখন তুমি কোথায় লুকাইবা? আমি কি এই সব লোককে শিখাইয়া আনিয়াছি না কি? এই মত সকল সংসার গাইতেছে। তুমি অদৃশ্য ও অব্যক্ত হইয়াও করুণা করিয়া জীবের দৃশ্য হইয়াছ। তুমি আপনি আপনাকে লুকাও বা আপনাকে প্রকাশ কর, ইহা যাহাকে অনুগ্রহ কর সেই জানে। গৌরাঙ্গ বলিলেন,—

প্রভু বোলে "তুমি নিজ শক্তি প্রকাশিয়া।
বোলাহ লোকের মুখে, জানিলাঙ ইহা॥
তোমারে হারিল মুঞি শুনহ পণ্ডিত।
জানিলাঙ—তুমি সর্ব্ব শক্তি সমন্বিত॥"

ইহার পরে গৌরাঙ্গ হাস্যমুখে ঐ সকল বৈষ্ণবকে বিদায় দিলে তাহারা বাসায় চলিয়া গেল। নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি প্রধান ভক্তগণ গৌরাঙ্গকে 'কৃষ্ণ' করিয়া গাইয়াছিলেন। সকলে বলিলেন,—

"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভগবান্॥"

এইরূপে গৌরাঙ্গ ভক্তগোষ্ঠী সহ বিহার করিতে থাকেন। একদিন ভক্তগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া কৃষ্ণ কথা প্রসঙ্গ করিতেছিলেন, এমন সময়ে শাকের মল্লিক ও রূপ ইহারা দুই ভাই তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের প্রতি তিনি কৃপাদৃষ্টি করিলে তাঁহারা দূর হইতে দণ্ডবৎ করিয়া দন্তে তৃণ ধারণপূর্ব্বক 'কাকুর্ব্বাদ' করিলেন। তাঁহারা গৌরাঙ্গের নানাবিধ স্তব করিয়া, আপনারা বিষয়কর্ম্মে মুগ্ধ থাকায় চৈতন্যের চরণ শরণ ও ভক্ত গোষ্ঠীর সঙ্গ করিতে অসমর্থতার উল্লেখ করত আপনাদের দৈন্য জ্ঞাপন করিলেন। চৈতন্য গোসাঞি উভয় ভ্রাতার স্তুতি শুনিয়া কৃপাদৃষ্টিতে উভয়ের প্রতি চাহিয়া সদয় হইয়া বলিলেন, তোমরা দুই জগদ্বন্ধ, কেননা তোমরা বিষয় ও সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া বাহির হইতে পারিয়াছ। এখন যদি প্রেমভক্তি যাচ্ঞা কর তবে ভক্তির ভাণ্ডারী অদ্বৈতের চরণ ধর, যেহেতু তাঁহার কৃপায় কৃষ্ণভক্তি হয়।

("ভক্তির ভাণ্ডারী শ্রীঅদ্বৈত মহাশয়। অদ্বৈতের কৃপায় সে কৃষ্ণ ভক্তি হয়॥")
ইহা শুনিয়া দুই ভাই অদ্বৈত চরণে দণ্ডবৎ হইলেন এবং বলিলেন,—

'জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত পতিত পাবন।
মুই দুই পতিতের করহ মোচন॥'

গৌরাঙ্গ ইহার পরে অদ্বৈতকে বলিলেন 'শুন আচার্য্য গোসাঞি! কলিযুগে এরূপ 'বিরক্ত' সহসা ('ঝাট') দেখা যায় না। ইহারা রাজ্যসুখ ছাড়িয়া কাঁথা ইত্যাদি লইয়া মথুরার কৃষ্ণ নাম করত বাস করেন। এই দুই জনকে অকপটে কৃষ্ণভক্তি দেও; যাহাতে জন্ম জন্ম যেন কৃষ্ণ না ভুলে, তুমি 'ভক্তির ভাণ্ডারী'। তুমি কৃষ্ণভক্তি না দিলে কাহাকে কৃষ্ণভক্তি মিলে? তখন অদ্বৈত বলিলেন 'প্রভু তুমি সর্ব্বদাতা' তুমি আজ্ঞা করিলে তোমার ভাণ্ডারী উহা দিতে পারে। তখন "এ দুয়ের প্রেম ভক্তি হউক সর্ব্বথা" ইহা বলিলেন। গৌরাঙ্গ ইহা শুনিয়া উচ্চ করিয়া হরিধ্বনি করিয়া দবীরখাসকে বলিলেন 'এখন তোমার কৃষ্ণভক্তি হইল। অদ্বৈতের প্রসাদে যে প্রেমভক্তি হয় তাহার কারণ অদ্বৈতে কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি বিদ্যমান জানিও। তোমরা দুই ভাই কতকদিন জগন্নাথ দর্শন করিয়া পরে মথুরায় গিয়া থাকিও, তথায় রাজস ও তামস প্রকৃতির পশ্চিমা লোকদিগকে ভক্তিরস দিবে। আমি গিয়া তথায় মথুরামণ্ডল দেখিব। আমার জন্য একটী বিরল স্থান করিও। গৌরাঙ্গ শেষে শাকের মল্লিকের নামের পরিবর্ত্তে 'সনাতন অবধূত' রাখিলেন, তদবধি দুই ভাই রূপ ও সনাতন নামে খ্যাত হইয়াছেন।

এই সময়ে গৌরাঙ্গ ভক্তদিগের মধ্যে যাহার যে কীর্ত্তি, ভক্তি ও মহিমা, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈততত্ত্ব, এবং যত মহাপ্রিয় ভক্তগোষ্ঠীর মহত্ত্ব প্রকাশ করিলেন। তিনি 'যে ভক্ত যে বস্তু, যার অবতার যিনি, বৈষ্ণব বৈষ্ণবী যাহার অংশে জন্ম যাহার যেরূপ মহত্ত্ব ও পূজা সে সমস্ত আনন্দে ব্যক্ত করিলেন।

গৌরাঙ্গ একদিন অদ্বৈত, শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তগণকে চারিপার্শ্বে করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিরূপ বৈষ্ণব তুমি বাস অদ্বৈতেরে॥" শ্রীবাস তখন মনে ভাবিয়া বলিলেন, আমার মনে হয় তিনি শুক বা প্রহ্লাদের মত। এই উপমা শুনিয়া চৈতন্য ক্রোধে শ্রীবাসকে এক চড় মারিয়া বলিলেন,—

"কি বলিলি কি বলিলি পণ্ডিত শ্রীবাস।
মোহর নাঢ়ারে কহ শুক বা প্রহ্লাদ ॥
যে শুকেরে 'মুক্ত' তুমি বোল সর্ব্বমতে।
কলির বালক শুক নাঢ়ার আগেতে ॥
এত বড় বাক্য মোর নাঢ়ারে বলিলি।
আজি বড় শ্রীবাসিয়া মোরে দুঃখ দিলি ॥"

এই বলিয়া ক্রোধে দীপযষ্টি (দেলকো) হাতে লইয়া শ্রীবাসেরে তাড়া করিয়া মারিতে গেলেন। তখন অদ্বৈত সসম্ভ্রমে উঠিয়া গৌরাঙ্গের হাত ধরিলেন এবং বিনয় সহকারে বলিলেন,—

"বালকেরে বাপ! শিখাইবা কৃপা-মনে।
কে আছে তোমার ক্রোধপাত্র ত্রিভুবনে ॥"

গৌরাঙ্গ তখনই আচার্য্যের কথায় ক্রোধ দূর করিয়া 'আবেশে' তাঁহার মহিমা এইরূপে অনেক প্রকাশ করিলেন, যথা—

"মোর নাঢ়া জানিবারে আছে হেন জন।
যে মোহেরে আনিলেক ভাঙ্গিয়া শয়ন ॥"

পরে শ্রীবাসকে বলিলেন, দেখ শুক আদি সকলে নাঢ়ার কাছে বালক, সকলের জন্ম তাহার পশ্চাতে, তাহার জন্য আমার এই অবতার, নাঢ়ার হুঙ্কার আমাকে জাগাইয়া আনিয়াছে। অদ্বৈতের প্রতি শ্রীবাসের বড় প্রীতি ছিল সেজন্য শ্রীবাস গৌরাঙ্গের কথায় অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া মহা ভয়ে কম্পিত কলেবর হইয়া এইরূপ বলিলেন।—'হে মোর নাথ! অপরাধ করিয়াছি ক্ষমা কর। তোমার অদ্বৈত তত্ত্ব তুমিই জান, তুমি জানাইলে তোমার অন্য দাসে জানিতে পারে। আজ আমার মহাভাগ্য ও সকল মঙ্গল যে, আমাকে নিজে উহা শিখাইলে। আমার মনের বল খুব বাড়িল। আজ হইতে আমার মনে এই সঙ্কল্প যে, যদি অদ্বৈত মদিরা ও যবনী আশ্রয় করেন তাহা হইলেও তাঁহাকে ভক্তি করিব, ইহা সত্য করিয়া বলিলাম।' গৌরাঙ্গ শ্রীবাসের কথায় সন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় তিন জনে পূর্ব্ববৎ বসিলেন। এক্ষণে বিষ্ণুতত্ত্ব ও সিদ্ধবৈষ্ণবের 'অতি-বিষম ব্যভার' এবং তত্ত্বপ্রসঙ্গ হইতে লাগিল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন জনের মধ্যে কে প্রধান? এই বিষয় লইয়া

প্রাচীনকালে মুনিদিগের মধ্যে যে জন্ত বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল, এবং শেষে মীমাংসায় ভৃগুকে অবলম্বন করিয়া পুরাণে যেরূপ আখ্যায়িকা বর্ণিত হইয়াছে তাহার পুনরুল্লেখ করা হইল। অর্থাৎ নারায়ণ সর্ব্বাপেক্ষা বড়, যেহেতু তিনি বৈষ্ণব-প্রধান ভৃগুর পদাঘাত অম্লানে বক্ষে স্বীকার করিয়াছিলেন, অধিকন্তু প্রীতমনে তাঁহাকে সসম্ভ্রমে নমস্কার করিয়া লক্ষ্মীর সহিত তাঁহার পাদ প্রক্ষালন ও নানা সেবা করিয়াছিলেন। আরও ভৃগুকে বলিয়াছিলেন আপনার শুভাগমন পূর্ব্ব হইতে না জানিতে পারিয়া যে অপরাধ করিয়াছি তাহা ক্ষমা করুন, এই যে তোমার পুণ্য পাদোদক তাহাতে আমাকে ও তৎসহ মদীয় দেহস্থিত ব্রহ্মাণ্ডের লোককে পবিত্র করিল, এই যে তোমার পদধূলির চিহ্ন (শ্রীবৎসলাঞ্ছন) তাহা লক্ষ্মীর সঙ্গে বক্ষে ধারণ করিলাম। ভৃগুমুনি এই কথা শুনিয়া এবং কাম ক্রোধ লোভ মোহ সকলের অতীত বিষ্ণুর বিনয় ব্যবহার দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে ভৃগু যাহা যাহা করিয়াছেন তাহা স্মরণে লজ্জিত হইয়া মাথা তুলিতে পারেন নাই। এই স্থলে গ্রন্থকার বলিয়াছেন সে সকল তাঁহার কর্ম্ম নয়। উহা আবেশের কর্ম্ম ইহা নিশ্চয় জানিও, কেন না ভৃগু বাহ্য পাইয়া সঙ্গে সঙ্গে প্রীতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিরসে পূর্ণ হইয়া তথায় নাচিতে লাগিলেন। তখন—

হাস্য, কম্প, ঘর্ম্ম, মূর্চ্ছা, পুলক হুঙ্কার।
ভক্তিরসে মগ্ন হৈলা ব্রহ্মার কুমার॥
"সভার ঈশ্বর কৃষ্ণ, সভার জীবন।"
এই সত্য বলি নাচে ব্রহ্মার নন্দন॥
দেখিয়া কৃষ্ণের শান্ত-বিনয়-ব্যাভার।
বিপ্রভক্তি যে কোথাও না সম্ভবে আর॥

ইহার পরে ভৃগুর প্রগাঢ় ভক্তিতে নয়নে আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল, বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না, ঈশ্বরে সর্ব্বভাবে দেহ সমর্পণ করিয়া তথা হইতে পুনরায় মুনিদিগের সভায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া 'বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ' এবং সকলের 'হর্ত্তাকর্ত্তা ও রক্ষিতা' ইহা দৃঢ়রূপে ব্যক্ত করেন। এইস্থানে বৃন্দাবন দাস ভৃগুমুখে নারায়ণকে ঈশ্বর ও কৃষ্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

'কৃষ্ণের বিজয়' গাইবার জন্ত উপদেশ দিয়াছেন। বৃন্দাবনদাস এইখানে কৃষ্ণই সাক্ষাৎ চৈতন্ত ভগবান্ (সেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত ভগবান্। কীর্ত্তন বিহারে হইয়াছেন বিদ্যমান॥) ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

অপিচ, তিনি ভৃগুকে সিদ্ধ-বৈষ্ণব স্থানীয় করিয়া তাঁহারও অধিকার অবোধ্য অগম্য ভিন্ন আর কিছু সিদ্ধান্ত হইতে পারে না, ইহা বলিয়াছেন।

চৈ ভা—অন্ত্য খ ১০ অধ্যায় শেষ।

মন্তব্য—

এই পরিচ্ছেদে গৌরাঙ্গ এবং প্রসঙ্গতঃ অদ্বৈত, শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তগণের চরিত্র বিষয়ে অনেক গুরুতর কথা সন্নিবেশিত হইয়াছে। তৎসমস্তের সম্যক্ সমালোচনা করিতে গেলে গ্রন্থান্তরের প্রয়োজন হয়। সেই হেতু কয়েকটী মাত্র বিষয়ের চুম্বক মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি, আশা করি তাহা হইতেই গৌরাঙ্গ ও তাঁহার বিশিষ্ট ভক্তগণের মনোবিকারের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে।

(১) রথযাত্রা উপলক্ষে নবদ্বীপ হইতে গৌরাঙ্গের পুনঃ পুনঃ ভিক্ষা অর্থাৎ নিমন্ত্রণ গ্রহণ এবং ঐ ভক্ত বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী কর্তৃক সমাহৃত গৌরাঙ্গের প্রেম খাদ্যবস্তু ও আর আর বহুতর উপাদেয় ভোজ্য আনন্দের সহিত ভক্ষণদ্বারা তাঁহার চিরপোষিত ভোজন লিপ্সার পরিচয় পাওয়া যায়। সন্ন্যাসীর পক্ষে গ্রাম্য ভোজন রস ত্যাগ করাই নিয়ম কিন্তু তিনি যতই আপনাকে 'সন্ন্যাসী' বলিয়া পরিচয় দিউন না কেন ভোজনের লোভ এবং তৎসঙ্গে গন্ধমাল্য ব্যবহারের অভ্যাসটা কখনই বাড়িতে পারে নাই, তাই তিনি অধুনা ভক্ত নরনারীর সযত্ন প্রদত্ত বহুবিধ অন্নব্যঞ্জনাদি পুনঃ পুনঃ ভক্ষণ দ্বারা পেটুকতার প্রচুর পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি যে চতুর্থ আশ্রমের ব্যবস্থা বহির্ভূত আহার ও গন্ধমাল্য ধারণ করিয়া দোষ করিতেছিলেন তাহা তিনি কিছুমাত্র সঙ্কোচ মনে করিতেন না, বরং রন্ধনের বিশেষতঃ শাকের ও ব্যঞ্জনের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। ইহা তাঁহার মানসিক রোগ (Hysteria) ধর্ম্ম ভিন্ন আর কিছু নাই।

(২) যে দিন অদ্বৈতের বাসায় নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ গিয়াছিলেন, সে দিন সহসা ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হইয়াছিল, গৌরাঙ্গ একাকী গিয়া যাবতীয় দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া অদ্বৈতের মনস্কামনা (গৌরাঙ্গ যেন বৈষ্ণবদিগকে সঙ্গে না আনেন) পূর্ণ করিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ যে ভক্ত বৈষ্ণবদিগকে সঙ্গে না লইয়া একাকী আসিয়াছিলেন, তৎপ্রতি ঝড় বৃষ্টিই কারণ। ইহাতে সিদ্ধান্ত করিয়া লইলেন যে, ইন্দ্র দেবতা তাঁহার প্রতি বিশেষ কৃপা না করিলে এরূপ ঘটিত না। অতএব ইন্দ্রকে পরম বৈষ্ণব ভাবিয়া তাঁহার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং নিত্য তাঁহার পূজা করিবেন সংকল্প করিলেন। আচার্য্যের সহসা ঈদৃশ ব্যাপার দেখিয়া গৌরাঙ্গের মনে, অন্য ভাবের উদয় হইল। তিনি আপনাকে তখন কৃষ্ণ এবং অদ্বৈতকে তাঁহার ভক্ত বিবেচনা করিয়া যাহা যাহা বলিয়াছিলেন তৎসমস্ত তাঁহার কল্পনা বিজৃম্ভিত প্রলাপ বাক্য। তিনি বলিলেন, 'আচার্য্য! আর লুকাও কেন? এই মহা ঝড়বৃষ্টির উৎপাত তুমিই করাইয়াছ ইহা আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি, ইন্দ্র যে তোমার আজ্ঞাকারী হইবে তাহাতে তোমার শক্তির কি পরিচয়? কেননা কৃষ্ণ যাহার সঙ্কল্প অন্যথা করেন না, যিনি সর্ব্বদা কৃষ্ণকে দেখিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে ঝড়বৃষ্টি আনয়ন কি বিচিত্র কার্য্য? ইহার পরেও তিনি অনেক কাল্পনিক ভাবোচ্ছ্বাসের কথা বলিয়াছিলেন, মূলে তাহা বিবৃত হইয়াছে। আচার্য্যের প্রতি তাঁহার শেষ কথা এই,—

"তোমা জানে হেন জন কে আছে সংসারে।
তুমি কৃপা করিলে সে ভক্তিফল ধরে॥"

পাঠক অবগত আছেন অদ্বৈত ও গৌরাঙ্গ উভয়েই হিষ্টিরিয়া রোগের বিষয়ীভূত সুতরাং বিশিষ্ট ভাবপ্রবণ (suggestive) ছিলেন। অদ্বৈত আপনাকে কৃষ্ণের ইদানীং অবতার বুদ্ধিতে গৌরাঙ্গের ভক্ত ভিন্ন আর কিছু ছিলেন ইহা মনে করিতেন না। এদিকে গৌরাঙ্গ আপনাকে যেমন সময়ে সময়ে কৃষ্ণ বা বিষ্ণু মনে করিতেন তেমনি অদ্বৈতকে কৃষ্ণের (আপনার) মহাভক্ত ভাবিয়া সেইরূপ মনোভাব ব্যক্ত করিতেন। এস্থলে কোথায় হইতেছিল ইন্দ্রকে বিষ্ণুভক্ত ভাবিয়া অদ্বৈতের তৎপ্রতি স্তব ও পূজা, আর উহা দেখিয়া গৌরাঙ্গের মনে স্বীয় অবতারত্ব বা কৃষ্ণভাবের উদয় হইল,

তখন ভাবিলেন, স্বীয় প্রিয়তম ভক্ত অদ্বৈত বিশিষ্ট প্রভাব বিশিষ্ট, সুতরাং তাঁহার পক্ষে ক্ষুদ্র দেবতা ইন্দ্রের স্তবপূজা সম্ভব নহে। উহা তাঁহার ভাণমাত্র। অতএব অদ্বৈতের ইচ্ছাতেই ইন্দ্র ঝড় বৃষ্টির সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। এই ভাবোচ্ছ্বাস হইতে আবার অদ্বৈতের মাহাত্ম্য সংসারে কেহ জানে না, তদনন্তর তাঁহার কৃপায় ভক্তি লাভ হয়। এইরূপ উত্তরোত্তর ভাব-সজ্ঘের (Complex of ideas) উদ্দীপনায় গৌরাঙ্গের পীড়িত মনের বিভিন্ন অবস্থা অভিব্যক্ত হইয়াছিল। অন্যপক্ষে সুচতুর অদ্বৈত গৌরাঙ্গকৃত স্বীয় অযথা প্রশংসা শুনিয়া লজ্জিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহার কোন প্রতিবাদ না করিয়া গৌরাঙ্গের তুষ্টি সাধন জন্য বলিয়াছিলেন, "তুমি ভক্তবৎসল" তোমার বলে অমি সর্ব্বথা বলীয়ান্ ইহা আমার কায়মনোবাক্যের ধারণা'। পাঠক! গৌরাঙ্গ ও অদ্বৈতের কথোপকথন অনুধাবন করিলে প্রতীত হয়, যে গৌরাঙ্গের ভক্তি আবেগের অবস্থায় সমস্তই কল্পনাময় সুতরাং প্রলাপ, আর অদ্বৈতের ভক্তি গৌরাঙ্গের সন্তোষ প্রদানার্থে প্রবোধ বাক্য কাল্পনিক, ইহা জানিয়াও তিনি অতিসত্য বলিয়া প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহার কারণ তিনি গৌরাঙ্গকে ইতিপূর্ব্বে অবতার পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এক্ষণে তাঁহার কথা মিথ্যা হইলেও উহা কিরূপে অস্বীকার করিবেন? অহো! অদ্বৈত স্বীয় রোগধর্ম্ম ঠিক বুঝিতে না পারিয়া গৌরাঙ্গকে সহসা অবতার করিয়া স্বয়ং এবং তদ্দ্বারা জনসাধারণকে কতই না প্রতারিত করিয়া গিয়াছেন!

(৩) দামোদর পণ্ডিত সম্প্রতি নদীয়া হইতে প্রত্যাগমন করিয়া গৌরাঙ্গের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অসিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ যদি সুস্থমনাঃ লোক হইতেন, তবে প্রথমেই দামোদরকে স্বীয় অনাথিনী, অসহায়া বৃদ্ধামাতার স্বাস্থ্য-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া তাঁহার বিষ্ণু ভক্তি আছে কিনা এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাৎপর্য্য এই;—গৌরাঙ্গের মন এক্ষণে ভক্তিপ্রসঙ্গে এরূপ নিমগ্ন ছিল যে, দামোদরকে দেখিয়া কোথায় মাতার শারীরিক কুশলের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন তাহা না করিয়া তাঁহার বিষ্ণুভক্তি আছে কিনা তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিয়াছিলেন। অথচ শচীমাতার বিষ্ণু-ভক্তি বিদ্যমানতার সম্বন্ধে তাঁহার যে সন্দেহ ছিল তাহা কদাচ সম্ভব নহে। ইহা গৌরাঙ্গের চিত্তদৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত অমনোযোগিতা বা বিস্মৃতির পরিচয় বুঝিতে হয়। এদিকে

দামোদর পণ্ডিত গৌরাঙ্গের এরূপ প্রশ্নে রাগ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তাই তিনি রোষকষায়িত বাক্যে গৌরাঙ্গকে বলিয়াছিলেন—কি? আইর বিষ্ণুভক্তি আছে একথা তুমি আবার জিজ্ঞাসা কর? আই মূর্ত্তিমতী বিষ্ণু-ভক্তি। তাঁহার শক্তি হইতে তোমার যাহা কিছু হইয়াছে তাঁহার প্রসাদে তোমার যাবতীয় বিষ্ণু-ভক্তির উদ্ভব। দামোদরের এই তীব্রবাণী শুনিয়া গৌরাঙ্গের মাতার প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার ভাব তৎক্ষণাৎ উদ্দীপিত হইয়া উঠিল. তখন তিনি দামোদরকে স্বীয় মনোভাব এইরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন, যথা,—

"যত কিছু বিষ্ণু ভক্তি সম্পত্তি আমার।
আইর প্রসাদ সব দ্বিধা নাহি আর॥
তাহান ইচ্ছায় মুঞি আছোঁ পৃথিবীতে।
তান ঋণ আমি কভু না পারি শুধিতে॥
আই স্থানে বদ্ধ আমি শুনো দামোদর।
আইরে দেখিতে আমি আছি নিরন্তর॥"

পাঠক! ইহা গৌরাঙ্গের সাধরণ সংসারী ব্যক্তির অনুরূপ উক্তি মনে করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি; তাঁহার প্রকৃত সন্ন্যাস গ্রহণ ঘটে নাই। তাহা ঘটিলে তিনি 'মাতার ঋণে চির বদ্ধ, তাঁহার ইচ্ছায় পৃথিবীতে থাকা এবং তাঁহাকে দেখিতে নিরন্তর বাসনা' ইত্যাদি কথা তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হওয়া সম্ভব হইত না। সংসারে বৈরাগ্য হইবার পরে জ্ঞানলাভ হইলে সন্ন্যাস গ্রহণে অধিকার জন্মে। গৌরাঙ্গের ইহা কখনই হয় নাই সুতরাং সংসার বন্ধনের তাবৎ লক্ষণই তাঁহাতে এ যাবৎ সম্যক্ বিদ্যমান রহিয়াছিল। তাই তিনি অধুনা উদ্দীপনার পূর্ণভাব অকপটে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। যাহা হউক দামোদর পণ্ডিত এস্থলে যে বলিয়াছিলেন, গৌরাঙ্গের বিষ্ণুভক্তি প্রভৃতি যাহা কিছু তাহা তাঁহার মাতা হইতে প্রাপ্ত, ইহা অতি সত্য কথা; কেননা উহা আয়ুর্ব্বেদীয় প্রমাণে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। গৌরাঙ্গ তাদৃশী হিষ্টিরিয়াগ্রস্তা মাতার গর্ভে জন্ম লাভ এবং তাঁহার সঙ্গে আজন্ম বাস করিয়া মাতার মানসিক বিকৃতির উত্তরাধিকারী হওয়ায় প্রথমে স্নায়ুদৌর্ব্বল্য পরে হিষ্টিরিয়া রোগের বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন। Charles. W. Burr M.D.(উদ্বোধন ৮৫/ পৃষ্ঠা দেখ)।

(৪) গৌরাঙ্গ একদিন ভক্তি ও জ্ঞানের মধ্যে কে বড় এই বিষয়ে

ভারতীকে মনে বিচার করিয়া উত্তর দিতে বলেন। পূর্ব্বের গুরু, সম্প্রতি সেবক, ভারতী এবিষয়ে গৌরাঙ্গের সিদ্ধান্ত পূর্ব্ব হইতে বিশেষ পরিজ্ঞাত ছিলেন। তিনি জানিতেন প্রতিকূল উত্তর দিলে গৌরাঙ্গ নিশ্চয় ক্রোধান্ধ হইবেন এবং হয়ত তাঁহাকে প্রহার করিতেও পারেন, সেই জন্য গৌরাঙ্গের অভিপ্রেত যে জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তি শ্রেষ্ঠ এই উত্তরই দিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, ভক্তির শ্রেষ্ঠতার পোষকে মহাজনের প্রদর্শিত পথ অনুসরণীয়, ইহাও উল্লেখ করিয়া ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া ব্রহ্মা, শিব, নারদাদি ঈশ্বরের নিকট ভক্তি বাঞ্ছা করিয়া ছিলেন, ইহা নির্দ্দেশ করেন। ভারতীর এরূপ হৃদয়গ্রাহি উত্তর শুনিয়া গৌরাঙ্গ আনন্দে হরিধ্বনি করত গর্জ্জিতে লাগিলেন। ইহাতে বুঝিতে হইবে তখন ভারতীর ভাব প্রেরণার ফলে গৌরাঙ্গের মৃদু হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ উপস্থিত হইয়াছিল। কেননা জানা যাইতেছে তৎপরক্ষণে তিনি অসংলগ্ন প্রলাপোক্তি করিয়াছিলেন ; যথা—গৌরাঙ্গ দামোদরকে বলিলেন তবে আমি কতক দিন পৃথিবীতে থাকিলাম, তুমি যদি জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তি বড় না বলিতে তবে আমি সমুদ্রে প্রবেশ করিতাম। আরও বলিলেন—যাহার মুখে ভক্তির কথা নাই তাহার শিখাসূত্র ত্যাগ সমস্তই বৃথা, ইত্যাদি।

পাঠক অবগত আছেন, সংসারে বৈরাগ্য এবং জ্ঞানোদয় না হইলে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণের অধিকার হয় না, আর সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলে জ্ঞানালোচনা এবং ধ্যানপরায়ণ হইতে হয়। এদিকে গৌরাঙ্গ ভারতীকে বলিতেছেন সন্ন্যাসী হইয়া যে ভক্তিকথা না বলে তাহার শিখাসূত্র ত্যাগ বৃথা। ইহা অবশ্য অসঙ্গত, গীতাদি শাস্ত্র বিরুদ্ধ সুতরাং গৌরাঙ্গের স্বকপোল কল্পিত। পরন্তু গৌরাঙ্গ ভারতীকে উপলক্ষ্য করিয়া এরূপ অসঙ্গত কথা কেন বলিলেন পাঠক কি তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন? প্রথম খণ্ডে প্রদর্শিত হইয়াছে গৌরাঙ্গ তুচ্ছ কারণে গৃহত্যাগী হইয়া নাম মাত্র সন্ন্যাস অবলম্বন করেন, এবং ঐ আশ্রমের বিহিত কোন নিয়ম পালন করেন নাই। ইহাতে সম্ভবতঃ তাঁহার অন্তর্মন মানসে একটা দোষ বা ত্রুটির ভাব আবদ্ধ থাকিয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে আবেগোদ্দীপনের কার্য্য করিয়াছে। অপিচ, কিছুদিন পূর্ব্বে সার্ব্বভৌম ঐ বিষয়ে যে তীব্র কটাক্ষ (শ্লেষোক্তি) করিয়াছিলেন তাহার স্মৃতিও সম্ভবতঃ ঐ আবেগের পুষ্টিলাভে সহায় হইয়াছিল। এক্ষণে ভারতীর সহিত কথা প্রসঙ্গে নিজ কথিত

দোষ বা ত্রুটি নিরসনার্থ ভক্তি সন্ন্যাসীর সর্ব্বদা অবলম্বনীয় এই অযুক্ত বাক্য সহসা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। অসম্বিন্ মনের আবদ্ধবেগ কোন বাহ্যকার্য্যে-যেমন, বাক্যে প্রকাশিত হইলে মনে শান্তিলাভ হয়; ইহা স্বভাবিক নিয়ম। তাই গৌরাঙ্গের ঐ অসম্বিন্ মানসের অবরুদ্ধ আবেগ ঐরূপে অসংযত ভাবে ব্যয়িত হইয়াছিল, ইহাই উপলব্ধ হয়। তিনি যে উহা দ্বারা অসঙ্গত এবং সুধী সমাজের অবিশ্বসনীয় ধর্ম্মতত্ত্ব বলিতেছেন তাহা তিনি নিজেই অনুভব করিতে পারেন নাই। দেখাও যায় এই ঘটনার পরে গৌরাঙ্গ কেবল ভক্তি ভিন্ন আর কোন কথাই কাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন না। এবং ভক্তগণ সহ সর্ব্বদা কীর্ত্তন ও গর্জ্জন করিতেন। তাৎপর্য্য এই রোগধর্ম্মে তাঁহার ঐ প্রলাপের অবস্থা অনেক দিন চলিয়াছিল (উদ্বোধন ১৷৵০ পৃষ্ঠা দেখ) নতুবা এক ভক্তি জিজ্ঞাসা এবং কিছুকাল ধরিয়া কীর্ত্তনের সহিত গর্জ্জন কেন বা বিদ্যমান থাকিবে ?

(৫) একদিন অদ্বৈতাচার্য্যের ইচ্ছা হইল ভক্তগণকে লইয়া কেবল কৃষ্ণচৈতন্যের অবতারত্ব কীর্ত্তন করিবেন, অন্য কোন অবতারের কীর্ত্তন হইবে না। ইহাতে প্রথমতঃ ভক্তগণ ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন কিন্তু অদ্বৈতের বাক্য হেলন করিতে না পারিয়া শেষে তাঁহার উৎসাহ ও প্রেরণা-বাক্যে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অদ্বৈত আনন্দে বিহ্বল হইয়া নাচিতে লাগিলেন। ক্রমে ভাবের উচ্ছ্বাস উঠিল, কীর্ত্তনের সুর উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে উঠিল। তখন গৌরাঙ্গ উহাতে আকৃষ্ট হইয়া বাসা হইতে ঐ কীর্ত্তনস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ভক্তবৃন্দসহ অদ্বৈত বিহ্বল ও বিবশ হইয়া তাঁহারই যশঃ কীর্ত্তন করিতেছেন এবং শুনিলেন ভক্তগণ 'চৈতন্য শ্রীহরি' বলিয়া তাঁহার সাক্ষাতেই গাইতে লাগিল। কথিত হইয়াছে, তিনি এই আত্মপ্রশংসায় লজ্জিত হইয়া তথা হইতে বাসায় ক্রোধভরে চলিয়া আসিয়াছিলেন, পরে অদ্বৈত শ্রীনিবাস প্রভৃতি তাঁহাকে দেখিতে আসিলে তিনি সকলকে নিকটে ডাকিয়া লইয়া যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার লজ্জা ও ক্রোধভাবের কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় নাই। [বরং প্রতীত হয় তিনি মনে মনে যেন সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় অবতারভাব সুদৃঢ় করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীনিবাসকে কয়েকটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন] গৌরাঙ্গের মনোভাবের ঈদৃশ পরিবর্ত্তন কেন ঘটিয়াছিল অপিচ, কেনই বা অদ্বৈত গৌরাঙ্গকে অধুনা অবতারত্বে পুনরায়

প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা এস্থলে বিচার্য্য বিষয়। বৃন্দাবন দাসের বর্ণনায় জানা যায়,—

'নিরবধি দাস্য ভাবে প্রভুর বিহার।
'মুঞি কৃষ্ণদাস' বই না বোলয়ে আর॥
হেন কারো শক্তি নাহি সম্মুখে তাহানে।
'ঈশ্বর' করিয়া বলিবেক 'দাস' বিনে॥'

অতএব বুঝিতে হইবে গৌরাঙ্গ ইদানীং স্বীয় অবতারত্ব ভাব (তাহা কাল্পনিক হইলেও) একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। ইহাতে ভক্তবৃন্দেরও মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে অদ্বৈত নবদ্বীপ হইতে আসিয়া এই ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া যে মনে মনে প্রমাদ গণনা করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে, কারণ পূর্ব্বে তিনি বহু চেষ্টা করিয়া গৌরাঙ্গকে অবতারত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে দেখিলেন সে সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। এজন্য গৌরাঙ্গকে কৃষ্ণাবতারভাব স্মরণ করাইয়া কিরূপে তাঁহাকে পুনরায় অবতারত্বে প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে তাহার একটী উপায় উদ্ভাবন করা প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন। তাই দেখা যায় অদ্বৈত ভক্তগণকে লইয়া নূতন ধরণের 'চৈতন্যমঙ্গল' বা চৈতন্য-কীর্ত্তনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। উহাতে অমিত উৎসাহের সহিত নৃত্য করত ভক্ত গণকে লইয়া নিজ রচিত পদ—'চৈতন্য নারায়ণ করুণা সাগর' গাইয়া সকলকে মাতাইয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ এই সময়ে কীর্ত্তন স্থানে আসিয়া যখন চৈতন্য নারায়ণ গৌরচন্দ্রনারায়ণ জয় শ্রীশচীনন্দন ইত্যাদি অদ্বৈত ও ভক্তগণের মুখে শুনিলেন তখন তাঁহার মনোরাজ্যে ভাবপ্রেরণা (Suggestion) প্রবিষ্ট হইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ কোন কার্য্য হইল না। তিনি ঐ ভাবোদ্দীপনা লইয়া বাসায় গিয়া ক্রোধের ভাণ লইয়া শয়ন করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ এই সময়ে তাঁহার মনোমধ্যে ঐ অবতার ভাব প্রেরণার কার্য্য লইয়া মনন (meditation) চলিতেছিল, শেষে তাঁহার মনে দাস্য ভাবের পরিবর্ত্তে অবতার-ভাব প্রায়শঃ স্থান লাভ করিয়াছিল, (ইহা তাঁহার পরবর্ত্তী কার্য্য প্রমাণিত হইবে) এমন সময়ে অদ্বৈতাদি ভক্তগণ তাঁহার দর্শনপ্রার্থী হইয়া তাঁহার বাসায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি শুইয়া ছিলেন। গোবিন্দের মুখে বৈষ্ণবদিগের আগমন সংবাদ পাইয়া শয্যা হইতে উত্থান পূর্ব্বক তাহাদিগকে

জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে বৈষ্ণব সকল, ওহে উদার শ্রীনিবাস! তোমরা আজ কি কার্য্য করিলে? কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন ছাড়িয়া কি গাইলে? আমাকে বুঝাও। এস্থলে গৌরাঙ্গ ও শ্রীবাসের মধ্যে যে উত্তর প্রত্যুত্তর হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

ইহা কত দূর স্বার্থজড়িত কথা তাহা সুধী পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। অতঃপর গৌরাঙ্গ হাস্যমুখে (আপনাকে অবতার মনে করিয়া) বৈষ্ণবদিগকে বিদায় দিয়াছিলেন।

(৬) ইহার পরে শাকের মল্লিক ও রূপ এই দুই ভ্রাতার প্রতি গৌরাঙ্গের ব্যবহার প্রসঙ্গ। ইহারা গৌড়ের বাদসাহ সরকারে চাকুরি করিতে করিতে ক্রমান্বয়ে উদাসীন হইয়া মথুরায় গিয়া বাস করিতেছিলেন, তথা হইতে গৌরাঙ্গের অবতারত্বের অপূর্ব্ব কাহিনী শ্রুত হইয়া হউক, অথবা জগন্নাথ দর্শনে আসিয়া চৈতন্যকীর্ত্তন শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া হউক, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। প্রথমেই গৌরাঙ্গের অপূর্ব্বরূপ দর্শনে এবং তাঁহার 'কৃপাদৃষ্টি' পাতে মুগ্ধ হইয়া আপনাদিগের বহুতর দৈন্য বিজ্ঞাপন করত সংসারোদ্ধারিণী ভক্তি দানের প্রার্থনা করেন অর্থাৎ শরণাপন্ন হন। তখন গৌরাঙ্গ তাঁহাদিগকে সংসারবন্ধন ছিন্ন করার জন্য ভাগ্যবন্ত বলিয়া প্রশংসা করেন, তৎপরে তাঁহাদের প্রতি পুনরায় কৃপাদৃষ্টি করিয়া বলিলেন, [এই যে কৃপাদৃষ্টি ইহা গৌরাঙ্গের যাদু প্রেরণা (Hypnotic suggestion) ভিন্ন অন্য কিছু নহে] "তোমরা যদি প্রেম ভক্তি বাঞ্ছা কর তবে অদ্বৈতের আশ্রয় কর। অদ্বৈত ভক্তির ভাণ্ডারী তাঁহার কৃপায় কৃষ্ণভক্তি হয়।" এই আজ্ঞা পাইয়া উভয় ভ্রাতা অদ্বৈতের চরণে দণ্ডবৎ হইয়া বলিলেন, 'তুমি পতিতপাবন আমাদিগকে পরিত্রাণ কর।' এই সময়ে গৌরাঙ্গ শাকর ও রূপের প্রশংসাসূচক পরিচয় দিয়া অদ্বৈতকে বলিলেন, 'শুন আচার্য্য! ইহাদিগকে অমায়ায় কৃষ্ণ ভক্তি দেও, যেন জন্ম জন্ম কৃষ্ণ না ভুলে, তুমি না দিলে কৃষ্ণভক্তি কাহার মিলিয়া থাকে?' অদ্বৈত তৎক্ষণাৎ গৌরাঙ্গকে বলিলেন 'তুমি সর্ব্বদাতা, তুমি আজ্ঞা দিলে আমি ভাণ্ডারী সব দিতে পারি।' তৎপরে অদ্বৈত "এই দুইর প্রেম ভক্তি হউক সর্ব্বথা," বলিলেন গৌরাঙ্গ অদ্বৈতের এই কৃপাযুক্ত বাণী শুনিয়া উচ্চ করিয়া হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন, পরে দবীর খাসেরে (রূপকে) লক্ষ্য করিয়া

বলিলেন এক্ষণে তোমারও কৃষ্ণে প্রেম ভক্তি হইল, অদ্বৈতকে জানিও শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণশক্তি। তোমরা দুই ভাই কিছুদিন জগন্নাথ দর্শন করিয়া পরে মথুরা গিয়া থাকিবে এবং পশ্চিমা রাজস তামস লোকদিগকে ভক্তিরস দিবে। আমিও মথুরা মণ্ডলে গিয়া ইহা দেখিব, আমার জন্য একটী "বিরল স্থান করিবে"। শেষে দবীরখাস বা শাকের মল্লিকের নাম সনাতন অবধূত রাখিয়া দুই ভাইকে বিদায় করিলেন।

সুধী পাঠক! গৌরাঙ্গ রূপ ও সনাতনকে লইয়া অদ্বৈতের সহায়তায় এই যে আশ্চর্য্য জনক একটা প্রহসনের ব্যপার নিষ্পাদন করিয়াছিলেন, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে, গৌরাঙ্গ তাদৃশ মানসিক শক্তি বিশেষ পরিচালন এবং স্বভাবসিদ্ধ চাতুর্য্যগুণে তিনি স্বীয় উপস্থিত কয়েকটী প্রয়োজনীয় গুরুতর কার্য্য অক্লেশে সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সে বিচিত্র শক্তি পরিচালন কিরূপ ও কি কি, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে,—

(ক) পাঠক, লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন শাকর মল্লিক ও রূপ দুই ভ্রাতা গৌরাঙ্গের দাস্য লাভের উদ্দেশে তাঁহার নিকট আসিয়াছিল, প্রথমে তিনি দূর হইতে তাহাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, তাহাতে উহারা দূরে থাকিয়া দণ্ডবৎ করণানন্তর নিকটস্থ হইয়া বিনয় ও স্তবস্তুতি দ্বারা আপনাদের কামনা জ্ঞাপন করিলে গৌরাঙ্গ উহাদিগের সংসার বন্ধন ছেদন করার প্রশংসা করত তাহাদের প্রতি পুনরায় একবার কৃপাদৃষ্টি করেন। এই কৃপাদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকা ভিন্ন আর কিছু নহে, ইহা যাদুকরী শক্তি প্রেরণার উপায় মাত্র। ইহার ফলে উভয় ভ্রাতা বিমোহিত হইয়া আপনাদের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়াছিল, যখন গৌরাঙ্গ বুঝিলেন তাহারা তাঁহার বশীকরণ শক্তির অধীন হইয়াছে তখন তাহাদিগকে বলিলেন যদি তোমরা প্রেম ভক্তি চাহ তবে এক্ষণে অদ্বৈতের চরণতলে গিয়া পড়। উভয় ভ্রাতা আপনাদের পূর্ব্ব সংকল্প ভুলিয়া গিয়া তৎক্ষণাৎ গৌরাঙ্গের আদেশে অদ্বৈতের পায়ে পড়িয়া তাঁহার নিকটে ভক্তি প্রার্থনা করিল। এই সময় গৌরাঙ্গ অদ্বৈত সম্বন্ধে যতকিছু প্রশংসা উভয় ভ্রাতাকে শুনাইলেন, তাহারা তাহাই বিশ্বাস করিয়াছিল। যাঁহারা যাদুকরী শক্তি পরিচালন ব্যাপার স্বচক্ষে একবার দেখিয়াছেন তাঁহারা রূপসনাতন যে নিশ্চয় এস্থলে ঐ শক্তির বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন, তাহা স্বীকার করিবেন। উভয় ভ্রাতা তাদৃশ

বুদ্ধিমান্ হইলেও গৌরাঙ্গের যাদুকরী শক্তির প্রভাবে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পূর্ব্বসংকল্পিত গৌরাঙ্গের দাস্য গ্রহণ হইতে বঞ্চিত হইয়া তাঁহার আদেশে অবশক্রমে অদ্বৈতের দাস্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, করিয়া প্রতারিত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহারা গৌরাঙ্গের এই চাতুরী সময়ান্তরে হৃদয়ঙ্গম করিতেও পারিয়া থাকিবেন। কিন্তু তখন আর গত্যন্তর ছিলনা। জানা যায়, রূপসনাতন পূর্ব্ব হইতেই কৃষ্ণ ভক্ত ছিলেন এক্ষণেও সেই কৃষ্ণ ভক্তই থাকিলেন, বিশেষের মধ্যে এই গৌরাঙ্গ হইতে সাক্ষাৎ মন্ত্র না পাইয়া অদ্বৈতের নিকট পাইয়াছিলেন।

(খ) অতঃপর গৌরাঙ্গের স্বপ্রয়োজনীয় গুরুতর কার্য্যসাধনের পরিচয়।

গৌরাঙ্গ জানিতেন তাঁহার অবতারত্বের মূলীভূত কারণ অদ্বৈত, ইহা তিনি সময়ে সময়ে এবং কিছুদিন পূর্ব্বেও প্রকাশ করিয়াছিলেন। রোগধর্ম্মে তিনি কিছুদিন দাস্যভাবে ভাবিত থাকায় স্বীয় কাল্পনিক অবতারত্ব ভুলিয়া গিয়াছিলেন। অদ্বৈত কর্ত্তৃক তাঁহার সেই অবতারত্ব অধুনা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ও কীর্ত্তনাকারে প্রচলিত হইয়াছিল, ইহা অনুভব করিয়া অদ্বৈতের প্রতি ও গৌরাঙ্গের কৃতজ্ঞতার ভাব অসম্বিন্ মানসে সতত পোষিত হইতেছিল। তদ্ভিন্ন ভক্তি প্রচার (যে ভাবে হউক) তাঁহার ত মনের চির বাসনাই ছিল। এস্থলে তিনি রূপ ও সনাতনকে যখন স্বীয় যাদুকরী শক্তির অধীনস্থ হইতে দেখিলেন তখনই উহাদিগকে অদ্বৈতের শিষ্য করাইয়া সেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উত্তম সুযোগ উপস্থিত মনে করিয়াছিলেন, অধিকন্তু উহাতে মথুরা প্রদেশ পর্য্যন্ত স্বীয় অবতারত্ব ও ভক্তিধর্ম্ম প্রচারেরও সুবিধা হইবে। এমন কি, তত্রত্য পশ্চিমা রাজস তামস প্রকৃতির, সম্ভবতঃ নানকপন্থী শিখ সম্প্রদায়ের লোকদিগকে কৃষ্ণ-ভজনায় প্রবর্ত্তিত করিতে পারিলে সমস্ত মথুরা-পৌরজনেরা ব্রজবাসী হইতে পারিবে ইহাও ভাবিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য গৌরাঙ্গের পক্ষে এই সকল অতি আবশ্যকীয় গুরুতর কার্য্য ছিল, যাহা তিনি রূপসনাতনকে উপলক্ষ্য করিয়া অদ্বৈতের সাহায্যে সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে সময়ে সময়ে ভালমানুষের মত কার্য্য করা অসম্ভব নহে। অনুধাবন করিয়া দেখিলে ঐ কার্য্যের ভিতর কিছু না কিছু হিষ্টিরিয়া লক্ষণ—যেমন কাল্পনিক প্রসঙ্গ ও অত্যুক্তির নির্দ্দেশ, বিদ্যমান থাকিবেই। এস্থলে অদ্বৈতকে 'ভক্তির ভাণ্ডারী' তাঁহাতে 'কৃষ্ণের পূর্ণশক্তির' অস্তিত্ব, শ্রীবাসকে 'সর্ব্বশক্তি

সমন্বিত' অভিজ্ঞাপিত হইয়া আত্মপরিষদবর্গের কাল্পনিক তত্ত্বাদি কথন ইত্যাদি তাহার প্রমাণ।

(৭) অবশেষে, গৌরাঙ্গের ক্রোধ ভাবে শ্রীবাসকে চড় মারা এবং দেল্কা লইয়া মারিতে তাড়া করা, তথা বৈষ্ণবের ব্যবহারাদি সম্বন্ধে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করা।

পাঠক লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, গৌরাঙ্গ চরিতে ইহা একটী আশ্চর্য্য বিশেষত্ব যে তাঁহার মতের প্রতিকূলে কেহ মত প্রকাশ করিলে তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাকে মারিতে ধাবিত হইতেন এবং সত্য সত্যই প্রহারও করিতেন. ইহাতে তাঁহার লঘুগুরু জ্ঞান থাকিত না। এস্থলে শ্রীবাসকে প্রথমে পিতা সদৃশ মনে করিতেন, পরে যাঁহাকে পরম ভক্ত জানিয়া আপনার অন্তরঙ্গ স্বীকার করিয়া আসিতেছিলেন, সেদিন স্বকীয় অবতারত্ব সম্বন্ধীয় তর্কে আপনাকে পরাস্ত মানিয়া যাঁহাকে 'সর্ব্বশক্তিসমন্বিত' শব্দে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন, অধুনা তাঁহাকে সামান্য কারণে—নিষ্কারণে বলিলেও হয়, ক্রোধান্বিত হইয়া এক চপেটাঘাত করিয়াছিলেন এবং আরও গুরুতর আঘাত করিবার জন্য দৌড়িয়া গিয়াছিলেন। দৈবাৎ অদ্বৈত তাঁহার হাত ধরিয়া প্রবোধ বচন প্রয়োগ না করিলে হয়ত একটা গুরুতর কাণ্ডই ঘটিত। [ঈদৃশ আচরণ হিষ্টিরিয়া রোগের অন্যতম বিশেষ লক্ষণ (উদ্বোধন)। তাহাই এস্থলে গৌরাঙ্গের চরিত্রে আমরা দেখিতে পাইতেছি] জীবনী-লেখক বৃন্দাবন দাস গৌরাঙ্গের ঈদৃশ আচরণকে পুত্রের প্রতি পিতার শিক্ষা দান বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহা কি কোন রূপে সঙ্গত হইতে পারে? এই সময়ে গৌরাঙ্গের মানসিক অবস্থা (mentality) পর্য্যালোচনা করিলে আমরা ভিন্নরূপ সুষ্ঠু সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। সে পর্য্যালোচনা এইরূপ, পাঠক বিদিত আছেন, ইত্যগ্রে গৌরাঙ্গ রূপ সনাতনকে জানাইয়াছিলেন অদ্বৈত ভক্তির ভাণ্ডারী এবং কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি। তখন তিনি কৃষ্ণের অবতার ভাবে ভাবিত ছিলেন। এখনও তাঁহার সেই ভাবাবেশ চলিতেছিল। তিনি অদ্বৈত সম্বন্ধে ঐরূপ বলিয়া সম্যক্ তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই সেজন্য তিনি কি প্রকারে অদ্বৈতকে আরও উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে অগ্ররূপে আরও গৌরবান্বিত করিতে পারেন তাহার উপায় স্বীয় অসন্বিন্ মানসে চিন্তা করিতেছিলেন। ইত্যবসরে একদিন গৌরাঙ্গ ভক্তবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া

বসিয়া আছেন, এমন সময়ে স্বকীয় ভাব প্রেরণা (auto-suggestion) দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি অদ্বৈতকে কিরূপ বৈষ্ণব মনে কর ?' শ্রীবাস অদ্বৈতকে পূর্ব্বাবধি যথেষ্ট প্রীতি ও সম্মান করিতেন, তদনুসারে তিনি প্রত্যুত্তরে সরল ভাবে বলিলেন, 'অদ্বৈতাচার্য্য প্রহ্লাদ ও শুকের মত।' গৌরাঙ্গ ইহা শুনিবামাত্র ক্রোধে বিচলিত হইয়া শ্রীবাসকে এক চড় মারিলেন, তাহাতেও তাঁহার ক্রোধের উপশম হইলনা, তখন তিনি শ্রীবাসকে বলিলেন, 'তুই কিনা আমার নাঢ়াকে শুক (যাহাকে তুই মুক্ত বলিয়া বলিস্) ও প্রহ্লাদ, যাহারা অদ্বৈতের কাছে কল্যকার বালক, ইহাদের সহিত তুলনা করিলি ?' এইরূপ বলিয়া গৌরাঙ্গ ক্রোধান্ধ হইয়া ঠেলকা হাতে লইয়া শ্রীবাসকে মারিবার জন্য দৌড়িয়া গিয়াছিলেন। পাঠক! ইহা গৌরাঙ্গের পূর্ব্বের আবেশাবস্থার উপরে শ্রীবাসের প্রতিকূল বাক্য প্রেরণায় হিষ্টিরিয়ার নূতন আক্রমণ লক্ষণ উপস্থিত মনে করিতে হইবে, কেননা দেখা যায়, অদ্বৈতের প্রবোধ বাক্যে উহা তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়াছিল। অপিচ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, হিষ্টিরিয়া আক্রমণোত্তর প্রলাপ হইয়া থাকে। এস্থানে গৌরাঙ্গের তাহাই ঘটিয়াছিল, গৌরাঙ্গের উক্তি বিচার করিয়া দেখিলে উহা প্রতিপন্ন হইবে। দেখুন জীবের জন্ম স্বীকার করিলে অদ্বৈতের জন্ম শুক প্রহ্লাদের পূর্ব্বে হওয়া কিরূপে সম্ভব হয় ? আর জীবের জন্ম মৃত্যু নাই (ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ) অন্ততঃ গৌরাঙ্গের কথায় বৈষ্ণবের জন্ম মৃত্যু নাই ইহা স্বীকার করিলেও, শুক প্রহ্লাদ ও অদ্বৈতেরও ত আদৌ জন্ম হয় নাই, তাহার আবার অগ্র পশ্চাৎ, আকাশ কুসুমবৎ অবাস্তব হইতেছে। বলা বাহুল্য, নাড়ার হুঙ্কারে ক্ষীরোদ সমুদ্র মধ্য হইতে নিদ্রোত্থিত হইয়া (নবদ্বীপে) অবতীর্ণ হওয়া এবং সেই হুঙ্কারের শব্দ এখনও গৌরাঙ্গের কর্ণে প্রতিধ্বনিত থাকা ইত্যাদি অবাস্তব কাল্পনিক উক্তি (Hallucination and delusion) তাঁহার হিষ্টিরিয়া প্রলাপলক্ষণ (delirium) স্বীকার করিতে হয়। ইহা পূর্ব্বে অনেকবার বলা হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন, বৈষ্ণবদিগের প্রভাব ভক্তি, কে আগে কে পিছে কাহার কিরূপ শক্তি ইত্যাদি গৌরাঙ্গের অপ্রাসঙ্গিক প্রলাপ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কেননা তাঁহার আবেশের অবস্থা বৃন্দাবন দাস এ স্থলে স্বীকার করিয়াছেন, আর ঐ অবস্থায় ত প্রলাপ হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

এদিকে শ্রীবাস গৌরাঙ্গহস্তে অভাবনীয় ও অযথা রূপে মার খাইয়াও তাঁহার যে ক্রোধের কারণ হইয়াছিলেন সেজন্য তিনি আপনাকে অপরাধী বলিয়া স্বীকার করিলেন। অপিচ গৌরাঙ্গের মুখে অদ্বৈতের মাহাত্ম্য শুনিয়া আনন্দিত হইয়া আপনাকে মহাসৌভাগ্যবান্ বিবেচনা করিলেন এবং উহাতে যে শিক্ষালাভ হইল তাহাতে অতঃপর অদ্বৈতের প্রতি তিনি অচলা ভক্তি করিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন। এক্ষণে সকল গোলযোগ মিটিয়া গেল, তিন জন পূর্ব্ববৎ আনন্দে আবার বসিলেন।

এই পরিচ্ছেদের শেষাংশে গৌরাঙ্গ সিদ্ধবৈষ্ণবদিগের বিষম 'ব্যভার' প্রসঙ্গ ভক্তগণের নিকট আপনি উত্থাপন করিয়া বিষ্ণুর বক্ষে নারদের পদাঘাত বিষয়ক পৌরাণিক আখ্যায়িকার দ্বারা উহার সমাধান করিয়াছেন। বোধ হয় সহাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের সহিত অবধূত নিত্যানন্দের অনাচার লইয়া পূর্ব্বে যে কথোপকথন হইয়াছিল (সপ্তম অধ্যায় দেখ) ইহা তাহারই জের। ইহার উপরে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজনীয়। কৌতুকের বিষয় বৃন্দাবন দাস বর্ণন করিয়াছেন দেবর্ষি নারদ বিষ্ণুর সমীপে আপনার প্রেম ভক্তি বিকারের যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা কোন পুরাণে বর্ণিত আছে কিনা জানিনা, লেখকের বিশ্বাস—পাছে নারদের সিদ্ধবৈষ্ণব হওয়ার কোন বাধা হয় এজন্য তাঁহাকে বিষ্ণুর সম্মুখেও হিষ্টিরিয়া আক্রমণের বিষয়ীভূত না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। বোধহয় 'ঢেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে' এই কিম্বদন্তী স্মরণ করিয়া আমাদের কবি সিদ্ধবৈষ্ণব নারদের ভক্তিবিকার লক্ষণ বৈকুণ্ঠের উপস্থিত হওয়ার বর্ণনা করিয়া থাকিবেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

[বাহুল্যভয়ে বর্ত্তমান পরিচ্ছেদের চুম্বকোক্তির আবশ্যকতা নাই।]

এইরূপে গৌরাঙ্গ ভক্তগোষ্ঠীসহ আনন্দে বিহার করিতে থাকেন, একদিন তিনি সুখে বসিয়া আছেন এমন সময় অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহার নিকট অসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌরহরি হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, কহ আচার্য্য! কোথা হইতে আসিলে ও কোন কার্য্য করিয়া আসিলে? অদ্বৈত উত্তর করিলেন, জগন্নাথ দেখিয়া এই তোমার নিকট আসিতেছি। গৌরাঙ্গ বলিলেন 'জগন্নাথের শ্রীমুখ দেখিয়া তাহার পরে কি করিলে?' অদ্বৈত বলিলেন 'আগে জগন্নাথকে দেখিয়া তৎপরে ৫।৭ বার প্রদক্ষিণ করিয়াছিলাম।' প্রদক্ষিণ শুনিয়া গৌরাঙ্গ হাসিতে লাগিলেন এবং বলিলেন তুমি হারিলা হারিলা।" আচার্য্য বলিলেন আমার হারিবার সামগ্রী কি? গৌরাঙ্গ বলিলেন তুমি যখন প্রদক্ষিণ করিলে তখন পূর্ব্বদিকে যতক্ষণ গিয়াছিলে ততক্ষণ তোমার দর্শন হইতে পারে নাই কিন্তু আমি যতক্ষণ ধরিয়া জগন্নাথকে দেখি আমার লোচন আর কোথায়ও যায় না। কি দক্ষিণ কি বামে কিবা প্রদক্ষিণে জগন্নাথের মুখ ভিন্ন আর কিছুই দেখিনা। তখন অদ্বৈত করযোড় করিয়া বলিলেন, গোসাঞি! এখন সকলে তোমার নিকট হারিবে; এ কথার অধিকারী তুমি ভিন্ন ত্রিভুবনে আর কেহ নাই, ইহা সত্য বলিলাম। এ কথায় তোমার নিকট হার মানিলাম। ইহা শুনিয়া বৈষ্ণবমণ্ডলী হাসিয়া হরিমঙ্গল কোলাহল করিয়া উঠিল। গৌরাঙ্গ এইরূপ বিচিত্র কথা কহিয়া অদ্বৈতকে সর্ব্বদা প্রীত করিতেন।

একদিন গদাধর গৌরাঙ্গের স্থানে আসিয়া বলিলেন, 'ইষ্টমন্ত্র কাহাকে বলায় ঐ মন্ত্র আর আমার স্ফূর্ত্তি পায় না, অতএব তুমি ঐ মন্ত্র আমাকে বল, তাহা হইলে আমার মনে প্রসন্নতা হয়।' গৌরাঙ্গ বলিলেন, 'তোমার উপদেষ্টা রহিয়াছেন, তিনি থাকিতে সাবধান,—এরূপ ব্যবহার হয় না' গদাধর বলিলেন, 'তিনি এখানে নাই অতএব তুমি তাঁহার পরিবর্ত্তে মন্ত্র দেও।' গৌরাঙ্গ বলিলেন 'তোমার গুরু বিদ্যানিধিকে বিধাতা এখানে আনিতেছেন। কেবল আমাকে

দেখিবার জন্য দিন দশেকের মধ্যে এখানে উপস্থিত হইবেন। যখন নিরবধি বিদ্যানিধিকে আমার মনে হইতেছে তখন বুঝিলাম তুমি তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া আনিতেছ।' গদাধর গৌরাঙ্গের প্রিয় পাত্র ছিলেন তিনি তাঁহার কাছে ভাগবত পড়িতেন, তাহা শুনিয়া তিনি আনন্দিত থাকিতেন এবং যাবতীয় কৃষ্ণ ভাব প্রকাশ করিতেন। প্রহ্লাদ চরিত্র এবং ধ্রুব চরিত্র শতাবৃত্তি করিয়া সাবহিত হইয়া শুনিতেন, অন্য কোন কার্য্যে তাঁহার অবসর ছিলনা, নাম গুণ বলিতেন ও শুনিতেন। গদাধরের স্বরূপের কীর্ত্তন এবং একেশ্বর ও দামোদরের নামগুণ গান হইতে গৌরাঙ্গ বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতেন। এবং

অশ্রু, কম্প, হাস্য, মূর্চ্ছা, পুলক হুঙ্কার।
যত কিছু আছে প্রেমভক্তির বিকার॥

তাঁহাতে উপস্থিত হইত। দামোদরের উচ্চ কীর্ত্তন শুনিলে তাঁহার বাহ্যলোপ হইত তিনিও তৎক্ষণাৎ নৃত্য করিতেন গৌরাঙ্গের যত সন্ন্যাসি-পার্ষদ ছিল, দামোদর স্বরূপের তুল্য কেহ ছিল না, পুরী গোসাঞিতে তাঁহার যেরূপ প্রীতি ছিল দামোদর স্বরূপেও তত প্রীতি করিতেন। দামোদর সঙ্গীত রসময় ছিলেন। তাঁহার ধ্বনি শ্রবণ করিলে গৌরাঙ্গের নৃত্য হইত। কখন নগরে তিনি একাকী কপটীর মত অলক্ষিতে ভ্রমণ করিতেন, কেহ চিনিতে পারিত না। পরন্তু দামোদর স্বরূপ ও পরমানন্দ পুরী এই দুই সন্ন্যাসী পার্ষদ গৌরাঙ্গের দুই বাহুরূপে সর্ব্বদা নিকটে থাকিতেন। গৌরাঙ্গ দামোদর স্বরূপের সঙ্গে অহর্নিশ কীর্ত্তন রঙ্গে ভ্রমণ করেন, দামোদর তাঁহাকে কি শয়নে কি ভোজনে কিবা পর্য্যটনে তাঁহাকে ছাড়িতেন না। দামোদরের গানে বিহ্বল হইতেন তখন তাঁহার পথের ঠিক থাকিতনা। একেশ্বর দামোদর সহিত তিনি যে কি আনন্দ ভোগ করিতেন তাহা ক'জন জানে?

"কিবা জল কিবা স্থল, কিবা বন ডাল।
কিছু না জানেন প্রভু গর্জ্জন বিশাল॥

দামোদর কীর্ত্তন করেন আর গৌরাঙ্গকে বনে এবং ডাল হইতে পড়িতে ধরেন।

একদিন গৌরাঙ্গ আবিষ্ট হইয়া এক কূপের মধ্যে আছাড় খাইয়া

পড়িয়াছিলেন, ইহা দেখিয়া অদ্বৈত প্রভৃতি সকালে মাথায় হাত দিয়া কান্দিতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গ কিন্তু কিছু জানিতে পারেন নাই, কূপে পড়িয়া ভাসিতেছিলেন, তাঁহার অঙ্গে কোন ক্ষত হয় নাই। তখন অদ্বৈতাদি ভক্তগণ তাঁহাকে কূপ হইতে উত্তোলন করিলেন, তিনি উঠিয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বোল কি কথা" অর্থাৎ প্রেম ভক্তি রসে বাহ্যশূন্য থাকায় অজ্ঞের ন্যায় জানিতে চাহিলেন ব্যাপারটা কি? গৌরাঙ্গের এরূপ কথা শুনিয়া সকলে আনন্দিত হইলেন।

গৌরাঙ্গ এইরূপ ভক্তিরসে মগ্ন থাকিয়া বিহার করিতে থাকিলেন, একদিন বিদ্যানিধি আসিয়া দর্শন দিলেন। গৌরাঙ্গ তাঁহাকে দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন তৎপরে 'বাপ আইলা বাপ আইলা' বলিতে লাগিলেন। ভক্তবৎসল গৌরচন্দ্র বিদ্যানিধিকে ক্রোড়ে লইয়া ক্রন্দন করিলেন, তাহা দেখিয়া চতুর্দ্দিকে বৈষ্ণবগণও ক্রন্দন করিতে লাগিল। ক্রমে প্রেমনিধির প্রতি ভক্তগণের প্রেম বাড়িতে লাগিল। বিদ্যানিধির পূর্ব্ব-সখা দামোদর স্বরূপ, গৌরাঙ্গের সন্মুখে, উভয়ে পদধূলি লইতে ইচ্ছা করিলেন, সেজন্য

"দুঁহে ধরাধরি ঠেলাঠেলি ফেলাফেলি।
কেহো কারে না পারেন, দুঁহে মহাবলী॥"

ইহা দেখিয়া গৌরাঙ্গ হাস্য করিতে লাগিলেন! তৎপরে তিনি বিদ্যানিধিকে কিছুদিন নীলাচলে অবস্থান করিতে বলিলেন। ইহাতে বিদ্যানিধি মহা সন্তুষ্ট হইলেন, কেননা তাহা হইলে তিনি গৌরাঙ্গের নিকটে কিছুদিন থাকিতে পাইবেন। পরে গদাধর স্বীয় ইষ্টমন্ত্র পুনরায় তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিলেন। গৌরাঙ্গ বিদ্যানিধিকে আপনার নিকট সমুদ্রতীরে যমেশ্বরে বাসা দিয়াছিলেন, তথায় থাকিয়া জগন্নাথ দর্শন এবং প্রিয়পাত্র দামোদর স্বরূপ সহিত কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে কালযাপন করিতেন।

যথাকালে ওড়ন ষষ্ঠী নামে পর্ব্ব উপস্থিত হইল, যাহাতে জগন্নাথ দেব নূতন মাণ্ডুয়া বস্ত্র পরিধান করেন, গৌরাঙ্গ ভক্তগণ সহ ঐ বস্ত্র ওড়ন দেখিতে আসিলেন। ষষ্ঠী হইতে মকর পর্য্যন্ত ঐ পর্ব্ব চলিয়া থাকে। উহাতে মৃদঙ্গ মুহরী শঙ্খ দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্য বাজিতে থাকে। জগন্নাথের নানা বর্ণের দিব্যবস্ত্র ও পুষ্পালঙ্কার,গন্ধপুষ্প ধূপদীপ ষোড়শোপচার পূজা হইবার পরে বিবিধ

প্রকারে ভোগ দেওয়া হইল তখন গৌরাঙ্গ প্রেমানন্দ রঙ্গে সর্ব্বগোষ্ঠীসহ বাসায় আসিলেন, তথা হইতে বৈষ্ণবদিগকে বিদায় দিলেন। বিদ্যানিধিও দামোদর উভয়ে সর্ব্বদা একসঙ্গে থাকিয়া পরস্পরের মধ্যে মনঃকথা নিষ্কপটে কহিয়া থাকেন। অধুনা জগন্নাথের মাণ্ডুয়া বসন ধারণ সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়ায় দামোদরকে বিদ্যানিধি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এদেশেত শ্রুতিস্মৃতি প্রচুর বিদ্যমান, তবে জগন্নাথ কিজন্য মণ্ডের কাপড় না ধুইয়া পরিধান করেন?' দামোদর তদুত্তরে কহিলেন, 'ইহা দেশাচার, এখানে এরূপ চিরকাল হইয়া আসিতেছে সেজন্য ইহাতে দোষ নাই। জগন্নাথের মনে যদি এরূপ ইচ্ছা না থাকিত তবে রাজা কেন না নিষেধ করেন?' বিদ্যানিধি বলিলেন, 'ভাল, ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা তিনি তাহা করুন, সেবকে কেন তাহা করিবে? পূজারী, পাণ্ডা, বেহারা, প্রভৃতি ঐ অপবিত্র বস্ত্র ধারণ করে কিন্তু কেহ হাত ধোয় না, রাজা ঐ বস্ত্র মস্তকে ধারণ করেন।' দামোদর স্বরূপ বলিলেন, 'শুন ভাই বুঝি চন্দনযাত্রায় তাদৃশ আচরণে কোন দোষ হয় না। জগন্নাথ পরংব্রহ্মের অবতার, অতএব হেথায় বিধিনিষেধের কোন বিচার নাই।' বিদ্যানিধি বলিলেন, 'জগন্নাথ পরংব্রহ্ম তাঁহার পক্ষে বিধি নিষেধ লঙ্ঘনে নাহয় কোন দোষ হয়না, কিন্তু নীলাচলে থাকিয়া অন্য সকলেই ব্রহ্ম হইল নাকি? উঁহারাও লোক ব্যবহার ছাড়িয়া ব্রহ্ম হইল!' দুই সখায় এই কথা লইয়া (হাতাহাতি) হাত ধরাধরি করিয়া হাসিয়া হাসিয়া সকল পথ চলিতে লাগিলেন। পরে উভয়ে ভোজন সমাপন করিয়া আপনাপন বাসায় আসিয়া শয়ন করিলেন। বিদ্যানিধি স্বপ্নে দেখিলেন জগন্নাথ ক্রোধরূপ ধারণ করিয়া সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ধরিয়া মুখে চড়াইতে লাগিলেন। [এই স্থলে বৃন্দাবনদাস সহসা বলরামকেও উপস্থিত করিয়া দুইভাই মিলিয়া বিদ্যানিধিকে চড় মারার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

"দুই ভাই মেলি চড় মারে দুই গালে।
হেন দঢ় চড় যে অঙ্গুলি গালে ফুলে॥"

বিদ্যাধি চড় খাইয়া 'রক্ষ কৃষ্ণ' 'অপরাধ ক্ষম' বলিয়া জগন্নাথের পায়ে পড়িলেন। আর 'কোন্ অপরাধে ঠাকুর (গোসাঞি) আমাকে মারিতেছ' বলিলেন। জগন্নাথ বলিলেন,— .

তোর অপরাধের অন্ত নাঞি।

মোর জাতি, মোর সেবকের জাতি নাঞি।]

তুমি এস্থানে থাকিয়া সমস্ত জানিয়াছ, তবে কেন এ 'জাতি নাশের স্থানে রহিয়াছ? জাতিরক্ষা করিয়া আপন বাটীতে যাও। আমি যে যাত্রার ব্যবস্থা করিয়াছি তাহাতে তুমি অনাচারের সম্বন্ধ দেখিলে! আমাকে ব্রহ্ম করিয়া আমার সেবককে নিন্দিয়া মণ্ডুয়া বস্ত্রে দোষ প্রদর্শন করিয়াছ।' বিদ্যানিধি স্বপ্নে মহাভয় পাইয়া জগন্নাথের চরণে মাথা রাখিয়া কান্দিতে লাগিলেন এবং বলিলেন—

"সর্ব্ব অপরাধ প্রভু! ক্ষম 'পাপিষ্ঠে'রে।

ঘাটিলুঁ, ঘাটিলুঁ প্রভু! বলিলুঁ তোমারে॥

যে মুখে হাসিলুঁ প্রভু! তোর সেবকেরে।

সে মুখের শাস্তি প্রভু! ভাল কৈলা মোরে॥

ভাল দিন হইল মোর আজি সুপ্রভাত।

মুখ কপোলের ভাগ্যে বাজিল শ্রীহাথ॥"

তখন জগন্নাথ বলিলেন, 'তোরে সেবক দেখিয়া তোর প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য এই শাস্তি করিলাম।' পরে প্রেমনিধির উপর প্রেম দৃষ্টিপাত করিয়া জগন্নাথ পুনরায় বলরামসহ দুই ভ্রাতার মন্দিরে চলিয়া গেলেন। এদিকে বিদ্যানিধি এইরূপ দেখিয়া জাগিয়া উঠিলেন, গালে হাত দিয়া চড়ের চিহ্ন দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন এবং আপনা আপনি বলিলেন বড় ভাল ভাল যেমন অপরাধ করিয়াছিলাম তেমন শাস্তি পাইলাম, অল্পে অল্পেই এড়াইলাম। (জীবনী লেখক এই স্থানে বলিয়াছেন) প্রভু ভক্তজনকে স্বপ্নে প্রসন্ন হন, আবার শাস্তিও দেন, অভক্তকে স্বপ্নেও কিছু বলেন না, ইত্যাদি।

পরদিন প্রাতে দামোদর স্বরূপ একসঙ্গে জগন্নাথ দর্শনে যাইবেন বলিয়া বাসায় আসিয়া বিদ্যানিধি অদ্য কেন সকালে শয্যা হইতে উঠিতে পারেন নাই তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাতে বিদ্যানিধি স্বপ্নে জগন্নাথ ও বলরাম কর্ত্তৃক যে জন্য গালে চড় খাইয়াছিলেন তৎসমস্ত তাঁহাকে

বলিলেন। * দামোদর তাহা শুনিয়া ও বিদ্যানিধির গালে চড়ের চিহ্ন ও গালফুলা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার এই সম্পদে আনন্দিতও হইয়াছিলেন।—

সখার সম্পদে হয় সখার উল্লাস।
দুইজনে হাসেন পরমানন্দ হাস॥

গৌরচন্দ্র এই পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে 'বাপ' বলিয়া সম্বোধন করিতেন, এবং তাঁহার নাম লইয়া বিস্তর কান্দিতেন।

(চৈ, ভা, অন্ত্য খণ্ড শেষ)

মন্তব্য—

১। পাঠক লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, অন্যকে হার মানান গৌরাঙ্গের একটী আবাল্য অভ্যাস ছিল, তাহাতে আত্মগরিমা প্রকাশের অবসর পাইয়া আনন্দ অনুভব করিতেন। পরন্তু স্বীয় মানসিক দৌর্ব্বল্যনিবন্ধন ঐ ব্যাপারে সত্যোপপত্তির প্রতি তাদৃশ লক্ষ্য রাখা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না। এস্থলে তাহারই একটী উদাহরণ পরিলক্ষিত হইতেছে। গৌরাঙ্গের প্রশ্নের উত্তরে অদ্বৈত বলিলেন, 'আগে জগন্নাথ দেখিয়া তবে পাঁচ সাত বার প্রদক্ষিণ করিলাম। প্রদক্ষিণ বাক্য শুনিয়া গৌরাঙ্গ হাসিয়া বলিলেন, "তুমি হারিলা হারিলা"। আচার্য্য বলিলেন, 'অগ্রে হারিবার সামগ্রী কি দেখাও পরে জিনিও'। গৌরাঙ্গ

---

* হাসিয়া বোলেন বিদ্যানিধি মহাশয়। "শুন ভাই! কালি গেল যতেক সংশয়॥
মাণ্ডুয়া বস্ত্রেরে যে করিলুঁ অবজ্ঞান। তার শাস্তি গালে এই দেখ বিদ্যমান॥
আজি স্বপ্নে আসি জগন্নাথ বলরাম। দুই দণ্ড চড়াইলেন—নাহিক বিরাম॥
'মোর পরিধান বস্ত্র করিলি নিন্দন।' এত বলি' গালে চড়ায়েন দুইজন॥
*　　*　　*　　*　　*
লজ্জায় কাহারেও সম্ভাষণ নাহি করি। গাল ভাল হইলে সে বাহির হৈতে পারি॥"

বলিলেন "তবে হারিবার সামগ্রী শুন, তুমি যে প্রদক্ষিণ ব্যবহার করিলে তাহাতে যতক্ষণ জগন্নাথের পৃষ্ঠের দিকে গিয়াছিলে ততক্ষণ তোমার ত তাঁহাকে দর্শন করা হয় নাই, আর আমি যতক্ষণ ধরিয়া জগন্নাথ দর্শন করি আমার চক্ষু আর কোথাও যায় না,—

"কি দক্ষিণে কিবা বামে কিবা প্রদক্ষিণে।
আর নাহি দেখোঁ জগন্নাথ মুখ বিনে" ॥

এইবাক্য শুনিয়া গৌরাঙ্গের পরম ভক্ত আচার্য্য দ্বিরুক্তি নাকরিয়া করযোড় পূর্ব্বক বলিলেন, ইহাতে আমি হারি মানিলাম। ইহা সত্য বলিয়াছি। একথার অধিকারী ত্রিভুবনে তোমা বিনা আর কেহ নাই, তাৎপর্য্য এই, এ অসম্ভব কথা কেবল তোমাতেই সম্ভব।

পাঠক এক্ষণে দেখুন অদ্বৈতের প্রদক্ষিণ কথা ধরিয়া গৌরাঙ্গ কিরূপে তাঁহাকে হার মানাইয়াছিলেন। কেহ কদাচ জগন্নাথমূর্ত্তির পশ্চাৎ থাকিয়া তাঁহার মুখ দেখেনা, কেননা ইহা নৈসর্গিক নিয়মের বহির্ভূত, কিন্তু গৌরাঙ্গ কি দক্ষিণ কি বাম, কি পশ্চাৎ সকল দিক হইতেই জগন্নাথের মুখ দেখিতে পাইয়াছিলেন, ইহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য গৌরাঙ্গকে পরংব্রহ্ম বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন, সুতরাং তাঁহার ঈদৃশ যুক্তিবিহীন বাক্যও সত্য বলিয়া স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। কিন্তু যাঁহারা গৌরাঙ্গকে পরমেশ্বর বলিয়া মান্য না করেন, তাঁহারা ঐ উক্তিকে অসত্য বলিয়াই স্থির করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই, কেননা গৌরাঙ্গ যেরূপ মানসিক পীড়া (hysteria) গ্রস্ত ছিলেন তাহাতে তাঁহার পক্ষে অসঙ্গত ও মিথ্যা বাক্য কথনও অসম্ভব নহে। পরন্তু তিনি প্রিয়ভক্ত অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট জানিয়া শুনিয়া অসঙ্গত ও অবিশ্বাস্য বাক্য বলিলেন, ইহা কেহ যে মনে করিতে অগ্রসর হইবে, তাহা বোধ হয় না। তবে গৌরাঙ্গের দুই পার্শ্ব ও পশ্চাৎ হইতে জগন্নাথের মুখদর্শন ব্যাপারটা কিরূপে সমাধান হইতে পারিবে? সুধী পাঠক! গ্রন্থকার মনে করেন যখন হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত ব্যক্তির রোগধর্ম্মে সচরাচর অবাস্তব বস্তু বা ব্যক্তির দর্শন (Halluoination) ঘটিয়া থাকে, আমাদের গৌরাঙ্গেরও ঐরূপ অনেক বার হইয়াছে, তখন সত্যবস্তু (জগন্নাথের মুখ-বিম্ব) যাহা অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া তাঁহার দর্শনানুভূতির বিষয় হইয়াছিল,

তাহা তাঁহার চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ কালেও অপগত হয় নাই, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি! যখন হিষ্টিরিয়া রোগে চক্ষুরিন্দ্রিয় ব্যতীত অন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেও অভাবনীয় রূপে দর্শন-কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়ার কথা (Clairvoyance) বর্ত্তমান সমুন্নত পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদে প্রথিত আছে, তখন ঐ ব্যাধিগ্রস্ত গৌরাঙ্গের পক্ষে পশ্চাৎ ও পার্শ্বে থাকিয়া জগন্নাথের মুখদর্শন সম্পাদন করা কেন অসম্ভব হইবে? অতএব যে রূপেই হউক এক্ষেত্রে জগন্নাথের প্রকৃত মুখ তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে বিদ্যমান থাকিয়া তৎপ্রতিবিম্ব পুনঃ পুনঃ প্রেরণ করার প্রয়োজন হয় নাই, প্রথম প্রতিবিম্ব পাতই তাঁহার নিয়ত দৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছিল, ইহাই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। কোন দৃষ্টপদার্থের প্রতি মনের একাগ্র সংযোগাবস্থায় চক্ষু মুদ্রিত করিলেও যেমন ঐ পদার্থের চিত্র আমরা কতক সময়ের জন্য অনুভব করিয়া থাকি, গৌরাঙ্গের প্রদক্ষিণ কালে জগন্নাথের মুখদর্শন ব্যাপারও ঐরূপে ঘটিয়া থাকিবে। এই উভয় ব্যাপারে তাঁহার কোন অলৌকিক শক্তির পরিচয় অথবা জ্ঞাতসারে মিথ্যাকথনের প্রমাণ হয় না, অথচ অদ্বৈত গৌরাঙ্গের উক্ত দর্শন কার্য্যে তাঁহার অলৌকিক শক্তির অভিব্যক্তি স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। ক্ষোভের বিষয় অদ্বৈতের এই ভ্রান্ত বিশ্বাস গৌরাঙ্গ-ভক্তদিগের মধ্যে এখনও প্রচলিত আছে।

২। গদাধর ভাগবতপাঠে বিশেষ নিপুণ ছিলেন, এই সময়ে তিনি উপস্থিত থাকায় তাঁহার নিকট হইতে গৌরাঙ্গ প্রহ্লাদচরিত্র ও ধ্রুবচরিত্র শতাবৃত্তি করিয়া শ্রবণ করিতেন, তাঁহার আর কোন কার্য্যে অবসর থাকিত না। সর্ব্বদা নাম গুণ বলেন ও শুনেন। আর দামোদর স্বরূপ ঐরূপ কীর্ত্তনে বড় পটু ছিলেন, তিনি কৃষ্ণগুণ গাইলে গৌরাঙ্গ বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতেন এবং তাঁহাতে অশ্রুকম্প প্রভৃতি যাবতীয় প্রেমভক্তির বিকার মূর্ত্তিমন্ত হইয়া উদয় হইত। ইহাতে প্রতীত হয়, গৌরাঙ্গ স্বপ্রেরণায় নিয়োজিত হইয়া কৃষ্ণভক্তি ভাবের উদ্দীপনার্থে গদাধরের সঙ্কীর্ত্তন শুনিয়া হিষ্টিরিয়া আক্রমণের বিষয়ীভূত হইয়া পড়িতেন। ইহার পরে বাহিরে গেলেও ঐ কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে বিহ্বল হইয়া গৌরাঙ্গের উন্মাদের অবস্থা উপস্থিত হইত, তখন তাঁহার পথের ঠিক থাকিত না, যথায় তথায় পড়িয়া যাইতেন, বিশাল গর্জ্জন করতঃ জল, স্থল, বনের কিছু জ্ঞান থাকিত না, গাছের ডালে উঠিলে তাঁহাকে না ধরিলে তথা হইতে

পড়িতেন। * এইসকল লক্ষণ হিষ্টিরিয়া আক্রমণের প্রলাপের (State of delirium) অবস্থা। এই অবস্থায় গৌরাঙ্গ চলিতে চলিতে পথের মধ্যে একদিন এক কূপে পতিত হইয়াছিলেন। বোধহয় জলে পড়িয়া জলের শৈত্য-স্পর্শের অনুভূতিতে তাঁহার কথঞ্চিৎ চৈতন্য লাভ হইয়াছিল, তখন সঙ্গীসকল তাঁহাকে ঐ কূপ হইতে উত্তোলন করিলে তিনি তাঁহাদিগকে অনভিজ্ঞের মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'ব্যাপারটা কি?' এইস্থলে বৃন্দাবন দাস বলিয়াছিলেন,—

বাহ্য না জানেন প্রভু প্রেম ভক্তি রসে।
অসর্ব্বজ্ঞ প্রায় প্রভু সভারে জিজ্ঞাসে॥

ইহা যে আবেশের অবস্থা তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হয়,—

'একদিন মহাপ্রভু আবিষ্ট হইয়া।
পড়িলা কূপের মাঝে আছাড় খাইয়া॥'

পাঠক! নিত্যানন্দও নীলাচল হইতে নবদ্বীপে ফিরিয়া যাইবার কালে পথে তাঁহারও ঠিক উপরোক্ত রূপ পথে অপথে চলা, গাছে উঠা ও তাহা হইতে পড়া, নাচা, গাওয়াইত্যাদি প্রকাশ পাইয়াছিল। উভয়ের সমান পীড়া সুতরাং সমান লক্ষণ, তবে অদ্বৈতের বেলা ভক্তগণ উহাদিগকে ঠাকুরালি এবং ভক্তির বিকার বিশেষ বলিয়া কিরূপে মনে স্থান দেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

৩। ইহার পরে বিদ্যানিধির আগমনে গৌরাঙ্গের মনোভাবের অবস্থার কথা।

বিদ্যানিধিকে দেখিবামাত্র গৌরাঙ্গ হাসিতে হাসিতে 'বাপ আইলে বাপ আইলে' বলিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার হিষ্টিরিয়ার মৃদু আক্রমণের পরিচায়ক,—প্রথমে হাসি

---

* পথ চলিতেও প্রভু দামোদর গায়ে। নাচেন বিহ্বল হৈয়া, পথ নাহি জানে॥
একেশ্বর দামোদর স্বরূপ সংহতি। প্রভু সে আনন্দে পড়ে, না জানেন কতি॥
কিবা জল, কিবা স্থল কিবা বন ডাল। কিছু না জানেন প্রভু গর্জ্জেন বিশাল॥
একেশ্বর দামোদর কীর্ত্তন করেন। প্রভুরেও বনে ডালে পড়িতে ধরেন॥"

অন্ত্য খণ্ড, ১১ অ।

পরে আনন্দে বিহ্বল হইয়া বাপ আইলা বলিয়া ক্রোড়ে লওয়া তৎপরে ক্রন্দন। এ সকল হিষ্টিরিয়ার অব্যর্থ লক্ষণ (উদ্বোধন দেখ)। তাঁহার ক্রন্দন দেখিয়া উপস্থিত বৈষ্ণব সকলের ক্রন্দন, তাহা ঐ রোগের সংক্রামকত্বের নিদর্শন। তাৎপর্য্য এই,—অনেক দিনের পরে ভক্তিমান্ এবং প্রিয় পাত্র বিদ্যানিধিকে দেখিবামাত্র গৌরাঙ্গের মনে যে ভক্তি ভাবের উদ্দীপনার আবেগ উপস্থিত হইয়াছিল,মনের সংযম বিরহে তাহারই বাহ্যপ্রকাশ হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ-রূপে পরিণমিত হওয়াই সুসম্ভব হইতেছে। আর, বিদ্যানিধি বৈষ্ণবগণের তাদৃশ প্রিয় পাত্র ছিলেন না তাঁহাকে দেখিয়া উহাদের ভক্তিভাবের উদ্দীপনার তত সম্ভাবনাও ছিলনা, অথচ বৈষ্ণবগণ যে গৌরাঙ্গের 'চারি ভিতে' সহসা ক্রন্দনের কোলাহল উঠাইয়াছিলেন তাহা কেবল গৌরাঙ্গের ক্রন্দন দেখিয়া (অর্থাৎ উহা হিষ্টিরিয়ার সংক্রমণ-নিবন্ধন) ইহাতে তাঁহাদিগের সাময়িক হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ উপস্থিত হওয়া বুঝাইতেছে। আবার জানা যায়,গৌরাঙ্গ ঐ কান্নার পরেই পুনরায় হাসিয়াছিলেন, তৎপরেই তাঁহার বাহ্য অর্থাৎ সংজ্ঞা হইয়াছিল। তিনি তখন কথা কহিয়া বিদ্যানিধিকে কিছু দিন নীলাচলে থাকিতে বলিয়াছিলেন। ('তবে বাহ্য পাই প্রভু বিদ্যানিধির প্রতি। কথো দিন নীলাচলে তুমি কর স্থিতি' ॥) এই যে বাহ্য তাহা দ্বারা পূর্ব্ব আবেশ সূচিত হয়, অতএব বিদ্যানিধিকে দেখিবা-মাত্র গৌরাঙ্গ কিঞ্চিৎ কালের জন্য যে হিষ্টিরিয়ার আক্রমণের বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না।

৪। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির জগন্নাথ ও বলরাম কর্তৃক স্বপ্নাবস্থায় চড় খাইবার কথা।

এই বিষয়ে বৃন্দাবন দাসের কবিত্ব পূর্ণ বর্ণনা উপন্যাস ভিন্ন আর কিছু সম্ভব নহে। তাহা এই,—বিদ্যানিধি জগন্নাথের ওড়ন ষষ্ঠীর উৎসবে মাণ্ডুয়া বস্ত্র (মাড় দেওয়া নূতন বস্ত্র) ধৌত না করিয়া ব্যবহার হওয়া অশুচিকর মনে করিয়া মিত্র দামোদর স্বরূপের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। জগন্নাথদেব ভ্রাতা বলরামকে সঙ্গে লইয়া বিদ্যানিধির বাসায় আসিয়া তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া তাঁহার দুইগালে এরূপ চড় মারিয়া শাস্তি দিয়াছিলেন যে, কয়েকদিন ধরিয়া তাঁহার গালে অঙ্গুলির দাগ পড়িয়াছিল। পরদিন প্রাতে বিদ্যানিধি প্রভৃতি ঐ প্রহার চিহ্ন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং বিদ্যানিধিও ঐ প্রহারজনিত ফুলা ও বেদনার

কষ্ট কয়েকদিন ধরিয়া ভোগ ও করিয়াছিলেন। ভক্ত বিদ্যানিধি স্বীয় গুরু-অপরাধের জন্য স্বয়ং বলরাম ও জগন্নাথের হস্তে কথিত গুরুতর প্রহারকে স্বল্পশাস্তি ভাবিয়া আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিয়াছিলেন। এদিকে বুঝিতে হইতেছে জগন্নাথ ও বলরাম বিদ্যানিধির অপরাধের শাস্তি দিবার জন্য তাঁহার স্বপ্নাবস্থায় অসিয়া তাঁহার গালে চড় মারিয়াছিলেন অথচ তাহাতে বিদ্যানিধির নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই। অন্যদিকে দামোদর প্রভৃতি বৈষ্ণব ভক্তগণ যখন বিদ্যানিধির গালে চড়ের দাগ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তখন তাহার কারণ অবিশ্বাস করিবার কোন সংশয় ছিল না। এক্ষণে বিচার্য্য এই হইতেছে যে, দারু বিগ্রহ জগন্নাথ ও বলরামের কি ঐ চড় মারা সম্ভব? অবশ্য সম্ভব নহে। তবে ঐ চড়ের দাগ পড়া কিরূপে সম্ভব হইয়াছিল? সুধী পাঠক! নিতান্ত অন্ধবিশ্বাসী ভক্ত ভিন্ন আর কেহই বিদ্যানিধির গালে কথিত চড়ের কারণে আস্থা স্থাপন করিতে পারিবেন, বোধ হয় না। তবে প্রশ্ন হইতে পারে ঐ চড়ের দাগ কোথা হইতে কিরূপে ঘটিল? এবং বিদ্যানিধির উক্ত বর্ণনা কি সর্ব্বৈব মিথ্যা? পাঠক অবগত আছেন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি পূর্ব্বাবধি তীব্র হিষ্টিরিয়া গ্রস্ত সুতরাং বিশিষ্ট দুর্ব্বল-চেতা লোক ছিলেন। এক্ষেত্রে যে দিন জগন্নাথদেবের ওড়ন ষষ্ঠীর উৎসব দেখিতে গিয়া মাণ্ডুয়া বস্ত্রের ব্যবহারের অশুচিত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সেবকদিগের প্রতি অবজ্ঞাসূচক ভাব উদয় হইয়াছিল, তাহা লইয়া পথে আসিতে আসিতে দামোদরের সহিত যে কথোপকথন হইয়াছিল,তাহাতে তাঁহার মনে সন্তোষ লাভ হয় নাই। সেজন্য তাঁহার অসম্বিন্ মানসে (subconscious mind) ঐ অবজ্ঞার ও উপহাসের ভাব রুদ্ধ থাকিয়া কার্য্য করিতে লাগিল। মনের এই অবস্থা লইয়া বিদ্যানিধি শয়ন করিতে গিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার নিদ্রা হয় নাই, যে হেতু তিনি জগন্নাথ ও তাঁহার সেবকদিগের অনাচার সম্বন্ধে অবজ্ঞা-বুদ্ধিতে যে দোষারোপ করিয়াছিলেন তাহার স্মৃতি ও বিতর্ক তাঁহার চিত্তের শান্তি নাশ করিয়াছিল। পরিশেষে জগন্নাথের নিকট তিনি গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন ইহা সাব্যস্ত করিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন। ইহার ফলে তাঁহার এক হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ উপস্থিত হইয়াছিল, আর ঐ আক্রমণের অবস্থায় তিনি স্বীয় অসম্বিন্ মানসের উদ্দীপ্ত

ভাবাবেগে প্রেরিত হইয়া আপনার দুইগালে দুইহস্তে সজোরে চপেটাঘাত করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার মনের ভাবাবেগ উপশমিত হইলে তিনি মূর্চ্ছিত বা নিদ্রিত হইয়া পড়েন। পরদিন প্রাতঃকালে ঐ মূর্চ্ছা বা নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। তখন গাত্রোত্থান করিয়া বেদনাযুক্ত কপোলে স্বতঃই হাত পড়িয়াছিল, তখন প্রথম রাত্রির অসম্বিন্ মানসে নিজ কৃত প্রহার ব্যাপার সহসা স্মরণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কথিত আছে হিষ্টিরিয়া আক্রমণ বিশেষে রোগী অসমম্বিন্ মানসে যাহা যাহা করে আক্রমণোত্তর সংজ্ঞা লাভ করিলে তাহা স্বকৃত বলিয়া মনে আনিতে পারেনা। বিদ্যানিধি স্বকীয় গালের বেদনা ও ফুলার কারণ কি হইতে পারে ইহা ভাবিতে গিয়া তখন জগন্নাথের নিকট নিজের অপরাধের কথা মনে উদয় হওয়ায় প্রথমে জগন্নাথ, তৎপরে বলরাম, উভয় কর্ত্তৃক তাঁহার নিদ্রাবস্থায় গালে চড়ের আঘাত খাওয়া অবধারণ করেন। তৎপরে ঐ ধারণাকে শাখাপল্লবে মণ্ডিত করা আবশ্যক বিবেচিত হওয়া জগন্নাথের নিকট স্বীয় অপরাধ ও তদুপযুক্ত শাস্তির জন্য তাঁহা কর্ত্তৃক স্বপ্নাবস্থায় আপনার চড় খাওয়ার এক উপন্যাস রচনা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হয় নাই। কেননা হিষ্টিরিয়ার আক্রমণোত্তর প্রলাপোক্তিতে সম্ভবাসম্ভবের প্রতি তাদৃশ লক্ষ্য থাকেনা। এ স্থলে দেখা যায়, তখন (প্রাতে) দামোদরস্বরূপ প্রভৃতি তাঁহার সকাশে সমাগত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে অঙ্গুলিচিহ্নযুক্ত গণ্ডদেশ দেখাইয়া ঐ অদ্ভুত উপন্যাসের কথার অবতারণা করিয়া উহার সত্যতা সমর্থনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা ঐ চড়ের দাগ প্রত্যক্ষ এবং বিদ্যানিধি বর্ণিত অপূর্ব্ব উপন্যাস শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। একে বিদ্যানিধির স্বপ্নাবস্থায় চড়ের আঘাতে গাল ফুলিয়া বেদনাযুক্ত হওয়া, দ্বিতীয়তঃ দারুমূর্ত্তি জগন্নাথ ও বলরামের মন্দির হইতে আসিয়া বিদ্যানিধির স্বপ্নাবস্থায় তাঁহাকে (অবশ্য তাঁহাদের হস্তপদহীনতার কথা বিস্মৃত হইয়া) চড় মারিয়া তিরস্কার করিয়া মন্দিরে ফিরিয়া যাওয়ার এরূপ অপূর্ব্ব কাহিনী শুনিয়া কাহার না বিস্ময় জন্মে? ফলতঃ দামোদর প্রভৃতির উক্ত স্বপ্নবৃত্তান্তে এবং চড়ের হেতুতে বিশ্বাস হইয়াছিল কিনা, তাহা বলা কঠিন। পরন্তু চৈতন্যভাগবতকার বহু বৎসর পরেও এই উপন্যাস লোকপরম্পরা শ্রুত হইয়া উহাতে অলৌকিকত্ব উপলব্ধি

করত: গৌরাঙ্গ জীবনীতে প্রসঙ্গতঃ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া স্বীয় অন্ধভক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

হিষ্টিরিয়া রোগে রোগী কোন কোন স্থলে আপনার অজ্ঞাতসারে স্বকীয় দেহে কোনরূপ আঘাত করিয়া (selfinflicted injuries) তাহা অন্যের কৃত বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে, (স্থল বিশেষে অন্যের প্রতি মিথ্যা অত্যাচারের দোষারোপও করে) পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদে উহার স্পষ্টই নির্দ্দেশ দেখা যায়। (উদ্বোধন দেখ) এই আয়ুর্ব্বেদীয় তথ্য চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে আমাদের দেশের লোক অবগত ছিলেন না, এখনও যে সকলে জানিয়াছেন তাহা নহে, এমত অবস্থায় বিদ্যানিধির গালে চড়ের প্রকৃত কারণ অবধারণ দুর্ব্বোধ্য হইয়া আসিয়াছে। সকলেই জানেন স্বপ্নে মিষ্টান্ন খাইলে কাহারও পেট ভরে না; সুতরাং গালে চড় খাইলে যে গাল ফুলে ও বেদনাযুক্ত হয়, ইহা কেহ বিশ্বাস করিতে পারে না; অথচ গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোক ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া চলিয়া আসিতেছেন। ধন্য হিষ্টিরিয়া রোগ! তুমি বহুরূপী, তোমার লীলা বুঝা ভার!

পাঠক আবার একটী 'লীলা' দেখুন,—

গৌরচন্দ্র পূর্ব্বোক্ত বিদ্যানিধিকে বাপ বলিতেন এবং তাঁহার পুণ্ডরীক নাম উচ্চারণ করিয়া রোদন করিতেন। ইহার অবশ্য কোন নিগূঢ় কারণ থাকিবে। দেখা যায় পরম প্রিয় অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের নাম গ্রহণে তাঁহার ঈদৃশ ভক্তির লক্ষণ প্রকটিত হইত না, অথচ পুণ্ডরীক নামে হইত। বোধ হয়, পুণ্ডরীক নাম মনে উদিত হইলে ভাব সাহিত্যের (association of ideas) উদ্দীপনায় তাঁহার পুণ্ডরীকাক্ষ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ভাব মনে স্ফুরিত হইত, তখন আপনাকে কৃষ্ণের দাস এই ভাবিয়া পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে স্বয়ং কৃষ্ণ মনে করিয়া বাপ শব্দে সম্বোধন এবং ভক্তিভরে ক্রন্দনও করিতেন। জানাও যায় গৌরাঙ্গ কৃষ্ণে এই বাপ শব্দ ভাবাবেশে সময়ে সময়ে প্রয়োগ করিতেন। * অতএব এস্থলে পুণ্ডরীককে বাপ বলা এবং পুণ্ডরীক নামে ক্রন্দন করা গৌরাঙ্গের হিষ্টিরিয়া জনিত বিকৃত মনের অন্যতম উচ্ছ্বাস ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না।

* চৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড, ১২শ, অ, "কৃষ্ণরে বাপরে! মোর পাইমু কোথায়" এবং অন্ত্যখণ্ড, ১ম, অ, "কৃষ্ণরে প্রভুরে আরে কৃষ্ণ মোর বাপ।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

[পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞামতে (প্রথম খণ্ড অবতরণিকা) চৈতন্ত ভাগবতের শেষ হইতে গৌরাঙ্গলীলা রহস্তের অবশিষ্ট বর্ণনায় চৈতন্ত চরিতামৃত অবলম্বন করা হইতেছে। গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে এই পরিচ্ছেদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ না দিয়া গৌরাঙ্গলীলার ঐতিহাসিক বা সারাংশ ও তাহার রহস্য প্রকাশ করা হইতেছে।]

[চৈতন্ত চরিতামৃতের অন্ত্যলীলার দ্বাদশ অধ্যায়ের কিঞ্চিৎ আভাস,—জগদানন্দের নদীয়া হইতে নীলাচলের প্রত্যাবর্ত্তন, গৌরাঙ্গের বায়ুপিত্ত কফ উপশমের জন্ত সঙ্গে এক কলসী চন্দনাদি তৈল সুগন্ধিত করিয়া আনয়ন, গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হওয়ায় তাঁহার তৈল ব্যবহারে অধিকার নাই বলিয়া গোবিন্দ দ্বারা জগদানন্দকে র্ভৎসনা করতঃ তাহা অস্বীকার করণ, ইহাতে জগদানন্দ দুঃখিত, পশ্চাৎ তৎকর্ত্তৃক ঐ তৈলভাণ্ড গৌরাঙ্গের সাক্ষাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া বাটী গিয়া গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া উপবাস করিয়া পড়িয়া থাকা। গৌরাঙ্গ তিনদিনের পরে জগদানন্দের বাটীতে গিয়া তাহাকে উঠাইয়া সেইদিন আপনার মধ্যাহ্ন ভোজনে নিমন্ত্রণ করেন। পরে যথাক্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া জগদানন্দ কর্ত্তৃক বহুবিধ ব্যঞ্জনসহ সঘৃত সুগন্ধিত শাল্যন্ন রন্ধনের প্রশংসা করত প্রচুর পরিমাণে (এমন কি অন্তদিনের দশগুণ) ভক্ষণ করিয়া পরিতুপ্ত হন এবং জগদানন্দকে আগ্রহপূর্ব্বক প্রসাদ পাওয়ান।]

গৌরাঙ্গ নীলাচলে পণ্ডিত জগদানন্দের সহিত নানারূপে প্রেমানন্দ আস্বাদন করিতেছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণবিরহে তাঁহার দেহ ও মন ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। তবে 'ভাবাবেশে' কখন কখন 'প্রফুল্লিত' হইতেন। কৃশ শরীরে কলার বাস্নার উপরে শয়ন করিয়া তাঁহার হাড়ে ব্যথা লাগিতে দেখিয়া ভক্তগণ দুঃখ অনুভব করিতেন। তন্মধ্যে জগদানন্দ সূক্ষ্ম বস্ত্র আনাইয়া গৈরিকে রঞ্জিত করিয়া তাহার মধ্যে শিমুল তুলা ভরিয়া লেপ করিয়া তাহাতে গৌরাঙ্গকে শয়ন করাইবার জন্ত স্বরূপ গোসাঞিকে বলিয়াছিলেন। স্বরূপ সেইরূপ করিলে গৌরাঙ্গ ক্রোধান্বিত হইয়া, জগদানন্দ কর্ত্তৃক রচিত জানিয়া মন কিছু সংযত হইল বটে, কিন্তু গোবিন্দকে উহা দূরে ফেলিয়া দিতে আদেশ করিলেন, এবং বলিলেন, 'সন্ন্যাসী মানুষ আমার ভূমিতে শয়ন,' তবে বুঝি জগদানন্দ খাট আনাইয়া তুলার বালিশ বিছানায় আমাকে শয়ন করাইয়া বিষয়

ভোগ করাইতে ইচ্ছা করিয়াছে। জগদানন্দ ইহা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন। ইহার পরে স্বরূপ গোসাঞি এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন, তিনি কদলীর বহু শুষ্ক পত্র আনাইয়া সরু সরু চিরিয়া গৌরাঙ্গের বিছানা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। ইহাও বহুযত্নে তাঁহাকে স্বীকার করাইতে পারিয়াছিলেন। সকলে উহাতে গৌরাঙ্গকে শয়ন করিতে দেখিয়া সুখী হইয়াছিলেন, কিন্তু জগদানন্দ ভিতর বাহিরে অসুখবোধ করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে জগদানন্দের মথুরা বৃন্দাবন যাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু গৌরাঙ্গের অনুমতি চাহিয়া কৃতকার্য্য হন নাই, সেজন্য মনে মনে দুঃখিত ছিলেন। ইদানীং স্বরূপ গোসাঞি দ্বারা সে ইচ্ছা পুনরায় জানাইলেন। গৌরাঙ্গ তাহাতে সম্মত হইয়া জগদানন্দকে ডাকিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন,—যথা—বারাণসী পর্য্যন্ত পথে স্বচ্ছন্দে যাইবে, তাহার পরে ক্ষত্রিয়াদি (বোধ হয় বলবান্ পশ্চিমা রক্ষক) সঙ্গে লইবে, কেননা গৌড়ীয় দেখিলে লুটপাট করিয়া লয় ও বান্ধিয়া রাখে, যাইতে দেয় না। মথুরায় পৌছিলে সনাতনের সঙ্গে রহিবে। তথাকার স্বামী সকলের চরণ বন্দন করিবে, কিন্তু ভক্তি করিয়া দূরে থাকিবে, তাঁহাদিগের সঙ্গে থাকিবে না, তাঁহাদের আচার ব্যবহার অবলম্বন করিতে পারিবে না। সনাতনের সঙ্গে বন দর্শন করিও। সনাতনের সঙ্গ 'একক্ষণ'ও ছাড়িবে না। শীঘ্র ফিরিয়া আইস, যেন সেখানে চিরকাল থাকিও না। গোপাল দেখিতে গোবর্দ্ধনে চড়িও না। আমি সেখানে যাইতেছি ইহা সনাতনকে বলিবে এবং সে যেন আমার জন্য বৃন্দাবনে একটী স্থান স্থির করিয়া রাখে। তৎপরে জগদানন্দকে আলিঙ্গন করিলেন, জগদানন্দ তাঁহার পদধূলি এবং ভক্তগণের নিকট অনুমতি লইয়া বনপথে বারাণসীতে উপনীত হইলেন।

তথায় গিয়া তপন মিশ্র এবং চন্দ্রশেখরের সহিত মিলিত হইলে উঁহারা তাহার মুখে গৌরাঙ্গের সকল কথা শুনিলেন। তদনন্তর মথুরায় উপনীত হইয়া সনাতনের সহিত মিলিলেন। সনাতন তাঁহাকে দ্বাদশ বন দেখাইলেন। পরে গোকুলের মহাবন দেখিয়া তথায় উভয়ে সনাতনের গোফায় একত্রে অবস্থান করিলেন। জগদানন্দ দেবালয়ে গিয়া পাক করেন আর সনাতন মহাবনে কিংবা দেবালয়ে কখনও বা ব্রাহ্মণের বাটীতে গিয়া ভিক্ষা করিয়া আনেন এবং জগদানন্দকে খাওয়াইয়া পশ্চাৎ আপনি মহাবন হইতে অন্নপানাদি

মাগিয়া আনিয়া খান। একদিন জগদানন্দ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন, সকালের নিত্যকৃত্য সমাধা করিয়া পাক চড়াইলেন। এদিকে সন্ন্যাসী মুকুন্দ সরস্বতী সনাতনকে এক বহির্ব্বাস দিলেন, তিনি উহা মস্তকে বান্ধিয়া জগদানন্দের বাসাদ্বারে আসিয়া বসিলেন। রাতুল বস্ত্র দেখিয়া পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হইলেন এবং মহাপ্রভুর প্রসাদ ভাবিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন উহা কোথায় পাইয়াছ ? উত্তরে সনাতন বলিলেন মুকুন্দ সরস্বতী দিয়াছেন। ইহা শুনিয়া পণ্ডিতের মনে ক্রোধ হইল এবং ভাতের হাঁড়ি হাতে লইয়া তাঁহাকে মারিতে আসিলেন। পরে সনাতন জানিয়া লজ্জিত হইয়া ভাতের হাঁড়ি চুলাতে রাখিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—তুমি মহাপ্রভুর প্রধান পার্ষদ, তোমার মত তাঁহার প্রিয় অন্য কেহ নহে, তবে তুমি অন্য সন্ন্যাসীর প্রদত্ত বস্ত্র কিরূপে শিরে ধারণ করিলে ? তখন সনাতন বলিলেন, 'সাধু' তোমার সমান চৈতন্যের প্রিয়শিষ্য আর কেহ নাই। গৌরাঙ্গের প্রতি তোমার যে অপূর্ব্ব প্রেম ও তোমার চৈতন্যনিষ্ঠা তাহা প্রত্যক্ষ করিবার জন্যই আমি ঐ রক্তবস্ত্র মস্তকে ধারণ করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের পরিধান করা উচিত নহে, অতএব উহা কোন প্রদেশিককে দিব। জগদানন্দ পাককার্য্য শেষ করিয়া চৈতন্যকে নিবেদন করিবার পরে দুইজনে প্রসাদ পাইলেন। তৎপরে উভয়ে আলিঙ্গন করিয়া চৈতন্য বিরহে কান্দিতে লাগিলেন।

জগদানন্দ এইরূপে সে কোন অবস্থান করিলেন বটে, কিন্তু দুই মাসের অধিক কাল চৈতন্যবিরহ দুঃখ সহিতে পারিলেন না। তখন তাঁহার আদেশ সনাতনকে জ্ঞাপন করিলেন, যথা—প্রভু এখানে আসিবেন তাঁহার জন্য তোমাকে একটী বাসা ঠিক করিয়া রাখিতে বলিয়াছেন। তৎপরে জগদানন্দ যাইবার অনুমতি চাহিলে সনাতন তাহার হস্তে গৌরাঙ্গের জন্য কিছু 'ভেট' দ্রব্যাদি—রাসস্থলীর বালু, গোবর্দ্ধনের শিলা, শুষ্ক পক্ক পীলু ফল আর গুঞ্জামালা পাঠাইলেন। তিনি তাহা লইয়া চলিয়া গেলেন। এদিকে সনাতন তাঁহাকে বিদায় দিয়া ব্যাকুল হইলেন, প্রভুর নিমিত্ত দ্বাদশাদিত্য টীলায় একটী মঠ পাইয়া তাহাই সংস্কার করিয়া রাখিলেন। মঠের অগ্রে একটী চালি বান্ধিয়া রাখিলেন। জগদানন্দ এদিকে শীঘ্র নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়া সপ্তভক্তসহ চৈতন্যকে সানন্দ দেখিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া সকলের সহিত মিলিত হইলেন। চৈতন্য

জগদানন্দকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন, তখন সনাতনের নামে জগদানন্দ নমস্কার করিয়া উপরোক্ত ভেট দ্রব্যাদি গৌরাঙ্গকে অর্পণ করিলেন। অন্যান্য দ্রব্য রাখিয়া কেবল পীলু লইলেন, বৃন্দাবনের ফল বলিয়া হৃষ্ট হইয়া খাইলেন। জগদানন্দের পুনরায় নীলাচলে আসায় সকলের আনন্দ হইয়াছিল।

মন্তব্য—চৈতন্য চরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডের দ্বাদশ পরিচ্ছেদের আভাস (যাহা এই পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে চুম্বকে প্রদর্শিত হইয়াছে) এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ের বিষয় (যাহা এই গ্রন্থীয় বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হইয়াছে) মনোযোগের সহিত পর্য্যালোচনা করিলে গৌরাঙ্গচরিতের কয়েকটী বিশেষত্ব আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি, তন্মধ্যে কয়েকটী মাত্র এস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে।

১। স্বেচ্ছাপুর্ব্বক সন্ন্যাসীর ভান করণ অথচ সন্ন্যাসাশ্রমের নিয়ম পালনে সদা বৈমুখ্য প্রদর্শন।

তিনি মনের অন্তস্তল হইতে জানিতেন যে তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন নাই, সেজন্য প্রথম হইতে ঐ আশ্রমোচিত নিয়ম পালন ও করেন নাই। বিশেষতঃ তাঁহার আবাল্য পোষিত প্রবল ভোজন লিপ্সা তাঁহাকে আদৌ ছাড়ে নাই, তাই তিনি কখন ভক্তের উপহার বলিয়া কখন বা স্বীয় কাল্পনিক ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন ছলে সুস্বাদু বহুবিধ প্রচুর ভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়া তৃপ্ত হইতেন। ঐরূপ ভক্তগণের প্রযত্ন দত্ত বলিয়া শয্যা বিশেষ এবং অঙ্গে চন্দনাদি লেপন ও মাল্যধারণ করিতেন, কিন্তু এদিকে মুখে মাত্র বলিতেন আমি সন্ন্যাসী মানুষ আমার ভূমিতে শয্যা মস্তক মুণ্ডন, বিষয়াসক্তিতে ভক্তেরা কেন আমাকে লিপ্ত করিতে চাহে?

২। অবতার ভাবের প্রচারের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা।

ভক্ত জগদানন্দকে যখন তিনি মথুরা প্রেরণ করেন তখন তাঁহাকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার মধ্যে আছে—তুমি সনাতনের সঙ্গ এক ক্ষণও ছাড়িবে না, মথুরায় গিয়া স্বামী (মহান্ত বৈষ্ণব) দিগের চরণ বন্দিবে বটে কিন্তু তাঁহাদের আচরণ গ্রহণ করিবে না। এবং শীঘ্র এখানে ফিরিয়া আসিবে। এইরূপ রামদাস ভট্ট নামক এক বিদ্যাগর্ব্বী পুরীবাসীকেও বৃন্দাবনে সনাতনের নিকটে বাস এবং তাঁহার সভাতে ভাগবত পাঠ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। অভিপ্রায় এই,—বৃন্দাবনের প্রাচীন বৈষ্ণব মহান্তগণ তখনও তাঁহার অবতারত্বে

আস্থা স্থাপন করেন নাই, পাছে অপরিপকবিশ্বাসী জগদানন্দ তাঁহাদের মতানুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার সম্প্রদায় হইতে বহির্ভূত হইয়া পড়েন, পক্ষান্তরে সনাতন গোসাঞি তাঁহার অবতারত্বে দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁহার নিকট জগদানন্দ সতত থাকিলে সে ভয় থাকে না, বরং ভালই হইবে। ইহার প্রসঙ্গ সনাতন ও জগদানন্দের পরস্পর একটী ঘটনা হইতেই প্রমাণিত হয়। ঐরূপ রামদাস ও সনাতনের সঙ্গ পাইয়া কৃষ্ণপ্রেমিক হইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার অবতার ভাবের কার্য্য পরোক্ষভাবে সিদ্ধ হইয়াছিল, বলিতে হইবে ঐরূপ আরও উদাহরণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা নিষ্প্রয়োজন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অতঃপর গৌরাঙ্গচরিতের শেষাংশ যাহা চৈতন্য চরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ চৈতন্য-ভাগবতের বৃন্দাবন দাস কৃত বর্ণনা অবলম্বনে লিখিত অথচ উহা হইতে অতিরিক্ত, অতিরঞ্জিত এবং স্বকপোল কল্পিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পাঠকগণ অবগত আছেন বৃন্দাবন দাস গৌরাঙ্গের আদি জীবনী লেখক; তাঁহার উক্তিই সর্ব্বপ্রথম। তিনি যৌবনাবস্থায় ২৮ বৎসর বয়সে গৌরাঙ্গের জীবন কালের ঘটনাবলি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এবং অনুচর, পারিষদ ও ভক্তদিগের কড়চা অবলম্বনে নবদ্বীপ ও তাহার সন্নিহিত স্থানে বসিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। (চৈতন্য ভাগবতের আদি খণ্ডের ১ম অধ্যায় দেখ) পক্ষান্তরে কৃষ্ণদাস কবিরাজ অতি বৃদ্ধাবস্থায় (চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের পরিক্ষীণাবস্থায়) এবং গৌরাঙ্গের লোকান্তরিত হইবার ৮২ বৎসর পরে তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্যের মুখে যথাশ্রুত হইয়া এবং তাঁহাদের কৃত কড়চা অবলম্বন করিয়া বৃন্দাবনে বসিয়া চৈতন্যচরিতামৃত লিখিয়া গিয়াছেন ইহাতে আমরা এই উভয় জীবনীর মধ্যে চৈতন্য ভাগবতকে জীবনী হিসাবে অধিকতর প্রমাণিক বলিতে বাধ্য হইতেছি। বিশেষতঃ কৃষ্ণদাস স্বকীয় গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ বৃন্দাবন দাসের প্রথমোক্তি সুতরাং অকাট্য, নিজের জরাগ্রস্ত ও ইন্দ্রিয়-বৈকল্যদশা প্রকাশ এবং রূপসনাতন, স্বরূপ গোসাঞি প্রভৃতি কর্ত্তৃক গৌরাঙ্গ-

লীলার শেষ অংশ লিপিবদ্ধ করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহাদেরই সহায়তায় গ্রন্থ রচনা করা স্বীকার করিয়াছেন। এমতাবস্থায় পাঠকগণ গৌরাঙ্গলীলার যে শেষাংশ চৈতন্য ভাগবতে উক্ত হইয়াছে তাহার বিপরীত, বিভিন্ন নূতন এবং রঞ্জিত বর্ণনা আমাদের আদৌ গ্রহণীয় হইবার যোগ্য নহে। পরন্তু তন্মধ্যে যে সকল ঘটনার নূতনত্ব এবং বিস্ময় প্রজনকত্ব লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা যেরূপ বৈজ্ঞানিক আলোচনার বিষয়ীভূত হইবে সেইরূপ আলোচনা এস্থলে সংক্ষেপে করিতে আমরা প্রবৃত্ত হইব। তদ্‌যথা—

প্রথমতঃ। ছোট হরিদাসের কথা—

হরিদাস (যবন হরিদাস নহেন) গৌরাঙ্গের একজন বিশিষ্ট ভক্ত এবং পারিষদ ছিলেন। তাঁহার বৃন্দাবন বাস কালে হরিদাসী মালিনী নাম্নী এক স্ত্রীলোকের (যাহার যৌবনে সৌন্দর্য্য ছিল) নিকট সূক্ষ্ম তণ্ডুল ভিক্ষা করিয়া কয়েক দিন আনিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ ঐ তণ্ডুলের অন্ন কয়েক দিন তৃপ্তির সহিত ভোজন করিবার পরে তিনি অনুসন্ধানে যখন জানিলেন হরিদাস তাঁহার জন্য ঐ সূক্ষ্ম তণ্ডুল রমণীর নিকট হইতে প্রত্যহ ভিক্ষা করিয়া আনেন, তখন তিনি হরিদাসকে আর তাঁহার সম্মুখে আসিতে নিষেধ করেন। হরিদাস ইহাতে নিতান্ত অনুতপ্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ স্বতঃ ও পরতঃ তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রর্থনা করেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় হরিদাস কাহাকে কিছু না বলিয়া এলাহাবাদে আসিয়া ত্রিবেণীর জলে প্রবিষ্ট হন অর্থাৎ খেদে জীবন ত্যাগ করেন।

মন্তব্য—গৌরাঙ্গের মানসিকপীড়ার বর্ত্তমান চরম অবস্থায় ও তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব তাঁহাকে ছাড়ে নাই। এস্থলে হরিদাস তাঁহার প্রিয়পাত্র হইলেও তাহাকে কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারেন নাই। সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বী হরিদাসের স্ত্রীলোকের নিকট ভিক্ষা করা কর্ত্তব্য ছিল না এবং তাহা গৌরাঙ্গের অন্যান্য সন্ন্যাসী শিষ্যের পক্ষে মন্দ আদর্শ বটে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু হরিদাসের সমস্ত জীবনের মধ্যে তাদৃশ একবার কৃত অপরাধ, বিশেষতঃ স্বীয় প্রধান ভক্ত ও পারিষদের অনুরোধেও ক্ষমার যোগ্যপাত্র হয় নাই, ইহা সঙ্গত নহে। তিনি তাঁহার প্রাগ্‌জীবনে এইরূপ বিশেষত্ব অনেক ব্রহ্মচারীকে সামান্য অপরাধে দর্শন করিতে বঞ্চিত করিয়াছেন ইহা তাহারই পুনরাচরণ।

বিশেষের মধ্যে এই, তখন দর্শনকারী কোন সুদূর ভবিষ্যতে তাঁহার দর্শন পাইবে এই আদেশ বাণী শুনিয়া আনন্দে নৃত্য করায় তাহার অপরাধ ক্ষমা করা হইয়াছিল। তাৎপর্য্য এই তৎকালে গৌরাঙ্গের মনের সংযম শক্তি যাহা ছিল ইদানীং তাহা আর নাই, সেজন্য হরিদাসের প্রতি ঐরূপ ব্যবহার ঘটিয়াছিল। এদিকে জীবনী লেখক এবং ভক্তগণ কেহ ঐ ব্যাপারে গৌরাঙ্গের ভগবত্তা অর্থাৎ 'স্বাতন্ত্র্য' মনে করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কেহ লোকশিক্ষা, কেহ পাপের উপযুক্ত শাস্তি অন্য কেহ বা পরকালের হিতের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন অথবা কৃষ্ণদাস তাহাদের মুখে ঐ সকল কথা বলাইয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ। যবন হরিদাস—

ইনি গৌরাঙ্গের বিশিষ্ট ভক্ত হইয়া কিছুদিন নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের সঙ্গে ছিলেন, পরে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া গৌরাঙ্গ যখন পুরী যান তখন তিনি তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু পুরী পর্য্যন্ত তিনি সঙ্গী হইয়া আসিয়াছিলেন কিনা বলা যায় না। গৌরাঙ্গ দ্বিতীয়বার যখন শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের বাটী হইতে পুরী আগমন করেন তখন তাহার সঙ্গে হরিদাসের থাকা জানা যায় না, এক্ষণে ঐ হরিদাস ঠাকুর রূপে অভিহিত হইয়া গৌরাঙ্গের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ ও যবনত্ব মোচন এবং তাঁহার ইচ্ছামৃত্যু হওয়া ইত্যাদি উপন্যাস অদ্ভুত ও বিস্ময়জনক এস্থলে আমাদের বৈজ্ঞানিক আলোচনায় কোন বিবেচিত হইল না।

মন্তব্য—ইহাতে যবন হরিদাসেরই সাধনা ও কৃতিত্বের পরিচয় হয়, গৌরাঙ্গ তাঁহার উত্তর সাধক ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না।

তৃতীয়তঃ। গৌরাঙ্গের দেবদাসীর গীত শ্রবণ প্রসঙ্গ—

বৃন্দাবন দাস উল্লেখ না করিলেও চৈতন্যচরিতামৃতকার তদ্বিষয় বিশেষ লিপি চাতুর্য্য সহকারে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা আমাদের গ্রহণ করিবার আপত্তি নাই। তবে আপত্তির মধ্যে এই, কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন গৌরাঙ্গ আবেশে কেবল স্থূল দেহ এখানে রাখিয়া (সূক্ষ্ম) মানসিক দেহ লইয়া বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, ইহা কতদূর সম্ভব পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। আর, গৌরাঙ্গ আবেশে যে পুরীর উদ্যান বিলাস ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন তাহাতেও তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন এবং তদনন্তর প্রলাপাবস্থায় সমুদ্রকে যমুনা ভ্রম করিয়া অলক্ষিতে ছুটিয়া গিয়া উহাতে পড়িতেন।

একদিন প্রভু যমেশ্বর 'টোটা' অর্থাৎ বাগিচায় যাইতেছিলেন, দেবদাসী (দেবালয়ের নৃত্যগীতকারিণী) তখন গীতগোবিন্দের মনোহর গান গুর্জরী রাগে সুমধুরস্বরে গাইতেছিল। দূর হইতে ঐ গান শুনিয়া গৌরাঙ্গের আবেশ উপস্থিত হইল, তিনি বিমুগ্ধ ও বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া স্ত্রী কি পুরুষ ঐ গান গাইতেছিল তাহা তিনি জানিতে না পারিয়া যেদিক হইতে ঐ সুর প্রবাহ আসিতেছিল তদভিমুখে তাহার সহিত মিলিবার জন্য ধাবিত হইলেন। পথে সিজের বেড়া (বোধহয় তেকাটা মনসা সিজের) ছিল। তাহার কাঁটা তাঁহার গায়ে ফুটিতে লাগিল, কিন্তু তিনি কিছুই জানিতে পারিলেন না। গোবিন্দ আস্তে ব্যস্তে তাঁহার পশ্চাৎ দৌড়াইয়া গিয়া 'অল্প দূরে স্ত্রী গাছে, এবং স্ত্রীই গাইতেছে বলিয়া গৌরাঙ্গকে কোলে করিয়া ধরিলেন। স্ত্রী নাম শুনিয়া প্রভুর বাহ্য অর্থাৎ সংজ্ঞা হইল, তখন তিনি সেইপথে পুনরায় ফিরিয়া ('বাহুড়ি চলিলা') চলিতে চলিতে গোবিন্দকে বলিলেন তুমি আজ আমার জীবন রাখিলে নতুবা স্ত্রীস্পর্শে আমার মৃত্যু হইত। তোমার এ ঋণ আমি শোধ দিতে পারিব না। গোবিন্দ বলিলেন জগন্নাথ রক্ষা করেন, আমি কোন্ ছার! তখন গৌরাঙ্গ বলিলেন 'গোবিন্দ তুমি আমার সঙ্গে রহিবা ও যেখানে সেখানে আমার রক্ষায় সাবধান হইবা।' ইহা বলিয়া তিনি নিজ স্থানে গেলেন। এই ব্যাপার শুনিয়া স্বরূপাদির মনে মহাভয় হইয়াছিল।

মন্তব্য—বহুদিন যাবৎ হিষ্টিরিয়া রোগ ভোগের ফলে গৌরাঙ্গের মানসিক দৌর্ব্বল্যের উত্তরোত্তর আতিশয্যবশতঃ ইদানীং সংযম শক্তির অধিকতর ক্ষীণতা উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার গোপীভাবের সাধনার উৎকর্ষে ইদানীং অধিক সময় রাধাভাবে ভাবিত অবস্থায় দেখা যাইত, একদিন তিনি রাধাভাবে ভাবিত হইয়া স্বগণ সহ যমেশ্বরের টোটায় বেড়াইতে যাইতেছিলেন।

পাঠক! ভাবিয়া দেখিলে, গৌরাঙ্গ প্রকৃতিস্থ হইয়া স্বীয় কার্য্যদোষে যে মৃত্যু আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহা অতি সত্য কথা, কেননা গোবিন্দ সেরূপ ধাবিত হইয়া জোরপূর্ব্বক তাঁহাকে ধরিয়া বাধা না দিলে গৌরাঙ্গের মৃত্যু, অথবা তদপেক্ষাও অধিক কোন অবস্থা যদি কিছু থাকে সম্ভবতঃ তবে সেরূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত হওয়া অনিবার্য্য হইয়াছিল। কারণ তিনি যখন মধুর সঙ্গীত শ্রবণে কৃষ্ণপ্রেমে জ্ঞানশূন্য ও উন্মত্ত হইয়া

ছুটিতেছিলেন তখন দেবদাসীকে কৃষ্ণভ্রমে আলিঙ্গন করা তাঁহার পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব হইত না। ইহা কি গৌরাঙ্গের পক্ষে মরণাপেক্ষা অধিক নহে? যিনি সমস্ত জীবন স্ত্রীসঙ্গ হইতে প্রযত্ন সহকারে আত্ম সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছিলেন, অদ্য তিনি কিনা সাধারণের নিকট সর্ব্বসম্ভ্রম হারাইয়া দুরপনেয় কুখ্যাতি পাত্র বলিয়া গণ্য হইতে ছিলেন। যাহা হউক তিনি এই ব্যাপারে আত্মসংযম হারাইয়া কেরূপ বিষম বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াই গোবিন্দকে ভবিষ্যতে সাবধান করিবার জন্ত বলিয়া দিয়াছিলেন, ইহা স্বতঃই প্রতীত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়! জয়দেবের যে অতি মনোহর পদ শুনিয়া গৌরাঙ্গ সংজ্ঞাহীন হইয়া গায়ক বা গায়িকার সহিত মিলিতে ছুটিয়াছিলেন সে পদটী জীবনী লেখক ভক্ত কৃষ্ণদাস স্বীয় গ্রন্থে স্পষ্ট নির্দ্দেশ করেন নাই। কেবল উঁহার রাগ ও মধুর স্বরের কথাই বলিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। বোধ হয়, ভক্ত বৈষ্ণবদিগের নিকট, গ্রন্থ প্রণয়ন কালে ঐ পদ এমন সুবিদিত ছিল যে, উহার বিশেষ নির্দ্দেশ প্রয়োজন হয় নাই, অথবা হয়ত সাধারণ লোকের নিকট উহা অপ্রকাশিত রাখাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। পরন্তু গৌরাঙ্গলীলারহস্যের বর্ত্তমান সাধারণ পাঠকগণের সম্ভবতঃ ঐ পদটী কি প্রকার তাহা জানিবার কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক হইতে পারে, তৎতৃপ্তির আশয়ে লেখককর্ত্তৃক এ স্থলে গীতগোবিন্দের পদাবলী হইতে সেই পদটী উদ্ধৃত হইতেছে; উপযুক্ত কারণে তাহার অনুবাদটী প্রদত্ত হইল না।—

(গুর্জ্জরীরাগৈকতালাভ্যাং গীয়তে)

রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্।
ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী,
পীনপয়োধরপরিসরমর্দ্দনচঞ্চলকরযুগশালী ॥ ৮ (ইত্যাদি)

গীতগোবিন্দ, ৫ম সর্গ।

সুবুদ্ধি পাঠক! গৌরাঙ্গ যে সম্প্রতি কৃষ্ণবিরহিণী রাধার ভাবে ভাবিত হইয়া আবেশে টোটা ভ্রমণে যাইতেছিলেন ইহাতে কাহারও সংশয় নাই। তাহার উপরে পথিমধ্যে গীতগোবিন্দের পদ মধুরকণ্ঠে গীত হইতেছে শুনিয়া

বিমুগ্ধ সুতরাং আত্ম-বিস্মৃত হওয়ায়, সখীর পুনঃপুনঃ দৃঢ় নির্দ্দেশ বাণী যেরূপ কৃষ্ণবিরহ-পীড়িতা রাধাকে কৃষ্ণ সমীপে প্রেরণ করিয়াছিল, তদ্বৎ এস্থলে দেবদাসীর মধুর গীত রাধাভাবাপন্ন গৌরাঙ্গকেও কৃষ্ণ প্রেমোন্মত্ত করিয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্যাবস্থায় কৃষ্ণস্থানীয় দেবদাসীর প্রতি অমিত বেগে প্রধাবিত করিয়াছিল, ইহাই সঙ্গত বোধ হয়।

গোপীভাব—কৃষ্ণ মথুরায় গেলে গোপীর যে দশা হইয়াছিল ও উদ্ধবের দর্শনে যেরূপ রাধার বিলাপ হইয়াছিল গৌরাঙ্গেরও কৃষ্ণ বিচ্ছেদে সেই ভাব উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি রাধিকার ভাবে ভাবিত হইয়া আপনাকে 'রাধিকা জ্ঞান' করিয়াছিলেন। আর একদিন, স্বপ্নে কৃষ্ণের রাসলীলা দেখিতেছিলেন এমন সময় জগদানন্দ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিলে তিনি তাহাতে দুঃখিত হন। নিত্যকৃত্য সমাপনান্তে জগন্নাথ দর্শনে আসিয়া গরুড় স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া তাঁহার জগন্নাথ দর্শনকালে একজন উড়িয়া স্ত্রীলোক তাঁহার স্কন্ধে পদ স্থাপন করিয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেছিল, গোবিন্দ তাহাকে নামাইতে চেষ্টা করিলে গৌরাঙ্গ তাঁহাকে নিষেধ করেন ও ঐ স্ত্রীলোকটীর আর্ত্তির বহু প্রশংসা করেন। এইরূপ প্রেম প্রকাশের সময় তাঁহার সর্ব্বত্র কৃষ্ণ দর্শন হয়। সঙ্গে সঙ্গে আবার এই স্ত্রী ব্যাপারে বাহ্য দশা প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণ না দেখিয়া জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রা দর্শন করিতে থাকেন। তাহাতে তাঁহার 'রাগোদয়' (প্রেম ভাবোদয়) হয়। সময় সময় তাঁহার দশ দশাও উপস্থিত হইত।

মন্তব্য—গৌরাঙ্গ এই সময়ে গোপীভাবে আবিষ্ট হইতেন। এই গোপীভাব বুঝিতে গোপী বা রাধিকা এতদুভয়ের অন্যতর ভাব বুঝিতে হইবে। আর এই ভাবস্ফুরণও যে একদিনে হইত, তাহাও নহে। এস্থলে যেমন কৃষ্ণের মথুরাগমন জনিত বিরহে সাধারণ গোপীভাবে, সেইরূপ কখনো রাধার ভাবেও ভাবিত হইতেন। তাঁহার ভাবানুরূপ বিলাপের তারতম্য একাধারেই হইত। তিনি জগন্নাথ দর্শনে গিয়া স্তম্ভের নিকটে দাঁড়াইয়া স্ত্রীলোকের পাদস্পর্শে বিচলিত হন নাই, কারণ তখন তাঁহার গোপীভাবের আবেশ চলিয়াছিল, তিনি স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে আসিলেও তাঁহার কোনরূপ মনোবিকার উপস্থিত হয় নাই; তখন তিনি রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়া সর্ব্বত্র কৃষ্ণ দর্শন করিয়াছিলেন। পরে ঐ নারীর তন্ময়তা দৃষ্টে তিনি ভাবাপন্ন

হওয়ায়, কেবল জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রা দেখিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গের এইরূপ্ রোগধর্ম্মে বিভিন্ন ভাবের কার্য্য পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হইত। এই সময়েও তাহাই ঘটিয়াছিল। এই প্রকার ভাবেরই কার্য্য ন্যূনাতিরেকে তাঁহাকে আশ্রয় করিত। স্থূল কথা, ভূতোন্মাদ রোগে ইহা আদৌ বিচিত্র নহে।

এই সময়ে দেখা যায়, গৌরাঙ্গের চরিত্রে তাঁহার মনোরাজ্যে অবতার ভাবের মাত্রা এবং গোপী ও তদনন্তর রাধাভাবের উদ্দীপনা ক্রমান্বয়ে প্রবলরূপে কার্য্যপর হইয়াছিল। ইহা হইতেই পারে, কেননা হিষ্টিরিয়া চরিত্রে পরস্পর বিরুদ্ধভাব (যেমন এস্থলে অবতারও দাস্যভাব) চিরকাল তুল্যরূপে কার্য্যকর থাকা সম্ভব হয়। ইদানীং গৌরাঙ্গের সেই উভয়বিধ পরস্পর বিরোধী ভাবের মধ্যে একটীর আশ্রয় পুরুষ বা সেব্য, অপরটীর আশ্রয় স্ত্রী বা সেবিকা; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, গৌরাঙ্গ সম্প্রতি আপনাকে প্রায়শঃ স্ত্রী ভাবের আশ্রয়ভূমি মনে করিলেও সময় সময় স্বকীয় পূর্ব্বের পুংস অবতার ভাবটী এখনও ছিল, তাহা ভক্ত ও সাধারণ লোকের নিকট পূর্ব্ববৎ সাক্ষাৎভাবে প্রচার না করিয়া অনুগত পরিষদ দ্বারা ঐ কার্য্য করান এবং স্বদল পুষ্টির প্রতিও লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। (পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনীতে ইহা আরও পরিস্ফুটিত জানা যায়)

গৌরাঙ্গের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকুঞ্চন ও প্রসারণ, অপিচ কূর্ম্মাকারভাব—

একদিন গৌরাঙ্গ গৃহের তিন দ্বার বন্ধ করিয়া রাত্রে ভিতর প্রকোষ্ঠে শুইয়াছিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে স্বরূপ ও গোবিন্দ তথায় গিয়া দেখেন দ্বার রুদ্ধ কিন্তু গৌরাঙ্গ অদৃশ্য। পরে সিংহদ্বারের উত্তরে উহারা গৌরাঙ্গকে অস্থিসন্ধি শিথিলতা প্রযুক্ত মহাদীর্ঘাকার ও অচেতন অবস্থায় দেখিতে পান। অপর এক দিবস গৌরাঙ্গ স্বরূপ রামানন্দের সহিত কৃষ্ণ কথা রঙ্গে অর্দ্ধরাত্রি 'গোঙাইলেন।' স্বরূপ তাঁহার ভাবানুরূপ গীত গাইলেন, রায় রামানন্দ বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস ও গীত-গোবিন্দের ভাবানুরূপ পদ পড়িতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গও মধ্যে মধ্যে শ্লোক পড়িয়া অর্থ করিতে লাগিলেন। এইরূপে অর্দ্ধরাত্র হইলে 'গোসাঞিরে' শয়ন করাইয়া তাঁহারা ঘরে গেলেন, গোবিন্দ 'গম্ভীরার' দ্বারে শয়ন

করিলেন। গৌরাঙ্গ অর্দ্ধ রাত্রে কৃষ্ণবেণুগান ভাবাবেশে শ্রবণ করিয়া সহসা বাহির হইয়া পড়িয়া কিঞ্চিৎ দূর গিয়া উচ্চ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে চলিলেন, "তিন দ্বারে কপাট ঐছে আছেত লাগিয়া। ভাবাবেশে প্রভু গেলা বাহির হঞা॥ সিংহদ্বার দক্ষিণে আছে তৈলঙ্গী গাভীগণ। তাঁহা যাই' পড়িলা প্রভু হঞা অচেতন॥" এদিকে গোবিন্দ প্রভুর শব্দ না পাইয়া কপাট খুলিয়া স্বরূপকে ডাকিয়া ভক্তগণকে সঙ্গে করিয়া প্রদীপ লইয়া "ইতি উতি" অন্বেষণ করিয়া অবশেষে সিংহদ্বারের দক্ষিণে গাভীগণমধ্যে 'প্রভুকে' দেখিতে পাইলেন। প্রভুর অবস্থা "পেটের ভিতর হস্তপাদ—কূর্ম্মের আকার। * মুখে কেন পুলকাঙ্গ, নেত্রে অশ্রুধার॥" গাভীগণ তাঁহার অঙ্গ শুঁকিতেছিল। অনেক চেষ্টার পর উচ্চ সংকীর্ত্তন করিলে গৌরাঙ্গের চেতনা হইল; হস্তপাদ বাহির হইয়া শরীর পূর্ব্ববৎ হইল। তখন, "উঠিয়া বসিলেন প্রভু চাহেন ইতি উতি। স্বরূপে কহেন তুমি আমা আনিলা কতি॥—বেণুশব্দ শুনি' আমি গেলাঙ বৃন্দাবন। দেখি গোষ্ঠে বেণু বাজায় ব্রজেন্দ্র নন্দন॥ সঙ্কেতে বেণুনাদে রাধা গেলা কুঞ্জ ঘরে। কুঞ্জেরে চলিলা কৃষ্ণ ক্রীড়া করিবারে॥" ইত্যাদি। স্বরূপ কর্ত্তৃক চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া তিনি বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

মন্তব্য—এস্থলে সম্ভবতঃ উভয় রাত্রেই গৌরাঙ্গ অবশ্য রুদ্ধ গৃহে শয়ন করিয়া ছিলেন, কোন একটি গৃহদ্বার খুলিয়া রক্ষক পরিচারকদিগের অজ্ঞাতে চলিয়া গিয়া উক্ত উভয়স্থানে পতিত হন এবং উক্তবিধ অবস্থা প্রাপ্ত হন। ইহা গৌরাঙ্গের রোগধর্ম্মে নিশাবিচরণ। † অনেকবার তাঁহার জীবনে এইরূপ

---

* কূর্ম্মাকৃতি ইহাকে সারকো (Charcot) ক্লনিজম্ (Clownism) নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই অবস্থায় যে মানসিক ভাব প্রকাশিত হয় তাহাকে তিনি emotional display বলেন। আর ঐ ক্লনিজমের ক্যাটেলেপ্সী রোগে পেশী আকুঞ্চন উপস্থিত হয়। ঐ জাতীয় আকুঞ্চন হইলে পেশী প্রসারণও অবশ্যম্ভাবিত হয়। (in which are emotional display and a resemblance of contortions of cataleptic poses.) এই প্রসারণ ব্যাপার হইতে সন্ধি শিথিল দেহযষ্টির লম্বাকৃতি ধারণ কল্পিত হইয়াছে, মনে করিতে হয়।

† গৌরাঙ্গের রোগধর্ম্মে আবাল্য নিশা বিহারের একটা অভ্যাস ছিল, উহা শেষ জীবনেও তাঁহাকে ছাড়ে নাই। আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ ও পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদে এই নিশাবিহারের উল্লেখ দেখা যায়। উদ্বোধন ।• পৃষ্ঠা দেখ।

ঘটিয়াছে। (এই নিশা বিচরণের কথা প্রথম খণ্ডে বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে)। ইহার সঙ্গে রোগের লক্ষণ মূর্চ্ছা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকুঞ্চন ও সন্ধি শিথিলতাও উপস্থিত হইয়াছিল, জানা যাইতেছে।

সমুদ্রে যমুনা ভ্রম তাহাতে পতন এবং পুনঃ সন্ধি শিথিলতা—

পরে এক দিবস গৌরাঙ্গ আইটোটা হইতে সমুদ্র দর্শন করিয়া তাহাতে যমুনা ভ্রমবশতঃ জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিলেন। রাধাকৃষ্ণের জলকেলি লীলাস্বাদন মানসেই এই ঝাঁপদেওয়ার তাৎপর্য্য। গৌরাঙ্গ জলে ভাসিতে ভাসিতে কোনার্কের দিকে চলিলেন। কোন এক জালিয়া তাঁহাকে মাছ মনে করিয়া জাল দ্বারা উঠাইয়া 'অস্থিসন্ধি শিথিলতা'-প্রভুক্ত তাঁহার বিকৃত আকার দর্শন করিয়া ও তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া ভূতের ভয়ে ভীত হইয়া ওঝার সন্ধানে চলিতে থাকে। পথে স্বরূপ প্রভৃতির সঙ্গে দেখা হয়। তাঁহারা নানা স্থান খুজিয়া প্রভুকে না পাইয়া তাঁহার 'অন্তর্ধান' মনে করিয়াছিলেন। একণে জালিয়ার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কৃষ্ণনামের চাপড় দিয়া তাহার ভয়রূপ ভূত ছাড়াইলেন এবং নাম কীর্ত্তনে গৌরাঙ্গকে সচেতন করিয়া গৃহে লইয়া আসিলেন।

মন্তব্য—ইহা তাঁহার আবেশাবস্থার। সন্ধি শিথিলতা সম্বন্ধে মন্তব্য পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

চটক পর্ব্বত—

এক সময় গৌরাঙ্গের চটক পর্ব্বতকে গোবর্দ্ধন ভ্রমবশতঃ দৌড়িয়া যাইতে যাইতে স্তম্ভভাব উপস্থিত হইলে তাঁহার প্রতি রোমকূপে মাংস

"......................ব্রণের আকার।
তার উপরে রোমোদ্গাম কদম্বপ্রকার॥"

অবস্থা হয়। দুই নেত্রে অবিরত অশ্রুধার বহিতে থাকে। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে ভূমিতে পড়েন। পরে বাহ্য হইলে প্রভূত বিলাপ করেন।

মন্তব্য—এই প্রসঙ্গ অন্ধবিশ্বাসী ভক্তের আস্থাজনক হইতে পারে, কিন্তু গ্রন্থকার তাহা হিষ্টিরিয়া রোগের কম্পন, পুলক, স্বেদ ও মূর্চ্ছার অতি-বর্ণনা মনে করিয়া উহা বৈজ্ঞানিক আলোচনার বিষয়ীভূত মনে করেন না।

উন্মাদ দশা—

মাতৃভক্তিতে উত্তেজিত হইয়া গৌরাঙ্গ প্রতিবর্ষে জগদানন্দ পণ্ডিতকে প্রসাদীবস্ত্র ও মিষ্টান্ন সহ নবদ্বীপে প্রেরণ করিতেন। একবৎসর নবদ্বীপ হইতে জগদানন্দ অদ্বৈতাচার্য্যের 'তর্জ্জাপ্রহেলী' লইয়া আসিলেন, তাহা পাঠ করিয়া গৌরাঙ্গের দশা বৃদ্ধি পাইল। তিনি কৃষ্ণবিরহে উত্তেজিত হইয়া 'গম্ভীরা ভিতরে' মুখ ঘর্ষণ করিতে থাকেন, তাহাতে বহু রক্তপাত হয় ও সমস্ত উন্মাদ দশা উপস্থিত হয়।

মন্তব্য—ইহা তাঁহার আবেশাবস্থায় ঘটিয়াছিল। গৌরাঙ্গ এক পূর্ণিমারাত্রে শ্রীজগন্নাথ বল্লভ উদ্যানে প্রবেশ করিয়া ভক্তগণ দ্বারা "ললিতলবঙ্গ-লতা" প্রভৃতি পদ গাওয়াইয়া নৃত্য করিতে থাকেন। এইভাবে নৃত্য করিতে করিতে 'আচম্বিতে' অশোক বৃক্ষতলে তাঁহার কৃষ্ণ-দর্শন ভ্রান্তি ঘটে এবং সেই কাল্পনিক কৃষ্ণের অঙ্গ গন্ধে তিনি উন্মত্তভাব প্রকাশ করেন।

এতদ্ভিন্ন গৌরচন্দ্র সময় সময় গীত গোবিন্দ, শ্রীমদ্ভাগবত, রায় রামানন্দকৃত জগন্নাথবল্লভ নাটক, বিল্বমঙ্গলকৃত শ্রীকর্ণামৃত শ্রবণ করিয়া ভাবাবিষ্ট হইতেন। (কৃষ্ণদাস এই পর্য্যন্ত লিখিয়া গ্রন্থ সমাপন করিয়াছেন)। গৌরাঙ্গের এই সময় ঘোরতর প্রেমোন্মাদের অবস্থা। এইরূপ উন্মত্ত অবস্থায় কিছু দিন গত হইলে তাঁহার তিরোভাব ঘটে। এই তিরোভাব তদীয় মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ ভিন্ন আর কিছু নহে, তাহা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

গৌরাঙ্গের মর্ত্ত্যলীলাসম্বরণ—

গৌরাঙ্গের মর্ত্ত্যলীলা অবসানের প্রকার ও কালসম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। তাহার সামঞ্জস্য সাধন দুরূহ। * আশ্চর্য্যের

---

* আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে। নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিশ্বাসে॥
জয়ানন্দকৃত চৈতন্য মঙ্গল।

বিষয়, বৃন্দাবন দাস কিংবা কৃষ্ণদাস এ সম্বন্ধে একেবারে নীরব। গ্রন্থকারের অনুমান গৌরাঙ্গ এক দিন পূর্ব্বের ন্যায় প্রেমোন্মাদের আবেশে কোনো না কোনো বিলাস উদ্যান হইতে যমুনা ভ্রমে সমুদ্রে গিয়া পড়েন তদনন্তর তাঁহার দেহ তত্রত্য জল জন্তুর ভক্ষ্য হয়। * ঐ পতনের কাল রাত্রি হওয়া সম্ভব।

এই স্থানে সহৃদয় পাঠকগণের নিকট হইতে জরাগ্রস্ত গ্রন্থকারের বিদায়-গ্রহণ।

সমাপ্ত

তক্ত ইচ্ছা দেখি কহে পড়িছা তখন। গুঞ্জা বাড়ীর মধ্যে প্রভুর হৈল অদর্শন॥
সাক্ষাতে দেখিনু গৌর প্রভুর মিলন। নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্ব্বজন॥

জয়ানন্দকৃত চৈ, ম।

অন্যত্র—তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে। জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে। ঐ
প্রবেশিয়া এই গোপীনাথের মন্দিরে। হলো অদর্শন পুনঃ না আইল বাহিরে।

শ্রীভক্তিরত্নাকর।

* জয়ানন্দ স্বীয় গ্রন্থের শেষে চৈতন্যের মানবলীলা সম্বরণের কারণ স্পষ্ট উল্লেখ করিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। গৌরাঙ্গের ৪৮ বৎসর বয়সে অন্তর্দ্ধান ধরিলে তাহা ১৪০৭+৪৮=১৪৫৫ শকাব্দ বা ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ হয়, সামান্য ৩ মাসের যে তফাৎ হয় তাহা পাঠকগণ স্থির করিয়া লইবেন।